সহীহ
আত্-তিরমিযী
[ষষ্ঠ খণ্ড]
তাহ্ক্বীক্ব :
মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
অনুবাদ ও সম্পাদনায়
হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
হাদীস বিভাগ-
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।
শাইখ মোঃ 'ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রাহ্‌মান
মুমতায শারী'আহ্ বিভাগ-
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।
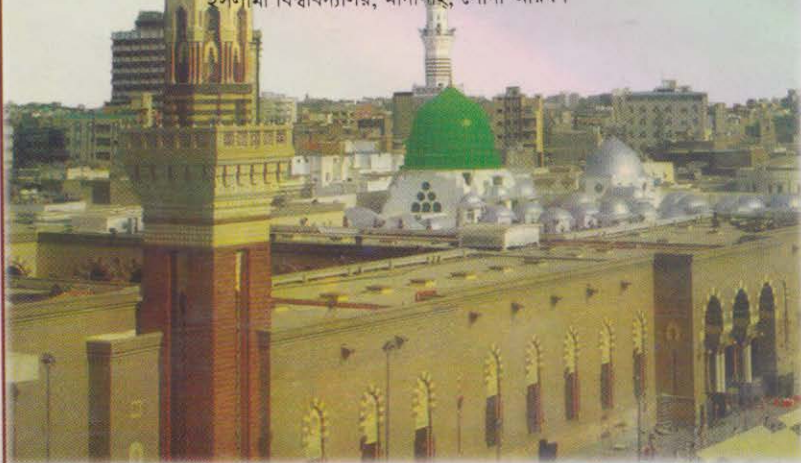
সহীহ আত-তিরমিযী

[ষষ্ঠ খণ্ড]

মূল

ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ
আত্-তিরমিযী (রহিমাহুমুল্লাহ)

মৃত্যু ঃ ২৭৯ হিজরী

তাহক্বীক্ব

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহঃ)
(আবূ 'আবদুর রহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

হুসাইন বিন সোহরাব
অনার্স হাদীস
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনা, সৌদী আরব

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
লিসান্স, মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
শিক্ষক– মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া 'আরাবীয়া
৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

সহীহ
আত্-তিরমিযী

মূল ঃ ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ আত্-তিরমিযী (রহঃ)
তাহক্বীক্ব ঃ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (আবূ 'আবদুর রহমান)
অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ হুসাইন বিন সোহরাব
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান

প্রকাশনায়
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮

কম্পিউটার কম্পোজ
আল-মাদানী কম্পিউটার সেন্টার
৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮

২য় প্রকাশ
মে ঃ ২০১৩

মুদ্রণে
নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬, জিন্দবাহার ১ম লেন, ঢাকা-১১০০

বাঁধাই
আল-মাদানী বাঁধাই সেন্টার
আল-মাদানী ভবন
১৪২/আই/৫, বংশাল রোড, (মুকিম বাজার)

মূল্য ঃ ৩৬১/= টাকা মাত্র

Published by Hossain Al-Madani Prokashoni
Dhaka, Bangladesh. 2nd Edition : May 2013
Price Tk- 361/= US $: 15

ISBN NO. 984-605-081-X

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম মহানাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত পূর্ণ জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। সহীহ হাদীসের আলোকেই ইসলামকে জানতে এবং বুঝতে হবে। অতএব মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে সহীহ হাদীস জানা ও বুঝা একান্ত অপরিহার্য।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মুসলিম আরবী ভাষা বুঝতে অক্ষম, অথচ কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। হাদীসের ভাষা বুঝতে হলে বঙ্গানুবাদের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত বিকল্প পথ নেই। এ ক্ষেত্রে যত বেশি সহীহ হাদীস বঙ্গানুবাদ করা হবে ততই মঙ্গল।

পূর্বে হাদীসের প্রসিদ্ধ তিরমিযী গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হলেও অনুবাদকগণের কেউই প্রসিদ্ধ তিরমিযী গ্রন্থকে যঈফ মুক্ত করেননি। অতএব সহীহ হাদীসের উপর আমলকারীদের জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সচ্ছ চিন্তার অধিকারী বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) কর্তৃক তাহক্বীক্ব কৃত সহীহ তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ একান্তই কাম্য।

গ্রন্থটি অনুবাদে আমার বন্ধু শাইখ মোঃ ঈসা (লিসান্স মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব) আমাকে সাহায্য করায় আমি তাঁর এই প্রশংসনীয় আন্তরিকতাকে স্বাগত জানাই। তিনি অনুবাদ প্রসঙ্গে মুক্ত নীতি অবলম্বন করেছেন। এজন্য তিনি অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই ধন্যবাদ পাওয়ার হকদার। আমি তাকে আন্তরিক মুবারাকবাদ জানাই। আমি সত্যিকার অর্থেই অনুভব করছি যে, আমার বন্ধু শাইখ ঈসা এই মহৎ কাজে কতটা শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর এই পরিশ্রম সফল ও সার্থক হোক এটাই আমি কামনা করি। শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা-এর দীর্ঘদিনের সহযোগিতার শুভ ফল বঙ্গানুবাদ সহীহ তিরমিযী প্রকাশ হওয়ায় বহুদিনের সুন্দর একটি চাহিদা পূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করছি– পুস্তকটি সমাজে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন হবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল কর এবং আমাকে এরূপ আরো বেশী বেশী খিদমাত করার তাওফীক্ব দান কর। –আমীন ॥

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রুফ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান সাহেবের মন্তব্য

মহান আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অফুরন্ত প্রশংসা যিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) কতৃক তাহক্বীক্বকৃত সহীহ তিরমিযীর বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনায় হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবকে সহযোগিতা করার তাওফীক্ব প্রদান করেছেন। অতঃপর প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

আমার বন্ধু হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (বহু গ্রন্থ প্রণেতা) নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) কর্তৃক তাহক্বীক্ব কৃত সহীহ তিরমিযীর বাংলা অনুবাদে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধ রক্ষা করার যোগ্যতা আমার কতটা আছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই তবে তার অনুরোধে সাড়া দিতে পেরে আমি আনন্দিত ও নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব যেমন অনেক বেশী, তেমনি তাদের কাছে সহীহ হাদীসের চাহিদাও অনেক। অথচ এদেশীয় জনগণের মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদকৃত সহীহ হাদীসের তীব্র অভাব। সহীহ হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে মুসলিমগণ নির্ভরযোগ্য হাদীসের সন্ধান না পেয়ে সত্যিকার সহীহ ও সঠিক পথ থেকে সরে বিভিন্ন মতবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের দেশের মুসলিমদের কাছে সহীহ হাদীস জানার আগ্রহ বহুদিনের। এই দীর্ঘদিনের অভাব দূরীকরণের উদ্দেশে সমস্যা ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য করে হুসাইন বিন সোহ্‌রাব যে মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তজ্জন্য আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সহীহ হাদীস জানার, মুসলিমদের সহীহ ও সঠিক পথে চলার দিক নির্দেশক যে সমস্ত সহীহ হাদীসের কিতাব রয়েছে তন্মধ্যে এই সহীহ তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

এ ধরনের একটি হাদীসের অনুবাদের আবশ্যকতা পাঠকগণ যে তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন তার কিছুটা হলেও পূরণ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সহীহ তিরমিযীর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশনা বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি তিনি যেন তাকে আরও অধিক ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে দ্বীনী খিদমাত করার তাওফীক্ব দান করেন। জনাব হুসাইন বিন সোহ্‌রাব দ্বীন-ইসলামের খিদমাত মনে করে নিরলস চেষ্টা সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করে বহু গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেছেন। আল্লাহ তাঁর দ্বীনী খিদমাত ক্ববূল করুন। আমীন!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সহীহ আত্-তিরমিযী'র ভূমিকা

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ এবং তাঁদের উপর যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকবেন ক্বিয়ামাত পর্যন্ত।

অতঃপর সুনানে তিরমিযী গ্রন্থের তাহক্বীক্ব এবং এর মধ্যে নিহিত সহীহ ও যঈফ হাদীসগুলো পৃথক করার যে দায়িত্ব রিয়াদস্থ মাকতাবাতুত তারবিয়্যাহ আল-আরাবী'র পক্ষ থেকে আমার উপর অর্পিত হয়েছিল তা আমি ১৪০৬ হিজরী সনের ১০ জিলক্বাদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা সমাপ্ত করেছি।

আর এতে আমি সেই পন্থাই অবলম্বন করেছি, যে পন্থা অবলম্বন করেছিলাম সুনানে ইবনু মাযাহ'র তাহক্বীক্ব করার ক্ষেত্রে। এখানে আমি সেইসব পরিভাষাই ব্যবহার করেছি, যেসব পরিভাষা সেটাতে ব্যবহার করেছি। আর তা আমি ইবনু মাযাহ'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তাই একই জিনিস পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই ভূমিকাতে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে আলোকপাত করছি।

প্রথমতঃ পাঠকবৃন্দ অনেক হাদীসের শেষে দেখতে পাবেন হাদীসের স্তর বা মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আমি ইবনু মাযাহ'র বরাত দিয়েছি। যেমনটি আমি এই গ্রন্থের পঞ্চম নং হাদীসের ক্ষেত্রে বলেছি– সহীহ ইবনু মাযাহ ২৯৮ নং হাদীস।

আমি এরূপ করেছি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশে। সময় বাঁচানোর জন্য ও একই বিষয় বার-বার উল্লেখ করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। কেননা আপনি যদি ইবনু মাযাহতে উল্লিখিত নম্বরযুক্ত হাদীসটি খোঁজ করেন তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে লিখা আছে "সহীহ" ইরওয়াহ ৪১ নং সহীহ আবূ দাউদ ৩নং আর-রওজ ৭৬ নং। এই বরাত দ্বারা আমি নিজেকে অনুরূপ

কথা পুনরুল্লেখ করা থেকে রক্ষা করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্ধৃতি দীর্ঘ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা সংক্ষিপ্ত তাহকীককৃত হাদীসের মূল গ্রন্থের আধিক্য বা স্বল্পতার ফলে।

দ্বিতীয়তঃ পাঠকবৃন্দ দেখতে পাবেন যে, কোন কোন হাদীস একেবারেই তাখরীজ করা হয়নি। শুধুমাত্র সেটার মর্যাদা উল্লেখ করেছি। কারণ ঐ হাদীসগুলো আমি ঐ গ্রন্থসমূহে পাইনি। আবার কখনো কখনো এক হাদীস অন্য একটি হাদীসের অংশ হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু সুনানে তিরমিযীর ঐ হাদীসগুলোর সনদ সম্পর্কে হুকুম লাগানো প্রয়োজন ছিল। সুনানে ইবনু মাজাহ এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রেও আমি এমনটিই করেছি। **আর ঐ হাদীসগুলোর মর্যাদা আমি এভাবে বর্ণনা করেছি–**

১– সনদ সহীহ অথবা হাসান;

২– সনদ দুর্বল;

আর এ দু'টি স্পষ্ট ও সহজবোদ্ধ;

৩– সহীহ অথবা হাসান।

অর্থাৎ– তিরমিযী বহির্ভূত কোন শাহিদ বা মুতাবি' দ্বারা সহীহ। কোন কোন সময় এভাবেও বলি "সেটার পূর্বেরটা দ্বারা" অর্থাৎ পূর্বের শাহিদ বা মুতাবি' দ্বারা সহীহ।

আবার কোন সময় বলি– সহীহ; দেখুন ওর পূর্বেরটা। অর্থাৎ পূর্বের হাদীসেই এর তাখরীজ করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ অল্প কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যে, ইমাম তিরমিযী সেটার সনদ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার মতন পূর্বের হাদীসের বরাত দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'মিসলুহু' যেমন ৬২ নং হাদীসটি। অথবা তিনি বলেন– 'নাহবুহু' যেমন ২২৬ নং হাদীস। এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি কোন হুকুম লাগাইনি। তার শেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি কিছু লিখিনি পূর্ববর্তী হাদীসের হুকুমই যথেষ্ট মনে করে। কেননা আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে হাদীসের মতন। সেটার সনদ নয়। কিন্তু যেখানে সেটার মতনের মর্যাদা জানা একান্তই জরুরী সেখানে তা উল্লেখ করেছি।

চতুর্থতঃ সুনানে তিরমিযীর পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, "কুতুবুস সিত্তাহ" এর মধ্যে ইমাম তিরমিযী 'র বাচনভঙ্গী অন্যান্য লেখকদের চাইতে ভিন্ন। তন্মধ্যে একটি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন, সহীহ অথবা হাসান বা যঈফ। যা তাঁর গ্রন্থের একটি সৌন্দর্য। যদি তাঁর এই সহীহকরণের ক্ষেত্রে তাসাহুল অর্থাৎ নম্রতা না থাকতো যে বিষয়ে তিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আমার অনেক গ্রন্থেই বিষয়টির প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আর এজন্যই আমি এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করিনি। বরং আমি হুকুম বর্ণনা করি আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আমাকে যে জ্ঞান দান করে তারই ভিত্তিতে। এ জন্যই লেখকের অনেক দুর্বল হুকুম লাগানো হাদীসকেও সহীহ অথবা হাসানের স্তরে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছি। আর এর প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই। যেমন সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে কিতাবুত্ তাহারাতে নিম্নবর্তী নম্বরযুক্ত হাদীসগুলো– ১৪, ১৭, ৫৫, ৮৬, ১১৩, ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৯। অন্যান্য অধ্যায়ে এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি যা উল্লেখ করলাম উদাহরণের জন্য এটাই যথেষ্ট। আর এর মাধ্যমেই সেটার যঈফ হাদীসের নিসবাত নেমে (দূর হয়ে) গেছে। আর প্রশংসামাত্রই একমাত্র আল্লাহর।

আর যে হাদীসগুলোকে তিনি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন, আমি অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা এবং মুতাবি' ও শাহিদগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেটাকে সহীহ'র মর্যাদায় উন্নীত করেছি। আপনি সেগুলো ঐভাবেই বর্ণনা করুন এতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ চাহে তো পাঠকগণ অনেক অধ্যায়েই এরূপ দেখতে পাবেন। কিন্তু এই হাদীসগুলোর বিপরীতে আরো কতগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোকে লেখক (ইমাম তিরমিযী) শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। আমার সমালোচনায় ঐ হাদীসগুলো দুর্বল সনদের। যা দূর করার কোন কিছু নেই। বরং কিছু হাদীস রয়েছে যা মাওজূ বা জাল। শুধুমাত্র কিতাবুত্ তাহারাতে ও কিতাবুস্ সালাতে বর্ণিত নিম্নবর্তী নম্বরযুক্ত হাদীসগুলো– ১২৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৫, ১৭১ (এই হাদীসগুলো মাওজু) ১৭৯, ১৮৪, ২৩৩, ২৪৪, ২৫১, ২৬৮, ৩১১, ৩২০, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৮০, ৩৯৬, ৪১১, ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯৪, ৫৩৪, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৬৭, ৫৮৩, ৬১৬।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাঁর অভ্যাসগতভাবেই হাদীস বর্ণনা করার সময় বলে থাকেন– "এই অধ্যায়ে আলী, যাইদ ইবনু আরক্বাম, জাবির ও ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন সময় হাদীসকে সাহাবীর উপর মু'আল্লাক করে থাকেন, সেটার সনদ বর্ণনা করেন না। এই ধরনের এবং এর পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতির হাদীসগুলো আমি তাখরীজের গুরুত্ব দেইনি। কেননা ওগুলোর তাখরীজের জন্য অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে আমি যে কাজে ব্যস্ত তাতে ঐ কাজ করার জন্য সময় যথেষ্ট নয়।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী ঃ ইমাম তিরমিযী রচিত হাদীসের গ্রন্থটি **'আলিম সমাজের নিকট দু'টি নামে প্রসিদ্ধ–**

এক- জামিউত্ তিরমিযী

দুই- সুনানুত্ তিরমিযী।

গ্রন্থটি প্রথম নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। সাম'আনী, মিজ্জি, যাহাবী এবং আসক্বালানীর মতো প্রসিদ্ধ হাফিজগণ সেটাকে প্রথম নামেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু লেখক প্রথম নাম জামি' এর সাথে সহীহ শব্দটি যুক্ত করে সেটাকে আল-জামি'উস্ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কাতিব জালাবী তার রচিত গ্রন্থ "কাশফুজ্ জুনুনে" এই নামে উল্লেখ করেছেন "সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম" বলার পর। বুখারী ও মুসলিম এরই উপযুক্ত শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু তিরমিযী এর ব্যতিক্রম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, 'আল্লামাহ্ আহমাদ শাকিরের মতো ব্যক্তিও তার অনুকরণে সুনানে তিরমিযীকে আল-জামি'উস্ সহীহ নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এ সত্ত্বেও যে, তিনি এই গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ অতুলনীয় তাহক্বীক্ব করেছেন এবং তার অনেক হাদীসের সমালোচনা করেছেন। এর কোন কোন হাদীসকে যঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর কিতাব প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কোন কোন প্রকাশক তার অনুকরণ করেছে। যেমনটি করেছে বৈরুতস্থ "দারুল ফিক্‌র"।

আমার দৃষ্টিতে বিভিন্ন কারণেই এমনটি করা অনুচিত ঃ

১ম কারণ ঃ এটা হাদীস শাস্ত্রের হাফিজগণের রীতি বিরুদ্ধ "যেমনটি আমি সবেমাত্র উল্লেখ করেছি" এবং তাদের সাক্ষ্যের খেলাফ। যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

২য় কারণ ঃ হাফিয ইবনু কাসীর তাঁর "ইখতিসারু 'উলূমুল হাদীস" গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেছেন– "হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ এবং আল-খাতীব বাগদাদী তিরমিযী'র কিতাবকে আল-জামি'উস্ সহীহ নামকরণ করেছেন। এটা তাদের গাফলতি। কেননা এই গ্রন্থে অনেক মুনকার হাদীস রয়েছে।

৩য় কারণ ঃ লেখকের রচনাশৈলীই এরূপ নামকরণকে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা তিনি সেটাতে অনেক হাদীসকে স্পষ্টভাবেই সহীহ না হওয়ার কথা বলেছেন এবং সেটার ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন কখনো সেটার বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলে, আবার কখনো সেটার সনদ ইজতিরাব বলে, আবার কখনো মুর্সাল বলে। যেমনটি পাঠকগণ তার গ্রন্থে দেখতে পাবেন। আর এটা ছিল তাঁর কিতাব রচনার পদ্ধতির বাস্তবায়ন। যা তিনি কিতাবুল 'ইলালে বর্ণনা করেছেন। যা তার কিতাব তিরমিযীর শেষে রয়েছে। যার সার সংক্ষেপ এই–

"এই কিতাব জামে'তে আমি হাদীসের যে সমস্ত ত্রুটি বর্ণনা করেছি তা মানুষের উপকারের আশায়ই করেছি। আর আমি অনেক ইমামকেই সনদের রাবী সম্পর্কে সমালোচনা করতে এবং দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেছি।"

৪র্থ কারণ ঃ জামি'উত্ তিরমিযী নামের এই দিকটি গ্রন্থের বাস্তবতার দিক থেকে উপযোগী অন্য যে কোন নামের চেয়ে। কেননা তিনি এতে অনেক উপকারী ও জ্ঞানের বিষয় একত্রিত করেছেন। যা তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারীর জামিউস্ সহীহ বা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থের মধ্যে নেই। এ দিকে ইঙ্গিত করেই হাফিয যাহাবী তার গ্রন্থ সিয়ারে 'আলামিন নুবালার ৩/২৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন জামি' এর মধ্যে উপকারী জ্ঞান স্থায়ী উপকার, মাস্'আলার মূল সহীহ রয়েছে। যা ইসলামী নিয়মাবলীর একটি মূল বিষয়। যদি সেটাতে ঐ হাদীসসমূহ না থাকতো যা ভিত্তিহীন বা মাওজূ' আর তা অধিকাংশই ফাযায়েলের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ বাকার ইবনুল 'আরাবী তার রচিত তিরমিযী ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাতে (তিরমিযীতে) চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান রয়েছে। যা 'আমালের অধিক নিকটবর্তী ও নিরাপদও বটে।

সনদ বর্ণনা করেছেন, সহীহ্ ও যঈফ বর্ণনা করেছেন, একই বিভিন্ন তুরুক বর্ণনা করেছেন, রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা করেছেন, রাবীর নাম ও উপনাম উল্লেখ করেছেন, যোগসূত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা বর্ণনা করেছেন, যা 'আমালযোগ্য বা 'আমাল হয়ে আসছে তা বর্ণনা করেছেন আর যা পরিত্যক্ত সেটাও।

হাদীস গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে 'উলামাদের মতভেদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় তাদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। এই 'ইল্মসমূহ প্রত্যেকটিই তার অধ্যায়ে একটি মূল বিষয়। তার অংশ যে একক। ঐ গ্রন্থের পাঠক যেন সর্বদাই একটি স্বচ্ছ বাগানে, সুসজ্জিত ও সমন্বিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিচরণ করে। আর এটা এমন বিষয় যা স্থায়ী জ্ঞান, অধিক পরিপক্কতা এবং সদা সর্বদা চিন্তা গবেষণা ব্যতীত ব্যাপকতা লাভ করে না।

যদি বলা হয় যে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন তা তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে ইমাম তিরমিযীর জীবনীতে যা এসেছে তার বিপরীত। কারণ মানসুর খালেদী বলেন, "আবূ ঈসা (তিরমিযী) বলেছেন আমি এই কিতাব (আল-মুসনাদ আস্-সহীহ্) রচনা করার পর হিযায, খুরাসান ও ইরাকের উলামাদের নিকট পেশ করেছি। তাঁরা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।"

আমি বলবো : "না তা কক্ষণও নয়" এর কারণ অনেক। তার বর্ণনা এই–

প্রথমঃ "মুসনাদ সহীহ্" কথাটি যে ইমাম তিরমিযীর নিজের নয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা কোন বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা মাত্র। আর সম্ভবতঃ ঐ ব্যাখ্যাকারী মানসুর খালেদী। আর ব্যাপারটি যদি তাই হয়, তাহলে এ কথার কোন মূল্যই নেই। কেননা সর্বোত্তম অবস্থায় তার এই কথাটি ইমাম হাকিম

এবং খাতীব বাগদাদীর ন্যায়ধরা হতে পারে যদি খালেদী ঐ দুই জনের মতো বিশ্বস্ত হন। এ সত্ত্বেও ইমাম ইবনু কাসীর তাদের ঐ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি (খালেদী) তো ধ্বংসপ্রাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ তাহযীবের বর্ণনাটি তাজকিরাহ ও সিয়ারু 'আলামিন নুবালা' এর বর্ণনার বিপরীত। কারণ ঐ দুই গ্রন্থে তিরমিযীকে 'জামি' বলেছেন মুসনাদ সহীহ বলেননি। তাছাড়া খালেদীর বর্ণনায় মুসনাদ শব্দটি আরেকটি শাজ শব্দ। মুসনাদ গ্রন্থ ফিকহের মতো অধ্যায়ে রচিত হয় না যা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুপরিচিত।

তৃতীয়ঃ দু'টি কারণে এই উক্তিকে ইমাম তিরমিযীর উক্তি বলে গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ বর্ণনাকারী ত্রুটি যুক্ত। আর তিনি হচ্ছেন মানসূর ইবনু 'আব্দিল্লাহ আবূ আলী আল খালেদী। তাকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখতে একমত। (১) আল-খাতীব তার তারীখে বাগদাদ গ্রন্থের ১৩/৮৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন তিনি অনেকের নিকট থেকে গারীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। (২) আবূ 'সাদ ইদরীসী বলেছেন, 'তিনি মিথ্যুক তার কথার উপর নির্ভর করা যায় না'·এটা খাতীব বর্ণনা করেছেন। (৩) সামা'আনী আনসাব গ্রন্থে বলেছেন, "আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি লেখার সময় হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিতেন।" (৪) ইবনু আসীর লুবাব গ্রন্থে বলেছেন– 'আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম তার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সমকালীন, আর তিনি সিক্বাহ্ নন। আমি বলবো যে, লুবাব গ্রন্থটি সাম'আনীর 'আনসাব' গ্রন্থেরই সংক্ষেপ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্তিদরাক করেছেন। আর এটা ইসতিদরাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আনসাবেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, তিনি সিক্বাহ্ নন এই কথা বাদে। আর এটা স্পষ্ট যে, ইউরোপীয় সংস্করণ থেকে এই কথাটি বাদ পরে গেছে। (৫) যদিও ঐ বর্ণনাটি এই ত্রুটিযুক্ত রাবীর বর্ণনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে তথাপি সেটা তিনি ও ইমাম তিরমিযীর মাঝে বিচ্ছিন্নতার ত্রুটি মুক্ত নয়। কারণ তাদের উভয়ের মাঝে ব্যবধান অনেক। খালিদী মৃত্যুবরণ করেছেন ৪০২ হিজরীতে ইমাম তিরমিযী মৃত্যুবরণ করেছেন ২৭৬ (মতান্তরে ২৭৯)

হিজরী সালে, দু'জনের মৃত্যুর মাঝের ব্যবধান ১২৬ বছর। সুতরাং দুই জনের মাঝে দুই বা ততোধিক বরাত রয়েছে। এদিক থেকেও বর্ণনাটি মু'জাল।

দ্বিতীয়তঃ ঐ বর্ণনার পূর্ণরূপ এই রকম যা ইমাম যাহাবীর গ্রন্থে এই শব্দে রয়েছে, "যার ঘরে এই গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ আল-জামি' যেন তার ঘরে নাবী কথা বলছেন"। আর এই ধরনের বর্ণনা ইমাম তিরমিযীর না হওয়ার ধারণাকেই শক্তিশালী করে।

কারণ এতে তাঁর গ্রন্থের প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। আর এ ধরনের উক্তি তাঁর থেকে হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা তিনি স্বয়ং জানেন যে, এই গ্রন্থে এমনও দুর্বল ও মুনকার হাদীস রয়েছে যা বিশ্লেষণ ব্যতীত বর্ণনা করা অবৈধ– যার ফলে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। যা না করলে তার গ্রন্থটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে যেত। যা তাঁর নির্মলতাকে ময়লাযুক্ত করে দিতো।

এটা পরিতাপের বিষয় যে, এই কিতাবের অনেক মুহাক্কিক ও মু'আল্লিক এই দিকে দৃষ্টি দেননি যে, এই ধরনের কথা সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল।

যদি তিরমিযীর জামি' সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলা বৈধ হয় আর আপনি অবগত আছেন যে, ঐ কিতাবে কত ভিত্তিহীন হাদীস রয়েছে যা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, তাহলে লোকেরা বুখারী ও মুসলিমের কিতাব 'জামি' সহীহ' সম্পর্কে কি বলবেন? আর তারা উভয়েই শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছাই করেছেন।

আমার ভয় হয় যে, কোন ব্যক্তি বলে ফেলতে পারেন, তার ঘরে নাবী আছেন তিনিই কথা বলছেন। যদি কেউ এ ধরনের বলে বুখারী ও মুসলিমের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে জামি' তিরমিযী সম্পর্কে। আর এ ধরনের কথা বলে সেটাকে সহীহাইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন অথবা সহীহাইনের প্রতি অবিচার করেছেন, আর এ উভয় কথাই তিক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের কথা সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে এটা বলা যায় যে, এতে কোন কল্যাণ নেই। আর নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস

করে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী- ২০৫০।

পূর্বের বর্ণনা দ্বারা যা প্রকাশ পেল তাতে এটা জানা গেল যে, সহীহাইন এবং সুনানে আরবা'আহ্কে একত্রে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বলা ভুল। কেননা সুনানের লেখকগণ শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিরমিযীও তাদের একজন। হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তা বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইবনু সারাহ, ইবনু কাসীর, আল-ইরাকী আরো অনেকে। 'আল্লামা সুয়ূতী তাঁর আলফিয়াহ গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আবূ দাউদ যতটুকু পেরেছেন মজবুত সনদের বর্ণনা করেছেন অতঃপর যেখানে যঈফ ব্যতীত অন্য কিছু পাননি সেখানে তিনি যঈফও বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ তাদের একজন যারা যঈফ হাদীস বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে একমত হননি। অন্যরা ইবনু মাজাহকেও এর সাথে শামিল করেছেন। আর যারা এদেরকে সহীহ বর্ণনাকারীদের সাথে একত্র করেছেন তাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যারা তাদের ক্ষেত্রে সহীহ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তারা বিষয়টিকে হালকা করে দেখেছেন। দারিমী এবং মুনতাক্বাও এদেরই অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে বলবো, আশা করি জামি' তিরমিযীর হাদীসগুলোকে সহীহ থেকে যঈফ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছি। যেমনটি ইতোপূর্বে ইবনু মাযাহ'র ক্ষেত্রে করেছি। আল্লাহ যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেন এবং আমাকে ও যাঁদের উৎসাহে এই কাজ করেছি তাঁদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী ও উত্তরদানকারী।

"হে আল্লাহ! প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তোমার কাছেই ক্ষমা চাই আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।"

লেখক
মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
আবূ 'আবদুর রহমান

আম্মান, রোববার, রাত্রি
২০ জিলক্বাদ, ১৪০৬ হিজরী

Contents

সূচীপত্র

Contents

٤٥ - كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

অধ্যায় ঃ ৪৫- দু'আসমূহ

٤٦- كِتَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

অধ্যায় ঃ ৪৬ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদা

ইমাম আবূ হানীফা (রাহঃ) বলেন ঃ

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ.

"যখন কোন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হবে,
ঐ সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।"

–রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড ৪৬২ পৃষ্ঠা

١١ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ يُوْنُسَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ - সূরা ইউনুস

٣١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي قَوْلِ اللّٰهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، وَزِيَادَةٌ﴾، قَالَ : «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ؛ نَادَى مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَوْعِدًا، يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، قَالُوا : أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ؟! قَالَ : فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ، قَالَ : فَوَاللّٰهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللّٰهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ».

- صحيح : «ابن ماجه» (١٨٧) م.

৩১০৫। সুহাইব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার বাণী "যারা উত্তম কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরও বেশি"– (সূরা ইউনুস ২৬) প্রসঙ্গে বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন আহবানকারী ডেকে বলবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাদের জন্য একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং তিনি সেটা পূর্ণ করতে চান। তারা বলবে, আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে দাখিল করেননি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এমন সময় পর্দা উন্মোচিত হবে (এবং তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের চাইতে বেশী প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত কোন বস্তুই তিনি তাদেরকে দান করেননি।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৮৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাম্মাদ ইবনু সালামার হাদীস। একাধিক বর্ণনাকারী এটি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ (রাহঃ) হতে 'মারফূ' ভাবে একই রকম বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান ইবনুল মুগীরাহ্ এ হাদীস সাবিত আল-বুনানী-হতে, তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা হতে তার বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে সুহাইব (রাযিঃ) নাবী ﷺ হতে এ রকম উল্লেখ নেই।

٣١٠٦ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؟ قَالَ : مَا سَأَلَنِيْ عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْهَا، فَقَالَ : «مَا سَأَلَنِيْ عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ؛ فَهِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ».

– صحيح : مسلم.

৩১০৬। আতা ইবনু ইয়াসার (রাহঃ) হতে জনৈক মিসরবাসীর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুদ্ দারদা (রাযিঃ)-কে আল্লাহ তা'আলার বাণী "পার্থিব জীবনে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ"– (সূরা ইউনুস ৬৪) প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ আয়াত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করার পর হতে আজ পর্যন্ত আর কেউ এ প্রসঙ্গে আমার নিকট জানতে চায়নি। আমিও এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন ঃ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়া অবধি তুমি ব্যতীত আর কেউ আমাকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেনি। এটা (বুশরা) হচ্ছে সত্য স্বপ্ন, যা মুসলিম ব্যক্তি দেখে বা তাকে দেখানো হয়।

সহীহ ঃ মুসলিম।

ইবনু আবী 'উমার-সুফ্ইয়ান হতে, তিনি 'আবদুল আযীয ইবনু রুফাই' হতে তিনি আবূ সালিহ আস্ সাম্মান হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি মিসরীয় ব্যক্তি হতে, তিনি আবুদ্ দারদা (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে

পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। আহমাদ ইবনু 'আবদাহ্ আয্-যাব্বী-হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে, তিনি 'আসিম ইবনু বাহ্দালাহ্ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাতে আতা ইবনু ইয়াসার-এর উল্লেখ নেই। 'উবাদা ইবনুস সামিত (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَمَّا أَغْرَقَ اللّٰهُ فِرْعَوْنَ؛ قَالَ : ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾، فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا مُحَمَّدُ! فَلَوْ رَأَيْتَنِي؛ وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ، فَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ؛ مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ».

- صحيح بما بعده.

৩১০৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনকে যখন পানিতে ডুবিয়ে দিলেন তখন সে বললো, "আমি ঈমান আনলাম বানী ইসরাঈল যার উপর ঈমান এনেছে তার প্রতি। নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই"– (সূরা ইউনুস ৯০)। জিবরীল (আঃ) বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি আমাকে ঐ সময় দেখতেন যখন আমি সমুদ্র হতে কালো কাদামাটি তুলে তার মুখে ঢালছিলাম যাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ তাকে পরিবেষ্টন না করে।

সহীহ ঃ পরবর্তী হাদীসের সহায়তায়।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣١٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ،

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -ذَكَرَ أَحَدُهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ ذَكَرَ : «أَنَّ جِبْرِيْلَ ﷺ جَعَلَ يَدُسُّ فِيْ فِيْ فِرْعَوْنَ الطِّيْنَ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَقُوْلَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ -أَوْ خَشْيَةَ أَنْ يَرْحَمَهُ اللّٰهُ-».

- صحيح الإسناد.

৩১০৮। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ উল্লেখ করেন যে, জিবরীল ('আঃ) এই আশংকায় ফির'আউনের মুখে কাদামাটি ঠেসে দিচ্ছিল যে, সে "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু" বলবে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। অথবা তিনি বলেছেন "এই আশংকায় যে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন"।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, অত্র সূত্রে গারীব ।

١٢ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ هُوْدٍ
অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ সূরা হূদ

٣١١٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْ مُوسَى، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يُمْلِيْ - وَرُبَّمَا قَالَ : يُمْهِلُ -لِلظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ؛ لَمْ يُفْلِتْهُ»، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ الآيَةَ.

- صحيح : ق.

৩১১০। আবূ মূসা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বারকাতময় আল্লাহ তা'আলা যালিম-অত্যাচারীকে অবকাশ দেন অথবা সুযোগ দেন। অবশেষে তিনি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন আর রেহাই দেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ

"এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি জনপদসমূহকে শাস্তিদান করেন যখন তারা সীমা লঙ্ঘন করে। নিশ্চয় তার শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন"– (সূরা হূদ ১০২)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৬৮৬), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আবূ উসামাও বুরাইদ হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন এবং তাতে 'ইউমলী' শব্দ বলেছেন। ইবরাহীম ইবনু সা'ঈদ আল-জাওহারী-আবূ উসামাহ্ হতে, তিনি বুরাইদ ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে, তিনি তার দাদা আবূ বুরদাহ্ হতে, তিনি আবূ মূসা (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। এতে সন্দেহমুক্তভাবে 'ইউমলী' শব্দ উল্লেখ আছে।

٣١١١ – حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ -هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عَمْرٍو- : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ﴾؛ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! فَعَلَى مَا نَعْمَلُ؛ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَوْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُفْرَغْ مِنْهُ؟! قَالَ : «بَلْ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلاَمُ يَا عُمَرُ! وَلَكِنْ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ».

– صحيح : «الظلال» (١٦١، ١٦٦).

৩১১১। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে ভাগ্যবান" (সূরা হূদ ১০৫), এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র নাবী! তাহলে আমরা কিসের উপর 'আমাল করব, এমন জিনিসের উপর যে প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে অথবা এমন কোন জিনিসের উপর যে প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি? তিনি বললেন ঃ হে

'উমার! না, বরং এমন জিনিসের উপর যা পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে আছে এবং যার সাথে কলম জারী হয়ে গিয়েছে। তবে প্রত্যেকের করণীয় বিষয় সহজসাধ্য করে রাখা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

সহীহ ঃ আয্‌যিলাল (১৬১, ১৬৬)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি এ সূত্রে হাসান গারীব। আমরা এ হাদীস শুধু 'আবদুল মালিক হতে জেনেছি।

٣١١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : إِنِّيْ عَالَجْتُ امْرَأَةً فِيْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ، وَإِنِّيْ أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ أَنْ أَمَسَّهَا، وَأَنَا هٰذَا؛ فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ سَتَرَكَ اللّٰهُ، لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ! فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَأَتْبَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا، فَدَعَاهُ، فَتَلَا عَلَيْهِ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : هٰذَا لَهُ خَاصَّةً؟ قَالَ : «لَا؛ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً».

- **حسن صحيح : «ابن ماجه» (١٣٩٨) م.**

৩১১২। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি মাদীনার শেষ প্রান্তে এক মহিলাকে স্পর্শ করেছি এবং আমি তার সাথে সহবাস ব্যতীত সবই করেছি। আমি এখন আপনার নিকট এসেছি। আপনি যা ইচ্ছা আমার ব্যাপারে ফাইসালা করেন। 'উমার (রাযিঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার অপরাধ গোপন রেখেছেন। এখন তুমিও যদি তা গোপন রাখতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ

কারো কথায় প্রতিউত্তর করলেন না। লোকটি উঠে চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শুনান (অনুবাদ) ঃ "তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। সৎকাজসমূহ অন্যায় কাজসমূহকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ"– (সূরা হূদ ১১৪)। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বলল, এটা কি শুধু তার বেলায় প্রযোজ্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ না, বরং সকলের জন্য।

হাসান সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৩৯৮), মুসলিম

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এভাবেই ইসরাঈল সিমাক হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আলক্বামাহ্ ও আসওয়াদ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। সুফ্ইয়ান সাওরী (রাহঃ) সিমাক হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। সাওরীর রিওয়ায়াত অপেক্ষা এদের রিওয়ায়াত অনেক বেশি সহীহ। এটিকে সিমাক ইবনু হার্ব-ইবরাহীম হতে, তিনি আসওয়াদ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে শু'বাহ্ও একই রকম বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া নায়সাবূরী-মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি সুফ্ইয়ান সাওরী হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি সিমাক হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। মাহমূদ ইবনু গাইলান-আল-ফায্ল ইবনু মূসা হতে, তিনি সুফ্ইয়ান হতে, তিনি সিমাক হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রেও একই মর্মে একই রকম বর্ণনা করেছেন। উক্ত বর্ণনায় অবশ্য আ'মাশের উল্লেখ নেই। এ হাদীস সুলাইমান আত-তাইমী (রাহঃ) আবূ 'উসমান আন-নাহদী হতে, তিনি ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣١١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً حَرَامٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ كَفَّارَتِهَا؟ فَنَزَلَتْ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلِيْ هَذِهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! فَقَالَ : «لَكَ وَلِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي».

- صحيح.

৩১১৪। ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক এক বেগানা মহিলাকে চুমা দিল, যা তার জন্য হারাম ছিল। সে নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এর কাফফারা প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করলো। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। ন্যায় কাজসমূহ অন্যায় কাজসমূহকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা উপদেশ" (সূরা হূদ ১১৪)। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই সুযোগ কি শুধু আমার জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার জন্যও এবং আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে বসে তার জন্যও।

সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوْسَى ابْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، قَالَ : أَتَتْنِي امْرَأَةٌ تَبْتَاعُ تَمْرًا، فَقُلْتُ : إِنَّ فِي الْبَيْتِ تَمْرًا أَطْيَبَ مِنْهُ، فَدَخَلَتْ مَعِيْ فِي الْبَيْتِ، فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا،

فَقَبَّلْتُهَا، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ : اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ، وَلاَ تُخْبِرْ أَحَدًا، فَلَمْ أَصْبِرْ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ : اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ، وَلاَ تُخْبِرْ أَحَدًا، فَلَمْ أَصْبِرْ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ : «أَخَلَفْتَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فِيْ أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذَا»؟!، حَتَّى تَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ؛ إِلاَّ تِلْكَ السَّاعَةَ، حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ : وَأَطْرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَوِيْلاً، حَتَّى أَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ﴾، قَالَ أَبُوْ الْيَسَرِ : فَأَتَيْتُهُ، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلِهَذَا خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ : «بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً».

– حسن.

৩১১৫। আবুল ইয়াসার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা খেজুর ক্রয়ের জন্য আমার নিকট এলে আমি বললাম, ঘরের ভেতর এর চাইতে আরো ভালো খেজুর আছে। অতএব সে আমার সাথে ঘরে প্রবেশ করে। আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হলাম এবং তাকে চুমা দিলাম, অতঃপর আমি আবূ বাকর (রাযিঃ)-এর নিকট এসে এ ঘটনা তাকে জানালাম। তিনি বললেন, এটা নিজের কাছেই গোপন রাখ, এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা কর এবং আর কউকে বল না। কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। তাই আমি 'উমার (রাযিঃ)-এর নিকট এসে বিষয়টি তাকে জানালাম। তিনি বললেন, এটা নিজের নিকটেই গোপন রাখ, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবাহ্ কর এবং এটা আর কারো নিকট বল না। কিন্তু আমি ধৈর্য ধরতে পারলাম না। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর নিকট বিষয়টি প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ

তা'আলার রাস্তায় জিহাদে গমনকারী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের সাথে এই অপকর্ম করেছ? এ কথায় অনুতপ্ত হয়ে আবুল ইয়াসার আক্ষেপ করে বলেন যে, তিনি যদি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে এই মুহূর্তে গ্রহণ করতেন। এমনকি তিনি নিজেকে জাহান্নামী বলে ভাবলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘক্ষণ নীরবে দৃষ্টি অবনমিত করে রইলেন। অবশেষে তাঁর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হল ঃ "তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তবাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। সৎ কর্মগুলো অসৎ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য উপদেশ"– (সূরা হূদ ১১৪)। আবুল ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলে তিনি আমাকে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শুনান। তখন তাঁর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা তার জন্যই নির্দিষ্ট না সাধারণভাবে সকলের জন্য? তিনি বললেন ঃ বরং সাধারণভাবে সকলের জন্য।

হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। ক্বাইস ইবনুর রাবী'-কে ওয়াকী' প্রমুখ হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন। আবূল ইয়াসারের নাম কা'ব ইবনু 'আম্র। শারীক (রাহঃ) 'উসমান ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাহঃ) হতে এ হাদীস ক্বাইস ইবনুর রাবী'র মতই বর্ণনা করেছেন। আবূ উমামা, ওয়াসিলা ইবনুল আসক্বা' ও আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣ - بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ يُوسُفَ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ সূরা ইউসুফ

٣١١٦ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ الْمَرْوَزِيُّ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ : يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ -قَالَ-، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي

السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ جَاءَنِي الرَّسُولُ أَجَبْتُ»، ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾، قَالَ : «وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ؛ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ : ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾، فَمَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا؛ إِلاَّ فِي ذِرْوَةٍ مِن قَوْمِهِ».

- حسن بلفظ : «ثروة» : «الصحيحة» (١٦١٧، ١٨٦٧) ق.

৩১১৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবান ইউসুফ ইবনু ইয়াকূব ইবনি ইসহাক্ব ইবনি ইব্‌রাহীম 'আলাইহিহিমুস সালাম। তিনি বলেন ঃ ইউসুফ ('আঃ) যত কাল কারাগারে ছিলেন আমি যদি তত কাল কারাগারে থাকতাম এবং অতঃপর রাজদূত আমার নিকট এসে আহ্বান জানাতো তাহলে আমি (তার আহ্বানে) সাড়া দিতাম। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ঃ "রাজদূত যখন তার নিকট উপস্থিত হল তখন সে বলল, তুমি তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর- যে নারীরা নিজেদের হাত কেটেছিল তাদের অবস্থা কি"- (সূরা ইউসুফ ৫০)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ লূত ('আঃ)-এর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক! তিনি মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের আকাংখা করতেন। "সে বলল, তোমাদের উপর যদি আমার জোর খাটত অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় নিতে পারতাম"- (সূরা হূদ ৮০)! তাঁর পরে আল্লাহ ঐ জাতির মর্যাদাবান গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই নবীগণকে পাঠিয়েছেন।

যিরওয়াহ্ শব্দের পরিবর্তে 'সারওয়াহ্' শব্দে বর্ণিত হাদীসটি হাসান ঃ সহীহাহ্ (১৬১৭, ১৮৬৭), বুখারী, মুসলিম।

আবূ কুরাইব (রাহঃ) 'আবদাহ্ ও 'আবদুর রহীম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) সূত্রে আল-ফায্‌ল ইবনু মূসার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা

করেছেন। তবে এই বর্ণনায় (যিরওয়াতুন-এর স্থলে) 'সারওয়াতুন' শব্দ উল্লেখ আছে (অর্থ অভিন্ন)। মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) বলেন, "আস্‌-সারওয়াতু" অর্থ প্রচুর, প্রাচুর্য, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা। এটি আল-ফায্‌ল ইবনু মূসার রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٤ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الرَّعْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ সূরা আর-রা'দ

٣١١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْوَلِيْدِ -وَكَانَ يَكُوْنُ فِيْ بَنِيْ عِجْلٍ-، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَقْبَلَتْ يَهُوْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوْا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ! أَخْبِرْنَا عَنِ الرَّعْدِ؛ مَا هُوَ؟ قَالَ : «مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ؛ مَعَهُ مَخَارِيْقُ مِنْ نَارٍ، يَسُوْقُ بِهَا السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ». فَقَالُوْا : فَمَا هٰذَا الصَّوْتُ الَّذِيْ نَسْمَعُ؟ قَالَ : «زَجْرُهُ بِالسَّحَابِ؛ إِذَا زَجَرَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى حَيْثُ أُمِرَ». قَالُوْا : صَدَقْتَ، فَأَخْبِرْنَا عَمَّا حَرَّمَ إِسْرَائِيْلُ عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ : «اشْتَكَى عِرْقَ النَّسَا، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلَائِمُهُ؛ إِلَّا لُحُوْمَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا؛ فَلِذٰلِكَ حَرَّمَهَا». قَالُوْا : صَدَقْتَ.

- صحيح : «الصحيحة» (١٨٧٢).

৩১১৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে রা'দ (মেঘের গর্জন) প্রসঙ্গে বলুন, এটা কি? তিনি বললেন ঃ মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের একজন নিয়োজিত আছে। তার সাথে

রয়েছে আগুনের চাবুক। এর সাহায্যে সে মেঘমালাকে সেদিকে পরিচালনা করেন, যেদিকে আল্লাহ তা'আলা চান। তারা বলল, আমরা যে আওয়াজ শুনতে পাই তার তাৎপর্য কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এটা হচ্ছে ফেরেশতার হাঁকডাক। এভাবে হাঁকডাক দিয়ে সে মেঘমালাকে তার নির্দেশিত স্থানে নিয়ে যায়। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। তারা আবার বলল, আপনি আমাদের বলুন, ইসরাঈল [ইয়াকূব ('আঃ)] কোন জিনিস নিজের জন্য হারাম করেছিলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তিনি 'ইরকুন নিসা (স্যায়াটিকা) রোগে আক্রান্ত ছিলেন কিন্তু উটের গোশ্‌ত ও এর দুধ ছাড়া তার উপযোগী খাদ্য ছিল না। তাই তিনি তা হারাম করে নিয়েছিলেন। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৮৭২)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣١١٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾، قَالَ : «الدَّقَلُ، وَالْفَارِسِيُّ، وَالْحُلْوُ، وَالْحَامِضُ».

- حسن.

৩১১৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার বাণী "এদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি" (সূরা আর্-রা'দ ৪) প্রসঙ্গে বলেন ঃ যেমন নিকৃষ্ট খেজুর ও উত্তম খেজুরে এবং মিষ্টি ও টকের মধ্যে পার্থক্য।

হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। যাইদ ইবনু আবী উনাইসাহ্ (রাহঃ) আল-আ'মাশের সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। সাইফ ইবনু মুহাম্মাদ (রাহঃ) আম্মার ইবনু মুহাম্মাদের ভাই।

তার তুলনায় আম্মার অধিক শক্তিশালী বর্ণনাকারী। ইনি সুফ্ইয়ান সাওরীর বোনপুত্র।

١٥ – بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫॥ সূরা ইব্‌রাহীম

٣١٢٠ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِيْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ – تَعَالَى – : ﴿يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَفِي الْآخِرَةِ﴾، قَالَ : «فِي الْقَبْرِ؛ إِذَا قِيْلَ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِيْنُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟».

– صحيح : ق.

৩১২০। আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার বাণী "যারা ঈমান আনে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন"– (সূরা ইবরাহীম ২৭) প্রসঙ্গে বলেন ঃ ক্ববরে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা হবে-যখন তাকে বলা হবে, তোমার প্রভু কে, তোমার দীন কি এবং তোমার নাবী কে।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৬৯৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٢١ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، قَالَ : تَلَتْ عَائِشَةُ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾؛ قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَأَيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ؟ قَالَ «عَلَى الصِّرَاطِ».

– صحيح : «ابن ماجه» (٤٢٧٩) م.

৩১২১। মাসরূক্ব (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "যে দিন পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে...."– (সূরা ইব্রাহীম ৪৮)। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে সময় মানুষ কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ পুলসিরাতের উপর।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪২৭৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এটি অন্য সূত্রেও 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٦ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحِجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ সূরা আল-হিজর

٣١٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تُصَلِّيْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَسْنَاءَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ، حَتَّى يَكُوْنَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ؛ لِئَلاَّ يَرَاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ، حَتَّى يَكُوْنَ فِيْ الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ﴾.

- صحيح : «الصحيحة» (٢٤٧٢)، «الثمر المستطاب».

৩১২২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক পরমা সুন্দরী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে (মহিলাদের কাতারে) নামায আদায় করত। কিছু লোক প্রথম কাতারে এগিয়ে আসত, যাতে উক্ত মহিলা দৃষ্টিগোচর না হয়। আবার কিছু লোক পেছনে সরে গিয়ে (মহিলাদের নিকটবর্তী) পেছনের কাতারে দাঁড়াত এবং রুকূতে গিয়ে বগলের নিচ দিয়ে (উক্ত মহিলার প্রতি) তাকাতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "তোমাদের মধ্যকার সামনে অগ্রসর হয়ে যাওয়া লোকদেরও আমি জানি

এবং পেছনে পিছিয়ে যাওয়া লোকদেরও আমি জানি"– (সূরা আল-হিজ্র ২৪)।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৪৭২), আস্ সামার আল-মুস্তাত্বা-ব

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ জা'ফার ইবনু সুলাইমানও এ হাদীস 'আম্র ইবনু মালিক হতে, তিনি আবুল জাওযার সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি। আর এটি নূহ-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা সহীহ হওয়ার অনেক বেশী সামঞ্জস্য।

٣١٢٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ : أُمُّ الْقُرْآنِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِيْ».

– صحيح : «صحيح أبي داود» (١٣١) خ.

৩১২৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহ" অর্থাৎ সূরা আল-ফাতিহা হচ্ছে উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল), উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল) ও সাব'উল মাসানী (বারবার পঠিত সপ্তক)।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (১৩১), বুখারী

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٢٥ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ التَّوْرَاةِ وَلَا فِيْ الْإِنْجِيْلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ : السَّبْعُ الْمَثَانِيْ، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ».

– صحيح : «التعليق الرغيب» (٢/٢١٦)، «صفة الصلاة».

৩১২৫। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তাওরাত ও ইনজীলে আল্লাহ তা'আলা উম্মুল কুরআনের সমতুল্য কিছু অবতীর্ণ করেননি। আর তা হচ্ছে সাব'উল মাসানী (বারবার পঠিত সপ্তক; সূরা আল-হিজ্‌র ৮৭ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত)। (আল্লাহ তা'আলা বলেন) তা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বণ্টিত। আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২১৬), সিফাতুস সালাত।

কুতাইবাহ্‌-'আবদুল 'আযীয ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি 'আলা ইবনু 'আবদুর রাহমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণিত, নাবী ﷺ উবাই (রাযিঃ)-এর নিকট বের হয়ে এলেন। তখন তিনি নামাযরত ছিলেন....পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদের হাদীস অনেক বেশি দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ এবং এটি 'আবদুল হামীদ ইবনু জা'ফারের হাদীস অপেক্ষা অনেক বেশি সহীহ। একাধিক বর্ণনাকারী 'আলা ইবনু 'আবদুর রাহমান (রাহঃ) হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

١٧ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ النَّحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ সূরা আন্‌-নাহ্‌ল

٣١٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ عِيْسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ؛ أُصِيْبَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ رَجُلًا، وَمِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ سِتَّةٌ؛ فِيْهِمْ حَمْزَةُ، فَمَثَّلُوْا بِهِمْ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا؛ لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ -تَعَالَى- ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ﴾؛ فَقَالَ رَجُلٌ : لَا

قُرَيْش بَعْدَ الْيَوْمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كُفُّوا عَنِ الْقَوْمِ إِلاَّ أَرْبَعَةً».

– حسن صحيح الإسناد.

৩১২৯। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে চৌষট্টিজন আনসার ও ছয়জন মুহাজির শাহাদাত বরণ করেন। তাদের মধ্যে হামযাহ্ (রাযিঃ)-ও ছিলেন। কাফিররা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে লাশ বিকৃত করেছিল। আনসারগণ বলেন, আমরা যদি এসব কাফিরকে কোন দিন কাবু করতে পারি তাহলে তাদের উপর এর দ্বিগুণ বদলা নেব। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর যখন মক্কা বিজয়ের দিন আসলো তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "যদি তোমরা শাস্তি দাওই তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তবে ধৈর্যশীলদের জন্য তাইতো উত্তম"– (সূরা আন্-নাহ্ল ১২৬)। তখন এক ব্যক্তি বলল, আজকের পর হতে কুরাইশদের নাম থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ চার ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকদের হত্যা করা হতে তোমরা বিরত থাক।

সনদ হাসান সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে গারীব।

١٨ – بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ সূরা বানী ইসরাঈল

٣١٣٠ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «حِيْنَ أُسْرِيَ بِيْ لَقِيْتُ مُوْسَى– قَالَ : فَنَعَتَهُ–؛ فَإِذَا رَجُلٌ –حَسِبْتُهُ قَالَ– مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ–

قَالَ-، وَلَقِيتُ عِيسَى- قَالَ : فَنَعَتَهُ، قَالَ-، رَبْعَةٌ أَحْمَرُ؛ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي : الْحَمَّامَ -، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ -؛ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ - قَالَ -، وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا لَبَنٌ، وَالْآخَرُ خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي : خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ لِي : هُدِيتَ لِلْفِطْرَةِ -أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ-، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ؛ غَوَتْ أُمَّتُكَ».

- صحيح : ق.

৩১৩০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে রাতে আমাকে (ঊর্ধ্বজগতে) ভ্রমণ করানো হয় সে রাতে আমি মূসা ('আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মূসা ("আঃ)-এর দৈহিক গঠনাকৃতির বর্ণনা দেন। (তিনি বলেন ঃ) তিনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর দেহ মধ্যমাকৃতির, তাঁর চুল মধ্যম গোছের, খুব কোঁকড়ানোও নয়, আবার একেবারে সোজাও নয়। মনে হয় তিনি শানূআহ বংশের লোক। তিনি আরো বলেন ঃ 'ঈসা ('আঃ)-এর সাথেও আমি সাক্ষাৎ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর চেহারারও বর্ণনা দিলেন তিনি। তাঁর দেহের গড়ন মধ্যম, শরীরের রং লাল এবং মনে হয় তিনি এইমাত্র গোসলখানা হতে বের হয়েছেন। ইব্রাহীম ('আঃ)-কেও আমি দেখেছি। তাঁর বংশধরের মধ্যে আমিই তাঁর দৈহিক আকৃতিতে সর্বাধিক সদৃশ। আমার সামনে দু'টি পানপাত্র পেশ করা হয় ঃ একটি দুধের এবং অন্যটি মদের। আমাকে বলা হল, আপনি এ দু'টির মধ্যে যেটা পান করতে চান সেটা নিন। আমি দুধের পাত্রটি নিয়ে তা পান করলাম। তারপর আমাকে বলা হল, আপনাকে ফিতরাতের (ইসলামের) পথ দেখানো হয়েছে বা আপনি ফিতরাতকে পেয়ে গেছেন। আপনি যদি মদের পাত্র নিতেন তবে আপনার উম্মাত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭০৯), মুসলিম

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٣١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟! فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ، قَالَ : فَارْفَضَّ عَرَقًا.

- صحيح الإسناد.

৩১৩১। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, যে রাতে নাবী ﷺ-কে (মিরাজে) ভ্রমণ করানো হয় সে রাতে তাঁর সামনে জিনপোষ আঁটা ও লাগাম বাঁধা একটি বোরাক আনা হয়। বোরাক তার পিঠে সাওয়ার হওয়াটা তাঁর জন্য অসম্ভব করে তুললে জিবরীল ('আঃ) তাকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কেন এ রকম আচরণ করছ? অথচ আল্লাহ তা'আলার সমীপে তাঁর চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ তোমার পিঠে সওয়ার হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এতে বোরাক ঘর্মাক্ত হয়ে যায়।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এটিকে আমরা শুধুমাত্র 'আবদুর রাজ্জাকের বর্ণিত হাদীস হিসেবেই জানি।

٣١٣٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ جُنَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ، فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ، وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ».

- صحيح الإسناد.

৩১৩২। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ্ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা যখন বাইতুল

মাক্বদিসে পৌঁছলাম, তখন জিবরীল ('আঃ) তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পাথর ফাটান এবং তার সাথে বোরাক বাঁধেন।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣١٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ؛ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ، فَجَلَّى اللّٰهُ لِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ».

- صحيح : «تخريج فقه السيرة» (١٤٥) ق.

৩১৩৩। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা মনে করল (এবং বলল, আপনার মিরাজে যাওয়ার দাবি সত্য হলে বাইতুল মাক্বদিসের একটি বর্ণনা দিন)। আমি হাজারে (হাতীমে) দাঁড়ালাম এবং আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে বাইতুল মাক্বদিসের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরলেন। আমি তাদের সামনে এর নিদর্শনসমূহের বর্ণনা দিলাম। মনে হল আমি যেন বাইতুল মাক্বদিসকেই দেখছি।

সহীহ ঃ তাখরীজু ফিকহিস্ সীরাহ্ (১৪৫), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মালিক ইবনু সা'সাহ্, আবূ সা'ঈদ ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١٣٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِيْ قَوْلِهِ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾، قَالَ : هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ، أُرِيَهَا النَّبِيُّ ﷺ

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ : ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ.

- صحيح : خ (٤٧١٠).

৩১৩৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "তোমাকে আমরা চাক্ষুষভাবে যা দেখালাম তা এই লোকদের জন্য একটি পরীক্ষার বস্তু বানিয়ে রেখেছি"– (সূরা বানী ইসরাঈল ৬০)। আয়াতে উল্লেখিত "রুইয়া" প্রসঙ্গে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এটা ছিল চাক্ষুস দর্শন। নাবী ﷺকে রাতের বেলা (মিরাজের সময়) বাইতুল মাক্বদিসে নিয়ে গিয়ে তা (যাবতীয় নিদর্শন) দেখানো হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, "কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত গাছটি"– (সূরা বানী ইসরাঈল ৬০) হল যাক্কুম গাছ।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭১০)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٣٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ -قُرَشِيٌّ كُوفِيٌّ- : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي قَوْلِهِ : ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾، قَالَ : «تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ».

- صحيح الإسناد.

৩১৩৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "আর ফজরে কুরআন পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন কর। কেননা ফজ্‌রের কুরআন পাঠে উপস্থিত থাকা হয়"– (সূরা বানী ইসরাঈল ৭৮)। এ আয়াত প্রসঙ্গে নাবী ﷺ বলেন ঃ এ সময় রাতের ফেরেশতারা এবং দিনের ফেরেশতারা উপস্থিত হয়।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি 'আলী ইবনু মুসহির আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ ও আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে তারা নাবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি 'আলী ইবনু হুজ্‌র 'আলী ইবনু মুস্‌হির হতে, তিনি আ'মাশ হতে ...... অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيْدَ الزَّعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ قَوْلِهِ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا﴾؛ سُئِلَ عَنْهَا؟ قَالَ : «هِيَ الشَّفَاعَةُ».

- صحيح : «الصحيحة» (٢٦٣٩، ٢٣٧٠)، «الظلال» (٧٨٤).

৩১৩৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলার বাণী (অনুবাদ) "আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে মাক্বামে মাহমূদে পৌঁছে দিবেন"- (সূরা বানী ইসরাঈল ৭৯) প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হল। তিনি বললেন ঃ এটা শাফা'আত।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৬৩৯, ২৩৭০), আয্ যিলা-ল (৭৮৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। দাঊদ আয-যা'আফিরী হলেন দাঊদ আল-আওদী, ইবনু ইয়াযীদ ইবনু 'আবদুল্লাহ। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীসের চাচা।

٣١٣٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ؛ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُبًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَطْعَنُهَا بِمِخْصَرَةٍ فِيْ يَدِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ : بِعُوْدٍ -، وَيَقُوْلُ : ﴿جَاءَ الْحَقُّ

وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾، ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾.

– صحيح : ق.

৩১৩৮। ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন কা'বার চারপাশে তিন শত ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। নাবী ﷺ তাঁর হাতের লাঠি বা কাঠ দিয়ে মূর্তিগুলোর গায়ে আঘাত করে সেগুলোকে ভূপাতিত করছিলেন আর বলছিলেন ঃ 'সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। আর বাতিলের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী"– (সূরা বানী ইসরাঈল ৮১)। "সত্য সমাগত এবং অসত্য কিছুই সৃজন করতে পারে না এবং তা পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না"– (সূরা সাবা ৪৯)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭২০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١٤٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشٌ لِيَهُودَ : أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ، فَقَالَ : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، قَالَ : فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ – تَعَالَى – ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾، قَالُوا : أُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا؛ أُوتِينَا التَّوْرَاةَ، وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَاةَ؛ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، فَأُنْزِلَتْ ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

– صحيح : «التعليقات الحسان» (٩٩).

৩১৪০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা ইয়াহূদীদের বলল, তোমরা আমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দাও যে প্রসঙ্গে আমরা এই ব্যক্তিকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) প্রশ্ন করতে পারি। ইয়াহূদীরা বলল, তোমরা 'রূহ' প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন কর। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারা রূহ (বা প্রাণ) বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "লোকেরা রূহ প্রসঙ্গে তোমার নিকট প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। জ্ঞানের খুব সামান্যই তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে"– (সূরা বানী ইসরাঈল ৮৫)। ইয়াহূদীরা বলল, 'আমাদের বিরাট বা প্রচুর জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমাদেরকে তাওরাত কিতাব দেয়া হয়েছে। আর যাদেরকে তাওরাত গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তাদেরকে প্রভুত কল্যাণ দেয়া হয়েছে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "বল, আমার প্রতিপালকের কথাগুলো লেখার জন্য সমুদ্রের সমস্ত পানি যদি কালি হয়ে যায় তবুও তা আমার প্রভুর কথাগুলো লিখে শেষ করার পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে যবে। আমরা যদি আবার একই রকম কালি নিয়ে আসি তুবও তা যথেষ্ট হবে না"– (সূরা বানী ইসরাঈল ১০৯)।

সহীহ ঃ আত্তা'লীকাত আল-হাস্সান (৯৯)

আবূ 'ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣١٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ؛ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ سَأَلْتُمُوهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ تَسْأَلُوهُ؛ فَإِنَّهُ يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ! حَدِّثْنَا عَنِ الرُّوحِ؟ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً، وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، حَتَّى

صَعِدَ الْوَحْيُ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً ﴾.

- صحيح : ق.

৩১৪১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে মাদীনায় একটি কৃষি খামারে যাচ্ছিলাম। তিনি খেজুর গাছের ডালে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি একদল ইয়াহূদীদেরকে অতিক্রম করলেন। তাদের কিছু লোক বলল, তোমরা যদি তাঁকে প্রশ্ন করতে? তাদের অপর কতক বলল, তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না। অন্যথায় তিনি এমন কিছু শুনিয়ে দিবেন যা তোমাদের মনোপূত হবে না। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে রূহ (প্রাণ) প্রসঙ্গে বলুন। নাবী ﷺ কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর মাথা আসমানের দিকে উঠালেন। আমি বুঝে ফেললাম যে, তাঁর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হচ্ছে। ওয়াহী অবতরণ শেষে তিনি বললেন ঃ "রূহ আমার প্রতিপালকের হুকুম মাত্র। তোমাদেরকে জ্ঞানের খুব অল্পই প্রদান করা হয়েছে"।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭২১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ رِجَالاً وَرُكْبَانًا، وَتُجَرُّوْنَ عَلَى وُجُوْهِكُمْ».

- حسن : «التعليق الرغيب».

৩১৪৩। বাহ্য ইবনু হাকীম (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাত দিবসে তোমাদেরকে পদব্রজে ও সওয়ারী অবস্থায় সমবেত করা হবে এবং কতককে মুখের উপর (উপুড় করে) হেঁচড়িয়ে হাযির করা হবে।

হাসান ঃ তা‘লীকুর রাগীব।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣١٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ -وَلَمْ يَذْكُرْ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-. وَهُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ﴾، قَالَ : نَزَلَتْ بِمَكَّةَ؛ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ؛ سَبَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ﴾؛ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، ﴿وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ؛ بِأَنْ تُسْمِعَهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ.

- صحيح : ق.

৩১৪৫। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলার বাণী ঃ “তোমার নামাযে স্বর (ক্বিরাআত) উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না”– (সূরা বানী ইসরাঈল ১১০) মক্কায় অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করলে মুশরিকরা কুরআনকে গালি দিত এবং এর অবতীর্ণকারী (আল্লাহ তা‘আলা) ও এর বাহককেও (জিবরীলকে) গালি দিত। তারপর আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন ঃ “তোমার নামাযের ক্বিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করো না” অর্থাৎ আপনি উচ্চ স্বরে কুরআন পাঠ করবেন না, অন্যথায় কুরআন, এর অবতরণকারী ও এর বাহককে গালি দেয়া হবে। “এবং তা ক্ষীণস্বরেও পড়বে না”, তাহলে আপনার সাথীরা শুনতে পাবে না, (বরং মধ্যম আওয়াজে তা পাঠ করুন) যাতে তারা আপনার নিকট হতে কুরআন শিখতে পারে।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭২২), মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣١٤٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِيْ قَوْلِهِ : ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً﴾. قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ؛ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ إِذَا سَمِعُوْهُ؛ شَتَمُوْا الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِ : ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ﴾؛ أَيْ : بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ، فَيَسُبُّوْا الْقُرْآنَ، ﴿وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ، ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً﴾.

– صحيح : ق.

৩১৪৬। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলার বাণী ঃ “তোমার নামাযের ক্বিরাআত না উচ্চৈঃস্বরে পড়বে, আর না নিম্ন স্বরে, এ দুইয়ের মধ্যবর্তী মাত্রার আওয়াজ অবলম্বন কর”– (সূরা বানী ইসরাঈল ১১০) অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আত্মগোপন করে ছিলেন। তিনি তার সাহাবীদের নিয়ে নামায আদায়ের সময় উচ্চস্বরে কিরা‘আত পাঠ করতেন। মুশরিকরা তা শুনতে পেয়ে কুরআনকে, এর অবতরণকারীকে এবং এর বাহককে গালি দিত। অতএব আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবীকে বললেন ঃ “তোমার নামাযে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করো না”, কারণ মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে গালি দেয়। “আবার এত নীচু স্বরেও পড়বে না”, যাতে তোমার সাহাবীদের শুনতে অসুবিধা হয়, বরং “এই দুইয়ের মধ্যবর্তী মাত্রার আওয়াজ অবলম্বন কর”।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭২২), মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُوْدِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ : قُلْتُ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ : أَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ : لاَ، قُلْتُ : بَلَى، قَالَ : أَنْتَ تَقُوْلُ ذَاكَ يَا أَصْلَعُ!؟ بِمَ تَقُوْلُ ذٰلِكَ؟! قُلْتُ : بِالْقُرْآنِ؛ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْقُرْآنُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : مَنِ احْتَجَّ بِالْقُرْآنِ؛ فَقَدْ أَفْلَحَ -قَالَ سُفْيَانُ : يَقُوْلُ : فَقَدِ احْتَجَّ، وَرُبَّمَا قَالَ : قَدْ فَلَجَ-، فَقَالَ : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾، قَالَ : أَفَتَرَاهُ صَلَّى فِيْهِ؟ قُلْتُ : لاَ، قَالَ : لَوْ صَلَّى فِيْهِ؛ لَكُتِبَتْ عَلَيْكُمُ الصَّلاَةُ فِيْهِ كَمَا كُتِبَتِ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ حُذَيْفَةُ : أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِدَابَّةٍ طَوِيْلَةِ الظَّهْرِ مَمْدُوْدَةٍ؛ هٰكَذَا، خَطْوُهُ مَدُّ بَصَرِهِ، فَمَا زَايَلاَ ظَهْرَ الْبُرَاقِ حَتَّى رَأَيَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَوَعْدَ الآخِرَةِ أَجْمَعَ، ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدْئِهِمَا، قَالَ : وَيَتَحَدَّثُوْنَ أَنَّهُ رَبَطَهُ، لِمَ؟! أَيَفِرُّ مِنْهُ؟! وَإِنَّمَا سَخَّرَهُ لَهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ!

- حسن الإسناد.

৩১৪৭। যির ইবনু হুবাইশ (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বাইতুল মাক্বদিসে নামায আদায় করেছেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, হ্যাঁ তিনি নামায আদায় করেছেন। তিনি বললেন, হে টেকো! তুমি এ ধরনের কথা বলছ, তা কিসের ভিত্তিতে বলছ? আমি বললাম, কুরআনের ভিত্তিতে। কুরআন আমার ও আপনার মাঝে ফাইসালা করবে। হুযাইফা (রাযিঃ) বললেন, কুরআন হতে যে ব্যক্তি দলীল গ্রহণ করল সে কৃতকার্য

হল। সুফ্ইয়ান (রাহঃ) বলেন, তিনি (মিসআর) কখনো "কাদ ইহ্তাজ্জা" আবার কখনো "কাদ ফালাজা" বলেছেন। তারপর তিনি (যির) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি এক রাতে তাঁর বান্দাকে মাসজিদুল হারাম হতে দূরবর্তী মাসজিদে নিয়ে গেলেন"– (সূরা বানী ইসরাঈল ১)। হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে কি তুমি প্রমাণ করতে চাও, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে নামায আদায় করেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সেখানে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করতেন, তাহলে তোমাদের উপরও সেখানে নামায আদায় করা বাধ্যতামূলক হত, যেমন মাসজিদুল হারামে নামায আদায় করা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি পশু আনা হল। এর পিঠ ছিল দীর্ঘ এবং (চলার সময়) এর পা দৃষ্টির সীমায় পতিত হয়। তাঁরা দু'জন (মহানাবী ও জিবরীল) জান্নাত, জাহান্নাম এবং আখিরাতের প্রতিশ্রুত বিষয়সমূহ দেখার পূর্ব পর্যন্ত বোরাকের পিঠ হতে নামেননি। তারপর তাঁরা দু'জন প্রত্যাবর্তন করেন। তারা যেভাবে গিয়েছিলেন অনুরূপভাবেই ফিরে আসেন (অর্থাৎ সওয়ারী অবস্থায়ই ফিরে আসেন)। হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেন, লোকেরা বলাবলি করে, তিনি বোরাককে বেঁধেছিলেন। কেন এটি তার নিকট হতে পালিয়ে যাবে। অথচ গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানার মালিক (আল্লাহ তা'আলা) বোরাককে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন।

সনদ হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَلاَ فَخْرَ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ؛ وَلاَ فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ؛ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ؛ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ

عَنْهُ الأَرْضُ؛ وَلاَ فَخْرَ»، قَالَ : «فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلاَثَ فَزَعَاتٍ، فَيَأْتُوْنَ آدَمَ، فَيَقُوْلُوْنَ : أَنْتَ أَبُوْنَا آدَمُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُوْلُ : إِنِّيْ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا أُهْبِطْتُ مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ، وَلَكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا، فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا، فَيَقُوْلُ : إِنِّيْ دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ دَعْوَةً، فَأُهْلِكُوْا، وَلَكِنِ اذْهَبُوْا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ، فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ، فَيَقُوْلُ : إِنِّيْ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ»، -ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ؛ إِلاَّ مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ»، -«وَلَكِنِ ائْتُوْا مُوْسَى» فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى، فَيَقُوْلُ : إِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا، وَلَكِنِ ائْتُوْا عِيْسَى، فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى، فَيَقُوْلُ : إِنِّيْ عُبِدْتُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ، ولَكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا»، قَالَ : «فَيَأْتُوْنَنِيْ، فَأَنْطَلِقُ مَعَهُمْ- قَالَ ابْنُ جُدْعَانَ : قَالَ أَنَسٌ : فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : -، فَآخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ، فَأُقَعْقِعُهَا، فَيُقَالُ : مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ، فَيَفْتَحُوْنَ لِيْ، وَيُرَحِّبُوْنَ بِيْ، فَيَقُوْلُوْنَ : مَرْحَبًا، فَأَخِرُّ سَاجِدًا، فَيُلْهِمُنِيَ اللّٰهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ، فَيُقَالُ لِيْ : ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَقُلْ يُسْمَعْ لِقَوْلِكَ؛ وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الَّذِيْ قَالَ اللّٰهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾».

قَالَ سُفْيَانُ : لَيْسَ عَنْ أَنَسٍ؛ إِلاَّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ : «فَآخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ، فَأُقَعْقِعُهَا».

- صحيح : «ابن ماجه» (٨-٤٣).

৩১৪৮। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ক্বিয়ামাতের দিবসে সকল আদম সন্তানের নেতা হব। এতে গর্বের কিছু নেই। আমার হাতেই হাম্‌দের (প্রশংসার) পতাকা থাকবে। এতেও গর্বের কিছু নেই। সেদিন আমার পতাকার নিচেই আদম (আঃ) এবং অন্য সকল নাবী একত্রিত হবেন। আমিই প্রথম ব্যক্তি যার জন্য যামীন বিদীর্ণ করা হবে (অর্থাৎ আমাকেই সর্বপ্রথম উত্থিত করা হবে)। এতেও গর্বের কিছু নেই। লোকেরা তিনবার ভীতসন্ত্রস্ত হবে। তারপর আদম (আঃ)-এর নিকট এসে তারা বলবে, আপনি আমাদের পিতা আদম। আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আমি এমন এক অপরাধ করেছিলাম যার পরিণতিতে আমাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তোমরা বরং নূহ ('আঃ)-এর নিকট যাও। তারা নূহ ('আঃ)-এর নিকট এলে তিনি বলবেন, পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে আমি এমন বদ দু'আ করেছিলাম, যার কারণে তারা ধ্বংস হয়েছে (আমি এর কারণে লজ্জিত)। অতএব তোমরা ইবরাহীম ('আঃ)-এর নিকট যাও। তারা ইবরাহীম ('আঃ)-এর নিকট এলে তিনি বলবেন, আমি তিনটি মিথ্যা বলেছিলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তিনি প্রতিটি মিথ্যাকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার দীনকে হিফাজাত করেছেন। [ইবরাহীম ('আঃ) বলবেন] তোমরা বরং মূসা ('আঃ)-এর নিকট যাও। তারা মূসা ('আঃ)-এর নিকট এলে তিনি বলবেন, আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। অতএব তোমরা 'ঈসা ('আঃ)-এর নিকট যাও। তারা 'ঈসা ('আঃ)-এর নিকট এলে তিনি বলবেন, আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে আমার 'ইবাদাত করা হয়েছে। আমাকে মা'বূদ বানানো হয়েছে। তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট যাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তারা আমার নিকট আসবে এবং আমি তাদের সাথে যাব। ইবনু জুদ'আন বলেন, আনাস (রাযিঃ) বলেছেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাকিয়ে আছি, আর তিনি বলছেন ঃ আমি জান্নাতের দরজার শিকল ধরে তাতে খটখট আওয়াজ করব। ভেতর হতে বলা হবে, কে? বলা হবে, মুহাম্মাদ ﷺ। ভেতরের অধিবাসীরা সাথে সাথে আমার সৌজন্যে দরজা

খুলে দিবে এবং আমাকে মারহাবা মারহাবা বলে অভিনন্দন জানাবে। তখন আমি সিজদায় পতিত হব। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি বিশেষ হাম্‌দ ও সানা (প্রশংসা ও স্তুতিবাক্য) ইলহাম করবেন (গোপনে শিখিয়ে দিবেন এবং আমি তা পাঠ করতে থাকব)। আমাকে বলা হবে, মাথা তোল, প্রার্থনা কর দেয়া হবে, সুপারিশ কর কবূল করা হবে এবং বল, তোমার কথা শুনা হবে। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) এটাই হল সেই 'মাক্বামে মাহমূদ' (উচ্চ প্রশংসিত মর্যাদা), যার কথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "আশা করা যায় তোমার পভূ তোমাকে মাক্বামে মাহ্‌মূদে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন"– (সূরা বানী ইসরাঈল ৭৯)। সুফ্ইয়ান (রাহঃ) বলেন, শুধু মাত্র এই কথাটুকুই আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "আমি জান্নাতের দরজার শিকল ধরে খটখট আওয়াজ করব"।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪৩০৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি কয়েকজন বর্ণনাকারী আবূ নায্‌রাহ্ হতে, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন।

١٩ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ সূরা আল-কাহ্‌ফ

٣١٤٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوْسَى صَاحِبَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَيْسَ بِمُوسَى صَاحِبِ الْخَضِرِ، قَالَ : كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ! سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «قَامَ مُوْسَى خَطِيْبًا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، فَسُئِلَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ؛ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللّٰهُ

إِلَيْهِ؛ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِيْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ : أَيْ رَبِّ! فَكَيْفَ لِيْ بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ : احْمِلْ حُوْتًا فِيْ مِكْتَلٍ، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوْتَ؛ فَهُوَ ثَمَّ، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ، فَجَعَلَ مُوْسَى حُوْتًا فِيْ مِكْتَلٍ، فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ؛ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوْسَى وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِيْ الْمِكْتَلِ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَسَقَطَ فِيْ الْبَحْرِ»، قَالَ : «وَأَمْسَكَ اللّٰهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ، حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، وَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوْسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، وَنُسِّيَ صَاحِبُ مُوْسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوْسَى؛ قَالَ لِفَتَاهُ : ﴿آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾»، قَالَ : «وَلَمْ يَنْصَبْ، حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِيْ أُمِرَ بِهِ، قَالَ : ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِيْ الْبَحْرِ عَجَبًا﴾، قَالَ مُوْسَى : ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾، قَالَ : «يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا»- قَالَ سُفْيَانُ : يَزْعُمُ نَاسٌ أَنَّ تِلْكَ الصَّخْرَةَ عِنْدَهَا عَيْنُ الْحَيَاةِ، وَلَا يُصِيْبُ مَاؤُهَا مَيِّتًا إِلَّا عَاشَ، قَالَ : «وَكَانَ الْحُوْتُ قَدْ أُكِلَ مِنْهُ، فَلَمَّا قُطِرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ عَاشَ»، قَالَ : «فَقَصَّا آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَأَى رَجُلًا مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسَى، فَقَالَ : أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟! قَالَ : أَنَا مُوْسَى، قَالَ : مُوْسَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ :

يَا مُوْسَى! إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ لاَ تَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوْسَى : ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. قَالَ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِيْ لَكَ أَمْرًا﴾، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ : ﴿فَإِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾، قَالَ : نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوْسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوْهُمَا، فَعَرَفُوْا الْخَضِرَ، فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ، فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوْسَى : قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ؛ عَمَدْتَ إِلَى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا ﴿لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِيْ مِنْ أَمْرِيْ عُسْرًا﴾، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِيْنَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ؛ وَإِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، قَالَ لَهُ مُوْسَى : ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾؟ قَالَ : وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُوْلَى، ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ يَقُوْلُ : مَائِلٌ، فَقَالَ

الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا، ﴿فَأَقَامَهُ﴾، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ، فَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلَمْ يُطْعِمُوْنَا؛ ﴿لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾». قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسَى! لَوَدِدْنَا أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ، حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قَالَ : وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اَلْأُوْلَى كَانَتْ مِنْ مُوْسَى نِسْيَانٌ»، قَالَ : «وَجَاءَ عُصْفُوْرٌ، حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ : مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ؛ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُوْرُ مِنَ الْبَحْرِ».

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ : وَكَانَ - يَعْنِي : ابْنَ عَبَّاسٍ - يَقْرَأُ : وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَكَانَ يَقْرَأُ : وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

- صحيح : ق.

৩১৪৯। সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-কে বললাম, নাওফ আল-বিকালী মনে করেন যে, খাযিরের সাথে যে মূসার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি বানী ইসরাঈলের নাবী মূসা ('আঃ) নন (এরা দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি)। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা বলছে। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ বানী ইসরাঈলের জনগণের সামনে মূসা ('আঃ) বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, কে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী? তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। এতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন। কেননা তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে জ্ঞানকে সম্পৃক্ত করেননি (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা

সবচাইতে বড় জ্ঞানী এ কথা বলেননি)। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট ওয়াহী পাঠান, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত এক বান্দা দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আছে। সে তোমার চাইতে বেশি জ্ঞানী। মূসা ('আঃ) বললেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি কি উপায়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব? আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তুমি থলেতে একটি মাছ লও। মাছটি যেখানে হারিয়ে ফেলবে, সেখানেই সে আছে। অতএব তিনি রওয়ানা হলেন এবং ইউশা ইবনু নূন নামক তাঁর যুবক শাগরিদও তাঁর সফরসঙ্গী হলেন। মূসা ('আঃ) থলের মধ্যে একটি মাছ ভরে নিলেন। তাঁরা দু'জনে পায়ে হেঁটে চলতে চলতে একটি প্রকাণ্ড পাথরের নিকট (সমুদ্রের তীরে) এসে পৌঁছেন। এখানে দু'জনই শুয়ে বিশ্রাম নিলেন। থলের মধ্যকার মাছটি নড়াচড়া করতে করতে তা হতে বের হয়ে সমুদ্রে পতিত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মাছটি দিয়ে পানির স্রোতধারা বন্ধ করে দিলেন। ফলে তা প্রাচীরবৎ হয়ে গেল এবং মাছটির জন্য এভাবে একটি পথের ব্যবস্থা হল। মূসা ('আঃ) ও তাঁর যুবক সঙ্গীর নিকট এটা খুবই আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছিল। তাঁরা দিনের অবশিষ্ট সময় ও রাতে অগ্রসর হতে থাকলেন। তাঁর সঙ্গী মাছের অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে জানাতে ভুলে গেল। ভোর হলে মূসা ('আঃ) তাঁর সঙ্গীকে বললেন, "আমাদের সকালের নাশতা নাও। আজকের সফরে আমরা অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি"– (সূরা কাহ্‌ফ ৬২)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাদেরকে যে স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে তাঁরা ক্লান্ত হননি। কিন্তু নির্দেশিত স্থান পার হওয়ার পরই তাঁদেরকে ক্লান্তিতে পেয়ে বসে। "যুবক বলল, আমরা যখন সেই প্রস্তরময় প্রান্তরে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটনা ঘটেছে তা কি আপনি লক্ষ্য করেননি? মাছের প্রতি আমার কোন লক্ষ্য ছিল না। আর শাইতান আমাকে এমনভাবে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমি আপনার নিকট তা উল্লেখ করতেও ভুলে গেছি। মাছ তো আশ্চর্য রকমভাবে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেছে। মূসা বললেন, আমরা তো এটাই চেয়েছিলাম"– (সূরা কাহ্‌ফ ৬৪)। তাঁরা দু'জনেই তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে এলেন।

সুফ্ইয়ান সাওরী (রাহঃ) বলেন, কিছু লোকের ধারণা যে, এই প্রস্তরময় ময়দানে (বা সমুদ্র তীরেই) আবে হায়াতের ঝর্ণা রয়েছে। এই পানি মৃত ব্যাক্তির উপর ছিটিয়ে দিলে সে জীবিত হয়ে উঠে। এই মাছের কিছু অংশ খাওয়াও হয়েছিল। ঐ ঝর্ণার পানির ফোঁটা মাছের গায়ে পড়লে সাথে সাথে মাছটি জীবিত হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাঁরা উভয়ে তাদের পায়ের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হতে হতে পূর্বের সেই প্রান্তরে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি চাদর লম্বা করে গায়ে দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে আছেন। মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তোমাদের এ জায়গায় তো সালামের প্রচলন নেই (তুমি মনে হয় একজন আগন্তুক)? তিনি বললেন, আমি মূসা (আঃ)। তিনি প্রশ্ন করলেন, বানী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনার নিকট আল্লাহ তা'আলার দানকৃত এক বিশেষ জ্ঞান আছে। আমি তা জানি না। আর আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এক বিশেষ জ্ঞান দিয়েছেন যা আপনি জানেন না। মূসা ('আঃ) বললেন ঃ "আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা শিখার উদ্দেশে কি আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি? তিনি বললেন ঃ আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। আর যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে আপনি কেমন করেই বা ধৈর্য ধারণ করতে পারেন? তিনি বললেন, ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। কোন ব্যাপারেই আমি আপনার নির্দেশের বিরোধিতা করব না"– (সূরা কাহ্ফ ৬৬-৬৯)। খাযির ('আঃ) তাঁকে বললেন, "ঠিক আছে, আপনি যদি আমার সাথে চলতে থাকেন, তাহলে আপনি আমার নিকট কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন না, যতক্ষণ আমি আনপাকে তা না বলি"– (সূরা কাহ্ফ ৭০)। তিনি (মূসা) বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। খাযির ও মূসা ('আঃ) সমুদ্রের তীর ধরে পায়ে হেঁটে চলতে থাকলেন। তাদের সামনে দিয়ে একটি নৌকা অতিক্রম করছিল। তাঁরা উভয়ে তাদের সাথে কথা বললেন এবং তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তারা খাযিরকে চিনে ফেলল এবং কোন ভাড়া ছাড়াই তাদের দু'জনকে নৌকায় তুলে নিল। খাযির নৌকার

একটি তক্তা খুলে নিলেন। মূসা ('আঃ) তাঁকে বললেন, লোকেরা আমাদেরকে ভাড়া ছাড়াই নৌকায় তুলে নিল, আর আপনি নৌকাটির ক্ষতি সাধন করলেন! আপনি কি তাদের ডুবিয়ে দিতে চান? "আপনার এ কাজটি খুবই আপত্তিকর। খাযির বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না? মূসা বললেন, আমার ভুলের জন্য আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারে আপনি অতটা কড়াকড়ি করবেন না"– (সূরা কাহ্ফ ৭১-৭৩)। তারা নৌকা হতে নেমে সমুদ্রের তীর ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। পথিমধ্যে দেখা গেল, একটি বালক অপর কয়েকটি বালকের সাথে খেলাধূলা করছে। খাযির ('আঃ) নিজের হাতে ছেলেটির মাথা ধরে তা ঘাড় হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং এভাবে তাকে হত্যা করেন। মূসা ('আঃ) তাঁকে বললেন, "একটা নিষ্পাপ বালককে আপনি মেরে ফেললেন! অথচ সে তো কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছেন। খাযির বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে চলতে পারবে না"– (সূরা কাহ্ফ ৭৪-৭৫)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পূর্বের কথার চেয়ে এ কথাটা বেশি শক্ত ছিল। মূসা (আঃ) বললেন, "অতঃপর আমি যদি আপনার নিকট কোন প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আমাকে প্রত্যাখ্যান করার মত ত্রুটি আপনি আমার মধ্যে পেয়েছেন। পুনরায় তাঁরা দু'জনে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যেতে যেতে একটি জনপদে এসে পৌঁছলেন এবং সেখানকার মানুষদের নিকট খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা মেহমান হিসেবে তাঁদেরকে মেনে নিতে রাজী হয়নি। তাঁরা সেখানে একটি দেয়াল দেখতে পেলেন, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল"– (সূরা কাহ্ফ ৭৬-৭৭)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ দেয়ালটি ঝুঁকে পড়েছিল। খাযির তাঁর হাত দিয়ে দেয়ালটি ঠিক করে দিলেন। মূসা ('আঃ) তাঁকে বললেন ঃ আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসলাম, যারা আমাদেরকে মেহমান হিসেবেও গ্রহণ করেনি বা আহরও করায়নি। "আপনি ইচ্ছা করলে এই কাজের জন্য মুজরী নিতে পারতেন। খাযির বললেন, বাস! এখানেই তোমার ও আমার

একত্রে ভ্রমণ শেষ। তুমি যেসব বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারনি, এখন আমি তোমাকে সেসব বিষয়ের তাৎপর্য বলে দিব"– (সূরা কাহ্ফ ৭৭-৭৮)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর উপর রাহ্মাত অবতীর্ণ করুন। আমাদের আশা ছিল যে, তিনি যদি ধৈর্য ধারণ করতেন তাহলে আমাদেরকে তাদের এসব বিষয়ের তথ্য জানানো হত! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মূসা ('আঃ) শর্তের কথা ভুলে যাওয়ার কারণেই প্রথম প্রশ্নটি করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ একটি চড়ুই পাখি এসে তাদের নৌকার কিনারে বসে, তারপর তা সমুদ্রে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়। খাযির তাঁকে বললেন, এই চড়ুই পাখি সমুদ্রের পানি যতটুকু কমিয়েছে, আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানভাণ্ডার হতে ঠিক ততটুকুই কমিয়েছে।

সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ) বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) পাঠ করতেন ঃ "তাদের সামনে ছিল এক বাদশাহ যে প্রতিটি নিখুঁত নৌকা জোরপূর্বক কেড়ে নিত।" তিনি আরো পাঠ করতেন ঃ "আর বালকটি ছিল কাফির"।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। যুহ্রী (রাহঃ) এ হাদীস উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু 'উত্বাহ্ ইবনু 'আব্বাস হতে, তিনি উবাই ইবনু কা'ব হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি আবূ ইসহাক্ব আল-হামদানী (রাহঃ) সা'ঈদ ইবনু জুবাইর হতে, তিনি ইবনু 'আব্বাস হতে, তিনি উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ মুযাহিম আস-সামারকান্দী বলেন, 'আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, আমি হাজ্জে গিয়েছিলাম। আমার হাজ্জের সফরের উদ্দেশ্যই ছিল সুফ্ইয়ান সাওরীকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনব। তিনি এ হাদীসে একটি বিষয় বর্ণনা করতেন। সুতরাং আমি তাকে বলতে শুনেছি, এ হাদীস 'আম্র ইবনু দীনার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। ইতোপূর্বে আমি এ হাদীস সুফ্ইয়ানকে বর্ণনা করতে শুনেছি, কিন্তু তিনি উক্ত বিষয় এতে বর্ণনা করেননি।

٣١٥٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الْغُلَامُ الَّذِيْ قَتَلَهُ الْخَضِرُ؛ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا».

- صحيح : «ظلال الجنة» (١٩٤، ١٩٥) م.

৩১৫০। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ছেলেটিকে খাযির (আঃ) হত্যা করেন, সে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তাক্বদীর মতো (সৃষ্টির সূচনাতেই) কাফির ছিল।

সহীহ ঃ যিলা-লুল জান্নাত (১৯৪, ১৯৫), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣١٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرَ؛ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ، فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاءَ».

- صحيح : ق.

৩১৫১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ খাযিরের নাম এজন্যই খাযির (সবুজ) রাখা হয়েছে যে, একদা তিনি শুকনা সাদা মাটির উপর বসলে তাঁর নীচের মাটিতে সবুজ, শ্যামলিমার উদগম হয়।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ بَشَّارٍ-، قَالُوْا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّدِّ، قَالَ : «يَحْفِرُوْنَهُ كُلَّ يَوْمٍ، حَتَّى إِذَا كَادُوْا يَخْرِقُوْنَهُ؛ قَالَ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ : ارْجِعُوْا؛ فَسَتَخْرِقُوْنَهُ غَدًا. فَيُعِيْدُهُ اللّٰهُ كَأَشَدِّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُدَّتَهُمْ، وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ؛ قَالَ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ : ارْجِعُوْا، فَسَتَخْرِقُوْنَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، وَاسْتَثْنَى، قَالَ : فَيَرْجِعُوْنَ، فَيَجِدُوْنَهُ كَهَيْئَتِهِ حِيْنَ تَرَكُوْهُ، فَيَخْرِقُوْنَهُ، فَيَخْرُجُوْنَ عَلَى النَّاسِ، فَيَسْتَقُوْنَ الْمِيَاهَ، وَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ، فَيَرْمُوْنَ بِسِهَامِهِمْ فِيْ السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدِّمَاءِ، فَيَقُوْلُوْنَ : قَهَرْنَا مَنْ فِيْ الْأَرْضِ، وَعَلَوْنَا مَنْ فِيْ السَّمَاءِ قَسْوَةً وَعُلُوًّا، فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِيْ أَقْفَائِهِمْ، فَيَهْلِكُوْنَ، فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ تَسْمَنُ وَتَبْطَرُ، وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لُحُوْمِهِمْ».

- صحيح : «ابن ماجه» (٤٠٨٠).

৩১৫৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ (ইয়াজূয-মাজূযের) প্রাচীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ এরা প্রত্যেকদিন বাঁধার প্রাচীর খনন করতে থাকে। যখন তারা এটাকে চৌচির করে ভেদ করার কাছাকাছি এসে যায়, তখন তাদের সরদার বলে, ফিরে চলো, কাল সকালে এটাকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্বের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ করে দেন। তারা প্রতিদিন এভাবে এই প্রাচীর খুঁড়তে থাকে। অবশেষে যখন তাদের বন্দীত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে

এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জনবসতিতে পাঠানোর ইচ্ছা করবেন তখন ইয়াজূয-মাজূযদের সরদার বলবে, আজ চলো। আল্লাহ তা'আলা চাইলে আগমী কাল সকালে আমরা এই দেয়াল ভেঙ্গে ফেলব। সে তার কথার সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তারা ফিরে যাবে। গতকাল দেয়ালটিকে তারা যে অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিল, এবার ফিরে এসে ঠিক সেই অবস্থায়ই পাবে। এরা দেয়াল ভেদ করে জনপদে ছড়িয়ে পড়বে এবং সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। মানুষজন এদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাবে। এরা আকাশের দিকে নিজেদের তীর ছুঁড়বে। তাদের তীরগুলোকে রক্ত-রঞ্জিত করে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এরা বলবে, পৃথিবীর বাসিন্দাদের উপর আমরা প্রতিশোধ নিয়েছি এবং আকাশবাসীদের উপরও আধিপত্য বিস্তার করে তাদেরকে অধীনস্ত করে নিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা এদের গলদেশে কীট সৃষ্টি করবেন। ফলে এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যমীনের কীট-পতঙ্গ ও জীব-জন্তু এদের গোশত খেয়ে খুব মোটাতাজা হবে, খুব পরিতৃপ্ত হবে এবং এগুলোর দেহে বেশ চর্বি জমবে।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪০৮০)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধু উপর্যুক্ত সনদেই অনুরূপভাবে জেনেছি।

٣١٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ -وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ-، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ؛ نَادَى مُنَادٍ : مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِيْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ أَحَدًا؛ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ».

– حسن : «ابن ماجه» (٤٢٠٣).

৩১৫৪। আবূ সা'ঈদ ইবনু আবী ফাযালাহ্ আল-আনসারী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন ক্বিয়ামাত দিবসে, যে দিনের আগমন প্রসঙ্গে কোন সন্দেহ নেই, মানুষদেরকে একত্র করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে যে ব্যক্তি কাজ করতে গিয়ে এর মধ্যে কাউকে শারীক করেছে, সে যেন গাইরুল্লাহ্‌র নিকট নিজের সাওয়াব চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা শারীকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (৪২০৩)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীস শুধু মুহাম্মাদ ইবনু বাকর-এর সূত্রে জেনেছি।

٢٠ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ সূরা মারইয়াম

٣١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى نَجْرَانَ، فَقَالُوْا لِيْ : أَلَسْتُمْ تَقْرَءُوْنَ ﴿يَا أُخْتَ هَارُوْنَ﴾؛ وَقَدْ كَانَ بَيْنَ عِيْسَى وَمُوْسَى مَا كَانَ؟! فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيْبُهُمْ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ؟ فَقَالَ : «أَلاَ أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِيْنَ قَبْلَهُمْ؟!».

– حسن : «مختصر تحفة الودود».

৩১৫৫। মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নাজরান নামক জায়গায় পাঠালেন। সে অঞ্চলের (খৃষ্টান) অধিবাসীরা আমাকে বললো, তোমরা কি পাঠ কর না ঃ "হে হারূনের বোন"– (সূরা মারইয়াম ২৮)? অথচ মূসা ও 'ঈসা

(‘আঃ)-এর মাঝখানে সময়ের যে ব্যবধান ছিল তাতো জানা কথা। তাদের এ প্রশ্নের কি জবাব যে আমি দিতে পারি তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ বিষয়ে জানালাম। তিনি **বললেন** ঃ তুমি তাদেরকে এতটুকুও কি জানাতে পারলে না যে, তারা (বানী ইসরাঈল) নিজেদের নাম রাখতো তাদের পূর্ববর্তী নাবী-রাসূল ও মহান ব্যক্তিদের নামানুসারে।

হাসান ঃ মুখতাসার তুহ্ফাতুল ওয়াদুদ।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আমরা এ হাদীস শুধু ইবনু ইদরীসের সূত্রেই জেনেছি।

٣١٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَرَأَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾، قَالَ : «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ؛ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ، حَتَّى يُوْقَفَ عَلَى السُّوْرِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَشْرَئِبُّوْنَ، وَيُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَشْرَئِبُّوْنَ، فَيُقَالُ : هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ، فَلَوْلاَ أَنَّ اللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَيَاةَ فِيْهَا وَالْبَقَاءَ؛ لَمَاتُوْا فَرَحًا، وَلَوْلاَ أَنَّ اللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ فِيْهَا وَالْبَقَاءَ؛ لَمَاتُوْا تَرَحًا».

- صحيح : دون قوله : «فلو أن الله قضى . . » ق، انظر الحديث (٢٥٥٨).

৩১৫৬। আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন ঃ “তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও, যেদিন চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে এবং পরিতাপ করা ব্যতীত আর কোন

বিকল্প থাকবে না"– (সূরা মারইয়াম ৩৯)। তিনি বললেন ঃ (ক্বিয়ামাতের দিন লোকদের সামনে) মৃত্যুকে হাযির করা হবে, যেন তা সাদা ও কালো মিশ্রিত বর্ণের একটি মেষ। এটাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝের প্রাচীরের সাথে দাঁড় করিয়ে বলা হবে, হে জান্নাতের অধিবাসীগণ, শোন। তারা মাথা তুলবে। তারপর বলা হবে, হে জাহান্নামের বাসিন্দারা, শোন। তারাও মাথা তুলবে। তারপর বলা হবে, তোমরা কি এটাকে চিনতে পেরেছ? তারা বলবে, হ্যাঁ, এটা মৃত্যু। তারপর এটাকে শুইয়ে যবেহ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা যদি জান্নাতবাসীদের সেখানে চিরস্থায়ী জীবনের মীমাংসা না করতেন, তাহলে তারা (এ দৃশ্য দেখে) আনন্দের আতিশয্যে মারা যেত। আল্লাহ তা 'আলা যদি জাহান্নামীদের সেখানে চিরস্থায়ী জীবনের মীমাংসা না করতেন, তাহলে তারাও (এ দৃশ্য দেখে) অনুশোচনা ও অনুতাপ করতে করতে মারা যেত।

"আল্লাহ তা'আলা যদি জান্নাতীদের সেখানে চিরস্থায়ী জীবনের ফায়সালা না করতেন...." অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ। বুখারী, মুসলিম, দেখুন ২৫৫৮ নং হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لَمَّا عُرِجَ بِيْ؛ رَأَيْتُ إِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ».

- صحيح : م (١/ ١٠٠) مطولا.

৩১৫৭। ক্বাতাদাহ্ (রাহঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "আর আমরা তাকে উচ্চতর স্থানে উন্নীত করেছি"– (সূরা মারইয়াম ৫৭) প্রসঙ্গে তিনি (ক্বাতাদাহ্) বলেন, আমাদের নিকট আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে যখন মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয় আমি তখন ইদরীস ('আঃ)-কে চতুর্থ আসমানে দেখেছি।

সহীহ ঃ মুসলিম (১/১০০), দীর্ঘ বর্ণনা।

আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সা'ঈদ ইবনু আবী 'আরূবা-হাম্মাম প্রমুখ-ক্বাতাদাহ্ হতে, তিনি আনাস হতে, তিনি মালিক ইবনু সা'সা'আহ্ (রাযিঃ)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে মি'রাজের হাদীসটি দীর্ঘ আকারে বর্ণনা করেছেন। আমার মতে এটি তারই সংক্ষিপ্তরূপ।

٣١٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِجِبْرِيلَ : «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟»، قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

- صحيح : خ(٤٧٣١).

৩১৫৮। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জিবরীল ('আঃ)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আপনি যে কতবার আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন তার চেয়ে বেশি সাক্ষাৎ করতে কিসে আপনাকে বাধা দেয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "আপনার রবের নির্দেশ ব্যতীত আমরা অবতীর্ণ হই না। আমাদের যা কিছু সম্মুখে আছে, আমাদের পিছনে যা কিছু আছে এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে, সে সবের প্রভু তিনিই। আপনার প্রতিপালক কখনো ভুলে যান না"– (সূরা মারইয়াম ৬৪)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭৩১)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। হুসাইন ইবনু হুরাইস ওয়াকী' হতে তিনি 'আম্‌র ইবনু যার হতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ - عَزَّ

وَجَلَّ -: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴾؟ فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ، ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ، فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَالرِّيْحِ، ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِيْ رَحْلِهِ، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ كَمَشْيِهِ».

- صحيح : «الصحيحة» (٣١١).

৩১৫৯। সুদ্দী (রাহঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুররা আল-হামদানীকে আমি প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী প্রসঙ্গে ঃ "তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে না"– (সূরা মারইয়াম ৭১)। তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করে শুনান যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আগুনের উপর দিয়ে লোকজন অতিক্রম করবে এবং যার যার কৃতকর্ম মোতাবেক তা অতিক্রম করতে থাকবে। বিজলি চমকানোর মতো তাদের প্রথম দল দ্রুত অতিক্রম করে যাবে। পরবর্তী দলটি বাতাসের বেগে, তারপর দ্রুতগামী ঘোড়ার বেগে, তারপর উষ্ট্রারোহীর বেগে, তারপর মানুষের দৌড়ের গতিতে, তারপর হেটে চলার গতিতে অতিক্রম করবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৩১১)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীস সুদ্দীর সূত্রে শু'বাহ্ (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটাকে তিনি মারফূ'রূপে বর্ণনা করেননি।

٣١٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ : ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴾، قَالَ : يَرِدُوْنَهَا، ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ.

- صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع.

৩১৬০। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "তোমাদের সকলকেই তার উপর দিয়ে পার হতে হবে"– (সূরা মারইয়াম ৭১) প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লোকেরা ক্বিয়ামাত দিবসে তার (পুলসিরাত) উপর দিয়ে পার হবে। তারা এটা পার হবে নিজ নিজ কৃতকর্ম মোতাবেক (বিভিন্ন গতিবেগে)।

সহীহ ঃ মাওকূফ তবে মারফূ এর মতই তার হুকুম।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-'আবদুর রহমান ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি সুদ্দী (রাহঃ) হতে উপরের হাদীসের মতো বর্ণনা করেছেন। 'আবদুর রহমান বলেন, আমি শু'বাহ্কে বললাম, উল্লিখিত হাদীসটি ইসরাঈল আমাকে সুদ্দীর সূত্রে, তিনি মুর্রার সূত্রে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ)-এর সূত্রে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। শু'বাহ্ (রাহঃ) বলেন, আমি এ হাদীস সুদ্দীর নিকট মারফূভাবেই শুনেছি। কিন্তু আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই (মারফূ হিসেবে বর্ণনা করা) ত্যাগ করেছি।

٣١٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا؛ نَادَى جِبْرِيْلَ : إِنِّيْ قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَنًا، فَأَحِبَّهُ»، قَالَ : «فَيُنَادِيْ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِيْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ : ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا﴾، وَإِذَا أَبْغَضَ اللّٰهُ عَبْدًا؛ نَادَى جِبْرِيْلَ : إِنِّيْ أَبْغَضْتُ فُلاَنًا، فَيُنَادِيْ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ».

- صحيح : «الضعيفة» تحت الحديث (٢٢٠٧).

৩১৬১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দাকে যখন আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন ঃ আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি। অতএব তুমিও

তাকে ভালবাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আসমানবাসীদের মধ্যে জিবরীল তখন (এ কথা) ঘোষণা করেন। তারপর যমীনবাসীদের অন্তরে তার জন্য ভালবাসা অবতীর্ণ হয়। এটাই আল্লাহ তা'আলার বাণীর মধ্যে ফুটে উঠেছে ঃ "যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং উত্তম কার্য সম্পাদন করেছে খুব শীঘ্রই দয়াময় রহমান (লোকদের অন্তরে তাদের প্রতি) ভালবাসার উদ্রেক করবেন"– (সূরা মারইয়াম ৯৬)। অপর দিকে যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে ঘৃণা করেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন ঃ আমি অমুককে ঘৃণা করি। জিবরীল তখন আসমানবাসীদের মধ্যে এটা ঘোষণা করেন। তারপর যমীনের অধিবাসীদের মনে তার জন্য ঘৃণা অবতীর্ণ হতে থাকে।

সহীহ ঃ যঈফাহ্ (২২০৭) নং হাদীসের অধীনে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার (রাহঃ) তার বাবা হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٣١٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوْقٍ، قَالَ : سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ يَقُوْلُ : جِئْتُ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيَّ أَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِيْ عِنْدَهُ، فَقَالَ : لَا أُعْطِيْكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ : لَا حَتَّى تَمُوْتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ : وَإِنِّيْ لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ؟! فَقُلْتُ : نَعَمْ، فَقَالَ : إِنَّ لِيْ هُنَاكَ مَالاً وَوَلَدًا، فَأَقْضِيْكَ! فَنَزَلَتْ ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا ﴾ الْآيَةُ.

– صحيح : ق.

৩১৬২। মাসরূক (রাহঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি (রাযিঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ আমার একটি স্বত্ব 'আস ইবনু ওয়ায়িল আস-সাহমীর যিম্মায় ছিল। এ ব্যাপারে তাগাদা দেয়ার উদ্দেশে আমি তার নিকট আসলাম। সে বলল, যে পর্যন্ত তুমি মুহাম্মাদের নবুওয়াত

অস্বীকার না করবে, সে পর্যন্ত আমি তোমার স্বত্ব ফিরিয়ে দিব না। আমি বললাম, তুমি মৃত্যুর পর ক্বিয়ামাত দিবসে আবার জীবিত হয়ে না উঠা পর্যন্ত তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বলল, আমি মৃত্যুবরণ করব এবং আবার জীবিত হব? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, তাহলে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও সেখানে থাকবে আর সেখানে তোমার পাওনাটা ফিরিয়ে দিব। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়ঃ "তুমি কি সেই লোককে দেখেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে এবং সে বলেছে, আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে ধন্য করা হবে"– (সূরা মারইয়াম ৭৭)।

সহীহ্ঃ বুখারী (৪৭৩২), মুসলিম।

হান্নাদ-আবূ মু'আবিয়াহ্ হতে, তিনি আ'মাশ (রাহঃ) হতে উপরের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢١ – بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ طٰهٰ

অনুচ্ছেদঃ ২১ ॥ সূরা ত্ব-হা-

٣١٦٣ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِيْ الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : لَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ؛ أَسْرَى لَيْلَةً حَتَّى أَدْرَكَهُ الْكَرَى؛ أَنَاخَ فَعَرَّسَ، ثُمَّ قَالَ : «يَا بِلَالُ! اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَةَ»، قَالَ : فَصَلَّى بِلَالٌ ثُمَّ تَسَانَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَنَامَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَكَانَ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ : «أَيْ بِلَالُ!»، فَقَالَ بِلَالٌ : بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخَذَ بِنَفْسِيَ الَّذِيْ أَخَذَ بِنَفْسِكَ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اقْتَادُوْا»، ثُمَّ أَنَاخَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَقَامَ

الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَلَّى مِثْلَ صَلَاتِهِ لِلْوَقْتِ فِيْ تَمَكُّثٍ، ثُمَّ قَالَ : ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ﴾.

– صحيح : «صحيح أبي داود» (٤٦١، ٤٦٣)، «الإرواء» (٢٦٣) م نحوه.

৩১৬৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন খাইবার যুদ্ধ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসছিলেন এবং রাতে চলতে চলতে তাঁর খুব ঘুম পেল, তখন তিনি তার উট বসিয়ে তা হতে নেমে পড়লেন, তারপর বললেন ঃ হে বিলাল! আজ রাতে তুমি আমাদের পাহারা দাও। বর্ণনাকারী বলেন, বিলাল (রাযিঃ) নামায আদায় করলেন, তারপর সূর্যোদয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাওদার সাথে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। তার চোখ ঘুমের তীব্রতায় বন্ধ হয়ে গেল। কেউই সকাল বেলা ঘুম হতে উঠতে পারলেন না। সর্বপ্রথম নাবী ﷺ জাগ্রত হলেন। তিনি ডাকলেন ঃ হে বিলাল! বিলাল (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনার জীবন যিনি নিয়েছিলেন, আমার জীবনও তিনিই নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ উটের পিঠে হাওদা বাঁধো এবং দ্রুত সফর কর। তারপর তিনি আরেক স্থানে পৌছে উট বসালেন এবং উযূ করলেন। নামাযের উদ্দেশে ইক্বামাত বলা হল। তিনি যেভাবে ওয়াক্তিয়া নামাযগুলো পড়েন, ঠিক সেভাবে ধীরে সুস্থে এই (কাযা) নামায পড়লেন। তারপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আমার স্মরণে নামায ক্বায়িম কর"– (সূরা ত্ব-হা- ১৪)।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (৪৬১, ৪৬৩), ইরওয়া (২৬৩), মুসলিম অনুরূপ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ সুরক্ষিত নয়। একাধিক হাফিয যুহরীর সূত্রে এবং তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের সূত্রে নাবী ﷺ-এর নাম উল্লেখ করে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা নিজ নিজ সনদে আবূ হুরাইরাহ্র উল্লেখ করেননি। তাছাড়া হাদীস শাস্ত্রে সালিহ ইবনু আবী আখযার দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ তাকে স্মরণ শক্তির দিক হতে দুর্বল বলেছেন।

٢٢ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ
অনুচ্ছেদ ঃ ২২- সূরা আল-আম্বিয়া

٣١٦٥ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ -بَغْدَادِيٌّ-، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ أَبُو نُوحٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ لِيْ مَمْلُوكِيْنَ يُكَذِّبُوْنَنِيْ، وَيَخُوْنُوْنَنِيْ، وَيَعْصُوْنَنِيْ، وَأَشْتُمُهُمْ، وَأَضْرِبُهُمْ؛ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ : «يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ؛ كَانَ كَفَافًا؛ لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ؛ كَانَ فَضْلاً لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ؛ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ»، قَالَ : فَتَنَحَّى الرَّجُلُ، فَجَعَلَ يَبْكِيْ وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللّٰهِ : ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ﴾؟» الْآيَةَ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا أَجِدُ لِيْ وَلِهَؤُلاَءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ.

- صحيح الإسناد.

৩১৬৫। ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ-এর সম্মুখে বসে এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কয়েকটি গোলাম আছে। আমার নিকট এরা মিথ্যা কথা বলে, আমার সম্পদে ক্ষতিসাধন (খিয়ানাত)

করে এবং আমার অবাধ্যতা করে। এ কারণে তাদেরকে আমি বকাবকি ও মারধর করি। তাদের সাথে এমন ব্যবহারে আমার অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন ঃ তারা যে তোমার সাথে খিয়ানাত করে, তোমার অবাধ্যতা করে এবং তোমার নিকট মিথ্যা বলে, আর এ কারণে তাদের সাথে তুমি যেমন আচরণ কর- এ সবেরই হিসাব-নিকাশ হবে। যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অপরাধের সমান হয় তবে ঠিক আছে। তোমারও কোন অসুবিধা হবে না তাদেরও কোন অসুবিধা হবে না। যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তাহলে তোমার জন্য অতিরিক্ত (সাওয়াব) রয়ে গেল। তোমার প্রদত্ত শাস্তি যদি তাদের অপরাধের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত অংশের জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে লোকটি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে আলাদা হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কিতাবে তুমি কি এ কথা পড় না (অনুবাদ) ঃ "আমরা ক্বিয়ামাতের দিন ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব। সুতরাং কোন লোকের উপর কোন যুল্ম করা হবে না। কারো বিন্দু পরিমাণও কিছু কৃতকর্ম থাকলে আমরা তাও হাযির করব। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট"– (সূরা আম্বিয়া ৪৭)। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্র ক্বসম! তাদের মাঝে এবং আমার মাঝে বিচ্ছিন্নতা ছাড়া আমার ও তাদের কল্যাণের আর কোন পথ দেখছি না। আপনাকে আমি সাক্ষী রেখে বলছি, তাদের সবাই এখন হতে মুক্ত।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। 'আবদুর রহমান ইবনু গাযওয়ানের সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীস জেনেছি। ইমাম আহমাদও এ হাদীস 'আবদুর রহমান ইবনু গাযওয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣١٦٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -

فِي شَيْءٍ -قَطُّ-؛ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : قَوْلِهِ : ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، وَلَمْ يَكُنْ سَقِيمًا، وَقَوْلِهِ لِسَارَةَ : أُخْتِي، وَقَوْلِهِ : ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾».

- صحيح : «صحيح أبي داود» (١٩١٦) ق.

৩১৬৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইবরাহীম ('আঃ) তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া কোন ব্যাপারে কখনো মিথ্যা বলেননি। যেমন তাঁর কথা "আমি অসুস্থ"– (সূরা ঃ আস-সাফফাত ৮৯), অথচ তিনি অসুস্থ ছিলেন না, নিজের বিবি 'সারা'-কে তার বোন বলা এবং তাঁর কথা "বরং এগুলোর ভিতর সর্বাধিক বড়টি এ কাজ করেছে"– (সূরা আম্বিয়া ৬৩)।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (১৯১৬), বুখারী, মুসলিম।

হাদীসটি একাধিক সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু ইসহাক্ব হতে আবুয্ যান্নাদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি গারীব। আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٦٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَوْعِظَةِ، فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ عُرَاةً غُرْلًا»، ثُمَّ قَرَأَ «كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ : «أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ : رَبِّ! أَصْحَابِي؟! فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟! فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ. إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ - إِلَى آخِرِ الآيَةِ -، فَيُقَالُ : هَؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ».

- صحيح ق، وهو مكرر الحديث (٢٤٢٣).

৩১৬৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াজ-নাসীহাত করতে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোকেরা! ক্বিয়ামাতের দিন তোমরা নগ্ন ও খাতনাহীন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট সমবেত হবে। (বর্ণনাকারী বলেন,) তারপর তিনি পড়লেন ঃ "যেভাবে প্রথম আমরা সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই তার পুনরাবৃত্তি করব। এটা একটা ওয়া'দাহ্, যা পূরণ করার দায়িত্ব আমার। আর এ কাজ আমি অবশ্যই করবো"– (সূরা আম্বিয়া ১০৪)। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যাঁকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হচ্ছেন ইব্‌রাহীম ('আঃ)। আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে এবং তাদেরকে ধরে বাঁ দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন বলব ঃ হে আমার সৃষ্টিকর্তা! এরা আমার অনুসারী। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা আপনার বিদায়ের পর কি ধরনের বিদ'আতের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। আমি সে সময় একজন সৎকর্মশীল বান্দার ['ঈসা ('আঃ)] মত বলব (কুরআনের ভাষায়) ঃ "আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পরিচালক ছিলাম। কিন্তু আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক। আর আপনি তো সকল বিষয়ের সাক্ষী। আপনি যদি তাদেরকে আযাব দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি ক্ষমা করে দেন তাহলে আপনি তো পরাক্রান্তশালী ও প্রজ্ঞাময়"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ১১৭-১১৮)। তখন বলা হবে, আপনি যখন তাদেরকে রেখে এসেছেন তখন হতে এরা অনবরত মন্দ পথেই চলেছে।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম। এটি (২৪২৩) নং হাদীসের পুনরুক্তি।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি মুগীরাহ্ ইবনু নু'মান হতে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা

করেছেন। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সুফ্ইয়ান সাওরীও এ হাদীসটি মুগীরাহ্ ইবনু নু'মানের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ সুফ্ইয়ান সাওরী এই হাদীসের মর্মার্থ দ্বারা মুরতাদদেরকে বুঝিয়েছেন যারা রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের পর মুরতাদ্দ হয়ে গিয়েছিল।

٢٣ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ সূরা আল-হাজ্জ

٣١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِيْ السَّيْرِ، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ﴾، إِلَى قَوْلِهِ : ﴿عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ﴾، فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ أَصْحَابُهُ؛ حَثُّوْا الْمَطِيَّ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُوْلُهُ، فَقَالَ : «هَلْ تَدْرُوْنَ أَيَّ يَوْمٍ ذٰلِكَ؟»، قَالُوْا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «ذَاكَ يَوْمٌ يُنَادِيْ اللّٰهُ فِيْهِ آدَمَ، فَيُنَادِيْهِ رَبُّهُ، فَيَقُوْلُ : يَا آدَمُ! ابْعَث بَعْثَ النَّارِ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! وَمَا بَعْثُ النَّارِ، فَيَقُولُ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ فِيْ النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِيْ الْجَنَّةِ»، فَيَئِسَ الْقَوْمُ حَتَّى مَا أَبْدَوْا بِضَاحِكَةٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ بِأَصْحَابِهِ؛ قَالَ : «اعْمَلُوْا وَأَبْشِرُوْا؛ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ؛ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ؛ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ وَبَنِيْ

إِبْلِيسَ»، قَالَ : فَسُرِّيَ عَنِ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ، فَقَالَ : «اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا؛ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ؛ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ -أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ-».

- صحيح : خ (٤٧٤١)، م (١/١٣٩).

৩১৬৯। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। চলার পথে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ আগে-পিছে হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সূরা হাজ্জের প্রথম) এ দু'টি আয়াতের মাধ্যমে নিজের আওয়াজ বড় করলেন ঃ "হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। ক্বিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়াবহ ব্যাপার.... বস্তুত আল্লাহ তা'আলার শাস্তি বড় কঠিন"– (সূরা হাজ্জ ১-২)। তাঁর সাহাবীগণ এই ডাক শুনতে পেয়ে নিজেদের জন্তুযানের গতি দ্রুত করলেন এবং জেনে নিলেন যে, তিনি কিছু বলবেন। (সাহাবীগণ তাঁর নিকট পৌঁছলে) তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান সেই দিন কোনটি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা সেই দিন, যেদিন আল্লাহ তা'আলা আদম ('আঃ)-কে ডেকে বলবেন ঃ হে আদম! দোযখের ফৌজ তৈরি কর। তিনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! দোযখের ফৌজ কারা এবং তাদের সংখ্যা কত? তিনি বলবেন ঃ প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন দোযখে যাবে এবং একজন জান্নাতে যাবে। সাহাবীগণ একথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তখন কারো মুখে হাসি ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের এই অবস্থা দেখে বললেন ঃ কাজ করতে থাক এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! তোমরা দু'টি জীবের সাক্ষাৎ পাবে। তাদের সাথে যাদের সাক্ষাৎ হবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। এ দু'টি জীব হল ইয়া'যূজ ও মা'যূজ এবং আদম সন্তান ও ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে যারা মরে গেছে তারা। বর্ণনাকারী বলেন, এতে লোকদের চিন্তা ও বিষন্নতা কিছুটা দূর হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমরা কাজ কর এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! (অন্যান্য জাতির তুলনায়) তোমাদের দৃষ্টান্ত হল, উটের পার্শ্বদেশের তিলক অথবা চতুষ্পদ জন্তুর বাহুর দাগের মত।

সহীহঃ বুখারী (৪৭৪১), মুসলিম (১/১৩৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٤ - بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অনুচ্ছেদঃ ২৪ ॥ সূরা আল-মু'মিনূন

٣١٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - : أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ؛ وَكَانَ ابْنُهَا الْحَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ أُصِيْبَ يَوْمَ بَدْرٍ، أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرَبٌ، فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَتْ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَارِثَةَ؛ لَئِنْ كَانَ أَصَابَ خَيْرًا؛ احْتَسَبْتُ وَصَبَرْتُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْخَيْرَ؛ اجْتَهَدْتُ فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا أُمَّ حَارِثَةَ! إِنَّهَا جَنَّةٌ فِي جَنَّةٍ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، وَالْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا».

- صحيح : «الصحيحة» (١٨١١، ٢٠٠٣)، «مختصر العلو» (٧٦) خ.

৩১৭৪। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, নায্‌র-এর মেয়ে রুবাই' (রাযিঃ) নাবী ﷺ-এর সামনে উপস্থিত হলেন। উক্ত মহিলার পুত্র হারিসাহ্ ইবনু সুরাক্বাহ্ বদ্‌রের যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে শহীদ হন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, আমাকে হারিসাহ্‌র অবস্থা প্রসঙ্গে বলুন। সে যদি কল্যাণের অধিকারী হয়ে থাকে তবে আমি পুণ্যের আশাবাদী থাকব এবং ধৈর্য ধারণ করব। আর সে যদি কল্যাণ লাভ না করে থাকে তবে আমি তার জন্য দু'আ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব। নাবী ﷺ

বললেন ঃ হে হারিসাহ্র মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্যান রয়েছে। তোমার ছেলে সুউচ্চ উদ্যান জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে। ফিরদাউস হল জান্নাতের উচ্চ ভূমি, জান্নাতের কেন্দ্রভূমি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যান।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৮১১, ২০০৩), মুখতাসারুল 'উলুবি (৭৬), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ -زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ- قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : (وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ، وَجِلَةٌ)، قَالَتْ عَائِشَةُ : أَهُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ، وَيَسْرِقُوْنَ؟ قَالَ : «لاَ يَا بِنْتَ الصِّدِّيْقِ! وَلَكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ، وَيُصَلُّوْنَ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ؛ وَهُمْ يَخَافُوْنَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ مِنْهُمْ، (أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ).

- صحيح : «ابن ماجه» (٤١٩٨).

৩১৭৫। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "তারা যা কিছুই দান করে তাতে তাদের অন্তর প্রকম্পিত থাকে"– (সূরা মু'মিনূন ৬০)। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, এরা কি মদখোর ও চোর? তিনি বললেন ঃ হে সিদ্দীক্বের মেয়ে! না এরা তা নয়, বরং যারা নামায আদায় করে, রোযা রাখে, দান-খাইরাত করে এবং মনে মনে এই ভয় পোষণ করে যে, তাদের পক্ষ হতে এগুলো ক্ববূল করা হল কি না? এরাই "কল্যাণের কাজ দ্রুত শেষ করে এবং তাতে অগ্রগামী হয়"– (সূরা মু'মিনূন ৬১)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৪১৯৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি 'আবদুর রহমান ইবনু সা'ঈদ-আবূ হাযিম

হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রেও একই রকম বর্ণিত আছে।

٢٥ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ النُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ সূরা আন-নূর

٣١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَخْنَسِ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ، وَكَانَ رَجُلاً يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمُ الْمَدِيْنَةَ، قَالَ : وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا : عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيْقَةً لَهُ، وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلاً مِنْ أُسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ، قَالَ : فَجِئْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، قَالَ : فَجَاءَتْ عَنَاقٌ، فَأَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّيْ بِجَنْبِ الْحَائِطِ، فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَيَّ عَرَفَتْ، فَقَالَتْ : مَرْثَدٌ؟ فَقُلْتُ : مَرْثَدٌ، فَقَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلاً، هَلُمَّ فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ، قَالَ : قُلْتُ : يَا عَنَاقُ! حَرَّمَ اللّٰهُ الزِّنَا! قَالَتْ : يَا أَهْلَ الْخِيَامِ! هٰذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أَسْرَاكُمْ، قَالَ : فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَةٌ، وَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى كَهْفٍ -أَوْ غَارٍ-، فَدَخَلْتُ، فَجَاءُوْا حَتَّى قَامُوْا عَلَى رَأْسِي، فَبَالُوْا، فَظَلَّ بَوْلُهُمْ عَلَى رَأْسِي، وَأَعْمَاهُمُ اللّٰهُ عَنِّيْ، قَالَ : ثُمَّ رَجَعُوْا، وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِيْ، فَحَمَلْتُهُ، وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيْلاً، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْإِذْخِرِ، فَفَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ، فَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ وَيُعْيِيْنِي، حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنْكِحُ

عَنَاقًا؟ فَأَمْسَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، حَتَّى نَزَلَتِ (الزَّانِيْ لاَ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ)، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا مَرْثَدُ! (الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)؛ فَلاَ تَنْكِحْهَا».

– حسن الإسناد.

৩১৭৭। ‘আম্‌র ইবনু শু‘আইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, মারসাদ ইবনু আবী মারসাদ নামক এক লোক যুদ্ধবন্দীদেরকে মক্কা হতে মদীনায় নিয়ে যেতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ‘আনাক্ব নামে মক্কার এক দুশ্চরিত্রা নারী এই মারসাদের প্রেমিকা ছিল। সে (আবূ মারসাদ) মাক্কার এক বন্দীকে কথা দিয়েছিল যে, সে তাকে মাদীনায় নিয়ে যাবে। মারসাদ বলেন, আমি এ উদ্দেশে রাওনা হয়ে এক পূর্ণিমা রাতে মক্কার এক প্রাচীরের ছায়ায় পৌঁছলাম। ‘আনাক্বও এলো। সে প্রাচীর গাত্রে আমার কালো ছায়া দেখতে পেল। সে আমার নিকট পৌঁছে আমাকে চিনে ফেলল। সে প্রশ্ন করল, মারসাদ নাকি? আমি বললাম, মারসাদ। সে আমাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং ব লে, এসো এ রাতটা আমার সাথে কাটাও। আমি বললাম, হে ‘আনাক্ব! আল্লাহ তা‘আলা যিনা হারাম করে দিয়েছেন। সে (নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে) বলল, হে তাঁবুর অধিবাসীরা! এই ব্যক্তি তোমাদের বন্দীদের নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা শোনামাত্র আটজন আমার পিছু নিল। আমি চলতে চলতে খানদামা পাহাড়ে গিয়ে একটি গুহা পেয়ে তাতে ঢুকে পড়লাম। লোকগুলিও আমার পিছে পিছে আসল। তারা (গুহাটিকে খালি মনে করে) আমার মাথার উপর থেকে পেশাব করে দিল। তাদের পেশাব আমার মাথায় এসে পড়ল। আল্লাহ তা‘আলা এই লোকগুলোকে আমাকে দেখার ব্যাপারে অন্ধ করে দিলেন (তারা আমাকে দেখতে পেল না)। তারা ফিরে গেল, আমিও যাকে আনতে গিয়েছিলাম তার নিকট ফিরে এলাম। আমি তাকে তুলে নিলাম। তার দেহের ওজন খুব বেশি ছিল। আমি

তাকে নিয়ে ইযখির নামক স্থানে পৌঁছে তার জিঞ্জীর খুলে দিলাম। আমি তাকে পিঠে তুলে নিলাম। তাকে বহন করা আমার জন্য কষ্টদায়ক হয়ে পড়ল। অবশেষে আমি মাদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'আনাক্বকে কি আমি বিয়ে করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন এবং আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "যিনাকারী পুরুষ যিনাকারিণী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করবে। আর যিনাকারিণী নারীকে শুধু যিনাকারী অথবা মুশরিক পুরুষরাই বিবাহ করবে আর মু'মিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে"– (সূরা আন্-নূর ৩)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে মারসাদ! ব্যভিচারী পুরুষ শুধু ব্যভিচারী নারীকে অথবা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করবে। আর ব্যভিচারিণীকে শুধু ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক লোকই বিবাহ করবে। অতএব তুমি তাকে বিয়ে করো না।

সনদ হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। শুধু উল্লেখিত সনদেই আমরা এ হাদীস জেনেছি।

٣١٧٨ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِي : إِنَّهُ قَائِلٌ، فَسَمِعَ كَلَامِي، فَقَالَ لِي : ابْنَ جُبَيْرٍ! ادْخُلْ، مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةٌ، قَالَ : فَدَخَلْتُ؛ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةَ رَحْلٍ لَهُ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! الْمُتَلَاعِنَانِ؛ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ! نَعَمْ؛ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ؛ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ!

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْـرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَـةٍ؛ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ؛ تَكَلَّمَ بِأَمْـرٍ عَظِيْمٍ، وَإِنْ سَكَتَ؛ سَكَتَ عَلَى أَمْـرٍ عَظِيْمٍ؟! قَـالَ : فَـسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَـالَ : إِنَّ الَّذِيْ سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيْتُ بِهِ؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ هَذِهِ الْآيَاتِ فِيْ سُوْرَةِ النُّوْرِ : ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾، حَتَّى خَتَمَ الْآيَاتِ، قَالَ : فَدَعَا الرَّجُلَ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْـهِ، وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ : لَا، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ مَا كَذَبْتُ عَلَيْـهَا، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، وَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَـا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِـرَةِ، فَقَالَتْ : لَا، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ مَا صَدَقَ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْـهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

- صحيح : م (٢٠٦، ٢٠٧).

৩১৭৮। সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুস'আব ইবনুয যুবাইরের শাসনামলে আমাকে লি'আনকারী দম্পতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হল ঃ তাদেরকে পৃথক করে দিতে হবে কি না? আমি এর কি উত্তর দিব তা বুঝতে পাচ্ছিলাম না। আমি আমার ঘর হতে উঠে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর ঘরের দিকে রওনা হলাম। আমি তার নিকট প্রবেশ করার অনুমতি চাইলাম। আমাকে বলা হল, তিনি বিশ্রাম

নিচ্ছেন। তিনি আমার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, ইবনু জুবাইর! ভিতরে এসো। নিশ্চয়ই তুমি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে এসেছ। তিনি বলেন, আমি ভিতরে ঢুকলাম। তিনি তার হাওদার চাটাই বিছিয়ে উহার উপর শুয়ে ছিলেন। আমি বললাম, হে আবূ 'আবদুর রহমান! লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ করে দিতে হবে কি? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! হ্যাঁ। অমুকের ছেলে অমুকই এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেছিল। সে নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কি মত, যদি আমাদের কোন লোক তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে (ব্যভিচারে) লিপ্ত দেখে তখন সে কি করবে? সে যদি মুখে তা বলে, তবে সে একটা মারত্মক বিষয়ে (যিনার অপবাদে) মুখ খুলল। আর সে যদি চুপ থাকে তাহলেও সে একটা চরম গর্হিত বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখল। বর্ণনাকারী বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন এবং তাকে কিছুই বলল না। লোকটি আবার নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইতোপূর্বে যে বিষয়ে আপনার নিকট জিজ্ঞেস করছিলাম, এখন আমি নিজেই সে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নূরের আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে, অথচ তাদের দলে তারা নিজেরা ব্যতীত আর কোন প্রমাণ নেই, তাদের প্রত্যেকের কথা হবে যে, সে চারবার আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ তা'আলার আযাব পতিত হোক"– (সূরা আন্-নূর ৬-৭)। তিনি আয়াতের শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি লোকটিকে ডেকে এ আয়াতগুলো পড়ে শুনান, তাকে ওয়াজ-নাসীহাত করে বুঝান এবং তাকে আরো অবহিত করেন যে, আখিরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি অনেক হালকা ও সহজ। সে বলল, না, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন! আমি তার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ আনিনি। তারপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে ডাকেন, তাকে ওয়াজ-নসীহাত করে শুনান এবং বুঝান যে, আখিরাতের কষ্টের তুলনায় দুনিয়ার কষ্ট খুবই হালকা। স্ত্রীলোকটি বলল, না, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন সহ পাঠিয়েছেন! সে সত্য কথা বলেনি।

তারপর তিনি পুরুষ লোকটিকে ডাকলেন। সে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত এবং পঞ্চম বারে বলল, সে যদি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ পতিত হোক। তিনি স্ত্রীলোকটিকেও এভাবে শপথ করান। সে আল্লাহ তা'আলার নামে প্রতিজ্ঞা করে চারবার বলল, সে (স্বামী) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত এবং পঞ্চম বারে বলল, সে (স্বামী) যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার (স্ত্রীর) উপর আল্লাহ তা'আলার গযব পতিত হোক। তারপর তিনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ করে দিলেন।

সহীহ ঃ মুসলিম (২০৬, ২০৭)

এ অনুচ্ছেদে সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ السَّحْمَاءِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْبَيِّنَةَ؛ وَإِلَّا حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ!»، قَالَ : فَقَالَ هِلاَلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ؛ أَيَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «الْبَيِّنَةَ؛ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ»، قَالَ : فَقَالَ هِلاَلٌ : «وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ إِنِّيْ لَصَادِقٌ، وَلَيَنْزِلَنَّ فِيْ أَمْرِيْ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ)، فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ (وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ)، قَالَ : فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَجَاءَا، فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَشَهِدَ؛ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : «إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ؛ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟»، ثُمَّ

قَامَتْ، فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ : (أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)؛ قَالُوْا لَهَا : إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَسَتْ حَتَّى، ظَنَنَّا أَنْ سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ : لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَبْصِرُوْهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ؛ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ السَّحْمَاءِ»، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ - عَزَّ وَجَلَّ -؛ لَكَانَ لَنَا وَلَهَا شَأْنٌ!».

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٠٦٧) خ.

৩১৭৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হিলাল ইবনু উমাইয়্যাহ্ (রাযিঃ) নাবী ﷺ-এর নিকট শারীক ইবনু সাহমার সাথে তার স্ত্রীর যিনার অভিযোগ দায়ের করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ প্রমাণ হাযির কর, অন্যথায় তোমার পিঠে চাবুক পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, হিলাল (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষ লোককে গর্হিত কাজে লিপ্ত দেখে, তখন সে কি সাক্ষী খুঁজে বেড়াবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে থাকেন ঃ প্রমাণ দাও, অন্যথায় তোমার পিঠে শাস্তির চাবুক পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, হিলাল (রাযিঃ) বললেন, সেই সত্তার ক্বসম যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন! অবশ্যই আমি সত্যবাদী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার বিষয়ে ওয়াহী অবতীর্ণ হবে যা আমার পিঠকে কষ্ট হতে রেহাই দিবে। তারপর অবতীর্ণ হল ঃ "যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে (যিনার) অভিযোগ আনে, অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে চারবার আল্লাহ তা'আলার নামে ক্বসম করে সাক্ষ্য দিবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত হোক। আর স্ত্রীলোকটির কষ্ট

রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহ তা'আলার নামে কৃসম করে সাক্ষ্য দেয় যে, এ লোক (তার উত্থাপিত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী। সে পঞ্চম বারে বলবে, সে (অভিযোগকারী স্বামী) সত্যবাদী হলে তার (স্ত্রীর) উপর আল্লাহ তা'আলার গযব পতিত হোক"– (সূরা আন্-নূর ৬-৯)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবসর হয়ে তাদের (স্বামী-স্ত্রী) উভয়কে ডেকে পাঠান। তারা উভয়ে হাযির হলে হিলাল (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে থাকেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন যে, তোমাদের একজন মিথ্যাবাদী, তোমাদের মধ্যে কে তাওবাহ্ করতে প্রস্তুত? তারপর মেয়েলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল। সে যখন পঞ্চম বারে বলতে যাচ্ছিল যে, সে (স্বামী) যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে তার (স্ত্রীর) উপর আল্লাহ তা'আলার গযব নিপতিত হোক, তখন লোকেরা তাকে বলল, এ কথা (শাস্তিকে) অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এ কথা শুনে সে থেমে গেল এবং পিছনে সরে আসল। আমরা ধারণা করলাম যে, সে তার কথা হতে ফিরে আসবে। অতঃপর মেয়েলোকটি বলল, আমি চিরকালের জন্য আমার গোত্রে কালিমা লেপন করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা এই স্ত্রীলোকটির উপর নজর রেখ। সে যদি কাজল বর্ণের চোখ, প্রশস্ত নিতম্ব ও পায়ের মাংস গোছাযুক্ত সন্তান প্রসব করে তবে সে সন্তান শারীক ইবনু সাহমারই। পরবর্তীতে মহিলাটি ঐ রূপ সন্তানই প্রসব করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যদি আগেই আল্লাহ তা'আলার হুকুম (লি'আনের বিধান) না এসে যেত, তাহলে আমাদের এবং তার মধ্যে একটা বিরাট কিছু ঘটে যেত (তাকে শাস্তি দেয়া হত)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ, (২০৬৭) বুখারী (৪৭৪৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হিশাম ইবনু হাস্সানের বর্ণনা হিসেবে এ হাদীসটি হাসান গারীব। 'আব্বাদ ইবনু মানসূর-ইকরিমাহ্ হতে, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। আইয়্যূব এ হাদীস ইকরিমার সনদে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ইবনু 'আব্বাসের উল্লেখ করেননি।

٣١٨٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ : أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِيْ ذُكِرَ، وَمَا عَلِمْتُ بِهِ؛ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيَّ خَطِيْبًا، فَتَشَهَّدَ، وَحَمِدَ اللّٰهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ؛ أَشِيْرُوا عَلَيَّ فِيْ أُنَاسٍ أَبَنُوْا أَهْلِيْ، وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِيْ مِنْ سُوءٍ -قَطُّ-، وَأَبَنُوْا بِمَنْ -وَاللّٰهِ- مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ -قَطُّ-، وَلاَ دَخَلَ بَيْتِيْ -قَطُّ-؛ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ، وَلاَ غِبْتُ فِيْ سَفَرٍ؛ إِلَّا غَابَ مَعِيْ»، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ -رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، فَقَالَ : ائْذَنْ لِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ الْخَزْرَجِ- وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ- فَقَالَ : كَذَبْتَ، أَمَا وَاللّٰهِ أَنْ لَوْ كَانُوْا مِنَ الْأَوْسِ؛ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرٌّ فِيْ الْمَسْجِدِ -وَمَا عَلِمْتُ بِهِ-، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ؛ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ؛ وَمَعِيْ أُمُّ مِسْطَحٍ، فَعَثَرَتْ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ! فَقُلْتُ لَهَا : أَيْ أُمٌّ! تَسُبِّيْنَ ابْنَكِ؟! فَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَانْتَهَرْتُهَا، فَقُلْتُ لَهَا : أَيْ أُمٌّ! تَسُبِّيْنَ ابْنَكِ، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَانْتَهَرْتُهَا، فَقُلْتُ لَهَا : أَيْ أُمٌّ! تَسُبِّيْنَ ابْنَكِ، فَقَالَتْ : وَاللّٰهِ مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيْكِ، فَقُلْتُ : فِيْ أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَتْ : فَبَقَرَتْ لِيَ الْحَدِيثَ، قُلْتُ : وَقَدْ كَانَ هَذَا؟! قَالَتْ : نَعَمْ، وَاللّٰهِ

لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي؛ وَكَأَنَّ الَّذِيْ خَرَجْتُ لَهُ لَمْ أَخْرُجْ؛ لاَ أَجِدُ مِنْهُ قَلِيْلاً وَلاَ كَثِيْرًا، وَوُعِكْتُ، فَقُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَرْسِلْنِيْ إِلَى بَيْتِ أَبِيْ، فَأَرْسَلَ مَعِيَ الْغُلاَمَ، فَدَخَلْتُ الدَّارَ، فَوَجَدْتُ أُمَّ رُوْمَانَ فِيْ السُّفْلِ؛ وَأَبُوْ بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّيْ : مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ؟! قَالَتْ : فَأَخْبَرْتُهَا، وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيْثَ؛ فَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّيْ، قَالَتْ : يَا بُنَيَّةُ! خَفِّفِيْ عَلَيْكِ الشَّأْنَ؛ فَإِنَّهُ -وَاللّٰهِ- لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ؛ إِلَّا حَسَدْتَهَا، وَقِيْلَ فِيْهَا؛ فَإِذَا هِيَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّيْ، قَالَتْ : قُلْتُ : وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِيْ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قُلْتُ : وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُوْ بَكْرٍ صَوْتِيْ؟ وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ لِأُمِّيْ : مَا شَأْنُهَا؟! قَالَتْ : بَلَغَهَا الَّذِيْ ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ يَا بُنَيَّةُ؛ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ، فَرَجَعْتُ، وَلَقَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتِيْ، فَسَأَلَ عَنِّيْ خَادِمَتِيْ؟ فَقَالَتْ : لاَ وَاللّٰهِ؛ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا؛ إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ، فَتَأْكُلَ خَمِيْرَتَهَا -أَوْ عَجِيْنَتَهَا-، وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : اصْدُقِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، حَتَّى أَسْقَطُوْا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللّٰهِ! وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا؛ إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ، فَبَلَغَ الْأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيْلَ لَهُ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَاللّٰهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُتِلَ

شَهِيْدًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَتْ : وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِيْ، فَلَمْ يَزَالاَ حَتّٰى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ؛ وَقَدِ اكْتَنَفَنِيْ أَبَوَايَ؛ عَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ، فَتَشَهَّدَ النَّبِيُّ ﷺ، وَحَمِدَ اللّٰهَ، وَأَثْنٰى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ؛ يَا عَائِشَةُ! إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا، أَوْ ظَلَمْتِ؛ فَتُوْبِيْ إِلَى اللّٰهِ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ»، قَالَتْ : وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ وَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ، فَقُلْتُ : أَلاَ تَسْتَحْيِيْ مِنْ هٰذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا؟! فَوَعَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَالْتَفَتُّ إِلَى أَبِيْ، فَقُلْتُ : أَجِبْهُ، قَالَ : فَمَاذَا أَقُوْلُ؟! فَالْتَفَتُّ إِلَى أُمِّيْ، فَقُلْتُ : أَجِيْبِيْهِ، قَالَتْ : أَقُوْلُ مَاذَا؟! قَالَتْ : فَلَمَّا لَمْ يُجِيْبَا؛ تَشَهَّدْتُ، فَحَمِدْتُ اللّٰهَ، وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ : أَمَا وَاللّٰهِ؛ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ : إِنِّيْ لَمْ أَفْعَلْ -وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ-؛ مَا ذَاكَ بِنَافِعِيْ عِنْدَكُمْ لِيْ؛ لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ وَأُشْرِبَتْ قُلُوْبُكُمْ، وَلَئِنْ قُلْتُ : إِنِّيْ قَدْ فَعَلْتُ -وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ-؛ لَتَقُوْلُنَّ : إِنَّهَا قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّيْ -وَاللّٰهِ- مَا أَجِدُ لِيْ وَلَكُمْ مَثَلاً -قَالَتْ : وَالْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوْبَ، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ- إِلَّا أَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ : (فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ)، قَالَتْ : وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ، فَسَكَتْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ؛ وَإِنِّيْ لَأَتَبَيَّنُ السُّرُوْرَ فِيْ وَجْهِهِ؛ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِيْنَهُ، وَيَقُوْلُ : «الْبُشْرٰى يَا عَائِشَةُ! فَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَاءَتَكِ»، قَالَتْ : فَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا، فَقَالَ

لِيْ أَبَوَايَ : قُوْمِيْ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ : لاَ وَاللّٰهِ؛ لاَ أَقُوْمُ إِلَيْهِ، وَلاَ أَحْمَدُهُ، وَلاَ أَحْمَدُكُمَا، وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللّٰهَ الَّذِيْ أَنْزَلَ بَرَاءَتِيْ؛ لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ، فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلاَ غَيَّرْتُمُوهُ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ : أَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ؛ فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِدِيْنِهَا، فَلَمْ تَقُلْ إِلاَّ خَيْرًا، وَأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةُ؛ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيْهِ مِسْطَحٌ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَالْمُنَافِقُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ -وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ يَسُوْسُهُ وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ-، قَالَتْ : فَحَلَفَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ لاَّ يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - هَذِهِ الْآيَةَ : (وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ -يَعْنِي : أَبَا بَكْرٍ - (أَنْ يُّؤْتُوْا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ)، يَعْنِي : مِسْطَحًا-، إِلَى قَوْلِهِ : (أَلاَ تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُم وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)؟! قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : بَلَى وَاللّٰهِ؛ يَا رَبَّنَا! إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا، وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ.

- صحيح : ق.

৩১৮০। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন আমার বিষয়ে চর্চা হচ্ছিল যে বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার প্রসঙ্গে বক্তব্য দিতে দাঁড়ালেন। তিনি তাশাহ্হুদ পড়ে আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত সুনাম ও গুণগান করার পর বলেন ঃ তারপর তোমরা আমাকে ঐ সব ব্যক্তির বিষয়ে বুদ্ধি দাও, যারা আমার সহধর্মিণীর ব্যাপারে অপবাদ দিয়েছে। আল্লাহ্র ক্বসম! আমি আমার পরিবারের (স্ত্রীর)

মধ্যে কখনো কোন দোষ দেখিনি। এসব ব্যক্তি যার ব্যাপারে বদনাম রটিয়ে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ্র ক্বসম! আমি এ ধরনের কোন দুষ্কর্ম তার মধ্যে কখনো দেখিনি। সে (সাফওয়ান) আমার অনুপস্থিতিতে কখনো আমার ঘরে ঢুকেনি। আমি যখন উপস্থিত থাকতাম তখনই সে আমার ঘরে ঢুকত। আমি যখন সফরের কারণে ঘরে অনুপস্থিত থাকতাম, তখন সেও আমার সঙ্গেই থাকত।

সা'দ ইবনু মু'আয (রাযিঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এদের ঘাড় উড়িয়ে দেই। তখন খাযরাজ বংশের এক লোক উঠে দাঁড়ালো। হাসসান ইবনু সাবিতের মা এই বংশের সন্তান। লোকটি বলল, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্র ক্বসম! এরা যদি আওস গোত্রের লোক হত, তাহলে তুমি তাদের ঘাড় উড়িয়ে দেয়া কখনো পছন্দ করতে না। তর্ক-বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, আওস ও খাযরাজ বংশদ্বয়ের মধ্যে মাসজিদের ভিতরেই মারামারি লেগে যাওয়ার উপক্রম হল। অথচ এ (অপবাদ) বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। ঐ দিন সন্ধ্যা রাতে আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলাম। আমার সাথে মিসতাহ্র মাও ছিল। সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বলল, মিসতাহ শেষ হোক। আমি তাকে বললাম, হে! তুমি মা হয়ে তোমার ছেলের অমঙ্গল কামনা করছ? সে চুপ হয়ে গেল। সে আবার হোঁচট খেল এবং বলল, মিসতাহ শেষ হোক। আমি তাকে তিরস্কার করে বললাম, হে! তুমি কেমন মা, নিজের ছেলের অমঙ্গল ডাকছ। সে চুপ হয়ে গেল। সে তৃতীয়বার হোঁচট খেল এবং বলল, মিসতাহ্র সর্বনাশ হোক। আমি তাকে কঠোরভাবে বললাম, তুমি কেমন মা, নিজের ছেলের অমঙ্গল চাচ্ছ! সে বলল, আল্লাহ্র ক্বসম! আমি তোমার জন্যই তাকে গালমন্দ করছি। আমি প্রশ্ন করলাম, আমার কারণে কিভাবে? 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, সে আমার নিকট সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করল। আমি (তা শুনে) বললাম, এই সব কথা রটেছে নাকি? সে বলল, হ্যাঁ। ['আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন], আমি বাড়িতে ফিরে আসলাম। আল্লাহ্র ক্বসম! আমার এমন অবস্থা হল যে, যেজন্য এসেছিলাম সে প্রয়োজনের কথা ভুলেই গেলাম।

আমার গায়ে জ্বর এসে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। তিনি আমার সাথে একটি বালককে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ঘরে ঢুকে উম্মু রুমানকে (মাকে) ঘরের নীচের অংশে দেখতে পেলাম। আর আবূ বাক্র (রাযিঃ) ঘরের উপরি তলে কুরআন পড়ছিলেন। মা প্রশ্ন করলেন, কন্যা! তুমি কেন এসেছ? 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি মাকে বিষয়টি সম্পূর্ণ খুলে বললাম। কিন্তু আমি যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছি সে তুলনায় তিনি ততটা ভারাক্রান্ত নন। তিনি বললেন, কন্যা! ব্যাপারটিকে হালকাভাবে নাও। আল্লাহ্র ক্বসম! কোন পুরুষের সুন্দরী স্ত্রী থাকলে, সে তার প্রিয়পাত্রী হলে এবং তার সতীন থাকলে তারা তার সাথে হিংসা করবে না, তার বিষয়ে কিছু রটাবে না এরূপ কমই হয়ে থাকে।

মোটকথা আমি যতটা দুঃখ পেলাম মা ততটা পেলেন না। আমি মাকে প্রশ্ন করলাম, আব্বাও কি ব্যাপারটি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি ভারাক্রান্ত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। আবূ বাক্র (রাযিঃ) আমার কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি ঘরের উপরি তলে কুরআন পাঠ করছিলেন। তিনি নেমে এসে মাকে বললেন, ওর কি হয়েছে? মা বললেন, ওর বিষয়ে যেসব মিথ্যা বলা হচ্ছে, এ সংবাদ সে শুনে ফেলেছে। এ কথা জেনে বাবার দু'চোখে পানি এলো। তিনি বললেন, কন্যা! তোমাকে আল্লাহ তা'আলার নামে ক্বসম করে বলছি, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আমি ঘরে ফিরে এলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে এসে আমার কাজের মেয়েকে আমার বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। সে বলল, আল্লাহ্র ক্বসম! আমি তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি, তবে এতটুকু যে, সে ঘুমিয়ে পড়ত, আর বকরী এসে তার পেষা আটা খেয়ে যেত। তাঁর কিছু সাহাবী মেয়েটিকিকে ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সত্য কথা বল। তারা তাকে অনেক দাবালেন এবং ধমকালেন। সে বলল, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্র ক্বসম! আমি তার ব্যাপারে তা-ই জানি স্বর্ণকার খাঁটি রঙ্গিন সোনা প্রসঙ্গে যা জানে। যে

ব্যক্তিকে এই অপবাদের সাথে জড়ানো হয়েছিল তার কানেও এ খবর পৌঁছল। সে বলল, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্র ক্বসম! আমি কখনো কোন নারীর সতর খুলিনি। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, সে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

তিনি বলেন, আমার পিতা-মাতা খুব ভোরে আমার নিকট এলেন। তারা আমার নিকট থাকতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আসরের নামায আদায় করে আমার ঘরে এলেন। আমার পিতা-মাতা ডান দিক-বাঁ দিক হতে আমাকে ঘিরে বসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন, আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত সম্মান ও গুণগান করলেন, তারপর বলেন ঃ হে 'আয়িশাহ্! তুমি যদি কোন মন্দ কাজ করে থাক অথবা নিজের উপর যুলুম করে থাক, তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাও। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাওবাহ্ ক্ববূল করেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, এ সময় আনসার বংশের একটি স্ত্রীলোক আসে। সে দরজার নিকট বসে ছিল। আমি বললাম, আপনি কি এ মহিলাটির সামনে এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করছেন না? মোটকথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াজ-নাসীহাত করলেন। আমি আমার পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আপনি তাঁর কথার উত্তর দিন। তিনি বললেন, আমি তাঁকে কি উত্তর দিব? আমি আমার মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আপনি তাঁকে এর উত্তর দিন। তিনিও বলেন, আমি তাঁকে কি বলব?

তাদের কেউই যখন উত্তর দেননি, তখন আমি কলেমা শাহাদাত তিলাওয়াত করলাম, আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত সুনাম ও প্রশংসা করলাম, তারপর বললাম, আল্লাহ্র ক্বসম! আমি যদি আপনাদের বলি, আমি কখনো তা করিনি এবং আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী আছেন, আমি সত্যবাদিনী, তা আপনাদের নিকট আমার কোন উপকারে আসবে না। কেননা আপনারা তা আলোচনা করেছেন এবং তাতে আপনাদের মন রঞ্জিত হয়েছে। আর আমি যদি বলি, আমি করেছি এবং আল্লাহ তা'আলা জানেন আমি তা করিনি, তখন আপনারা বলবেন, সে নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। আল্লাহ্র ক্বসম! আমি আপনাদের এবং আমার জন্য কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না।

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি ইয়াকূব ('আঃ)-এর নাম স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। শুধু "ইউসুফের বাবা" স্মরণে আসছিল। তিনি যখন বলেছিলেন ঃ "পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আমার সাহায্য স্থল"– (সূরা ইউসুফ ১৮)। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, ঠিক সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হতে লাগল। আমরা চুপ থাকলাম। তাঁর উপর হতে ওয়াহীর অবস্থা দূর হলে আমি তাঁর মুখমণ্ডলে আনন্দের ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডলের ঘাম মুছছেন আর বলছেন ঃ হে 'আয়িশাহ্! তোমার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি তখন উত্তেজিত অবস্থায় ছিলাম। আমার পিতা-মাতা আমাকে বললেন ঃ উঠে তাঁর নিকট যাও। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র ক্বসম! আমি তাঁর নিকট উঠে যাব না, তাঁর সুনামও করব না এবং আপনাদের প্রশংসাও করব না। বরং আমি সেই আল্লাহ তা'আলার সুনাম করব যিনি আমার নির্দোষিতার ওয়াহী অবতীর্ণ করেছেন। আপনারা এ অপবাদ শুনেছেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যানও করেননি বা প্রতিহতও করেননি।

'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, জাহাশ-কন্যা যাইনাবের দীনদারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে হিফাযাত করেছেন। সে ভাল ব্যতীত কখনো অন্য কিছু বলেনি। কিন্তু তার বোন হামনা ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যারা এ অপবাদ রটায় তাদের মধ্যে ছিল ঃ মিসতাহ, হাস্‌সান ইবনু সাবিত ও মুনাফিক্ব সরদার 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। সে অপবাদ রটাত এবং তা ছড়িয়ে বেড়াত। সে ও হামনা ছিল এই আপত্তিকর অপবাদ ছড়ানোর বড় হোতা। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আবূ বাকর (রাযিঃ) ক্বসম করেন যে, তিনি আর কখনো মিসতাহ্‌র কোনভাবে উপকার করবেন না (ভরণ-পোষণ বহন করবেন না)। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা (আবূ বাক্‌রকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন ক্বসম না করে যে, তারা আত্মীয়, গ'রীব ও আল্লাহ তা'আলার পথের মুহাজিরদের (মিসতাহ্‌কে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) কিছুই দিবে না.....তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাফ

করুন? আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়"– (সূরা আন্-নূর ২২)। আবূ বাক্র (রাযিঃ) বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই আপনার ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি আগের মতো মিসতাহ্‌র ভরণ-পোষণের ভার বহন করেন।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭৫৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্‌র রিওয়ায়াত হিসেবে গারীব। ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ, মা'মার প্রমুখ-যুহরী হতে, তিনি 'উরওয়াহ্ ইবনুয যুবাইর হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি 'আলক্বামাহ্ ইবনু ওয়াক্কাস আল-লাইসী ও 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে উপর্যুক্ত হাদীসের মত বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্‌র রিওয়ায়াতের তুলনায় এই রিওয়ায়াতটি পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘতর।

٣١٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي؛ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ، وَتَلاَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ؛ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ؛ فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ.

– حسن : «ابن ماجه» (٢٥٦٧).

৩১৮১। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার নির্দোষিতা বর্ণনা করে আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে উঠে তা বর্ণনা করেন, তারপর কুরআন তিলাওয়াত করেন। মিম্বার হতে অবতরণ করে তিনি দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তাদেরকে (অপবাদ রটনাকারীদেরকে) হাদ্দের আওতায় শাস্তি দেয়া হয়।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (২৫৬৭)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্বের সনদে এই হাদীস জেনেছি।

٢٦ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْفُرْقَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬. সূরা আল-ফুরক্বান

٣١٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ : «أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا؛ وَهُوَ خَلَقَكَ»، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : «أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ».

- صحيح : «الإرواء» (٢٣٣٧)، «صحيح أبي داود» (٢٠٠٠) ق.

৩১৮২। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ কি? তিনি বললেন ঃ তুমি কাউকে আল্লাহ তা'আলার শারীক বা সমকক্ষ বানালে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ তোমার সন্তানরা তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে এই ভয়ে তাদেরকে হত্যা করা। তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যিনায় লিপ্ত হওয়া।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (২৩৩৭), সহীহ আবূ দাউদ (২০০০), বুখারী (৪৭৬১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। বুনদার-'আবদুর রহমান ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি সুফ্ইয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ ওয়ায়িল হতে, তিনি 'আম্র ইবনু শুরাহবীল হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদেও উপরের হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ সনদে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبُوْ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ : «أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا؛ وَهُوَ خَلَقَكَ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ -أَوْ مِنْ طَعَامِكَ-، وَأَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ»، قَالَ : وَتَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ : (وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا).

- صحيح : : ق، المصدر نفسه.

৩১৮৩। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন ঃ (১) আল্লাহ তা‘আলার সাথে কাউকে তোমার শারীক বানানো, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; (২) তোমার সন্তানরা তোমার সাথে আহার করবে অথবা তোমার খাবারে ভাগ বসাবে এই ভয়ে তাদেরকে হত্যা করা; (৩) তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যিনা করা। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ ‘যারা আল্লাহ তা‘আলার সাথে কোন মা‘বূদকে ডাকে না, আল্লাহ তা‘আলা যাকে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারেও জড়িত হয় না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামাতের দিন তার ‘আযাব দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অনন্ত কাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে”– (সূরা আল-ফুরক্বান ৬৮-৬৯)।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম,প্রাগুপ্ত।

আবূ ‘ঈসা বলেন, মানসূর ও আ‘মাশ-এর সনদে বর্ণিত সুফ্ইয়ানের হাদীসটি ওয়াসিলের সনদে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অনেক বেশী সহীহ।

কেননা তিনি (ওয়াসিল) তার সনদে আরো একজন বর্ণনাকারীর উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি ওয়াসিল হতে, তিনি আবূ ওয়ায়িল হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে, এ সূত্রে উপরের হাদীসের মত বর্ণনা করেছেন। এই সনদে 'আম্‌র ইবনু শুরাহ্‌বীলের উল্লেখ নেই।

٢٧ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الشُّعَرَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭॥ সূরা আশ-শু'আরা

٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ)؛ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! إِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، سَلُوْنِيْ مِنْ مَالِيْ مَا شِئْتُمْ».

- صحيح م.

৩১৮৪। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "তোমার নিকটাত্মীয়-স্বজনদের সতর্ক কর"– (সূরা শু'আরা ২১৪)। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে 'আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সাফিয়্যাহ্, হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাহ্, হে 'আবদুল মুত্তালিবের গোত্রের লোকেরা! তোমাদের কে আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও হতে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমার সম্পদ হতে যত ইচ্ছা তোমরা চেয়ে নিতে পার।

সহীহ ঃ মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ওয়াকী' প্রমুখ-হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) সূত্রে

এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রামান আত্-তুফাবীর রিওয়ায়াতের একই রকম বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনাকারী এ হাদীসটি হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে এ হাদীস মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি। এ অনুচ্ছেদে 'আলী ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)؛ جَمَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشًا، فَخَصَّ، وَعَمَّ، فَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِيْ قُصَيٍّ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكِ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا؛ إِنَّ لَكِ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا».

- صحيح : م (١/١٣٣)، خ (٤٧٧١) مختصرا.

৩১৮৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "ওয়া আনযির 'আশীরাতাকাল আক্বরাবীন"– (সূরা শু'আরা ২১৪) আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশ গোত্রের সাধারণ-বিশেষ সকলকে ডেকে একত্র করে বলেন ঃ হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! তোমরা

নিজেদেরকে আগুন হতে রক্ষা কর। আল্লাহ তা'আলার দরবারে তোমাদের উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। হে 'আব্‌দে মানাফ বংশের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে 'আগুন হতে রক্ষা কর। আল্লাহ তা'আলার দরবারে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা আমার নেই। হে কুসাই বংশের ব্যক্তিরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে রক্ষা কর। আল্লাহ তা'আলার দরবারে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। হে 'আবদুল মুত্তালিব বংশের ব্যক্তিরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে রক্ষা কর। আল্লাহ তা'আলার দরবারে তোমাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নেই। হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাহ্! নিজেকে আগুন হতে রক্ষা কর। কেননা তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নেই। অবশ্য তোমার সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। আমি এই সম্পর্কের অধিকার সজীব রাখার চেষ্টা করব।

সহীহ ঃ মুসলিম (১/১৩৩), বুখারী (৪৭৭১) সংক্ষেপিত।

আবূ 'ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এটি শুধুমাত্র মূসা ইবনু তালহার সূত্রেই জানা যায়। 'আলী ইবনু হুজ্‌র-শু'আইব ইবনু সাফ্‌ওয়ান হতে, তিনি 'আবদুল মালিক ইবনু 'উমাইর হতে, তিনি মূসা ইবনু ত্বালহা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে উক্ত মর্মে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي زِيَادَةَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ زَيْدٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ : حَدَّثَنَا الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ)؛ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، فَرَفَعَ مِنْ صَوْتِهِ، فَقَالَ : «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! يَا صَبَاحَاهُ!».

- حسن صحيح : خ (٤٨٠١).

৩১৮৬। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ) বলেন ঃ "ওয়া আনযির 'আশীরাতাকাল আক্করাবীন"– (সূরা শু'আরা ২১৪) আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতের দুই আঙ্গুল তাঁর দুই কানের মধ্যে স্থাপন করে উচ্চ কণ্ঠে বলেন, হে 'আব্দে মানাফ বংশের লোকেরা! ইয়া সবাহা (হে প্রভাতকালে বিপদ)।

হাসান সহীহ ঃ বুখারী (৪৮০১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, আবূ মূসার হাদীস হিসেবে উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গারীব। কিছু বর্ণনাকারী 'আওফ হতে, তিনি ক্বাসামাহ্ ইবনু যুহাইর হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে এ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এ সনদে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ)-এর উল্লেখ নেই এবং এ সূত্রটিই অনেক বেশি সহীহ। আমি (তিরমিযী) হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলের নিকট উল্লেখ করলাম কিন্তু তিনি এটিকে আবূ মূসার হাদীসরূপে চিনতে পারেননি।

٢٩ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْقَصَصِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯॥ সূরা আল-ক্বাসাস

٣١٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ : حَدَّثَنِي أَبُوْ حَازِمٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمِّهِ : «قُلْ : لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ؛ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ : لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنِي بِهَا قُرَيْشٌ؛ إِنَّمَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ الْجَزَعُ؛ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - عَزَّ وَجَلَّ - (إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ).

- صحيح : م (٤١/١).

৩১৮৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচাকে বললেন ঃ আপনি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলুন,

আমি ক্বিয়ামাতের দিন এই কালেমার সাহায্যে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। আবূ ত্বালিব বললেন, আমি এরূপ করলে কুরাইশরা আমাকে তিরস্কার করবে এই বলে যে, সে মৃত্যুর ভয়ে এই কালেমা পাঠ করেছে (এবং পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে)। এভাবে দোষারোপ করার আশংকা না থাকলে আমি তা স্বীকার করে তোমার আঁখি শীতল করতাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে হিদায়াত করতে পারবে না, তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত দান করেন"– (সূরা ক্বাসাস ৫৬)।

সহীহ ঃ মুসলিম (১/৪১)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। **ইয়াযীদ ইবনু কাইসানের** সনদেই শুধু আমরা এ হাদীসটি জেনেছি।

٣٠ – بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْعَنْكَبُوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০॥ সূরা আল-'আনকাবূত

٣١٨٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْهِ سَعْدٍ، قَالَ : أُنْزِلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ . . . فَذَكَرَ قِصَّةً، وَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللّٰهُ بِالْبِرِّ؟! وَاللّٰهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا؛ حَتّٰى أَمُوْتَ، أَوْ تَكْفُرَ. قَالَ : فَكَانُوْا إِذَا أَرَادُوْا أَنْ يُطْعِمُوْهَا؛ شَجَرُوْا فَاهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي..... ﴾ الآيَةَ.

– صحيح : م (٧/١٢٥، ١٢٦).

৩১৮৯। সা'দ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার প্রসঙ্গে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। সা'দ (রাযিঃ)-এর মা বলল, আল্লাহ তা'আলা কি (পিতা-মাতার) সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেননি? আল্লাহ্‌র কৃসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না মরব অথবা তুমি কুফরীতে প্রত্যাবর্তন না করবে (ইসলাম ত্যাগ না করবে) ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পানাহার করব না। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা তাকে আহার করাতে চাইলে কাঠ দিয়ে তার মুখ ফাঁক করে তাকে আহার করাতো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "আমি মানুষকে তাদের বাবা-মার সাথে ভাল ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কিছু শারীক করার জন্য তোমার উপর চাপ সৃষ্টি করে, যে প্রসঙ্গে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না। আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। পার্থিব জীবনে তোমরা যা করছিলে, তখন আমি তোমাদের তা জানিয়ে দিব"– (সূরা আল-'আনকাবূত ৮)।

সহীহ ঃ মুসলিম (৭/১২৫, ১২৬)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١ – بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الرُّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ সূরা আর-রূম

٣١٩٢ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ؛ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ عَلَى فَارِسَ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَنَزَلَتْ ﴿الٓمٓ. غُلِبَتِ الرُّوْمُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ. بِنَصْرِ اللّٰهِ﴾، قَالَ : فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِظُهُوْرِ الرُّوْمِ عَلَى فَارِسَ.

– صحيح بما بعده.

৩১৯২। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, ঠিক এই সময়ে রূমের এশিয়া মাইনরে খৃষ্টান বাহিনী পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে। এ বিষয়টি মুসলিমদেরকে খুবই আনন্দিত করে। এ প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) : "আলিফ, লাম, মীম। রোমকগণ নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে। তাদের এই পরাজয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই তারা আবার বিজয়ী হবে। আগের ও পরের ফাইসালা আল্লাহ তা'আলারই। সেদিন আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে মু'মিনগণ আনন্দিত হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু"– (সূরা আর্-রূম ১-৫)। বর্ণনাকারী বলেন, পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে রোমান শক্তির জয়ে মুসলিমরা আনন্দিত হয়েছিলেন।

পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় এ হাদীসটি সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান গারীব। নাসর ইবনু 'আলী (গলাবাতির রূম) পাঠ করেছেন।

٣١٩٣ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي قَوْلِ اللّٰهِ – تَعَالَى – : ﴿الٓمٓ. غُلِبَتِ الرُّوْمُ. فِيْ أَدْنَى الْأَرْضِ﴾، قَالَ : غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ؛ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّوْمِ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ الْأَوْثَانِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّوْمُ عَلَى فَارِسَ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَذَكَرُوْهُ لِأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ أَبُوْ بَكْرٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُوْنَ»، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوْا : اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلاً، فَإِنْ ظَهَرْنَا؛ كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْتُمْ؛ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ أَجَلاً خَمْسَ سِنِيْنَ، فَلَمْ يَظْهَرُوْا، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ : «أَلَا جَعَلْتَهُ

إِلَى دُوْنَ - قَالَ : أُرَاهُ -الْعَشْرَ؟!»- قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ : وَالْبِضْعُ : مَا دُوْنَ الْعَشْرِ، قَالَ-، ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ -بَعْدُ-، قَالَ : فَذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : ﴿الٓمٓ، غُلِبَتِ الرُّوْمُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ، بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾.

قَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ.

- صحيح : «الضعيفة» تحت الحديث (٢٢٥٤).

৩১৯৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ (অনুবাদ) 'আলিফ, লাম, মীম। রোমকগণ নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে" এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এতে দুই রকমের ক্বিরাআত আছে, "গুলিবাত" (পরাজিত হল) এবং "গালাবাত" (বিজয়ী হল)। তিনি আরো বলেন, মুশরিকরা চাইত যে, পারস্য শক্তি রোমান শক্তির উপরে জয়ী হোক। কেননা (মক্কার) মুশরিকরা এবং পারস্যের অধিবাসীরা উভয়ে ছিল পৌত্তলিক। আর মুসলিমরা আকাঙ্ক্ষা করত যে, রোমান শক্তি পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হোক। কেননা তারা ছিল আহ্লে কিতাব। তারা ব্যাপারটি আবূ বাক্‌র (রাযিঃ)-এর সামনে উল্লেখ করলে তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানান। তিনি বললেন ঃ অচিরেই রোমান শক্তি পারস্য শক্তির উপরে বিজয়ী হবে। আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) এ কথা তাদের নিকট উল্লেখ করলে তারা বলল, আপনি আমাদের ও আপনার মাঝে এর একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করুন। এ সময়সীমার মধ্যে আমরা যদি বিজয়ী হই তবে (এত এত মাল আমাদেরকে) দিতে হবে। আর যদি আপনারা বিজয়ী হন তবে আমরা আপনাদেরকে এই এই (পরিমাণ মাল) দিব। তিনি পাঁচ বছরের সময়সীমা নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে কোন বিজয় সূচিত হল না। লোকেরা তা নাবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ (হে আবূ বাক্‌র!), তুমি কেন আর কিছু বেশি সময়সীমা ধার্য করলে না? বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি দশ বছরের কাছাকাছি সময়ের কথা বলেছেন।

সা'ঈদ (রাহঃ) বলেন, 'বিয্‌উ' শব্দের অর্থ দশের চেয়ে কম। বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীকালে রোমান শক্তি বিজয়ী হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এটাই আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ আলিফ, লাম, মীম!... ইয়াফ্‌রাহুল মু'মিনূনা বিনাসরিল্লাহ" এর তাৎপর্য। সুফ্‌ইয়ান বলেন, আমি শুনেছি, রোমান শক্তি ঠিক বদ্‌রের যুদ্ধের দিন পারস্য শক্তির উপরে বিজয়ী হয়।

সহীহ ঃ যঈফাহ্ (২২৫৪) নং হাদীসের অধীনে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব। আমরা শুধু সুফ্‌ইয়ানের রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীস জেনেছি। তিনি হাবীব ইবনু আবী 'আম্‌রা'র সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ نِيَارِ بْنِ مُكْرَمٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿الَم. غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ. فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾؛ فَكَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّوْمِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يُحِبُّوْنَ ظُهُوْرَ الرُّوْمِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَفِيْ ذَلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ - تَعَالَى - : ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ. بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ﴾، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُحِبُّ ظُهُوْرَ فَارِسَ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ لَيْسُوْا بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَلاَ إِيمَانٍ بِبَعْثٍ. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - هَذِهِ الْآيَةَ؛ خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - يَصِيحُ فِيْ نَوَاحِيْ مَكَّةَ : ﴿الَم. غُلِبَتِ الرُّوْمُ. فِيْ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ. فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ﴾، قَالَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَبِيْ بَكْرٍ : فَذَلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، زَعَمَ

صَاحِبُكَ أَنَّ الرُّوْمَ سَتَغْلِبُ فَارِسَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ؛ أَفَلاَ نُرَاهِنُكَ عَلَى ذَلِكَ؟! قَالَ : بَلَى -وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ-، فَارْتَهَنَ أَبُوْ بَكْرٍ وَالْمُشْرِكُوْنَ، وَتَوَاضَعُوْا الرِّهَانَ، وَقَالُوْا لِأَبِيْ بَكْرٍ : كَمْ تَجْعَلُ الْبِضْعَ؛ ثَلاَثَ سِنِيْنَ إِلَى تِسْعِ سِنِينَ، فَسَمِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا تَنْتَهِي إِلَيْهِ؟ قَالَ : فَسَمَّوْا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنِينَ، قَالَ : فَمَضَتِ السِّتُّ سِنِيْنَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوْا، فَأَخَذَ الْمُشْرِكُوْنَ رَهْنَ أَبِيْ بَكْرٍ، فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ؛ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ عَلَى فَارِسَ، فَعَابَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِّ سِنِيْنَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَالَ : فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ، وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيْرٌ.

- حسن : «الضعيفة» تحت الحديث (٣٣٥٤).

৩১৯৪। নিয়ার ইবনু মুক্রাম আল-আসলামী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন অবতীর্ণ হল ঃ (অনুবাদ) "আলিফ, লাম, মীম; রোমকরা নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে; তাদের এই পরাজয়ের পর অচিরেই কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয়ী হবে", তখন পারস্য শক্তি রোমকদের উপর প্রভুত্ব করছিল। মুসলিমরা আকাঙ্ক্ষা করত যে, রোমক শক্তি পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হোক। কেননা মুসলিমরা ছিল আহ্লে কিতাব এবং রোমান খৃস্টানরাও ছিল আহ্লে কিতাব। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "সেদিন আল্লাহ্র দেয়া বিজয়ে মু'মিনগণ আনন্দিত হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি মহা পরাক্রমশালী পরম দয়াময়।" কুরাইশরা চাইতো যে, পারস্যশক্তি বিজয়ী হোক। কেননা এ দুই গোত্রের কেউই আহ্লে কিতাব ছিল না, তারা আখিরাতের প্রতিও বিশ্বাসী ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলে আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাযিঃ) মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ আলিফ, লা-ম, মী-ম। রোমান শক্তি নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে। তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয়ী হবে।"

কুরাইশদের একদল লোক আবূ বাক্র (রাযিঃ)-কে বলল, আমাদের ও তোমাদের মাঝে একটি চুক্তি হোক। তোমার সাথী (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন যে, রোমানরা কয়েক বছরের মধ্যেই পারস্য শক্তির উপরে বিজয়ী হবে। আমরা এ বিষয়ে তোমাদের সাথে বাজি রেখে মাল বন্ধক রাখি না কেন? আবূ বাক্র (রাযিঃ) বলেন, ঠিক আছে। বর্ণনাকারী বলেন, বাজি হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বে এই চুক্তি হয়েছিল। আবূ বাক্র (রাযিঃ) এবং মুশরিকরা বাজি ধরে বাজির মাল আলাদা করে রেখে আবূ বাক্র (রাযিঃ)-কে বলল, আপনি বিয্‌উ-কে কত নির্ধারণ করতে চান? এ তো তিন হতে নয় বছর পর্যন্ত বুঝা যায়। আপনি আমাদের এবং আপনার মধ্যে একটি মধ্যবর্তী সময় নির্দিষ্ট করুন। আমরা উভয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। বর্ণনাকারী বলেন, তারা নিজেদের মধ্যে ছয় বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করে। বর্ণনাকারী বলেন, ছয় বছর পার হয়ে গেলেও কিন্তু রোমানরা পারসিকদের উপর বিজয়ী হয়নি। অতএব মুশরিকরা আবূ বাক্র (রাযিঃ)-এর অর্থ নিয়ে নিল। কিন্তু সপ্তম বছরে রোমানরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। মুসলিমরা আবূ বাক্র (রাযিঃ)-এর ছয় বছর বরাদ্ধ করাটাকে দোষারোপ করল। কেননা আল্লাহ তা'আলা "কয়েক বছরের মধ্যেই" বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় (ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলে) অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

হাসান ঃ যঈফাহ্ (৩৩৫৪) নং হাদীসের অধীনে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, নিয়ার ইবনু মুকরামের হাদীস হিসেবে গারীব। 'আবদুর রহমান ইবনু আবুয যিনাদের সনদেই শুধু আমরা এ হাদীস জেনেছি।

٣٢ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ لُقْمَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ সূরা লুক্বমান

٣١٩٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ،

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ، وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ، وَلاَ خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ»، وَفِي مِثْلِ هٰذَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

– حسن : ومضى برقم (١٢٨٢).

৩১৯৫। আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা গায়িকা নারীদের ক্রয়-বিক্রয় করো না, তাদেরকে গান-বাজনা শিক্ষা দিও না, তাদের (ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা) ব্যবসায়ের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই এবং এদের মূল্যও হারাম। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "এমনও কিছু লোক আছে, যারা বাতিল অশ্লীল কাহিনীসমূহ ক্রয় করে আনে, যেন লোকদেরকে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ তা'আলার পথ হতে আলাদা করতে পারে এবং এ পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে পারে। এ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে অপমানকর আযাব"– (সূরা লুক্বমান ৬)।

হাসান ঃ (১২৮২) নং হাদীস পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এটি শুধুমাত্র আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) সূত্রে ক্বাসিম হতে বর্ণিত হয়েছে। ক্বাসিম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী 'আলী ইবনু ইয়াযীদ হাদীস শাস্ত্রে যঈফ। আমি মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি আল-ক্বাসিম নির্ভরযোগ্য এবং 'আলী ইবনু ইয়াযীদ দুর্বল।

٣٣ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ السَّجْدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ সূরা আস্-সাজদাহ্

٣١٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الأُوَيْسِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ

ابْنِ مَالِكٍ : أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ نَزَلَتْ فِيْ انْتِظَارِ الصَّلاَةِ الَّتِيْ تُدْعَى الْعَتَمَةَ.

- صحيح : «التعليق الرغيب» (١/١٦٠).

৩১৯৬। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, "তাদের দেহপাশ বিছানা হতে আলগা হয়ে যায়....."– (সূরা সাজদাহ্ ১৬) আয়াতটি 'আতামার ('ইশার) নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফাযীলাত প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/১৬০)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব। আমরা শুধু উল্লেখিত সনদেই এ হাদীস জেনেছি।

٣١٩٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : «قَالَ اللّٰهُ - تَعَالَى - : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَي قَلْبِ بَشَرٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾».

- صحيح : «الروض النضير» (١١٠٦) ق.

৩১৯৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান (এর বর্ণনা) কখনো শুনেনি এবং মানুষের অন্তর তা কল্পনাও করতে পারবে না। এর সত্যতা আল্লাহ তা'আলার কিতাবেই বিদ্যমান ঃ "তাদের ভাল কাজের ফল স্বরূপ তাদের চক্ষু শীতলকারী কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তা কেউই জানে না"– (সূরা সাজদাহ্ ১৭)।

সহীহ ঃ রাওয়ূন নাযীর (১১০৬), বুখারী (৪৭৭৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣١٩٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ -وَهُوَ ابْنُ أَبْجَرَ-، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ : «إِنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - سَأَلَ رَبَّهُ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ! أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَدْنَى مَنْزِلَةً؟ قَالَ : رَجُلٌ يَأْتِي بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُوْلُ : كَيْفَ أَدْخُلُ؛ وَقَدْ نَزَلُوْا مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوْا أَخَذَاتِهِمْ؟!»، قَالَ : «فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى أَنْ يَكُوْنَ لَكَ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ، أَيْ رَبِّ! قَدْ رَضِيْتُ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ هَذَا، وَمِثْلَهُ، وَمِثْلَهُ، وَمِثْلَهُ، فَيَقُوْلُ : رَضِيْتُ، أَيْ رَبِّ! فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، فَيَقُوْلُ : رَضِيْتُ، أَيْ رَبِّ! فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ».

- صحيح : م (٦/٤٥-٤٦).

৩১৯৮। মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ মূসা ('আঃ) নিজ সৃষ্টিকর্তার নিকট আরজ করলেন ঃ হে প্রভু! সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী কে? তিনি (আল্লাহ্) বললেন ঃ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে চলে যাওয়ার পর এক লোক উপস্থিত হবে। তাকে বলা হবে, প্রবেশ কর। সে বলবে, আমি কি করে জান্নাতে প্রবেশ করব, লোকেরা তো নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে তা দখল করে নিয়েছে! তখন তাকে বলা হবে, দুনিয়ার বাদশাদের মধ্যে একজন বাদশার যত বড় রাজত্ব হতে পারে, তোমাকে যদি ততটুকু দেয়া হয় তবে তুমি কি খুশি হবে? সে বলবে,

হে প্রভু! হ্যাঁ আমি তাতে খুশি হব। তাকে বলা হবে, তোমাকে এ পরিমাণ এবং এর অতিরিক্ত তিন গুণ স্থান দেয়া হল। সে বলবে, হে প্রভু! আমি এতে খুশি আছি। তাকে বলা হবে, তোমাকে এই পরিমাণ দেয়া হল এবং তার দশ গুণ দেয়া হল। সে বলবে, হে প্রভু! আমি সন্তুষ্ট হলাম। তাকে বলা হবে, এ ব্যতীতও তোমার আত্মা যা কামনা করবে এবং তোমার চোখ যা পেয়ে শীতল হবে তাও তোমাকে দেয়া হবে।

সহীহ ঃ মুসলিম (৬/৪৫-৪৬)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। কিছু বর্ণনাকারী শা'বী হতে, তিনি মুগীরাহ্ (রাযিঃ) হতে, এই সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারফূ'রূপে নয়। তবে মারফূ'রূপে বর্ণিত হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ।

٣٤ - بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْأَحْزَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ সূরা আল-আহ্যাব

٣٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ عَمِّي أَنَسُ ابْنُ النَّضْرِ -سُمِّيْتُ بِهِ-: لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَكَبُرَ عَلَيَّ، فَقَالَ : أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غِبْتُ عَنْهُ! أَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ أَرَانِيَ اللّٰهُ مَشْهَدًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا - بَعْدُ -؛ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا أَصْنَعُ، قَالَ : فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، فَشَهِدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَمْرٍو! أَيْنَ؟ قَالَ : وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ! أَجِدُهَا دُوْنَ أُحُدٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوُجِدَ فِيْ جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُوْنَ؛ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ، وَطَعْنَةٍ، وَرَمْيَةٍ، فَقَالَتْ عَمَّتِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ : فَمَا عَرَفْتُ أَخِيْ إِلَّا بِبَنَانِهِ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿رِجَالٌ صَدَقُوْا

مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً﴾.

- صحيح : م (٦/٤٥-٤٦).

৩২০০। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনু নাযর– যার নামানুসারে আমার নাম রাখা হয়েছে– বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ব্যাপারটি তার নিকট অসহনীয় লাগছিল। তিনি বলেন, মুশরিকদের সাথে প্রথম যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত ছিলেন আমি তাতে অনুপস্থিত রইলাম। আল্লাহ্‌র ক্বসম! যদি তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেন তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দেখবেন আমি কি করি। এ কথা বলার সাথে সাথে তার ভয় হল যে, তিনি বিপরীতের কিছু বলেন কি না। পরবর্তী বছর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উহুদের যুদ্ধে শরীক হন। উহুদে যেতে পথিমধ্যে সা'দ ইবনু মু'আয (রাযিঃ)-এর সাথে তার দেখা হয়। তিনি প্রশ্ন করেন, হে আবূ আমর! কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, আহা! জান্নাতের ঘ্রাণের দিকে। আমি উহুদের দিকে তা অনুভব করছি। (বর্ণনাকারী বলেন), তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। তার শরীরে আশিরও বেশি জখম ছিল। এর মধ্যে কিছু ছিল তরবারির আঘাত, কিছু বর্শার আঘাত এবং কিছু তীরের আঘাত। আমার ফুফু রুবাই বিনতু নাযর (রাযিঃ) বলেন, জখমের কারণে আমি আমার ভাইকে চিনতে পারছিলাম না। শুধু তার আঙ্গুলের গোছা দেখেই তাকে চিনতে পেরেছি। তার সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হল (অনুবাদ) ঃ "ঈমানদার ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করেছে (শহীদ হয়েছে) এবং কেউ অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি"– (সূরা আহ্‌যাব ২৩)।

সহীহ ঃ মুসলিম (৬/৪৫-৪৬)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ : غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُشْرِكِيْنَ، لَئِنِ اللّٰهُ أَشْهَدَنِيْ قِتَالاً لِلْمُشْرِكِيْنَ؛ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ؛ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ، فَقَالَ : اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلاَءِ - يَعْنِي : الْمُشْرِكِيْنَ -، وَأَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ - يَعْنِيْ : أَصْحَابَهُ -، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَلَقِيَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ : يَا أَخِي! مَا فَعَلْتَ؟ أَنَا مَعَكَ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَعَ مَا صَنَعَ، فَوُجِدَ فِيْهِ بِضْعٌ وَثَمَانُوْنَ؛ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ، وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ، وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ، فَكُنَّا نَقُوْلُ : فِيْهِ وَفِيْ أَصْحَابِهِ نَزَلَتْ ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾.

- صحيح : خ (٢٨٠٥).

৩২০১। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তার চাচা বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি (চাচা) বলেন, এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। অথচ এই প্রথম যুদ্ধেই আমি অংশগ্রহণ করতে পারলাম না। আল্লাহ তা'আলা যদি ভবিষ্যতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমাকে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন, তবে তিনি দেখবেন আমি কি করি। তারপর উহূদের যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজয়ের সম্মুখীন হলে তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! মুশরিকরা যে বিপদ নিয়ে এসেছে আমি তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর মুসলিমরা যা করেছে সে প্রসঙ্গে তোমার নিকট ওজরখাহি করছি।" তারপর তিনি সামনে আগালেন। তার সঙ্গে সা'দ (রাযিঃ)-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, হে ভাই! তুমি কি করছ, আমি তোমার সাথে আছি। (সা'দ বলেন) কিন্তু সে যা করল আমি তা করতে ব্যর্থ হলাম। তার দেহে আশির বেশি জখম পাওয়া গেল।

এর কতগুলো ছিল তরবারির আঘাত, কতগুলো বর্শার আঘাত এবং কতগুলো তীরের আঘাত। আমরা বলাবলি করতাম যে, তার ও তার বন্ধুদের বিষয়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে (অনুবাদ) ঃ 'তাদের ভিতর কেউ কেউ ইচ্ছা পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে"– (সূরা আহ্যাব ২৩)।

সহীহ্ ঃ বুখারী (২৮০৫)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ)-এর চাচার নাম আনাস ইবনু নায্র।

٣٢٠٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ : أَلاَ أُبَشِّرُكَ؟! فَقُلْتُ : بَلَى، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ».

– حسن : «ابن ماجه» (١٢٦).

৩২০২। মূসা ইবনু ত্বালহা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যারা নিজেদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছে, ত্বালহা (রাযিঃ) তাদের দলে।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (১২৬)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উল্লেখিত সনদসূত্রে মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ) হতে এ হাদীস জেনেছি এবং এটি মূসা ইবনু ত্বালহা হতে তার বাবার সনদে বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٠٣ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى، وَعِيسَى ابْنَيْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِمَا طَلْحَةَ : أَنَّ

أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا لِأَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ : سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ؛ مَنْ هُوَ؟ وَكَانُوْا لَا يَجْتَرِئُوْنَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ؛ يُوَقِّرُوْنَهُ وَيَهَابُوْنَهُ، فَسَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ إِنِّي اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ؛ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ؟»، قَالَ : أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : «هٰذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ».

– حسن صحيح : «الصحيحة» (١/٣٦).

৩২০৩। ত্বালহা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ এক মূর্খ বেদুঈনকে বলল, তুমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন কর, "যারা নিজেদের মানৎ পূর্ণ করেছে" দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে? সাহাবীগণ সরাসরি তাঁর নিকট এ কথা প্রশ্ন করতে সাহস পাননি। তারা তাঁকে সম্মান ও সমীহ করতেন। বিদুঈন তাঁর নিকট ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। সে আবারো তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি এবারও মুখ ফিরিয়ে নেন। সে আবারো তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি এবারও মুখ ফিরিয়ে নেন। তারপর আমি মাসজিদের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। আমার পরনে ছিল সবুজ কাপড়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখে বললেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়, যে 'মানৎ পূর্ণকারীদের' বিষয়ে প্রশ্ন করেছে? বেদুঈন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যারা নিজেদের মানৎ পূর্ণ করেছে এ লোক (ত্বালহা) তাদের একজন।

হাসান সহীহ ঃ সহীহাহ (১/৩৬)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু ইউনুস ইবনু বুকাইরের সনদে এ হাদীস জেনেছি।

٣٢٠٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا –

قَالَتْ : لَمَّا أُمِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِهِ؛ بَدَأَ بِيْ، فَقَالَ : «يَا عَائِشَةُ! إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا؛ فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي؛ حَتَّى تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ»، قَالَتْ : وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَايَ لَمْ يَكُوْنَا لِيَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ : ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ - تَعَالَى - يَقُوْلُ :﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ ﴾»، حَتَّى بَلَغَ : ﴿ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴾»، فَقُلْتُ : فِيْ أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟! فَإِنِّيْ أُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَفَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.

- صحيح : ق.

৩২০৪। ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর সহধর্মিণীগণকে (তার স্ত্রীত্বে থাকার বা পার্থিব ভোগবিলাস গ্রহণ করার) এখতিয়ার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি প্রথমে আমাকেই প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, হে ‘আয়িশাহ্! তোমাকে একটি কথা বলতে চাচ্ছি। তুমি ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিবে, তাড়াহুড়া করবে না এবং প্রয়োজনে তোমার বাবা-মার সাথেও শলা-পরামর্শ করবে। ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, তিনি ভাল করেই জানতেন যে, আমার পিতামাতা কখনো আমাকে তাঁর হতে পৃথক হওয়ার অনুমতি দিবেন না। ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, তারপর তিনি বললেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ “হে নাবী! তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা কর তবে এসো, আমি তোমাদের কিছু ভোগসামগ্রী দিয়ে ভদ্রভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে চাও, তবে তোমাদের ভিতর যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা মহান পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন”– (সূরা আহ্যাব ২৮-২৯)। আমি বললাম, আমি কি বিষয়ে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করব! আমি তো

আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের জীবনই কামনা করি। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি যে উত্তর দিয়েছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপর স্ত্রীগণও একই রকম উত্তর দেন।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭৮৬), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম যুহ্রী (রাহঃ) 'উরওয়াহ্ (রাহঃ) হতে এবং তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٢٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رَبِيْبِ النَّبِيِّ ﷺ -، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ : ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا﴾ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ؛ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ؛ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ : «اَللّٰهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي؛ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وَطَهِّرْهُم تَطْهِيْرًا»، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَأَنَا مَعَهُمْ؟ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! قَالَ : «أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ، وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ».

- صحيح : «الروض النضير» (٩٧٦، ١١٩٠)، م.

৩২০৫। 'উমার ইবনু আবী সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আশ্রয়ে লালিত-পালিত হন। তিনি বলেন, উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ তা'আলা তো চান আহলে বাইত হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে"- (সূরা আহ্যাব ঃ ৩৩), তখন তিনি ফাতিমাহ্, হাসান ও হুসাইন (রাযিঃ)-কে ডাকলেন এবং তাদেরকে একটি কম্বলের ভিতর ঢেকে নিলেন। 'আলী (রাযিঃ) তাঁর পিছনে

ছিলেন। তিনি তাকেও কম্বলের ভিতর নিয়ে নিলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার 'আহ্লে বাইত' (পরিবারের সদস্য)। তুমি তাদের ভিতর হতে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দাও এবং সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন করে দাও।" উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র নাবী! আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন ঃ তুমি স্ব-স্থানে থাক এবং তুমি কল্যাণের মধ্যেই আছ।

সহীহ ঃ রাওযুন নাযীর (৯৭৬, ১১৯০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, 'আম্র ইবনু আবূ সালামাহ্ হতে আতার রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীসটি গারীব।

٣٢٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، قَالَتْ : لَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ؛ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ الْآيَةَ.

- صحيح : ق.

৩২০৮। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি ওয়াহীর কোন অংশ গোপনকারী হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি এ আয়াত গোপন করতেন (অনুবাদ) ঃ "যখন তুমি সে লোককে বলেছিলে যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা এবং তুমি দয়া করেছিলে....."– (সূরা আহ্যাব ৩৭) শেষ পর্যন্ত।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ؛

إِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾.

- صحيح : ق.

৩২০৯। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা যাইদ ইবনু হারিসাহ্ না ডেকে বরং যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ ডাকতাম। অবশেষে নাযিল হল ঃ "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার পরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি ন্যায়সঙ্গত"– (সূরা আহ্যাব ৫)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭৮২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ : مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ لِلرِّجَالِ، وَمَا أَرَى النِّسَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَيْءٍ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الْآيَةَ.

- صحيح الإسناد.

৩২১১। উম্মু 'উমারাহ্ আল-আনসারিয়্যাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন ঃ আমি (কুরআনে) প্রতিটি প্রসঙ্গ পুরুষদের জন্যই উল্লেখিত দেখতে পাচ্ছি। অথচ মহিলাদের প্রসঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা দেখছি না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "নিশ্চয় যেসব পুরুষ ও স্ত্রীলোক মুসলিম, মু'মিন, আল্লাহ তা'আলার অনুগত, সত্য পথের পথিক, ধৈর্যশীল, আল্লাহ তা'আলাকে ভয়কারী, দান-খাইরাতকারী রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযাতকারী এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহ তা'আলাকে মনে করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রেখেছেন"– (সূরা আহ্যাব ৩৫)।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। উল্লেখিত সনদেই শুধু আমরা এ হাদীস জেনেছি।

٣٢١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ؛ جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُو، فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا، فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، وَاتَّقِ اللّٰهَ».

- صحيح : خ (٧٤٢٠).

৩২১২। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (অনুবাদ) ঃ "তুমি (নাবী) নিজের মনে সে কথা লুকিয়ে রেখেছিলে, যা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করবেন"– (সূরা আহ্যাব ৩৭), এ আয়াত তখন অবতীর্ণ হয় যাইদ (রাযিঃ) যখন যাইনাব বিনতু জাহ্শ (রাযিঃ) প্রসঙ্গে অভিযোগ করতে এলেন। তিনি যাইনাবকে ত্বালাক্ব দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং নাবী ﷺ-এর নিকট অনুমতি চান। নাবী ﷺ বললেন ঃ "তোমার স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহধীনে রাখ এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর"– (সূরা আহ্যাব ৩৭)।

সহীহ ঃ বুখারী (৭৪২০)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٣٢١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ : ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾، قَالَ : فَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ تَقُولُ : زَوَّجَكُنَّ أَهْلُوكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللّٰهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ.

- صحيح : «مختصر العلو» (٦/٨٤) خ.

৩২১৩। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যাইনাব বিনতু জাহশ সম্পর্কে যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল (অনুবাদ) ঃ "তারপর যাইদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক শেষ করল তখন আমরা তাকে (যাইনাবকে) তোমার কাছে বিয়ে দিলাম," তখন যাইনাব বিনতু জাহ্শ (রাযিঃ) নাবী ﷺ-এর স্ত্রীদের সামনে গর্ব ভরে বলতেন, তোমাদেরকে তোমাদের পরিবারের লোকেরা বিয়ে দিয়েছেন, আর আমাকে বিয়ে দিয়েছেন সাত আসমানের উপর হতে আল্লাহ তা'আলা।

সহীহ ঃ মুখাতাসার আল-উলুয়ি (৮৪/৬), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

- صحيح الإسناد.

৩২১৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পূর্বেই এ সব স্ত্রীলোক তাঁর জন্য হালাল করা হয়।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٢١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ : قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : حَدَّثَنَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَى بَابَ امْرَأَةٍ عَرَّسَ بِهَا؛ فَإِذَا عِنْدَهَا قَوْمٌ، فَانْطَلَقَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَاحْتُبِسَ، ثُمَّ رَجَعَ؛ وَعِنْدَهَا قَوْمٌ؛ فَانْطَلَقَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَرَجَعَ؛ وَقَدْ خَرَجُوْا، قَالَ : فَدَخَلَ، وَأَرْخَى بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا، قَالَ :

فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي طَلْحَةَ، قَالَ : فَقَالَ : لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ؛ لَيَنْزِلَنَّ فِي هَذَا شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ.

- صحيح : خ (٥١٦٦، ٥٤٦٦، ٦٢٣٨) نحوه.

৩২১৭। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাঁর সদ্য বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরের দরজায় এসে দেখেন যে, তার ঘরে কিছু সংখ্যক লোক কথাবার্তায় ব্যস্ত। তিনি ফিরে গেলেন এবং নিজের কিছু কাজ করলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি আবার ফিরে এলেন। তখনো তার ঘরে লোকেরা আলাপে লিপ্ত ছিল। তিনি এবারও ফিরে গেলেন এবং নিজের কিছু কাজ করলেন। তিনি আবার তার ঘরের দিকে রাওয়ানা হলেন। এ সময়ের মধ্যে তারা সেখান হতে চলে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার ও তাঁর মধ্যে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ ঘটনা আবূ ত্বালহা (রাযিঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি ঠিক হয়, তবে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন আয়াত অবতীর্ণ হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এই প্রেক্ষিতেই পর্দা সম্পর্কিত আয়াত (সূরা আহ্‌যাব ৫৩-৫৫) অবতীর্ণ হয়।

সহীহ ঃ বুখারী (৫১৬৬, ৫৪৬৬, ৬২৩৮) অনুরূপ।

আবূ 'ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٢١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ : فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا، فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ، فَقَالَتْ : يَا أَنَسُ! اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْ لَهُ : بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا

قَلِيْلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُمِّيْ تُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَتَقُوْلُ : إِنَّ هَذَا مِنَّا لَكَ قَلِيْلٌ، فَقَالَ : «ضَعْهُ» ثُمَّ قَالَ : «اذْهَبْ فَادْعُ لِيْ فُلاَنًا، وَفُلاَنًا، وَفُلاَنًا، وَمَنْ لَقِيْتَ»؛ فَسَمَّى رِجَالاً، قَالَ : فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى، وَمَنْ لَقِيْتُ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ عَدَدُ كَمْ كَانُوْا؟ قَالَ : زُهَاءَ ثَلاَثِ مِائَةٍ، قَالَ : وَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا أَنَسُ! هَاتِ التَّوْرَ»، قَالَ : فَدَخَلُوْا، حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ، وَالْحُجْرَةُ، فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيْهِ»، قَالَ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا، قَالَ : فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، حَتَّى أَكَلُوْا كُلُّهُمْ، قَالَ : فَقَالَ لِيْ : «يَا أَنَسُ! ارْفَعْ»، قَالَ : فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِيْ حِيْنَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ، أَمْ حِيْنَ رَفَعْتُ؟ قَالَ : وَجَلَسَ مِنْهُمْ طَوَائِفُ يَتَحَدَّثُوْنَ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ، وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ، فَثَقُلُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَجَعَ؛ ظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوْا عَلَيْهِ، قَالَ : فَابْتَدَرُوْا الْبَابَ، فَخَرَجُوْا كُلُّهُمْ، وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، حَتَّى أَرْخَى السِّتْرَ، وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيْرًا، حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ، وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ

فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ - قَالَ الْجَعْدُ : قَالَ أَنَسٌ : أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِهَذِهِ الْآيَاتِ - وَحُجِبْنَ نِسَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

- صحيح : ق.

৩২১৮। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ে করলেন এবং নিজের ঘরে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মা উম্মু সুলাইম (রাযিঃ) হাইস (খেজুর, ঘি ও ছাতু সহযোগে এক প্রকার মিষ্টান্ন) বানালেন। তিনি একটি ছোট পাত্রে তা রেখে বললেন, হে আনাস! এটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাও। তাঁকে বল, 'এটা আমার মা আপনার জন্য পাঠিয়েছেন, আর তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা আমাদের দিক হতে আপনার জন্য একটি নগণ্য উপহার। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এই 'হাইস' নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, আমার মা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, এটা আমাদের দিক হতে আপনার জন্য খুব সামান্য উপহার। তিনি বললেন ঃ এটা রাখ। তারপর তিনি বললেন ঃ তুমি গিয়ে অমুক, অমুক ও অমুক লোককে এবং পথিমধ্যে যাদের সঙ্গে তোমার কথা হবে তাদেরকেও দা'ওয়াত দিয়ে নিয়ে আস। তিনি কয়েক লোকের নামও বলে দিলেন।

আনাস (রাযিঃ) বলেন, তিনি যাদের নাম উল্লেখ করে বলে দিয়েছেন এবং পথিমধ্যে আমার সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছে আমি তাদের সবাইকে দা'ওয়াত করে নিয়ে এলাম। অধঃস্তন বর্ণনাকারী (জা'দ আবূ 'উসমান) বলেন, আমি আনাস (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, তাদের মোট সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, প্রায় তিন শত। আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে আনাস! ছোট পাত্রটি নিয়ে এসো। আনাস (রাযিঃ) বলেন, দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিরা এলে তাদের ভীড়ে চত্বর ও হুজরাহ্ ভরে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ দশ দশজন করে গোলাকারে বসে যাও

এবং প্রতিটি লোক যেন নিজের নিকটের দিকে থেকে খায়। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা পরিতৃপ্তি সহকারে খেল। একদল খেয়ে চলে গেলে অপর দল খেতে বসত। এভাবে সবাই আহার করল। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আনাস! পাত্রটি তুলে নিয়ে যাও। আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি তা উঠিয়ে নিলাম, কিন্তু বলতে পারব না, যখন আমি হাইসের পাত্র রেখে ছিলাম তখন কি তাতে অনেক হাইস ছিল না যখন তুলে নিলাম তখন বেশী ছিল!

আনাস (রাযিঃ) বলেন, দা'ওয়াতকৃতদের গল্পে রত কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে বসে আলাপে রত রইল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিদায় হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলেন। তাঁর স্ত্রী দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে রইলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি বিরক্তিকর বোঝা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে গিয়ে তাঁর স্ত্রীদের সালাম করলেন, তারপর আবার ফিরে এলেন। তারা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসছেন, তখন তারা অনুভব করল যে, তারা তাঁর জন্য বিরক্তির বিষয় হয়ে পড়েছে। অতএব তারা সকলে উঠে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে পর্দা ছেড়ে দিয়ে হুজরায় প্রবেশ করলেন। আমি হুজরার মধ্যে (পর্দার এ পাশে) বসে থাকলাম। কিছু সময় পর তিনি বের হয়ে আমার নিকট এলেন। তখন নিম্নের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে বের হয়ে গিয়ে লোকদের সামনে তা পড়লেন (অনুবাদ) ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নাবীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করো না এবং আহারের জন্য এসে অপেক্ষায় বসে থেকো না। যদি তোমাদের আহারের জন্য দা'ওয়াত দেয়া হয় তবে অবশ্যই আসবে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ করার সাথে সাথে সরে পড়বে এবং কথাবার্তায় মাশগুল হবে না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নাবী ﷺ-কে দুঃখ দেয় কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন না। নাবীর স্ত্রীদের নিকট তোমাদের কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল হতেই তাদের নিকট তা চাও। তোমাদের এবং তাদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এটাই ভাল কাজ। আল্লাহ তা'আলার রাসূলকে কষ্ট

দেয়া এবং তার ইন্তিকালের পর তার স্ত্রীদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য কখনো জায়িয নয়। এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি বড় গুনাহ।"

(সূরা আহ্যাব ৫৩)

জা'দ (রাহঃ) বলেন, আনাস (রাযিঃ) বলেছেন, আমিই সকলের আগে এ আয়াত প্রসঙ্গে অবগত হই এবং সেদিন হতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ পর্দা করেন।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। জা'দ হলেন উসমানের পুত্র। তাকে দীনারের ছেলেও বলা হয়। তার উপনাম আবূ 'উসমান আল-বসরী। হাদীস বিশারদদের মতে তিনি সিক্বাহ বর্ণনাকারী। ইউনুস ইবনু 'উবাইদ, শু'বাহ্ ও হাম্মাদ ইবনু যাইদ (রাহঃ) তার সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٢١٩- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - قَالَ : بَنَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَنِيْ، فَدَعَوْتُ قَوْمًا إِلَى الطَّعَامِ، فَلَمَّا أَكَلُوْا وَخَرَجُوْا؛ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْطَلِقًا قِبَلَ بَيْتِ عَائِشَةَ، فَرَأَى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ، فَانْصَرَفَ رَاجِعًا؛ قَامَ الرَّجُلَانِ فَخَرَجَا، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ ﴾.

- صحيح : خ (٤٧٩١، ٦٢٣٩، ٦٢٧١) نحوه.

৩২১৯। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করলেন। তিনি লোকদেরকে বিয়ের অনুষ্ঠানের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য আমাকে পাঠান। আমি লোকদের খাবারের দা'ওয়াত দিলাম। লোকেরা আহার করে বেরিয়ে চলে

গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর ঘরের দিকে গেলেন। তিনি দুই ব্যক্তিকে বসা দেখে আবার ফিরে এলেন। তারপর লোক দু'টি উঠে চলে গেল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নাবীর ঘরে ঢুকো না এবং আহারের অপেক্ষায়ও বসে থেকো না। তবে তোমাদের খাওয়ার দা'ওয়াত করা হলে তোমরা অবশ্যই আসবে, কিন্তু আহার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়বে এবং কথাবার্তায় মাশগুল হবে না"– (সূরা আহ্যাব ৫৩)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৭৯১, ৬২৩৯, ৬২৭১) অনুরূপ।

এ হাদীসে দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, বাইয়ানের রিওয়ায়াত হিসেবে এটা হাসান গারীব হাদীস। সাবিত (রাহঃ) আনাস (রাযিঃ) হতে এ হাদীস দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٢٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَنْصَارِيِّ - وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ؛ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ - أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ : أَمَرَنَا اللّٰهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ؛ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ : فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قُوْلُوْا : اللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ؛ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عُلِّمْتُمْ».

- صحيح : «صفة الصلاة»، «صحيح أبي داود» (٩٠١)م.

৩২২০। আবূ মাস'ঊদ আল-আনসারী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। আমরা এ সময় সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্র মাজলিসে হাযির ছিলাম। বাশীর ইবনু সা'দ (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর দরূদ পড়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চুপ রইলেন। এমনকি আমাদের মনে হল, আমরা যদি তাঁকে জিজ্ঞেস না করতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা বল- "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইব্রাহীমা ফিল 'আলামীন। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।" আর সালাম তো সেভাবেই যেভাবে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে।

সহীহ ঃ সিফাতুস্ সালাত, সহীহ্ আবূ দাঊদ (৯০১), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী, আবূ হুমাইদ, কা'ব ইবনু 'উজরাহ্, ত্বালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ, আবূ সা'ঈদ, যাইদ ইবনু খারিজাহ্ বা জারিয়াহ্ এবং বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، وَخِلاَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سَتِيرًا، مَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ؛ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوْا : مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسَتُّرَ؛ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ؛ إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوْا، وَإِنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - خَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى حَجَرٍ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ؛ أَقْبَلَ

إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوْسَى عَصَاهُ، فَطَلَبَ الْحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ : ثَوْبِي حَجَرُ! ثَوْبِي حَجَرُ! حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ النَّاسِ خَلْقًا، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا كَانُوْا يَقُوْلُوْن - قَالَ -، وَقَامَ الْحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ، فَوَاللّٰهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ عَصَاهُ؛ ثَلاَثًا، أَوْ أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ آذَوْا مُوْسَى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا﴾».

- صحيح : ق.

৩২২১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন ঃ মূসা ('আঃ) খুবই লজ্জাশীল লোক ছিলেন। তিনি নিজের শরীর ভালভাবেই ঢেকে রাখতেন। লজ্জার কারণে তাঁর গায়ের কোন অংশই প্রকাশ পেত না। বানী ইসরাঈলের মন্দ প্রকৃতির কয়েক লোক তাকে বিভিন্নভাবে দুঃখ দিত। এরা বলত, তাঁর এভাবে দেহ ঢেকে রাখার কারণ তাঁর গায়ের কোন সমস্যা আছে অথবা তাঁর গায়ে ধবল রোগ আছে অথবা তাঁর অণ্ডকোষ খুব বড় অথবা অন্য কোন সমস্যা আছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এসব অপবাদ হতে তাঁকে মুক্ত করার ইচ্ছা করলেন। মূসা ('আঃ) এক দিন একাকী নিজের পোশাক খুলে তা একটি পাথরের উপর রেখে গোসল করতে নামলেন। গোসল শেষে তিনি কাপড় নেয়ার জন্য উঠে এলে পাথরটি তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে থাকে। মূসা ('আঃ) নিজের লাঠি তুলে নিয়ে পাথরের পিছে পিছে ছোটেন এবং বলতে থাকেন ঃ হে পাথর! আমার কাপড় (ফিরিয়ে দাও), হে পাথর! আমার কাপড় (ফিরিয়ে দাও)। এই বলে পাথরের পিছু ধাওয়া করতে করতে তিনি বানী ইসরাঈলের একটি দলের নিকট পৌঁছে গেলেন। তারা তাঁকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখতে পেল। তারা তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুষ্ঠ সুন্দর দেখল। আল্লাহ তাকে তাদের অপবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ

ﷺ বলেন ঃ পাথর থেমে গেল এবং তিনি তাঁর বস্ত্র নিয়ে পরিধান করলেন। তিনি নিজের লাঠি দিয়ে পাথরটিকে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহ্র কুসম! পাথরের উপর তাঁর লাঠির আঘাতের তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গেল। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা ফরমান ঃ "হে ঈমানদারগণ! যেসব ব্যক্তি মূসাকে দুঃখ দিয়েছিল তোমরা তাদের মত হয়ো না। আল্লাহ তা'আলা তাদের বানানো কথাবর্তা হতে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানের পাত্র ছিলেন"– (সূরা আহ্যাব ৬৯)।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٣٥- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ سَبَاٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ সূরা সাবা

٣٢٢٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيِّ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلاَ أُقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِيْ بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ؟! فَأَذِنَ لِيْ فِيْ قِتَالِهِمْ، وَأَمَّرَنِيْ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ؛ سَأَلَ عَنِّيْ : «مَا فَعَلَ الْغُطَيْفِيُّ؟»، فَأُخْبِرَ أَنِّيْ قَدْ سِرْتُ، قَالَ : فَأَرْسَلَ فِيْ أَثَرِيْ، فَرَدَّنِيْ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِيْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : «ادْعُ الْقَوْمَ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ؛ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ؛ فَلاَ تَعْجَلْ حَتّٰى أُحْدِثَ إِلَيْكَ»، قَالَ : وَأُنْزِلَ فِيْ سَبَإٍ مَا أُنْزِلَ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا سَبَأٌ؛ أَرْضٌ أَوِ امْرَأَةٌ؟

قَالَ : «لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلاَ امْرَأَةٍ، وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَتَشَاءَمَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ تَشَاءَمُوْا؛ فَلَخْمٌ، وَجُذَامُ، وَغَسَّانُ، وَعَامِلَةُ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ تَيَامَنُوْا؛ فَالْأَزْدُ، وَالْأَشْعَرِيُّوْنَ، وَحِمْيَرٌ، وَكِنْدَةُ، وَمَذْحِجٌ، وَأَنْمَارٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا أَنْمَارٌ؟ قَالَ : «الَّذِيْنَ مِنْهُمْ : خَثْعَمُ، وَبَجِيْلَةُ».

- حسن صحيح.

৩২২২। ফারওয়াহ্ ইবনু মুসাইক আল-মুরাদী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার গোত্রের যেসব ব্যক্তি অগ্রসর হয়েছে (ইসলাম গ্রহণ করেছে) তাদেরকে নিয়ে আমি কি আমার গোত্রের পিছে পড়া ব্যক্তিদের (ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন এবং আমাকেই আমীর নিযুক্ত করলেন। আমি তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়ে আসার পর তিনি আমার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন ঃ গুতাইফী কোথায়? তাঁকে জানানো হল যে, আমি চলে গেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমার পিছে পিছে এক লোক পাঠিয়ে আমাকে আবার ফিরিয়ে আনলেন। আমি যখন ফিরে আসি তখন তিনি তাঁর সাহাবা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার গোত্রের লোকদের প্রথমে ইসলামের দা'ওয়াত দিবে। তাদের মধ্যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তা তুমি অনুমোদন করবে। আর যে লোক ইসলাম গ্রহণ করবে না, আমার পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার বিষয়ে ধৈর্যহারা হবে না।

রাবী বলেন, তারপর সাবা প্রসঙ্গে যা অবতীর্ণ হওয়ার ছিল তা নাযিল হল। এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সাবা কি? কোন এলাকার নাম না কোন স্ত্রীলোকের নাম? তিনি বললেন ঃ কোন এলাকারও নাম নয় বা কোন স্ত্রীলোকেরও নাম নয়, বরং একজন পুরুষ ব্যক্তির নাম। তার ঔরসে

আরবের দশজন লোক জন্মগ্রহণ করে। তাদের ছয়জন ইয়ামানে (দক্ষিণ দিকে) এবং চারজন সিরিয়ায় (বাঁ দিকে) বসতি স্থাপন করে। বাঁ দিকের ব্যক্তিদের নাম হল ঃ লাখম, জুযাম, গাসসান ও আমিলা (গোত্র)। আর ডান দিকে গড়ে উঠা বংশের নাম হল ঃ আয্দ, আশ'আরী, হিম্ইয়ার, কিনদাহ্, মাযহিজ ও আনমার। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আনমার কওমের ব্যক্তি কারা? তিনি বললেন ঃ খাস'আম ও বাজীলাহ্ বংশের লোকেরা এদের দলে।

হাসান সহীহ।

হাদীসটি ইবনু 'আব্বাসের বরাতেও নাবী ﷺ হতে বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٢٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا قَضَى اللَّهُ فِي السَّمَاءِ أَمْرًا؛ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا؛ خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ؛ كَأَنَّهَا سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا ﴿فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ - قَالَ -؛ وَالشَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ».

- صحيح : «ابن ماجه» (١٩٤) خ.

৩২২৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন আসমানে কোন নির্দেশ ঘোষণা করেন, তখন ফেরেশতারা এই আদেশের উপর আনুগত্য প্রদর্শনার্থে ভয় ও বিনম্রতার সাথে নিজেদের পাখায় শব্দ করেন। মনে হয় যেন পাখাগুলো শিকলের মতো মসৃণ পাথরের উপর আঘাত করছে। তাদের মন হতে ভয়ের ভাব কেটে গেলে তারা একে অপরকে প্রশ্ন করেন ঃ "তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন? তারা বলেন, তিনি সঠিক বলেছেন। তিনি তো অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ"– (সূরা সাবা ২৩)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

শাইতানেরা তখন একে অপরের কাছে সমবেত হয় (ঊর্ধ্ব জগতের কথা শুনার জন্য)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (১৯৪), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٢٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ إِذْ رُمِيَ بِنَجْمٍ، فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا كُنْتُمْ تَقُولُوْنَ لِمِثْلِ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ؟»، قَالُوْا : كُنَّا نَقُوْلُ : يَمُوْتُ عَظِيْمٌ، أَوْ يُولَدُ عَظِيْمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «فَإِنَّهُ لاَ يُرْمَى بِهِ؛ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ؛ وَلَكِنْ رَبَّنَا - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا قَضَى أَمْرًا؛ سَبَّحَ لَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيْحُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ، ثُمَّ سَأَلَ أَهْلُ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ أَهْلَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ : ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾؟ - قَالَ - فَيُخْبِرُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَتَخْتَطِفُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ، فَيَرْمُوْنَ، فَيَقْذِفُوْنَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، فَمَا جَاءُوْا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ؛ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُوْنَهُ وَيَزِيْدُوْنَ».

- صحيح : م (٧/٣٦-٣٧).

৩২২৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক দল সাহাবীর সঙ্গে বসা ছিলেন। এমন সময়

একটি উল্কা পতিত হল এবং আলোকিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এরূপ উলকাপাত হতে দেখলে তোমরা জাহিলী যুগে কি বলতে? তারা বলল, আমরা বলতাম, কোন মহান লোকের মৃত্যু হবে অথবা কোন মহান লোকের জন্ম হবে (এটা তারই আলামাত)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ কোন লোকের মৃত্যু অথবা জন্মগ্রহণের আলামাত হিসেবে এটা পতিত হয় না, বরং মহা বারাকাতময় ও মহিমান্বিত নামের অধিকারী আমাদের প্রতিপালক যখন কোন আদেশ জারী করেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন। তারপর তাদের নিকটতম আসমানের অধিবাসীরা তাসবীহ্ পড়তে থাকে, তারপর তাদের নিকটতম আসমানের অধিবাসীরা তাসবীহ্ পড়তে থাকে। এভাবে তাসবীহ্ ও মহিমা ঘোষণার ধারা এই নিম্নবর্তী আসমানে এসে পৌঁছে যায়। তারপর ষষ্ঠ আসমানের অধিবাসীরা সপ্তম আসমানের অধিবাসীদের প্রশ্ন করেন, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তারা তাদেরকে ব্যাপারটি জানান। এভাবে প্রত্যেক আসমানের অধিবাসীরা তাদের উপরের আসমানের অধিবাসীদের একইভাবে প্রশ্ন করেন। এভাবে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে এ খবর পৌঁছে যায়। শাইতানেরা এ তথ্য শুনবার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। তখন এদের উপর উলকা ছুঁড়ে মারা হয়। এরা কিছু তথ্য এদের সহগামীদের নিকট পাচার করে। এরা যা সংগ্রহ করে তা তো সত্য, কিন্তু তারা এতে কিছু পরিবর্তন ও কিছু বৃদ্ধি ঘটায়।

সহীহ ঃ মুসলিম (৭/৩৬-৩৭)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম যুহরী (রাহঃ) এ হাদীস 'আলী ইবনু হুসাইনের সূত্রে ইবনু 'আব্বাস হতে তিনি একদল আনসার সাহাবীর সনদে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম.... হাদীসের শেষ অবধি।

এটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আল-হুসাইন ইবনু হুরাইস-ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি আওযা'ঈ হতে।

٣٦- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمَلاَئِكَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ সূরা আল-মালায়িকাহ্ (আল-ফাত্বির)

٣٢٢٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ ثَقِيْفٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ قَالَ فِيْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ....﴾، قَالَ : «هَؤُلاَءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ».

- صحيح.

৩২২৫। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ (অনুবাদ) "তারপর আমাদের বান্দাদের ভিতর হতে বাছাই করা ব্যক্তিদেরকে আমরা এ কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। তাদের কেউ নিজেদের উপরই যুল্‌মকারী হয়েছে, কেউ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে এবং কেউ আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে নেক কাজসমূহে অগ্রগামী হয়েছে"– (সূরা ফাত্বির ৩২)। এ প্রসঙ্গে নাবী ﷺ বলেন ঃ এ আয়াতে বর্ণিত তিন শ্রেণীর ব্যক্তিরা একই মর্যাদা সম্পন্ন (মু'মিন) এবং এরা সকলেই জান্নাতবাসী।

সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব হাসান। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উক্ত সনদেই জেনেছি।

٣٧- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ يس

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ সূরা ইয়াসীন

٣٢٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : كَانَ بَنُوْ سَلِمَةَ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ، فَأَرَادُوْا النُّقْلَةَ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَآثَارَهُمْ﴾، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ آثَارَكُمْ تُكْتَبُ، فَلاَ تَنْتَقِلُوْا».

- صحيح : «ابن ماجه» (٧٨٥).

৩২২৬। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বানূ সালিমাহ্ বংশের বসতি মাদীনার এক পাশে ছিল। তারা সেখান হতে তাদের বসতি তুলে মাসজিদে নাবাবীর নিকট চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এই কারণে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "আমরা নিশ্চয়ই মৃতকে জীবিত করি এবং তারা যা আগে পাঠায় আর যা পিছনে রেখে যায় আমরা তা লিখে রাখি"– (সূরা ইয়াসীন ১২)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে। অতএব তোমরা বসতি স্থানান্তর করো না।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৭৮৫)

আবূ 'ঈসা বলেন, সাওরী (রাহঃ)-এর বর্ণনা হিসেবে এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ সুফ্ইয়ানের নাম ত্বরীফ আস-সা'দী।

٣٢٢٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ؛ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَتَدْرِي يَا أَبَا ذَرٍّ!

أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟»، قَالَ : قُلْتُ : اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قالَ : «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ، فَتَسْتَأْذِنُ فِيْ السُّجُوْدِ، فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا : اطْلُعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا»، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ : وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا.

قَالَ : وَذَلِكَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ.

-صحيح : ق، وهو مكرر (٢١٨٦).

৩২২৭। আবূ যার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সূর্য ডুবার সময় আমি মাসজিদে ঢুকলাম। নাবী ﷺ তখন (মাসজিদে) বসা ছিলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবূ যার! তুমি কি জান, এটা (সূর্য) কোথায় যায়? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা গিয়ে সাজদাহ্র অনুমতি প্রার্থনা করে। তাকে সাজদাহ্র অনুমতি দেয়া হয়। এমন এক দিন আসবে যখন তাকে বলা হবে, তুমি যেখানে এসেছ সেখান হতে উদিত হও। অতএব তা অস্ত যাওয়ার স্থান হতে উদিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি পড়েন ঃ "এটাই তার একমাত্র আশ্রয়স্থল"– (সূরা ইয়াসীন ৩৮)। বর্ণনাকারী বলেন, এটা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদের ক্বিরাআত।

সহীহ ঃ বুখারী, এটি (২১৮৬) নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ ص

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ সূরা সা-দ

٣٢٣٣- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ رَبِّيْ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ - قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : فِيْ الْمَنَامِ -، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! هَلْ

تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ، قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ - أَوْ قَالَ : فِي نَحْرِيْ - فَعَلِمْتُ مَا فِيْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيْ الْأَرْضِ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِيْ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : فِيْ الْكَفَّارَاتِ، وَالْكَفَّارَاتُ : الْمُكْثُ فِيْ الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِيْ الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ : اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً؛ فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، قَالَ : وَالدَّرَجَاتُ : إِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ؛ وَالنَّاسُ نِيَامٌ».

- صحيح : «الظلال» (٣٨٨)، «التعليق الرغيب» (١/٩٨، ١٢٦).

৩২৩৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আজ রাতে আমার মহান ও বারাকাতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকট এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মতে তিনি বলেছেন ঃ ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে। তারপর তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি বললাম, না। তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন। এমনকি আমি আমার দুই স্তনের বা বুকের মাঝে এর শীতলতা অনুভব করলাম। আসমান-যামীনে যা কিছু আছে আমি তা অবগত হলাম। তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ "নামাযের পর

মাসজিদে বসে থাকা, নামাযের জামা'আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুষ্ঠুভাবে উযূ করা"। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের সাথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি যখন সালাত আদায় করবে তখন এই দু'আ পড়বে ঃ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফি'লাল খাইরাতি ওয়া তারকাল মুনকারাতি ওয়া হুব্বাল মাসাকীনি ওয়া ইযা আরাদতা বি-'ইবাদিকা ফিতনাতান ফাক্বিযনী ইলাইকা গাইরা মাফতূনিন!" (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভাল কাজ করার, খারাপ কাজ ত্যাগ করার এবং গরীব-নিঃস্বদের ভালবাসার মনোষ্কামনা চাই। তুমি যখন তোমার বান্দাদের কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করার ইচ্ছা কর, তখন আমাকে এ ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আগেই তোমার নিকট উঠিয়ে নাও)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ দারাজাত ও মর্যাদার স্তর বলতে বুঝায় ঃ সালামের প্রচার প্রসার ঘটানো, মানুষকে খাওয়ানো এবং রাতের অন্ধকারে মানুষ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তখন (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করা।

সহীহ ঃ আয্ যিলা-ল (৩৮৮), তা'লীকুর রাগীব (১/৯৮, ১২৬/১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, বর্ণনাকারীগণ আবূ ক্বিলাবাহ্ ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর মধ্যখানে আরও একজন বর্ণনাকারীর উল্লেখ করেছেন। ক্বাতাদাহ্ এ হাদীস আবূ ক্বিলাবাহ্ হতে, তিনি খালিদ ইবনুল লাজলাজ হতে, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে, এই সনদে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ : رَبِّ! لاَ أَدْرِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! فَقُلْتُ : لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ : فِي الدَّرَجَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَفِي نَقْلِ الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، وَانْتِظَارِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ؛ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ؛ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

– صحيح : انظر ما قبله.

৩২৩৪। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার প্রতিপালক প্রভু সর্বোত্তম চেহারায় আমার নিকট আসলেন। তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, হে আমার রব! আমি উপস্থিত, আমি হাযির। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ ঊর্ধ্ব জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি উত্তর দিলাম, প্রভু! আমি জানি না। তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন। এমনকি আমি এর শীতলতা আমার উভয় স্তনের মধ্যখানে (বুকে) অনুভব করলাম। পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে তা আমি জেনে নিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, হে আমার রব! আমি আপনার সামনে উপস্থিত আছি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, ঊর্ধ্বলোকের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি জবাব দিলাম, মর্যাদা বৃদ্ধি, কাফ্ফারাত লাভ, পদব্রজে জামা‘আতে যোগদান, কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে উযূ করা এবং এক ওয়াক্তের নামায আদায় করার পর পরের ওয়াক্তের নামাযের অপেক্ষায় থাকা ইত্যাদি বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে (একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে)। যে লোক এগুলোর হিফাযাত করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণময় মৃত্যুবরণ করবে এবং তার জননী তাকে প্রসব করার সময়ের মত গুনাহ মুক্ত হয়ে যাবে।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব। মু'আয ইবনু জাবাল ও 'আবদুর রহমান ইবনু 'আয়িশ —এর বরাতেও নাবী ﷺ হতে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীস মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে অনেক দীর্ঘাকারে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ফলে আমার গভীর ঘুম এসে গেল। ঘুমের ভিতর আমি আমার প্রতিপালককে সুন্দরতম চেহারায় দেখতে পেলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, উর্ধ্বজগতের অধিবাসীরা কি বিষয়ে বিবাদ করছে..... শেষ পর্যন্ত।

٣٢٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ أَبُوْ هَانِئٍ الْيَشْكُرِيُّ : حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِيْ سَلاَّمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : احْتُبِسَ عَنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، حَتَّى كِدْنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ سَرِيْعًا، فَثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَتَجَوَّزَ فِيْ صَلاَتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ؛ دَعَا بِصَوْتِهِ، فَقَالَ لَنَا : «عَلَى مَصَافِّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ»، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا، ثُمَّ قَالَ : «أَمَا إِنِّيْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِيْ عَنْكُمُ الْغَدَاةَ؛ أَنِّيْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِيْ، فَنَعَسْتُ فِيْ صَلاَتِيْ، فَاسْتَثْقَلْتُ؛ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّيْ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَبِّ! قَالَ : فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ : لاَ أَدْرِيْ رَبِّ! قَالَهَا ثَلاَثًا - قَالَ -، فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ،

فَتَجَلَّى لِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَبِّ! قَالَ : فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ : فِيْ الْكَفَّارَاتِ، قَالَ : مَا هُنَّ؟ قُلْتُ : مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوْسُ فِيْ الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِيْ الْمَكْرُوْهَاتِ - قَالَ -، ثُمَّ فِيْمَ؟ قُلْتُ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِيْنُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ؛ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ : سَلْ، قُلْ : اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ؛ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّهَا حَقٌّ؛ فَادْرُسُوْهَا، ثُمَّ تَعَلَّمُوْهَا ».

- صحيح : «مختصر العلو» (١١٩/٨٠)، «الظلال» (٣٨٨).

৩২৩৫। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে ফজরের নামায আদায় করতে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হন। এমনকি আমরা সূর্য উদিত হয়ে যাওয়ার আশংকা করলাম। তিনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলে সালাতের জন্য ইক্বামাত দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর উচ্চৈঃস্বরে আমাদেরকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা যেভাবে সারিবদ্ধ অবস্থায় আছ সেভাবেই থাক। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসলেন অতঃপর বললেন ঃ সকালে তোমাদের নিকট আসতে আমাকে কিসে বাধাগ্রস্ত করেছে তা এখনই তোমাদেরকে বলছি। আমি রাত্রে উঠে উযূ করলাম এবং সামর্থ্যমত নামায পড়লাম। নামাযের মধ্যে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পরলাম। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে পরলাম, এমন সময় আমি আমার বারাকাতময় প্রভুকে খুব সুন্দর অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম ঃ প্রভু! আমি উপস্থিত। তিনি

বললেন, ঊর্ধ্বজগতের অধিবাসীগণ (শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ) কি ব্যাপারে বিতর্ক করছে? আমি বললাম ঃ প্রভু! আমি জানি না। আল্লাহ তা'আলা এ কথা তিনবার বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি তাঁর হাতের তালু আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন। আমি আমার বক্ষস্থলে তাঁর হাতের আঙ্গুলের শীতলতা অনুভব করলাম। ফলে প্রতিটি জিনিস আমার নিকট আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং আমি তা জানতে পারলাম। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম ঃ প্রভু! আমি আপনার নিকট হাযির। তিনি বললেন, ঊর্ধ্বজগতের বাসিন্দাগণ কি ব্যাপারে বিতর্ক করছে? আমি বললাম ঃ কাফফারাত প্রসঙ্গে (তারা বিতর্ক করছে)। তিনি বলেন, সেগুলো কি? আমি বললাম ঃ হেঁটে সালাতের জামা'আতসমূহে হাযির হওয়া, নামাযের পর মাসজিদে বসে থাকা এবং কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে উযূ করা। তিনি বললেন, তারপর কি ব্যাপারে (তারা বিতর্ক করেছে)? আমি বললাম ঃ খাদ্যপ্রার্থীকে আহার্যদান, নম্রতার সাথে কথাবলা এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে সেই সময় সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি কিছু চাও, বল ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভাল ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদনের, মন্দ কাজসমূহ বর্জনের, দরিদ্রজনদের ভালবাসার তাওফীক চাই, তুমি আমায় ক্ষমা কর ও দয়া কর। তুমি যখন কোন গোত্রকে বিপদে ফেলার ইচ্ছা কর তখন তুমি আমাকে বিপদমুক্ত রেখে তোমার কাছে তুলে নিও। আমি প্রার্থনা করি তোমার ভালবাসা, যে তোমায় ভালবাসে তার ভালবাসা এবং এমন কাজের ভালবাসা যা তোমার ভালবাসার নিকটবর্তী করে দেয়।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ স্বপ্নটি অবশ্যই সত্য। অতএব তা পড়, তারপর তা শিখে নাও।

সহীহ ঃ মুখতাসার আল উলুব্বি (১১৯/৮০), আয্ যিলা-ল (৩৮৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এ হাদীস হাসান সহীহ। তিনি আরো বললেন, 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাবির হতে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম বর্ণিত হাদীসের তুলনায় উক্ত হাদীস অনেক

বেশী সহীহ। খালিদ ইবনুল লাজলাজ-'আবদুর রহমান ইবনু 'আয়িশ আল-হাযরামী (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি.....। এ হাদীসটি সংরক্ষিত নয়। ওয়ালীদ তার হাদীসে একই রকম উল্লেখ করেছেন-'আবদুর রহমান ইবনু 'আয়িশ (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি। বিশর ইবনু বাক্র এ হাদীস বর্ণনা করেছেন 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাবির এই সনদে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আয়িশ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে। এটি অনেক বেশী সহীহ। 'আবদুর রহমান ইবনু আয়িশ (রাযিঃ) নাবী ﷺ হতে কিছু শুনেননি।

٤١- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الزُّمَرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ সূরা আয্-যুমার

٣٢٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ﴾؛ قَالَ الزُّبَيْرُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَتُكَرَّرُ عَلَيْنَا الْخُصُوْمَةُ بَعْدَ الَّذِيْ كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ : «نَعَمْ»، فَقَالَ : إِنَّ الْأَمْرَ - إِذًا - لَشَدِيْدٌ!

- حسن : «الصحيحة» (٣٤٠).

৩২৩৬। 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাযিঃ) হতে তার বাবার সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল (অনুবাদ) ঃ "তারপর ক্বিয়ামাতের দিন নিশ্চয় তোমরা নিজেদের প্রভুর সামনে পরস্পর বাক-বিতণ্ডায় জড়িত হবে"- (সূরা যুমার ঃ ৩১), তখন যুবাইর (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! পার্থিব জীবনে আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে তার মীমাংসা হওয়ার পর কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। যুবাইর (রাযিঃ) বললেন, তাহলে বিষয়টি তো খুবই কঠিন।

হাসান ঃ সহীহাহ (৩৪০)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَسُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ! قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ.....﴾.

- صحيح : «الظلال» (٥٤١، ٥٤٤) ق.

৩২৩৮। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ এক আঙ্গুলে, পাহাড়গুলো এক আঙ্গুলে, যামীনসমূহ এক আঙ্গুলে এবং অপরাপর সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে ধারণ করে বলবেন ঃ আমিই রাজাধিরাজ। বর্ণনাকারী বলেন, তার এ কথায় নাবী ﷺ হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর সামনের মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। তিনি বলেন ঃ "এই লোকেরা আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত ক্বদর করল না। ক্বিয়ামাতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে"– (সূরা যুমার ৬৭)।

সহীহ ঃ আয্ যিলা-ল (৫৪১, ৫৪৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ،

قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ؛ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا.

– صحيح : المصدر نفسه.

৩২৩৯। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ (ইয়াহূদীর কথায়) আশ্চর্য হয়ে এবং এর সমর্থন করে হেসে দিলেন।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٤١– حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَدْرِيْ مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ : لاَ، قَالَ : أَجَلْ، وَاللّٰهِ مَا تَدْرِيْ : حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ﴾ ، قَالَتْ : قُلْتُ : فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ».

– صحيح الإسناد.

৩২৪১। মুজাহিদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) (আমাকে) প্রশ্ন করেন, তুমি কি জান জাহান্নাম কত প্রশস্ত? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি জান না। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিম্নের আয়াত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন (অনুবাদ) ঃ "ক্বিয়ামাতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর কব্জার ভিতর থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে গুটানো থাকবে"– (সূরা যুমার ৬৭)। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন ঃ জাহান্নামের উপরকার পুলসিরাতের উপর।

সনদ সহীহ

এ হাদীসে একটি ঘটনা আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব।

٣٢٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ﴾؛ فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : «عَلَى الصِّرَاطِ يَا عَائِشَةُ!».

- صحيح : انظر ما قبله.

৩২৪২। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! "ক্বিয়ামাতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায়"– (সূরা যুমার ৬৭), সেদিন মু'মিনগণ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ্! পুলসিরাতের উপর।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَيْفَ أَنْعَمُ؛ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ؛ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ يَنْفُخَ، فَيَنْفُخَ»، قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ : فَكَيْفَ نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «قُوْلُوْا : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، تَوَكَّلْنَا عَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا». وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : «عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا».

- صحيح : «الصحيحة» (١٠٧٨، ١٠٧٩).

৩২৪৩। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ শিঙ্গা ফুঁৎকারকারী মুখে শিঙ্গা নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে কান খাড়া করে অপেক্ষায় আছেন, শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার আদেশ পাওয়া

মাত্র তিনি ফুঁ দিবেন। এ অবস্থায় আমি কিভাবে নিশ্চিন্তে আরামে বসে থাকতে পারি? মুসলিমরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কিভাবে দু'আ করব? তিনি বললেন ঃ তোমরা বল ঃ "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল, তাওয়াক্কালনা আলাল্লাহি রাব্বিনা" আল্লাহ-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদের অতি উত্তম অভিভাবক, আমরা আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করি। সুফ্ইয়ান তার বর্ণনায় কখনো "তাওয়াক্কালনা 'আলাল্লাহ"-এর পরিবর্তে "আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা" বর্ণনা করেছেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১০৭৮, ১০৭৯)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। আ'মাশ হাদীসটি 'আতিয়্যার সূত্রে আবূ সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -، قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الصُّورُ؟ قَالَ : «قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ».

- صحيح : «الصحيحة» / (١٠٨٠).

৩২৪৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক বেদুঈন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সূর কি? তিনি বললেন ঃ একটি শিং, তাতে ফুঁ দেয়া হবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১০৮০)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা শুধু সুলাইমান আত্-তাইমী কর্তৃক হাদীসটি সম্পর্কে জেনেছি।

٣٢٤٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ يَهُوْدِيٌّ بِسُوْقِ

الْمَدِيْنَةِ : لاَ وَالَّذِيْ اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى الْبَشَرِ، قَالَ : فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَدَهُ، فَصَكَّ بِهَا وَجْهَهُ، قَالَ : تَقُوْلُ هٰذَا؛ وَفِيْنَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ؟!، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «﴿وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ﴾، فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ؛ فَإِذَا مُوْسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ؛ فَلاَ أَدْرِي أَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِيْ؛ أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ؟! وَمَنْ قَالَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى؛ فَقَدْ كَذَبَ».

- حسن صحيح : «تخريج الطحاوية» (١٦٢) خ نحوه.

৩২৪৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী মাদীনার বাজারে উচ্চৈঃস্বরে বলল ঃ না! সেই সৃষ্টিকর্তার শপথ, যিনি মূসাকে মানবজাতির উপর মর্যাদা দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক আনসার লোক এ কথা শুনার সাথে সাথে হাত তুলে ইয়াহূদীর মুখে থাপ্পর মেরে দেয়। সে বলল, তুমি এই কথা বলছ, অথচ আল্লাহ্র নাবী ﷺ আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন? (উভয়ে মহানাবীর নিকট উপস্থিত হলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "আর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন আসমান-জামীনের সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে, আল্লাহ তা'আলা যাকে জ্যান্ত রাখতে চান সে ছাড়া। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। সহসা তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে"– (সূরা যুমার ৬৮)। আমিই সবার আগে মাথা তুলে দেখতে পাব যে, মূসা ('আঃ) আরশের পায়াসমূহের একটি ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনি কি আমার আগে মাথা তুলেছেন, না তিনি ঐ সব লোকের দলে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা (জ্ঞানশূন্য হওয়া হতে) মুক্ত রেখেছেন। যে লোক বলে যে, আমি ইউনুস ইবনু মাত্তা ('আঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে মিথ্যা বলে।

হাসান সহীহ ঃ তাখরীজুত্ তাহাবিয়াহ্ (১৬২), বুখারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٤٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : أَخْبَرَنِي أَبُوْ إِسْحَاقَ : أَنَّ الأَغَرَّ أَبَا مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يُنَادِيْ مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا؛ فَلاَ تَمُوْتُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا؛ فَلاَ تَسْقَمُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوْا؛ فَلاَ تَهْرَمُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا؛ فَلاَ تَبْأَسُوْا أَبَدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى : ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾».

- صحيح : م (١٤٨/٨).

৩২৪৬। আবূ সা‘ঈদ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেন ঃ একজন ঘোষক (জান্নাতের মধ্যে) ঘোষণা দিবে, এখন হতে তোমরা জীবিত থাকবে, আর কখনো মরবে না। তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমরা অফুরন্ত ভোগবিলাসের ভিতর থাকবে, অভাব-অনটন কখনো তোমাদের স্পর্শ করবে না। এটাই আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য ঃ “তোমরা পার্থিব জীবনে যেসব কাজ করেছ তার বিনিময়ে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হলে”– (সূরা যুখরুফ ৭২)।

সহীহ ঃ মুসলিম (৮/১৪৮)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, ইবনুল মুবারাক প্রমুখ সুফ্ইয়ান সাওরীর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারফূ‘রূপে নয়।

٤٢- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُؤْمِنِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ সূরা আল-মু'মিন (গাফির)

٣٢٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ﴾.

– صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٢٨).

৩২৪৭। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ দু'আটাই হল 'ইবাদাত। তারপর তিনি পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশতঃ আমার 'ইবাদাত হতে বিমুখ হয়, নিশ্চিত তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয় জাহান্নামে যাবে"– (সূরা মু'মিন ৬০)।

সহীহ ঃ ইবনু মা-জাহ (৩৮২৮)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٣- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ حٰمٓ السَّجْدَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ্

٣٢٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : اخْتَصَمَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ : قُرَشِيَّانِ، وَثَقَفِيٌّ – أَوْثَقَفِيَّانِ، وَقُرَشِيٌّ –، قَلِيْلٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ، كَثِيْرٌ

شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَتَرَوْنَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ؟ فَقَالَ الْآخَرُ : يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، وَلاَ يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ اِنْ كَانَ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ﴾.

- صحيح : خ (٤٨١٦، ٤٨١٧، ٧٥٢١)، م (٨/ ١٢٠-١٢١).

৩২৪৮। ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, তিন লোক ক্বা'বা ঘরের নিকট বিবাদ করে। তাদের দু'জন ছিল কুরাইশ বংশীয় এবং একজন সাক্বীফ বংশীয় অথবা দু'জন সাক্বীফ বংশীয় এবং একজন কুরাইশ বংশীয়। তাদের অন্তরে বুদ্ধি ছিল খুব অল্পই কিন্তু তাদের পেট ছিল মেদবহুল। তাদের একজন বলল, তোমাদের কি মনে হয়, আমরা যা বলি তা আল্লাহ তা'আলা শুনেন? দ্বিতীয় লোক বলল, আমরা জোরে বললে শুনেন, আস্তে বললে শোনে না, তৃতীয়জন বলল, আমরা জোরে কিছু বললে যদি তিনি তা শুনেন তাহলে আস্তে বা গোপনে বললেও তা শুনেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের কান, চোখও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না এই বিশ্বাসে তোমরা কিছুই গোপন করতে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ তা'আলা জানেন না"– (সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ্ ঃ ২২)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৮১৬, ৪৮১৭, ৭৫২১), মুসলিম (৮/১২০-১২১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٤٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : كُنْتُ مُسْتَتِرًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ؛ كَثِيْرٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ، قَلِيْلٌ فِقْهُ

قُلُوْبِهِمْ، قُرَشِيٌّ، وَخَتَنَاهُ ثَقَفِيَّانِ - أَوْ ثَقَفِيٌّ، وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ -، فَتَكَلَّمُوْا بِكَلَامٍ لَمْ أَفْهَمْهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَتَرَوْنَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا هٰذَا؟ فَقَالَ الْآخَرُ : إِنَّا إِذَا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا؛ سَمِعَهُ، وَإِذَا لَمْ نَرْفَعْ أَصْوَاتَنَا؛ لَمْ يَسْمَعْهُ، فَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا؛ سَمِعَهُ كُلَّهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾.

- صحيح : م (٨/١٢١).

৩২৪৯। 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ আমি ক্বা'বার পর্দার আড়ালে লুকিয়েছিলাম। তখন তিনজন লোক সেখানে আসে। তাদের পেট ছিল মেদবহুল এবং অন্তর ছিল কম বুদ্ধিসম্পন্ন। তাদের একজন ছিল কুরাইশ বংশীয় এবং অপর দু'জন ছিল তার জামাতা, সাক্বীফ বংশীয় কিংবা একজন ছিল সাক্বীফ বংশীয় এবং অপর দু'জন ছিল তার জামাতা, কুরাইশ বংশীয় তারা এমন কথাবার্তা বলতে লাগলো যা আমি বুঝিনি। তারপর তাদের একজন বলল, তোমরা কি মনে কর, আমাদের এসব আলাপ আল্লাহ তা'আলা শুনেন? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা প্রকাশ্যে (জোরে) কিছু বললে তিনি তা শুনেন এবং উচ্চৈঃস্বরে না বললে শুনেন না। তৃতীয়জন বলল, তিনি যদি কোন কথা শুনেন তা হলে সব কথাই শুনেন। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না এই বিশ্বাসে তোমরা কিছুই গোপন করতে না। উপরন্তু তোমরা মনে কর যে, তোমরা যা করতে তার

অনেক কিছুই আল্লাহ তা'আলা জানেন না। তোমাদের রবের ব্যাপারে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ"– (সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ্ ২২-২৩)।

সহীহ ঃ মুসলিম (৮/১২১)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মাহ্মূদ ইবনু গাইলান-ওয়াকী' হতে, তিনি সুফ্ইয়ান হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি 'উমারাহ্ ইবনু 'উমাইর হতে, তিনি ওয়াহ্ব-ইবনু রাবী'আহ্ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٤- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ حم عسق.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ সূরা আশ-শূরা (হা-মীম-'আইন সীন ক্বাফ)

٣٢٥١- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ :﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾؟ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ : قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ؛ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيْهِمْ قَرَابَةٌ؟ فَقَالَ : إِلاَّ أَنْ تَصِلُوْا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ.

– صحيح : خ (٤٨١٨).

৩২৫১। তাউস (রাহঃ) বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-কে এ আয়াত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হল (অনুবাদ) ঃ "বলুন, আমি এর (দা'ওয়াতের) বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে স্বজনদের সৌহার্দ্য ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না"– (সূরা শূরা ২৩)। এ প্রসঙ্গে সা'ঈদ ইবনু যুবাইর (রাহঃ) বলেন, 'কুরবা' (আত্মীয়) অর্থ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের লোক। ইবনু 'আব্বাস

(রাযিঃ) বলেন, তুমি কি জান না কুরাইশ বংশের যত শাখা-প্রশাখা আছে, তাদের সকলের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল? তাই তিনি বলেছেন, তবে আমার ও তোমাদের মাঝে যে সম্পর্ক আছে তার কারণে আমার সাথে ভাল ব্যবহার কর।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৮১৮)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আরো কয়েকটি সনদসূত্রে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٥- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الزُّخْرُفِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ সূরা আয্-যুখরুফ

٣٢٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِيْ غَالِبٍ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ؛ إِلاَّ أُوْتُوْا الْجَدَلَ»، ثُمَّ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ﴾.

- حسن : «ابن ماجه» (٤٨).

৩২৫৩। আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন সম্প্রদায় হিদায়াতের রাস্তা পেয়ে আবার পথভোলা হয়ে থাকলে তা শুধু তাদের বিবাদ ও বাক-বিতণ্ডায় জড়িত হওয়ার কারণেই হয়েছে। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "এরা শুধু বাকবিতণ্ডার উদ্দেশেই আপনাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়"- (সূরা যুখরুফ ৫৮)।

হাসান ঃ ইবনু মা-জাহ (৪৮)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আমরা শুধু হাজ্জাজ ইবনু দীনারের সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। তিনি সিক্বাহ বর্ণনাকারী ও মধ্যম ধরনের হাদীস বিশারদ। আবূ গালিবের নাম হাযাওয়ার।

٤٦- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الدُّخَانِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬॥ সূরা আদ্-দুখান

٣٢٥٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْجُدِّيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُوْرٍ، سَمِعَا أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ، فَقَالَ : إِنَّ قَاصًّا يَقُصُّ يَقُوْلُ : إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ الدُّخَانُ، فَيَأْخُذُ بِمَسَامِعِ الْكُفَّارِ، وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، قَالَ : فَغَضِبَ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ عَمَّا يَعْلَمُ؛ فَلْيَقُلْ بِهِ - قَالَ مَنْصُوْرٌ : فَلْيُخْبِرْ بِهِ-، وَإِذَا سُئِلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ؛ فَلْيَقُلِ : اللّٰهُ أَعْلَمُ؛ فَإِنَّ مِنْ عِلْمِ الرَّجُلِ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ؛ أَنْ يَقُوْلُ : اللّٰهُ أَعْلَمُ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ - تَعَالَى - قَالَ لِنَبِيِّهِ : ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ﴾، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ؛ قَالَ : «اَللّٰهُمَّ! أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ»، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ، فَأَحْصَتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ - وَقَالَ أَحَدُهُمَا : الْعِظَامَ -، قَالَ : وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُوْ سُفْيَانَ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا، فَادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ، قَالَ : فَهَذَا لِقَوْلِهِ : ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ. يَغْشَى النَّاسَ

هَذَا عَـذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ - قَـالَ مَنْصُـورٌ : هَذَا لِقَـوْلِهِ : ﴿ رَبَّنَا اكْـشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾-؛ فَهَلْ يُكْشَفُ عَذَابُ الْآخِرَةِ؟! قَدْ مَضَى الْبَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ، وَالدُّخَانُ. وَقَالَ أَحَدُهُمْ : الْقَمَرُ. وَقَالَ الْآخَرُ : الرُّومُ.

- صحيح : ق.

৩২৫৪। মাসরূক্ব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক লোক 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর নিকট এসে বলল, কোন এক বক্তা বলছে যে, যামীন হতে একটি ধোঁয়া বের হবে। তা কাফিরদের কান বধির করে দিবে এবং মু'মিনদের সর্দিতে আক্রান্ত করবে। মাসরূক্ব (রাহঃ) বলেন, এতে 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) রাগান্বিত হন। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসলেন, তারপর বললেন, তোমাদের কাউকে তার জ্ঞাত (বিষয়) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সে যেন তার উত্তর দেয় বা সেই প্রসঙ্গে অবহিত করে। আর তাকে তার না জানা বিষয় প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সে যেন বলে, আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। কেননা এটাও লোকের জ্ঞানের কথা যে, তাকে এমন কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো যা সে জানে না, সে বলবে যে, আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে বলেছেন ঃ "আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য (হিদায়াতের বিনিময়ে) কোন পরিশ্রমিক চাই না এবং আমি কৃত্রিমতা প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই"- (সূরা দুখান ৮৬)। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দেখতে পেলেন যে, কুরাইশরা তাঁর অবাধ্যতা ও বিরোধিতায় চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, তখন তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! ইউসুফ ('আঃ)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত এদেরকেও সাত বছর দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করে আমাকে সাহায্য করুন। তারপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি নেমে এলো এবং সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গেল। এমনকি তারা চামড়া, হাড় ও মৃত জীব ভক্ষণ করতে লাগল। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, এ সময় মাটি হতে ধোঁয়ার মত এক পদার্থ বের হতে লাগল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবূ সুফ্ইয়ান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, আপনার জাতি ধ্বংস হয়ে

যাচ্ছে। সুতরাং তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করুন। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, এটাই আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর "যেদিন স্পষ্টই ধোঁয়াচ্ছন্ন হবে এবং তা মানবজাতিকে গ্রাস করে ফেলবে, এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" তাৎপর্য– (সূরা দুখান ১০-১১)। মানসূর (রাহঃ) বলেন, এটাই নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের উপর হতে শাস্তি দূরীভূত কর নিশ্চয় আমরা মু'মিন"– (সূরা দুখান ১২)। আখিরাতের শাস্তি দূরীভূত করা হবে কি? 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, ধরপাকড়, কঠিন বিপদ ও ধোঁয়া সবই অতিবাহিত হয়েছে। আ'মাশ ও মানসূরের মধ্যে একজন বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং অপরজন বলেন, রোম বিজয়ের ঘটনা (অতিবাহিত হয়েছে)।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম

আবূ 'ঈসা (রাহঃ) বলেন, লিযাম বলতে সেই হত্যা বুঝানো হয়েছে যা বদরের দিন সংঘটিত হয়েছে। এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٧- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْأَحْقَافِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭॥ সূরা আল-আহ্ক্বাফ

٣٢٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُوْ عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا -، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيْلَةً؛ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ؛ سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهُ!؟ فَقَالَ : «وَمَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ - تَعَالَى - : ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾!؟».

- صحيح : «الصحيحة» (٢٧٥٧) ق.

৩২৫৭। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখতেন তখন (অস্থির হয়ে) একবার সামনে যেতেন আবার পেছনে যেতেন। তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হলে তাঁর অস্থিরতা দূর হত। তিনি ('আয়িশাহ্) বলেন, আমি তাঁকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ আমি জানি না, এটা সেই 'আযাব কি না যে প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "তারপর তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন বলতে লাগল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে"– (সূরা আহ্ক্বাফ ২৪)।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৭৫৭) বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٢٥٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : هَلْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ قَالَ : مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنْ قَدِ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا : اغْتِيلَ أَوْ اسْتُطِيرَ مَا فُعِلَ بِهِ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا أَوْ كَانَا فِي وَجْهِ الصُّبْحِ -؛ إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ، قَالَ : فَذَكَرُوا لَهُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ، فَقَالَ : «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَأَتَيْتُهُمْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ»، فَانْطَلَقَ، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ، وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ - قَالَ الشَّعْبِيُّ -، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ، فَقَالَ : «كُلُّ عَظْمٍ يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْثَةٍ؛ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا؛ فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ».

- صحيح : دون جملة اسم الله و«علف لدوابكم»، «الضعيفة» (١٠٣٨).

৩২৫৮। 'আলক্বামাহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, জিনের রাতে আপনাদের কেউ কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথী ছিলেন? তিনি বললেন, আমাদের কেউ তাঁর সঙ্গে ছিল না। তবে তিনি মক্কাতে থাকার সময় এক রাতে আমাদের হতে হারিয়ে গেলেন। আমরা বলাবলি করলাম, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে অথবা অপহরণ করা হয়েছে, এরকম কিছু করা হয়েছে। আমরা খুবই অশান্তিতে রাত কাটালাম। তারপর খুব ভোরে হঠাৎ দেখলাম তিনি হেরা পর্বতের দিক হতে আসছেন। রাবী বলেন ঃ তাঁর নিকটে সকলে বিগত রাতের অস্থিরতার কথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আমার নিকট জিনদের এক প্রতিনিধি এসেছিল। আমি তাদের কাছে গিয়ে কুরআন পাঠ করেছি। তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রমাণ ও আগুনের চিহ্ন দেখান। শা'বী (রাহঃ) বলেন ঃ জিনেরা তার নিকটে তাদের খাবার চাইল। তারা ছিল কোন এক উপদ্বীপের অধিবাসী। তিনি তাদের বলেন ঃ যে সব হাড়ে আল্লাহ্ তা'আলার নাম নেয়া হয়েছে সেগুলো তোমাদের হাতে আসার সাথে সাথে গোশত পূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন পূর্বে তা গোশতে পূর্ণ ছিল। আর সব রকমের বিষ্ঠা ও গোবর তোমাদের পশুর খাদ্য। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাদেরকে) বললেন ঃ তোমরা এগুলো ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করবে না। কেননা এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য।

যে হাড়ে "আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে" এবং "তোমাদের পশুর খাদ্য" এই শব্দ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ। যঈফাহ্ (১০৩৮)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٨- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ সূরা মুহাম্মাদ

٣٢٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً».

– صحيح : خ (٦٣٠٧)، بلفظ : «أكثر من سبعين مرة».

৩২৫৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, "তোমার দোষের জন্য এবং ঈমানদার নারী-পুরুষদের জন্য তুমি ক্ষমা চাও"– (সূরা মুহাম্মাদ ১৯)। উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে নাবী ﷺ বলেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সহীহ ঃ বুখারী (৬৩০৭), তাতে আছে সত্তর বারেরও বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর সূত্রে নাবী ﷺ-এর অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ .... আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দৈনিক এক শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করি"। একাধিক সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত আছে ঃ "নিশ্চয় আমি দৈনিক এক শতবার আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাই।" এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্‌র-আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾، قَالُوا : وَمَنْ يُسْتَبْدَلُ بِنَا؟! قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَنْكِبِ سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ : «هَذَا وَقَوْمُهُ، هَذَا وَقَوْمُهُ».

– صحيح : «الصحيحة» (١٠١٧ – الطبعة الثانية).

৩২৬০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন। তারপর তারা তোমাদের মত হবে না"– (সূরা মুহাম্মাদ ৩৮)। উপস্থিত সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, কোন লোকদেরকে আমাদের স্থলবর্তী করা হবে? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান (রাযিঃ)-এর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন ঃ এ লোক ও তার জাতি, এ লোক ও তার জাতি।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ ২য় সংস্করণ (১০১৭)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এর সনদসূত্র প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফারও এ হাদীস 'আলা ইবনু 'আবদুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللّٰهُ : إِنْ تَوَلَّيْنَا؛ اسْتُبْدِلُوا بِنَا، ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟! قَالَ : وَكَانَ سَلْمَانُ بِجَنْبِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ. قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَخِذَ سَلْمَانَ، وَقَالَ : «هٰذَا وَأَصْحَابُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَنُوطًا بِالثُّرَيَّا؛ لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ».

– صحيح : المصدر نفسه وعند (ق) الشطر الأخير منه.

৩২৬১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কয়েকজন সাহাবী প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন, যদি আমরা বিমুখ হই তবে আমাদের বাদে অন্যদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তারপর তারা আমাদের ন্যায় হবে না, সেসব ব্যক্তি কারা হবে? বর্ণনাকারী বলেন, সালমান ফারসী (রাযিঃ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটেই ছিলেন। সালমান (রাযিঃ)-এর উরুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু আঘাত করে বলেন, ইনি ও তার সাথীরা। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ঈমান যদি সুরাইয়াহ্ নক্ষত্রের সাথেও ঝুলন্ত থাকত, তবুও পারস্যের কিছু ব্যক্তি তা নিয়ে আসত।

সহীহ ঃ প্রাগুপ্ত, বুখারী ও মুসলিমে হাদীসের শেষ অংশ বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার ইবনু নাজীহ্ হলেন 'আলী ইবনুল মাদীনীর পিতা। 'আলী ইবনু হুজর (রাহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফারের সূত্রে অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন। আমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন 'আলী (রাহঃ)-ইসমাঈল ইবনু জা'ফার ইবনু নাজীহ্ সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার হতে। বিশ্‌র ইবনু মু'আয 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি আল-'আলা হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে তাতে 'মানুতান শব্দের পরিবর্তে' মু'আল্লাকান শব্দ আছে।

٤٩- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ সূরা আল-ফাত্‌হ

٣٢٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنُ عَثْمَةَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - يَقُولُ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَكَلَّمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَسَكَتَ، فَحَرَّكْتُ رَاحِلَتِيْ، فَتَنَحَّيْتُ، وَقُلْتُ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كَلُّ ذٰلِكَ لَا يُكَلِّمُكَ؛ مَا أَخْلَقَكَ بِأَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنٌ! قَالَ : فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِيْ، قَالَ : فَجِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! لَقَدْ أُنْزِلَ

عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ؛ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ مِنْهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾».

- صحيح : خ (٤٨٣٧).

৩২৬২। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু বললে তিনি নির্বাক থাকেন। আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি এবারও নীরব রইলেন। আমি আমার কথা পুনর্ব্যক্ত করলে এবারও তিনি নীরব থাকেন। অতএব আমি আমার জন্তুযান হাঁকিয়ে এক পাশে চলে গেলাম এবং মনে মনে বললাম, হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার মা তোমাকে হারাক। তুমি তিন তিনবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে বিরক্ত করলে, অথচ একবারও তিনি কথা বলেননি। এখন তোমার প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি বলেন, মুহূর্তকাল অতিবাহিত না হতেই আমি শুনতে পেলাম, কে যেন চিৎকার করে আমাকে ডাকছে। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি বললেন ঃ হে ইবনুল খাত্তাব! আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যার পরিবর্তে সারা জগতের সকল কিছু আমাকে দেয়া হলেও আমি তা পছন্দ করব না। সেই সূরাটি হল (অনুবাদ) ঃ "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়"– (সূরা ফাত্হ ১)।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৮৩৭)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব । কোন কোন বর্ণনাকারী হাদীসটি মালিক হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ : نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ»، ثُمَّ قَرَأَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوْا : هَنِيْئًا مَرِيْئًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ لَكَ مَاذَا يُفْعَلُ بِكَ؛ فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، حَتَّى بَلَغَ : ﴿فَوْزًا عَظِيْمًا﴾.

- صحيح الإسناد : خ (٤٧١٢)، لكن جعل قوله : «فقالوا : هنيئا...» إلخ من رواية عكرمة مرسلاً : م (١٧٦/٥) - أنس دون هذه الزيادة فهي شاذة.

৩২৬৩। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ হুদাইবিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "যেন আল্লাহ তা'আলা তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ভুলসমূহ মাফ করেন"– (সূরা আল-ফাত্হ ২), তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার নিকটে দুনিয়ার সব কিছু হতে বেশি প্রিয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের সামনে আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুবারাকবাদ! এটি আপনার জন্য অভিনন্দন। আপনার সাথে কেমন আচরণ করা হবে, তাতো আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে? তখন তার উপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "তা এজন্য যে, তিনি ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের জান্নাতে দাখিল করাবেন, যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে এবং তিনি তাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। এটাই আল্লাহ তা'আলার সমীপে মহা সাফল্য।" (সূরা আল-ফাত্হ ২)

সনদ সহীহ, বুখারী (৪৭১২) আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মুবারকবাদ..... এই অংশটুকু মুরসাল, মুসলিম (৫/১৭৬) আনাস হতে ঐ অতিরিক্ত অংশ ব্যতীত, তা শাজ।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ এ অনুচ্ছেদে মুজাম্মি' ইবনু জারিয়াহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٢٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ ثَمَانِيْنَ هَبَطُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيْمِ، عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ؛ وَهُمْ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَقْتُلُوْهُ، فَأُخِذُوْا أَخْذًا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : ﴿وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ﴾ الْآيَةَ.

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٤٠٨) م.

৩২৬৪। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা আশিজন কাফির ফাজ্‌রের সময় 'তান'ঈম' পাহাড় হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে হত্যা করার উদ্দেশে নেমে আসে। তারা সকলেই গ্রেপ্তার হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "তিনি সেই সত্তা যিনি (মক্কা উপত্যকায় তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর) তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা'আলা তা দেখেন"– (সূরা ফাত্‌হ ২৪)।

সহীহ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ (২৪০৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٦٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾، قَالَ : «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ».

- صحيح.

৩২৬৫। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার বানী (অনুবাদ) ঃ "তিনি তাদেরকে তাক্বওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন"- (সূরা ফাত্হ ২৬) প্রসঙ্গে বলেন ঃ এ বাক্যের অর্থ হল, কালিমা "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্"।

সহীহ

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু হাসান ইবনু কাযা'আর সনদে এ হাদীস মারফূ'রূপে জেনেছি। এ হাদীস প্রসঙ্গে আমি আবূ যুর'আকে প্রশ্ন করলে তিনি উপর্যুক্ত সূত্র ব্যতীত এটিকে মারফূ'রূপে রিওয়ায়াত হওয়া প্রসঙ্গে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

٥٠- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحُجُرَاتِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ সূরা আল-হুজুরাত

٣٢٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيْلٍ الْجُمَحِيُّ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اسْتَعْمِلْهُ عَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تَسْتَعْمِلْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَتَكَلَّمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ : مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِيْ! فَقَالَ : مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾، قَالَ : فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعْدَ ذَلِكَ، إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؛ لَمْ يُسْمِعْ كَلَامَهُ، حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ.

- صحيح : خ (٤٨٤٥، ٤٨٤٧).

৩২৬৬। 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবাইর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল-আক্‌রা' ইবনু হাবিস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলে আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে তার গোত্রের কর্মকর্তা নিয়োগ করুন। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাকে কর্মচারীর পদে নিয়োগ করবেন না। তারা পরস্পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তাদের কণ্ঠস্বর চরমে পৌঁছে। আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) 'উমার (রাযিঃ)-কে বললেন, আমার বিরোধিতা করাই আপনার একমাত্র লক্ষ্য। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, আমার লক্ষ্য আপনার বিরোধিতা করা নয়। বর্ণনাকারী বলেন, এ আয়াতটি তখন অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমরা নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না"– (সূরা হুজুরাত ২)। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হতে 'উমার (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বললে তার কথা শুনা যেত না, এমনকি তা বুঝার জন্য আবার ব্যাখ্যা চাওয়ার প্রয়োজন হত।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৪৮৪৫, ৪৮৪৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, ইবনুয্ যুবাইর তার নানা আবূ বাক্‌র (রাযিঃ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি কিছু বর্ণনাকারী ইবনু আবী মুলাইকাহ্‌র সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি।

٣٢٦٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ﴾، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ حَمْدِيْ زَيْنٌ، وَإِنَّ ذَمِّيْ شَيْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «ذَاكَ اللّٰهُ -عَزَّ وَجَلَّ-».

- صحيح.

৩২৬৭। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, "যারা আপনাকে উচ্চৈঃস্বরে ঘরের বাইরে হতে ডাকে, তাদের বেশির ভাগই নির্বোধ"– (সূরা ফাত্‌হ ৪)। বর্ণনাকারী বলেন, জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার প্রসঙ্গে প্রশংসা হল সৌন্দর্য এবং আমার প্রসঙ্গে নিন্দা হল অপমান। নাবী ﷺ বললেন ঃ এ মর্যাদা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার।

সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٢٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ زَيْدٍ - صَاحِبُ الْهَرَوِيِّ،- عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْ جُبَيْرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُوْنُ لَهُ الاِسْمَانِ. وَالثَّلاَثَةُ، فَيُدْعَى بِبَعْضِهَا؛ فَعَسَى أَنْ يَكْرَهَ، قَالَ : فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : ﴿وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ﴾.

– صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٤١).

৩২৬৮। আবূ জুবাইরাহ্ ইবনুয্ যাহ্‌হাক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের কারো কারো দু'তিনটি নাম থাকতো। কোন কোন নামে সম্বোধন করা তাদের কাছে মন্দ লাগত। এ প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে সম্বোধন করো না....."– (সূরা ফাত্‌হ ১১)।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৭৪১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাসান সহীহ হাদীস। আবূ জুবাইরাহ্ ইবনুয্ যাহ্‌হাক (রাযিঃ) হলেন সাবিত ইবনুয্ যাহ্‌হাক আল-আনসারী (রাযিঃ)-এর সহোদর ভাই। আল-হারাভীর সঙ্গী আবূ যাইদের নাম সা'ঈদ ইবনুর রাবী' বাসরার অধিবাসী নির্ভরযোগ্য রাবী। আবূ সালামাহ্ ইয়াহ্ইয়া ইবনু

খালাফ-বিশ্‌র ইবনুল মুফায্‌যাল হতে, তিনি দাঊদ ইবনু আবূ হিন্দ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি আবূ জুবাইরাহ্ ইবনুয্ যাহ্‌হাক (রাযিঃ) হতে উপরে বর্ণিত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ : قَرَأَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾، قَالَ : هٰذَا نَبِيُّكُمْ ﷺ يُوْحَى إِلَيْهِ، وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ؛ لَوْ أَطَاعَهُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَمْرِ؛ لَعَنِتُوْا؛ فَكَيْفَ بِكُمُ الْيَوْمَ؟!

- صحيح الإسناد.

৩২৬৯। আবূ নাযরাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের মাঝে আছেন। তিনি অনেক বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই ব্যথিত হতে, কিন্তু তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন......"– (সূরা ফাত্‌হ ৭)। তারপর তিনি বলেন, ইনিই তোমাদের নাবী ﷺ, তাঁর কাছে ওয়াহী পাঠানো হয় এবং তিনি হচ্ছে তোমাদের সবচেয়ে উত্তম নেতা। রাসূল ﷺ বহু বিষয়ে তাদের কথা শুনলে তারাই সমস্যায় পড়ে যেতেন। অতএব যদি আজকাল তোমাদের কথা শুনা হয় তাহলে কি পরিস্থিতি হবে!

হাদীসটির সানাদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। 'আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তানের কাছে মুসতামির ইবনু রাইয়্যানের অবস্থা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

٣٢٧٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ : بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللّٰهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللّٰهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللّٰهُ : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾».

- صحيح : «الصحيحة» (٢٧٠٠).

৩২৭০। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ হে জনমণ্ডলী! তোমাদের হতে আল্লাহ তা'আলা জাহিলিয়াত যুগের দম্ভ ও অহংকার এবং পূর্বপুরুষের গৌরবগাথা বাতিল করেছেন। এখন মানুষ দুই অংশে বিভক্ত ঃ এক দল মানুষ নেককার, পরহেজগার, আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় ও সম্মানিত এবং অন্য দল পাপিষ্ঠ, দুর্ভাগা, আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট, নিচু ও ঘৃণিত। সকল মানুষই আদমের সন্তান। আল্লাহ তা'আলা আদম ('আঃ)-কে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "হে লোক সকল! তোমাদেরকে আমি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে তৈরী করেছি, তারপর বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি, তোমরা যাতে একে অন্যকে চিনতে পার। যে লোক তোমাদের মাঝে বেশি পরহেজগার সেই আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশী মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, সব খবর রাখেন"– (সূরা ফাত্হ ১৩)।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ২৭০০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার হতে, তিনি ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে, এ সনদেই

জেনেছি। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার হাদীস শাস্ত্রে অত্যন্ত দুর্বল। তাকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন প্রমুখ দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার হলেন 'আলী ইবনুল মাদীনীর বাবা। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরাহ্ ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও হাদীস উল্লেখিত রয়েছে।

٣٢٧١- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيْعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الْحَسَبُ : الْمَالُ، وَالْكَرَمُ : التَّقْوَى».

صحيح : «الإرواء» (١٨٧٠)

৩২৭১। সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ধন-সম্পদ হল আভিজাত্যের প্রতীক এবং পরহেজগারী হল সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (হাঃ ১৮৭০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সামুরাহ্ (রাযিঃ)-এর উদ্ধৃত হিসেবে হাসান, সহীহ গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র সাল্লাম ইবনু আবী মুত্বী'-এর সনদে জেনেছি।

٥١- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ ق.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ সূরা ক্বাফ

٣٢٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ : ﴿هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ﴾، حَتّٰى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ، فَتَقُوْلُ : قَطْ قَطْ! وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ».

- صحيح : «ظلال الجنة» (٥٣١، ٥٣٤)، ق.

৩২৭২। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেন ঃ "অবিরত জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো আছে কি?" (সূরা ক্বাফ ৩০)। অবশেষে জাহান্নামের উপর মহামহিম আল্লাহ তা'আলা তাঁর পা রাখবেন। তখন সে বলবে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, আপনার ইজ্জতের ক্বসম। তারপর তার এক ভাগ অপর ভাগের সঙ্গে কুঞ্চিত হয়ে যাবে।

সহীহ ঃ জিলালুল জান্নাত (হাঃ ৫৩১, ৫৩৪), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উপর্যুক্ত সূত্রে গারীব। এ অধ্যায়ে আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) সূত্রেও নাবী ﷺ হতে হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٢- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الذَّارِيَاتِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২॥ সূরা আয্-যারিয়াত

٣٢٧٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلاَّمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُوْدِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ رَبِيْعَةَ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ عِنْدَهُ وَافِدَ عَادٍ، فَقُلْتُ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِثْلَ وَافِدِ عَادٍ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَمَا وَافِدُ عَادٍ؟»، قَالَ : فَقُلْتُ : عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ؛ إِنَّ عَادًا لَمَّا أُقْحِطَتْ؛ بَعَثَتْ قَيْلاً، فَنَزَلَ عَلَى بَكْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَسَقَاهُ الْخَمْرَ، وَغَنَّتْهُ الْجَرَادَتَانِ، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيْدُ جِبَالَ مَهْرَةَ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ لَمْ آتِكَ لِمَرِيْضٍ؛ فَأُدَاوِيَهُ، وَلاَ لِأَسِيْرٍ؛ فَأُفَادِيَهُ؛ فَاسْقِ عَبْدَكَ مَا كُنْتَ مُسْقِيَهُ، وَاسْقِ مَعَهُ بَكْرَ بْنَ مُعَاوِيَةَ؛ يَشْكُرُ لَهُ الْخَمْرَ الَّتِيْ سَقَاهُ، فَرُفِعَ لَهُ سَحَابَاتٌ، فَقِيْلَ لَهُ : اخْتَرْ إِحْدَاهُنَّ، فَاخْتَارَ السَّوْدَاءَ مِنْهُنَّ، فَقِيْلَ لَهُ :

خُذْهَا رَمَادًا رِمْدِدًا، لاَ تَذَرُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا، وَذُكِرَ أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ عَلَيْهِمْ مِنَ الرِّيحِ؛ إِلاَّ قَدْرَ هَذِهِ الْحَلْقَةِ - يَعْنِي : حَلْقَةَ الْخَاتَمِ -، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ﴾ الْآيَةَ.

- حسن : «الضعيفة» تحت الحديث (١٢٢٨).

৩২৭৩। আবূ ওয়ায়িল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাবী'আহ্ গোত্রের এক লোক বলেন, আমি মাদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁর নিকট আমি 'আদ জাতির দূত প্রসঙ্গে বললাম, আমি 'আদ জাতির দূতের মত হওয়া হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করেন ঃ 'আদ জাতির দূতের কি হয়েছিল? আমি বললাম, আপনি ওয়াকিফহাল ব্যক্তিরই সাক্ষাৎ পেয়েছেন। 'আদ জাতি দুর্ভিক্ষে পতিত হলে তারা ক্বায়ল নামক এক লোককে প্রেরণ করে এবং সে (মাক্কার কাছাকাছি) বাক্র ইবনু মু'আবিয়াহ্র বাড়ীতে উপস্থিত হয়। বাক্র তাকে মদ পান করায় এবং তার সম্মুখে দু'টি গায়িকা বাঁদী গান পরিবেশন করে। তারপর সে মাহরা (গোত্রের) অঞ্চলের পর্বতমালায় যাওয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। সে এ বলে প্রার্থনা করে ঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি কোন অসুখ হতে নিরাময় পাওয়ার জন্য আসিনি এবং কোন বন্দীকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করার জন্যও আসিনি। অতএব আপনার এ বান্দাকে আপনি যত পারেন বৃষ্টিতে সিক্ত করুন এবং এর সঙ্গে বাক্র ইবনু মু'আবিয়াহ্কেও সিক্ত করুন। বাক্র তাকে যে মদ পান করায়, সে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছিল। অতএব তার জন্য মেঘমালা উত্থিত হল এবং তাকে বলা হল, তুমি এগুলোর মাঝে যে কোন একটি মেঘখণ্ড বেছে নাও। সে মেঘমালার মাঝ হতে একখণ্ড কালো মেঘ বেছে নিল। তাকে বলা হল, ক্বূল কর, এটা জ্বলে পুড়ে ছাইয়ের ন্যায় করে ফেলবে, যা 'আদ জাতির কাউকে পরিত্রাণ দিবে না। উল্লেখ্য যে, একটি আংটির বৃত্তের পরিমাণ বাতাসের ঝাপটা তাদের উপর পাঠানো হয়েছিল মাত্র। তারপর এ

আয়াতটি তিনি পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "তাদের উপর যখন আমি বিধ্বংসী বায়ু পাঠিয়ে ছিলাম তা তখন যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল সমস্ত কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল"– (সূরা যারিয়াত ৪১-৪২)।

হাসান ঃ যঈফ হাদীস সিরিজ (হাঃ ১২২৮)-এর অংশ।

আবূ ঈসা বলেন, একাধিক বর্ণনাকারী এ হাদীসটি আবুল মুনযির সাল্লাম (রাহঃ)-এর সূত্রে তিনি আসিম ইবনু আবী নাজুদ হতে, তিনি আবূ ওয়ায়িল হতে, তিনি হারিস ইবনু হাস্‌সান হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই আল-হারিসকে ইবনু ইয়াযীদও বলা হয়।

٣٢٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ : حَدَّثَنَا سَلاَّمُ ابْنُ سُلَيْمَانَ النَّحْوِيُّ أَبُو الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْبَكْرِيِّ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ؛ فَإِذَا هُوَ غَاصٌّ بِالنَّاسِ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ تَخْفُقُ، وَإِذَا بِلاَلٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟! قَالُوْا : يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْهًا ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُوْلِهِ؛ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِمَعْنَاهُ.

– حسن : انظر ما قبله.

৩২৭৪। আল-হারিস ইবনু ইয়াযীদ আল-বাক্‌রী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মাদীনায় পৌঁছে আমি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে, তা লোকে পরিপূর্ণ। আর কালো পতাকাগুলো আওয়াজ সৃষ্টি করে উড়ছে এবং বিলাল (রাযিঃ) তাঁর গলায় তরবারি ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত। আমি প্রশ্ন করলাম, এতো লোকজন জড়ো হওয়ার কারণ কি? তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিঃ)-কে জিহাদের লক্ষ্যে কোথাও পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন। তারপর

বর্ণনাকারী সুফ্‌ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্‌র হাদীসের ন্যায় দীর্ঘ হাদীস রিওয়ায়াত করেন।

হাসান ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, আল-হারিস ইবনু ইয়াযীদ আল-বাকরীকে আল-হারিস ইবনু ইবনু হাস্‌সানও বলা হয়।

٥٤- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ وَالنَّجْمِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ সূরা আন-নাজ্‌ম

٣٢٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى - قَالَ -: انْتَهَى إِلَيْهَا مَا يَعْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقٍ - قَالَ -، فَأَعْطَاهُ اللّٰهُ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ : فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ خَمْسًا، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِأُمَّتِهِ الْمُقْحِمَاتُ؛ مَا لَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا، قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾، قَالَ : السِّدْرَةُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ - قَالَ سُفْيَانُ : فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ فَأَرْعَدَهَا - وَقَالَ غَيْرُ مَالِكِ ابْنِ مِغْوَلٍ : إِلَيْهَا يَنْتَهِي عِلْمُ الْخَلْقِ، لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِمَا فَوْقَ ذَلِكَ.

- صحيح : م (١/١٠٩).

৩২৭৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মি'রাজের রাতে) যখন সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌঁছালেন। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, সিদরাতুল মুন্তাহা হল একটি কেন্দ্র যেই পর্যন্ত পৃথিবীর যা কিছু উপরে চলে যায় এবং যেখান হতে নিচের দিকে কোন কিছু অবতরণ হয়ে আসে। এখানে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ

ﷺ-কে এমন তিনটি জিনিস উপহার দেন যা তিনি ইতোপূর্বে কোন নাবীকেই দেননি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাঁর উপর ফরয করা হয়, সূরা আল-বাক্বারার শেষের কয়টি আয়াত তাঁকে দেয়া হয় এবং তাঁর উম্মাতের কাবীরাহ্ গুনাহসমূহ (তাওবার মাধ্যমে) ক্ষমা করা হয়, যদি তারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কোন কিছু অংশীদার না করে থাকে। তারপর এ আয়াতটি ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "যখন কুলগাছটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল"– (সূরা নাজ্ম ১৬)। তিনি বলেন, ৬ষ্ঠ আকাশে সিদরাতুল মুন্তাহা অবস্থিত। সুফ্ইয়ান (রহঃ) বলেন, এটি সোনার পাখিসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত, এই বলে তিনি তার হাতের ইশারায় তাদের উড়ন্ত অবস্থা বুঝালেন। মালিক ইবনু মিগ্ওয়াল ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বলেন, সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত পৌঁছালে সৃষ্টির জ্ঞান শেষ হয়ে যায়, এর ঊর্ধ্বজগৎ সম্পর্কে সৃষ্টির কোন জ্ঞান নেই।

সহীহ ঃ মুসলিম (হাঃ ১/১০৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাসান সহীহ হাদীস।

٣٢٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ : سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِهِ - عَزَّ وجَلَّ -: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ؛ وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ.

- صحيح : ق.

৩২৭৭। আশ-শায়বানী (রহঃ) বলেন, আমি যির ইবনু হুবাইশ (রাযিঃ)-এর নিকট আল্লাহ তা'আলার বাণী "তারপর তাদের মাঝে দুই ধনুক অথবা তারও কম পার্থক্য থাকল"– (সূরা নাজ্ম ৯) প্রসঙ্গে জানতে চাইলাম। তিনি বলেন, ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল ('আঃ)-কে দেখেছেন এবং তার ছয়শ ডানা ছিল।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাসান সহীহ গারীব হাদীস।

٣٢٨٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ : ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾، ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾، ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ.

- حسن صحيح : «الظلال» (١٩١-٤٣٩)م.

৩২৮০। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "তিনি নিশ্চয়ই তাকে নিকটবর্তী কুল গাছের কাছে প্রত্যক্ষ করেছেন"– (সূরা নাজ্‌ম ১৩-১৪)। "আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁর বান্দার জন্য যা ওয়াহী করার তা ওয়াহী করলেন"– (সূরা নাজ্‌ম ১০) এবং "ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুক পরিমাণ বা তারও কম পার্থক্য রইল"– (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৯)। আয়াতসমূহ প্রসঙ্গে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নিশ্চয়ই নাবী ﷺ তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

হাসান সহীহ ঃ আয্‌যিলাল (হাঃ ১৯১, ৪৩৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাসান হাদীস।

٣٢٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ أَبِي رِزْمَةَ، وَأَبُوْ نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾، قَالَ : رَآهُ بِقَلْبِه.

صحيح : المصدر نفسه م.

৩২৮১। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, "তিনি যা দেখেছেন, তাঁর মন তা অস্বীকার করতে পারেনি"– (সূরা নাজ্‌ম ১১) তিনি এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর অন্তরের চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছেন।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাসান হাদীস।

٣٢٨٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ : لَوْ أَدْرَكْتُ النَّبِيَّ ﷺ، لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ : عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قُلْتُ : أَسْأَلُهُ : هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَ : قَدْ سَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ : «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟».

- صحيح : المصدر نفسه (١٩٢-٤٤١) م.

৩২৮২। 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ যার (রাযিঃ)-কে বললাম, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেখা পেতাম তাহলে একটি বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতাম। তিনি বললেন, তুমি তাঁকে কি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে? আমি বললাম, আমি প্রশ্ন করতাম যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন কি? আবূ যার (রাযিঃ) বললেন, আমি তাঁকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছি। তিনি বলেছেন যে, তিনি (আল্লাহ তা'আলা) হলেন নূর, তাঁকে আমি কিভাবে দেখতে পারি!

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত (১৯২-৪৪১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাসান হাদীস।

٣٢٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَابْنُ أَبِي رِزْمَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلَ؛ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ، قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

- صحيح : خ (٤٨٥٨) مختصراً.

৩২৮৩। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, "তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর মন তা অস্বীকার করেনি"– (সূরা নাজ্‌ম ঃ ১১); এ আয়াতটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল ('আঃ)-কে রেশমী কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তিনি আকাশ ও মাটির মধ্যে অবস্থিত জায়গা পূর্ণ করে রেখেছিলেন।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৪৮৫৮) সংক্ষেপিত।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ﴾؛ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنْ تَغْفِرِ اللّٰهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ أَلَمَّا».

- صحيح : «المشكاة» (٢٣٤٩) - التحقيق الثاني).

৩২৮৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "তারা ছোটখাট অন্যায় করলেও গুরুতর পাপ ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকে"– (সূরা নাজ্‌ম ৩২) এ আয়াতটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! যদি আপনি মাফই করেন তাহলে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন, আর আপনার এমন কোন বান্দা কি আছে যে অন্যায় করেনি।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ২৩৪৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র যাকারিয়া ইবনু ইসহাক্বের সনদে অবহিত হয়েছি।

٥٥- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْقَمَرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫॥ সূরা আল-ক্বামার

٣٢٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى؛ فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فَلْقَتَيْنِ : فَلْقَةً مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ، وَفَلْقَةً دُوْنَهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اشْهَدُوا»؛ يَعْنِي : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾.

- صحيح : ق.

৩২৮৫। ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আমরা নাবী ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় অবস্থানরত ছিলাম। সে সময় হঠাৎ চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এর একটি অংশ পাহাড়ের পিছন দিকে এবং অন্য অংশ পাহাড়ের সম্মুখে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন ঃ তোমরা প্রত্যক্ষ কর এবং সাক্ষী থাক ঃ "ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে"– (সূরা ক্বামার ১)।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাসান সহীহ হাদীস।

٣٢٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ ﷺ آيَةً، فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ، فَنَزَلَتْ ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴾؛ يَقُوْلُ ذَاهِبٌ.

- صحيح : خ (٣٦٣٧، ٤٨٦٧، ٤٨٦٨)، م (١٣٣/٨) دون قوله «فنزلت». وقال خ : «فرقتين» مكان «مرتين» وهو رواية م.

৩২৮৬। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন মাক্কাবাসীরা নাবী ﷺ-এর নিকট একটি নিদর্শন পেশ করার দাবি করল, সে সময় মক্কাতে চাঁদটি দুইবার বিদীর্ণ হয়। এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। তারা

কোন মু'জিযা (নিদর্শন) প্রত্যক্ষ করলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত যাদু"– (সূরা ক্বমার ১-২) যা এ মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৩৬৩৭, ৪৮৬৭, ৪৮৬৮), মুসলিম (হাঃ ৮/১৩৩); তবে এতে "নাযালাত" (অতঃপর নাযিল হল) শব্দের উল্লেখ নেই। বুখারীর বর্ণনায় "মার্‌রাতাইন" (দুইবার)-এর স্থলে "ফিরক্বাতাইন" (দুই টুকরা) শব্দের উল্লেখ আছে। "মার্‌রাতাইন" (দুইবার) শব্দ মুসলিমের বর্ণনায় আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাসান সহীহ হাদীস।

٣٢٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ اشْهَدُوا.

صحيح : البخاري، مسلم.

৩২৮৭। ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে চাঁদ বিদীর্ণ হয়। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٨٨- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : انْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اشْهَدُوا».

- صحيح : م.

৩২৮৮। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে চাঁদ বিদীর্ণ হল। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক।

সহীহ ঃ মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى صَارَ فِرْقَتَيْنِ؛ عَلَى هَذَا الْجَبَلِ، وَعَلَى هَذَا الْجَبَلِ، فَقَالُوا : سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا؛ فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ.

- صحيح الإسناد.

৩২৮৯। জুবাইর ইবনু মুত'ইম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে চাঁদ বিদীর্ণ হল এবং দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে, এক অংশ এই পাহাড়ের উপর এবং অপর অংশ ঐ পাহাড়ের উপর পড়ে গেল। তারা (মাক্কাবাসী কাফিররা) বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যাদু করেছেন। কেউ কেউ বলল, তিনি আমাদের যাদু করে থাকলে সব মানুষকে যাদু করতে পারবেন না।

হাদীসটির সানাদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, কোন কোন বর্ণনাকারী এ হাদীস হুসাইন হতে, তিনি জুবাইর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জুবাইর ইবনু মুত'ইম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা জুবাইর ইবনু মুত'ইম (রাযিঃ) হতে, এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٣٢٩٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو بَكْرٍ - بُنْدَارٌ -، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا

مَس سَقَرَ. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾.

- صحيح «ابن ماجه» (٨٣) م.

৩২৯০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন কুরাইশ মুশরিকরা নাবী ﷺ-এর নিকট আসে। তারা ভাগ্য প্রসঙ্গে বাদানুবাদ করছিল। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "যেদিন তাদেরকে উপুর করে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে (আর বলা হবে), জাহান্নামের যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ কর। প্রতিটি জিনিস আমরা নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি"– (সূরা ক্বমার ৪৮-৪৯)।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৮৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٥٦- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬॥ সূরা আর-রহমান

٣٢٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ وَاقِدٍ أَبُوْ مُسْلِمٍ السَّعْدِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ الرَّحْمٰنِ؛ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، فَسَكَتُوْا، فَقَالَ : «لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَكَانُوْا أَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِنْكُمْ؛ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ : ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾؛ قَالُوْا : لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا! نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ».

- حسن : «الصحيحة» (٢١٥٠).

৩২৯১। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশে বের হলেন। তিনি তাদের সম্মুখে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সূরা আর-রহ্মান পাঠ করলেন কিন্তু তারা নিশ্চুপ রইলেন। তিনি

বলেন ঃ এ সূরাটি আমি জিনদের সঙ্গে সাক্ষাতের রাতে তাদের সম্মুখে পাঠ করেছি। তোমাদের তুলনায় তারা ভাল উত্তর দিয়েছে। যখনই আমি তিলাওয়াত করছি, "তোমরা জিন ও মানুষ নিজেদের প্রভুর কোন নিয়ামাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে" তখনই তারা বলেছে, "হে আমাদের রব! আমরা আপনার কোন নি'আমাতই অস্বীকার করছি না, আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা"।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ২১৫০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, যুহাইর ইবনু মুহাম্মাদ-এর সূত্রে জেনেছি। আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, যে যুহাইর ইবনু মুহাম্মাদ সিরিয়া চলে গেছেন তিনি সে লোক নন যার মাধ্যমে ইরাকবাসী হাদীস রিওয়ায়াত করেন। মনে হয় তিনি স্বতন্ত্র লোক, লোকজন তার নামে বিভ্রাট করেছে, তার হতে লোকেরা মুনকার হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, সিরিয়াবাসী যুহাইর ইবনু মুহাম্মাদ হতে মুনকার হাদীস রিওয়ায়াত করেন এবং ইরাকবাসী তার মাধ্যমে সহীহ হাদীসের পর্যায়ের হাদীস রিওয়ায়াত করেন।

٥٧- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْوَاقِعَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭॥ সূরা আল-ওয়াক্বি'আহ্

٣٢٩٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَقُوْلُ اللّٰهُ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ؛ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ﴾، وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لاَ

يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ﴾، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ﴾».

– حسن صحيح : «الصحيحة» (١٩٧٨) خ دون قوله : «واقرؤا».

৩২৯২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার নেক বান্দাদের জন্য আমি এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি যা কোন চোখ কখনও প্রত্যক্ষ করেনি, কোন কান কখনও (তার বর্ণনা) শ্রবণ করেনি এবং মানুষের মন তার ধারণাও করতে পারে না। এ আয়াতটি তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ করতে পার (অনুবাদ) ঃ "তাদের জন্য নয়নমুগ্ধকর কি জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ তা সবারই অজানা"– (সূরা সাজদাহ্ ১৭)। আর জান্নাতে এরূপ একটি গাছ আছে যার ছায়াতলে কোন আরোহী এক শত বছর চলতে থাকবে কিন্তু তা পার হতে পারবে না। তোমরা চাইলে পাঠ করতে পার ঃ "আর সম্প্রসারিত ছায়া"– (সূরা ওয়াক্বি'আহ্ ৩০)। জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী ও তার মাঝখানে সব কিছুর চাইতে উত্তম। তোমরা চাইলে পাঠ করতে পার ঃ "জাহান্নাম হতে যাকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়"– (সূরা 'ইমরান ১৮৫)।

হাসান সহীহ ঃ সহীহ হাদীস সিরিজ (হাঃ ১৯৭৮), বুখারী "ইক্বরাউ" (তোমরা পাঠ কর) শব্দ ব্যতীত বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢٩٣– حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ

الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ؛ لاَ يَقْطَعُهَا، وَإِنْ شِئْتُمْ: فَاقْرَءُوا ﴿وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ. وَّمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ﴾».

- صحيح : خ (٤٨٨١).

৩২৯৩। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি গাছ রয়েছে কোন আরোহী যার ছায়াতলে শত বছর ধরে চলতে থাকলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা চাইলে পাঠ করতে পার ঃ "সম্প্রসারিত ছায়া ও প্রবাহিত পানি"– (সূরা ওয়াক্বি'আহ ৩০-৩১)।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৪৮৮১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতেও হাদীস উদ্ধৃত আছে।

٣٢٩٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ شِبْتَ، قَالَ : «شَيَّبَتْنِي هُوْدٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلاَتُ، وَ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ﴾، وَ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾».

- صحيح : «الصحيحة» (٩٥٥).

৩২৯৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি জবাবে বলেন ঃ সূরা হূদ, ওয়াক্বি'আহ্, ওয়াল মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলুন ও ওয়াইযাশ-শামসু কুব্বিরাত আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

সহীহ ঃ সহীহ হাদীস সিরিজ (হাঃ ৯৫৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধু ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত সূত্রে অবগত হয়েছি। এ হাদীস 'আলী ইবনু সালিহ (রহঃ) আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি আবূ

জুহাইফাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীসের অংশবিশেষ আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি আবূ মাইসারাহ্ হতে এই সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। আর আবূ বাক্‌র ইবনু 'আইয়্যাশ আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে শাইবানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ সনদে ইবনু 'আব্বাস-এর উল্লেখ নেই।

٥٩- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُجَادَلَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯॥ সূরা আল-মুজাদালাহ্

٣٢٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ -، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً قَدْ أُوْتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ؛ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا فِي لَيْلَتِي، فَأَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ؛ وَأَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ؛ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ؛ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي، فَقُلْتُ : انْطَلِقُوْا مَعِي إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ فَأُخْبِرَهُ بِأَمْرِي، فَقَالُوْا : لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَفْعَلُ؛ نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ، أَوْ يَقُوْلَ فِينَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَةً؛ يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ؛ فَاصْنَعْ مَا بَدَالَكَ، قَالَ : فَخَرَجْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي؟ فَقَالَ : «أَنْتَ بِذَاكَ؟!». قُلْتُ : أَنَا بِذَاكَ، قَالَ : أَنْتَ بَذَاكَ، قُلْتُ :

أَنَا بِذَاكَ، قَالَ : أَنْتَ بَذَاكَ، قُلْتُ : أَنَا بِذَاكَ، وَهَاأَنَا ذَا فَامْضِ فِيَّ حُكْمَ اللّٰهِ فَإِنِّيْ صَابِرٌ لِذٰلِكَ قَالَ : «أَعْتِقْ رَقَبَةً»، قَالَ : فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِيْ بِيَدِيْ، فَقُلْتُ : لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ أَمْلِكُ غَيْرَهَا، قَالَ : «صُمْ شَهْرَيْنِ»، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَهَلْ أَصَابَنِيْ مَا أَصَابَنِي؛ إِلاَّ فِي الصِّيَامِ؟! قَالَ : «فَأَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا»، قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشَى؛ مَا لَنَا عَشَاءٌ، قَالَ : «اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ، فَقُلْ لَهُ؛ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ»، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِيْ، فَقُلْتُ : وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيْقَ وَسُوْءَ الرَّأْيِ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ؛ أَمَرَ لِيْ بِصَدَقَتِكُمْ؛ فَادْفَعُوْهَا إِلَيَّ، فَدَفَعُوْهَا إِلَيَّ.

– صحيح : «ابن ماجه» (٢٠٦٢).

৩২৯৯। সালামাহ্ ইবনু সাখ্‌র আল-আনসারী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এমন এক পুরুষ, যাকে এত যৌনশক্তি দেয়া হয়েছে যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। রমাযান মাস এলে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যিহার করি, যাতে রমাযান মাসটা অতিক্রম হয়ে যায় এবং রাতে সহবাসের আশংকা হতে বেঁচে থাকতে পারি। একই ধারাবাহিকতায় আমার দিনগুলো (সঙ্গমহীন) অতিক্রম হবে এবং তাকে আমি ত্যাগও করতে পারি না। এ পরিপ্রেক্ষিতে একদিন সে রাতের বেলা আমার সেবা করছিল, হঠাৎ তার কোন জিনিস আমার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে গেলে আমি তার উপর ঝাপিয়ে পড়ি (সঙ্গম করি)। সকালে উপনিত হয়ে আমি আমার গোত্রের লোকের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে আমার বিষয়টি জানাই। আমি বললাম,

আমাকে নিয়ে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চলো এবং আমার বিষয়টি তাঁকে জানাই। তারা বলল, না আল্লাহ্‌র ক্বসম! আমরা তা করতে অপারগ। আমাদের মনে হচ্ছে যে, আমাদের প্রসঙ্গে কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হবে কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রসঙ্গে এরূপ মন্তব্য করবেন আমাদের জন্য যা লজ্জার বিষয় হয়ে থাকবে। বরং তুমি একাই যাও এবং যা তোমার উপযুক্ত মনে হয় তাই কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে আমার বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন ঃ এ কাজ তুমি করেছ! আমি বললাম, এমন কাজ আমি করেছি। তিনি আবার বললেন ঃ এ কাজ তুমি করেছ! আমি বললাম, এমন কাজ আমি করেছি। তিনি বললেন ঃ এ কাজ তুমি করেছ! আমি বললাম, এমন কাজ আমি করেছি। আমি উপস্থিত। অতএব আল্লাহ্‌র বিধান আমার উপর কার্যকর করুন, আমি ধৈর্য ধারণ করব। তিনি বললেন ঃ একটি দাসী মুক্ত কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার ঘাড়ের উপরাংশে আমার হাত দিয়ে আঘাত করে বললাম, না সেই সত্তার ক্বসম, আপনাকে যিনি সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! তাকে ছাড়া আমি আর কিছুর মালিক নই। তিনি বললেন ঃ তাহলে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোযা রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে বিপদ আমার উপর এসেছে তা তো এ রোযার কারণেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে ষাটজন দরিদ্রকে আহার করাও। আমি বললাম, সেই সত্তার ক্বসম, আপনাকে সত্যসহ যিনি পাঠিয়েছেন! আজ রাতে আমরাই অভুক্ত ছিলাম, আমাদের কাছে রাতের খাবার ছিল না। তিনি বললেন ঃ যে লোক যুরাইক্ব গোত্রের যাকাত আদায় করে, তার কাছে তুমি যাও এবং তাকে বল, তাহলে তোমাকে সে কিছু দিবে। তার এক ওয়াসাক এর মাধ্যমে তুমি ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে এবং বাকি যা থাকে তা তুমি ও তোমার পরিজনের জন্য খরচ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি আমার গোত্রের কাছে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং তাদেরকে বললাম, তোমাদের কাছে আমি পেয়েছি সংকীর্ণতা ও কুপরামর্শ, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেয়েছি প্রশস্ততা ও প্রাচুর্য। তিনি তোমাদের যাকাত আমাকে দান করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব তা আমার কাছে তোমরা অর্পণ কর। অতএব তারা আমার কাছে তা অর্পণ করে।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ২০৬২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ বলেন, আমার মতে সুলাইমান ইবনু ইয়াসার সালামাহ্ ইবনু সাখ্র-এর কোন বর্ণনা শুনেননি। তিনি আরো বলেন, তার নাম সালামাহ্ ইবনু সাখ্র, তবে সালমান ইবনু সাখ্র নামেও পরিচিত। এ অনুচ্ছেদে সা'লাবাহ্ (রাযিঃ)-এর কন্যা ও আওস ইবনুস সামিত (রাযিঃ)-এর সহধর্মিণী খাওলাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

٣٣٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ هَذَا؟»، قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، سَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَالَ : «لاَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا؛ رُدُّوهُ عَلَيَّ»، فَرَدُّوهُ، قَالَ : «قُلْتَ : السَّامُ عَلَيْكُمْ؟»، قَالَ : نَعَمْ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ فَقُولُوا : عَلَيْكَ مَا قُلْتَ»، قَالَ : ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾.

- صحيح : «الإرواء» (٥/١١٧) م، دون الآية.

৩৩০১। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ইয়াহূদী নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কাছে এসে বলল, "আস-সামু আলাইকুম" (তোমাদের মরণ হোক)। লোকেরা তার উত্তর দিল। নাবী ﷺ বললেন ঃ সে কী বলেছে তোমরা কি তা বুঝতে পেরেছ? তারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। হে আল্লাহ্র নাবী! সে সালাম দিয়েছে। তিনি বললেন ঃ না, অথচ সে এই এই কথা বলেছে। আমার কাছে তাকে তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে আস। অতঃপর তারা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলে

তিনি বললেন ঃ তুমি কি বলেছ আস-সামু আলাইকুম? সে বলল, হ্যাঁ। নাবী ﷺ সে সময় বললেন ঃ তোমাদেরকে আহ্‌লে কিতাবের কেউ সালাম করলে তোমরা বলবে, "আলাইকা মা কুলতা" (যা তুমি বলেছ তোমার উপর তা-ই বর্ষিত হোক)। তারপর এ আয়াত তিনি পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "যখন এরা তোমার কাছে আসে তখন তোমাকে এরূপ কথা দ্বারা অভিবাদন করে যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অভিবাদন করেননি"– (সূরা মুজাদালাহ্ ৮)।

সহীহ ঃ ইরওয়া (হাঃ ৫/১১৭), মুসলিম আয়াতের উল্লেখ ব্যতীত।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦٠- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَشْرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০॥ সূরা আল-হাশ্‌র

٣٣٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا-، قَالَ : حَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ، وَقَطَّعَ - وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ-، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ﴾.

- صحيح : «ابن ماجه» (٢٨٤٤) ق.

৩৩০২। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ নাযীরের আল-বুওয়াইরা নামক খেজুর বাগানটি অগ্নিসংযোগ করে পুড়ে ফেলেন এবং কেটে ফেলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "যে খেজুর গাছগুলো তোমরা কেটেছ এবং যেগুলো তাদের কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহ তা'আলার আদেশানুসারেই এবং এ কারণে যে, তিনি পাপাচারী ও অন্যায়কারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন"– (সূরা হাশ্‌র ৫)।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ২৮৪৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٣٠٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا﴾، قَالَ : اللِّيْنَةُ : النَّخْلَةُ، ﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ﴾، قَالَ : اسْتَنْزَلُوْهُمْ مِنْ حُصُوْنِهِمْ، قَالَ : وَأُمِرُوا بِقَطْعِ النَّخْلِ، فَحَكَّ فِي صُدُوْرِهِمْ، فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ : قَدْ قَطَعْنَا بَعْضًا، وَتَرَكْنَا بَعْضًا؛ فَلَنَسْأَلَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ : هَلْ لَنَا فِيْمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ، وَهَلْ عَلَيْنَا فِيْمَا تَرَكْنَا مِنْ وِزْرٍ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - : ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا﴾ الْآيَةَ.

- صحيح الإسناد.

৩৩০৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "যে খেজুর গাছগুলো তোমরা কেটেছ এবং তার কাণ্ডের উপর যেগুলো স্থির রেখে দিয়েছ" এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আল-লীনাহ অর্থ ঃ খেজুর গাছ। "এবং এ কারণে যে, তিনি পাপাচারী ও অন্যায়কারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন" আয়াতটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অর্থাৎ মুসলমানরা তাদেরকে তাদের দুর্গগুলো হতে বহিষ্কার করে দেয়। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) আরো বলেন, যখন তাদেরকে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলার আদেশ দেয়া হয় সে সময় তাদের মনে ধারণা (সন্দেহ) হয়। মুসলমানরা বলেন, আমরা কিছু বৃক্ষ কেটে ফেলেছি এবং কিছু বৃক্ষ বহাল রেখেছি। এ বিষয়ে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমরা প্রশ্ন করবো যে, যে গাছগুলো আমরা কেটেছি তার কারণে আমাদেরকে সাওয়াব প্রদান করা হবে কি এবং যে বৃক্ষগুলো বহাল রেখেছি তার জন্য আমাদের কোন গুনাহ্ হবে কি? তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "যে খেজুর গাছগুলো তোমরা কেটেছ

এবং তাদের কাণ্ডের উপর যেগুলো স্থির রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমেই”– (সূরা হাশ্‌র ৫)।

হাদীসটির সানাদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি কিছু বর্ণনাকারী হাফ্‌স ইবনু গিয়াস হতে, তিনি হাবীব ইবনু আবী 'আমরাহ্ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রহঃ) হতে এই সূত্রে মুরসালরূপে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তার মধ্যে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান-হারূন ইবনু মু'আবিয়াহ্ হতে, তিনি হাফ্‌স ইবনু গিয়াস হতে, তিনি হাবীব ইবনু আবী 'আমরাহ্ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে মুরসালরূপে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আমার কাছে শুনেছেন।

٣٣٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : نَوِّمِي الصِّبْيَةَ، وَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ»، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ».

- صحيح : «الصحيحة» (٣٢٧٢) : ق أتم منه.

৩৩০৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক রাতে আনসার লোকের এখানে একজন মেহমান আসে। তার কাছে তার ও তার সন্তানদের খাবার ছাড়া অতিরিক্ত খাবার ছিল না। তার সহধর্মিণীকে তিনি বলেন, বাচ্চাদের ঘুম পারিয়ে দাও, আলো নিভিয়ে ফেল এবং তোমার কাছে যে খাবার রয়েছে তা মেহমানের সম্মুখে পরিবেশন কর। এই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় ঃ “আর নিজেদের উপর অন্যকে তারা অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাবপীড়িত হয়েও” –(সূরা হাশ্‌র ৯)।

সহীহ ঃ সহীহ হাদীস সিরিজ (হাঃ ৩২৭২), বুখারী ও মুসলিম আরও পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦١- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُمْتَحِنَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ সূরা আল-মুমতাহিনাহ্

٣٣٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ-، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ : قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ : انْطَلِقُوْا حَتَّى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ؛ فَإِنَّ فِيْهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوْهُ مِنْهَا، فَأْتُوْنِي بِهِ»، فَخَرَجْنَا تَتَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ؛ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ، فَقُلْنَا : أَخْرِجِيْ الْكِتَابَ، فَقَالَتْ : مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ! فَقُلْنَا : لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ؛ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ! قَالَ : فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، قَالَ : فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؛ فَإِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَكَّةَ؛ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : «مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟»، قَالَ : لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ؛ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ -إِذْ فَاتَنِيْ ذَلِكَ مِنْ نَسَبٍ فِيْهِمْ - أَنْ أَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِيْ، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «صَدَقَ، فَقَالَ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - : دَعْنِي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، فَمَا يُدْرِيْكَ؛ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ : اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ؛ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ؟!».
قَالَ : وَفِيْهِ أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّوْرَةُ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ السُّوْرَةَ.

قَالَ عَمْرٌو : وَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِيْ رَافِعٍ، وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ.

- صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٣٨١) ق.

৩৩০৫। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ ত্বালিব-এর পুত্র 'আলী (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অর্থাৎ আমাকে, যুবাইরকে ও মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদকে (চিঠি উদ্ধারের জন্য) পাঠিয়ে বললেন ঃ তোমরা রাওনা হয়ে 'রাওযা খাখ' নামক জায়গায় পৌঁছে যাও, সেখানে (মাক্কার লক্ষ্যে) গমনরত এক নারীকে পাওয়া যাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে। তোমরা তার নিকট হতে সেই পত্র উদ্ধার করে তা সরাসরি আমার নিকট নিয়ে আসবে। অতঃপর আমরা রাওনা হয়ে গেলাম। আমাদেরকে নিয়ে আমাদের ঘোড়া অতীব দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল এবং আমরা সেই 'রাওযা খাখ' নামক জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম। আমরা সেই নারীকে সেখানে পেয়ে গেলাম। আমরা তাকে বললাম, পত্রটি বের করে দাও। সে বলল, আমার সঙ্গে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই তুমি পত্রটি বের করে দাও, তা না হলে তোমার পরিধেয় পোশাক ত্যাগ কর। 'আলী (রাযিঃ) বলেন, সে তার চুলের খোঁপা হতে অবশেষে পত্রটি বের করে দিল এবং তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমরা হাযির হলাম। দেখা গেল যে, এটি মাক্কার কিছু সংখ্যক মুশরিকের লক্ষ্যে লিখিত হাতিব ইবনু আবী বালতা'আর পত্র। তিনি এই পত্রের মাধ্যমে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু পদক্ষেপ প্রসঙ্গে

জানিয়েছেন। নাবী ﷺ বললেন ঃ হে হাতিব! এ কি? হাতিব (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সম্পর্কে তাড়াতাড়ি করে কোন পদক্ষেপ নিবেন না। আমি কুরাইশদের সঙ্গে বসবাস করতাম, কিন্তু আমি তাদের সম্প্রদায়ের লোক নই। যে সকল মুহাজির আপনার সঙ্গে রয়েছেন মক্কায় তাদের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, যাদের সহযোগিতায় তারা তাদের মক্কাস্থ পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। আমি চিন্তা করলাম, মক্কায় আমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। যদি আমি তাদের প্রতি কোন রকম উপকার করতে পারি তবে তার বিনিময়ে তারা আমার আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। আমি কাফির হয়ে কিংবা আমার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে বা কুফরীর প্রতি খুশী হয়ে এ কাজ করিনি। নাবী ﷺ বললেন ঃ সে সত্য কথা বলেছে। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিক্বের ঘাড় উড়িয়ে দেই। নাবী ﷺ বললেন ঃ সে বদ্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জান! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদ্রের মুজাহিদদের প্রতি উঁকি মেরেছেন এবং বলেছেন ঃ "তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি"। 'আলী (রাযিঃ) বলেন, উক্ত বিষয়েই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে ঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুর মতো করে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের নিকট বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও; অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা স্বীকার করেনি...."। 'আম্র (রহঃ) বলেন, আমি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী রাফি'কে দেখেছি। তিনি 'আলী (রাযিঃ)-এর সচিব ছিলেন।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (হাঃ ২৩৮১), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে 'উমার ও জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। সুফ্ইয়ান ইবনু উয়াইনাহ্ হতেও একাধিক বর্ণনাকারী একই অর্থে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে এ কথা রয়েছে ঃ "তোমাকে পত্র বের করে দিতে হবে, তা না হলে তোমার বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে"। এ হাদীসটি 'আবদুর রাহ্মান আস-সুলামীর সূত্রে 'আলী (রাযিঃ) হতে একই রকম বর্ণিত হয়েছে। কেউ

কেউ এ কথাগুলো উল্লেখ করেছেন ঃ "তোমাকে অবশ্যই পত্রটি বের করে দিতে হবে, নতুবা তোমাকে আমরা উলঙ্গ করব।

٣٣٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْتَحِنُ؛ إِلاَّ بِالآيَةِ الَّتِي قَالَ اللّٰهُ : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ الآيَةَ. قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ؛ إِلاَّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا.

- صحيح : خ (٤٨٩١) م (٦/٢٩).

৩৩০৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটির জন্য লোকদের পরীক্ষা করতেন (অনুবাদ) ঃ "হে নাবী! মু'মিন মহিলারা তোমার নিকট এসে এই মর্মে যদি বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কোন শারীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না....."– (সূরা মুমতাহিনাহ্ ১২)। মা'মার (রহঃ) বলেন, ইবনু তাঊস তার বাবার সূত্রে আমার কাছে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত নিজস্ব মালিকানাধীন স্ত্রীলোক ব্যতীত অপর কারো হাত স্পর্শ করেনি।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৪৮৯১), মুসলিম (হাঃ ৬/২৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٣٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمُّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّةُ، قَالَتْ : قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ : مَا هَذَا الْمَعْرُوْفُ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيْهِ؟ قَالَ : «لاَ تَنُحْنَ»، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ

بَنِيْ فُلاَنٍ قَدْ أَسْعَدُوْنِي عَلَى عَمِّيْ، وَلاَ بُدَّ لِيْ مِنْ قَضَائِهِنَّ؟ فَأَبَى عَلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ مِرَارًا، فَأَذِنَ لِيْ فِيْ قَضَائِهِنَّ؛ فَلَمْ أَنُحْ بَعْدَ قَضَائِهِنَّ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَةَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النِّسْوَةِ امْرَأَةٌ؛ إِلاَّ وَقَدْ نَاحَتْ؛ غَيْرِيْ.

- حسن : «التعليق على ابن ماجه».

৩৩০৭। উম্মু সালামাহ্ আল-আনসারিয়্যাহ্ (রাযিঃ) বলেন, মহিলাদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করল, 'মা'রূফ' বলতে কি বুঝায়, যাতে আপনার নাফরমানী করা আমাদের জন্য বৈধ নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা বিলাপ করো না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অমুক সম্প্রদায়ের নারীরা আমার চাচার বিলাপে আমাকে সাহায্য করেছে। কাজেই তাদের প্রতিদান দেয়া আমারও কর্তব্য। আমার কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ একমত হলেন না। অতঃপর আমি পর্যায়ক্রমে তার নিকট অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে তাদের প্রতিদান দেয়ার অনুমতি দিলেন। আমি তাদের বিলাপের প্রতিদান দেয়ার পর ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আর কোন দিন বিলাপ করব না। কিন্তু আমি ব্যতীত অপর সব মহিলাই পরবর্তীতে বিলাপ করেছে।

হাসান ঃ তা'লীক আ'লা ইবনু মাজাহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উম্মু 'আতিয়াহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। 'আব্দ ইবনু হুমাইদ (রহঃ) বলেন, উম্মু সালামাহ্ আল-আনসারিয়্যাহ্ (রাযিঃ)-এর নাম আসমা বিনতু ইয়াযীদ ইবনুস সাকান।

٦٢- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২॥ সূরা আস্-সাফ্

٣٣٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

ابْنِ سَلاَمٍ، قَالَ : قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَتَذَاكَرْنَا، فَقُلْنَا : لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ؛ لَعَمِلْنَاهُ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - : ﴿سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ﴾، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ : فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

- صحيح الإسناد.

৩৩০৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতক সংখ্যক সাহাবী একসাথে বসে নিজেদের মাঝে আলোচনা করতে গিয়ে বললাম যে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট কোন কাজ সবচেয়ে প্রিয় তা জানতে পারলে সেই কাজটি করতে আমরা ব্রতী হতাম। সে সময় আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ “আকাশ ও যামীনে বিদ্যমান সমস্ত কিছুই আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে, তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে ঈমানদারগণ! তোমরা এরূপ কথা কেন বল যা কার্যকর করো না”– (সূরা সাফ্ ১-২)ঃ ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করে আমাদেরকে শুনান।

সনদ সহীহ।

আবূ সালামাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াত ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিঃ) আমাদেরকে পাঠ করে শুনান। ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) বলেন, এ আয়াত আবূ সালামাহ্ (রহঃ) আমাদেরকে পাঠ করে শুনান। ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন, এ আয়াত আমাদেরকে আওযা‘ঈ (রহঃ) পাঠ করে শুনান। ‘আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, ইবনু কাসীর (রহঃ) আমাদেরকে এ আয়াতটি পাঠ করে শুনান।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর কর্তৃক আওযা‘ঈর সূত্রে রিওয়ায়াতের প্রসঙ্গে মতের অমিল আছে। ‘আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক

(রহঃ) আওযা'ঈ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি হিলাল ইবনু আবী মাইমূনাহ্ হতে, তিনি 'আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিঃ) কিংবা আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম এ হাদীসটি আওযাঈর সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর বর্ণিত হাদীসের একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٣- بَابٌ وَمِنَ الْجُمُعَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩॥ সূরা আল-জুমু'আহ্

٣٣١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنِيْ ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيْلِيُّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ، فَتَلاَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ﴾؛ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِنَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، قَالَ : وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فِيْنَا، قَالَ : فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى سَلْمَانَ يَدَهُ، فَقَالَ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ بِالثُّرَيَّا؛ لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلاَءِ».

- صحيح : «الصحيحة» (١٠١٧) ق.

৩৩১০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ সূরা আল-জুমু'আহ্ অবতীর্ণ হওয়াকালে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটেই ছিলাম। তিনি তা পাঠ করলেন। "আর তিনি তাদের জন্যও (রাসূল) যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি"– (সূরা জুমু'আহ্ ৩) পর্যন্ত পৌঁছলে এক লোক তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এখনো যারা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি তারা কারা? রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথায় জবাব দিলেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন সালমান (রাযিঃ) আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান (রাযিঃ)-এর উপর তাঁর হাত রেখে বললেন ঃ সেই মহান সত্তার কৃসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি ঈমান সুরাইয়্যাহ্ নক্ষত্রেও থাকে তবুও তাদের মাঝের কিছু লোক তা নিয়ে আসবে।

সহীহ ঃ সহীহ হাদীস সিরিজ (হাঃ ১০১৭), বুখারী ও মুসলিম।

সাওর ইবনু যাইদ হলেন মাদানী এবং সাওর ইবনু ইয়াযীদ হলেন শামী (সিরীয়)। আবুল গাইসের নাম সালিম, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুতী'র মুক্তদাস। তিনি মাদীনার অধিবাসী একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার হলেন 'আলী ইবনুল মাদীনীর বাবা, ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন তাকে যঈফ বলেছেন।

٣٣١١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا؛ إِذْ قَدِمَتْ عِيرُ الْمَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً؛ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَنَزَلَتْ الآيَةُ : ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.

- صحيح : ق.

৩৩১১। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা জুমু'আহ্র সময় নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বাহ্ দিচ্ছিলেন। সে সময় মাদীনার একটি (ব্যবসায়ী) কাফিলা এসে হাযির হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মাঝ হতে আবূ বাক্র ও 'উমার (রাযিঃ)-সহ বারজন ব্যতীত প্রত্যেকেই সেদিকে তাড়াতাড়ি চলে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় ঃ "যখন তারা দেখল ব্যবসায় বা কৌতুক, সে সময় আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে গেল"– (সূরা জুমু'আহ্ ১১)

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। আহ্‌মাদ ইবনু মানী' হুশাইম হতে, তিনি হুসাইন হতে, তিনি সালিম ইবনু আবিল জা'দ হতে, তিনি জাবির (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপর্যুক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ বর্ণনাটিও হাসান সহীহ।

٦٤- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُنَافِقِيْنَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ সূরা আল-মুনাফিকূন

٣٣١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى، عَنْ إِسْرَئِيْلَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَمِّيْ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيِّ بْنِ سَلُوْلٍ يَقُوْلُ لِأَصْحَابِهِ : ﴿لاَ تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا﴾، وَ ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّيْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمِّيْ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ، فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوْا مَا قَالُوْا، فَكَذَّبَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ، فَأَصَابَنِيْ شَيْءٌ لَمْ يُصِبْنِيْ - قَطُّ - مِثْلُهُ، فَجَلَسْتُ فِيْ الْبَيْتِ، فَقَالَ عَمِّيْ : مَا أَرَدْتَ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَقَتَكَ! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ﴾، فَبَعَثَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ».

- صحيح : خ (٤٩٠٠، ٤٩٠٤) م (١١٩/٨).

৩৩১২। যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সঙ্গে ছিলাম। 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূলকে

আমি তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গীদের জন্য তোমরা আর অর্থ খরচ করবে না, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না (তার হতে) আলাদা হয়ে যায়। আমরা মাদীনায় ফিরে গেলে তখন অবশ্যই সেখানে প্রবলরা হীনদেরকে বহিষ্কার করবে। এ কথা আমি আমার চাচাকে জানালে তা তিনি নাবী ﷺ-কে জানান। আমাকে নাবী ﷺ ডাকেন এবং তাঁর নিকট আমি ঘটনা ব্যক্ত করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠান। শপথ করে তারা বলে যে, তারা (এ কথা) বলেনি। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মিথ্যাবাদী ও তাকে সত্যবাদী ধারণা করলেন। এতে আমার এত কষ্ট লাগল যে, আগে কখনও এ রকম কষ্ট হয়নি। আমি ভারাক্রান্ত মনে ঘরে বসে রইলাম। আমার চাচা বললেন, তুমি এমন ব্যাপারে কেন জড়িত হতে গেলে যার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তুমি মিথ্যাবাদী হলে ও তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হলে? এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা যখন "মুনাফিক্বরা যখন তোমার নিকট আসে" (অর্থাৎ সূরা আল-মুনাফিকূন) অবতীর্ণ করেন। তখন আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ডেকে পাঠান এবং তিনি উক্ত সূরা তিলাওয়াত করেন, তারপর বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৪৯০০, ৪৯০৪), মুসলিম (হাঃ ৮/১১৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٣١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَزْدِيِّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، وَكَانَ مَعَنَا أُنَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَكُنَّا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ، وَكَانَ الْأَعْرَابُ يَسْبِقُونَا إِلَيْهِ، فَسَبَقَ أَعْرَابِيٌّ أَصْحَابَهُ، فَيَسْبِقُ الْأَعْرَابِيُّ، فَيَمْلَأُ الْحَوْضَ، وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةً، وَيَجْعَلُ النِّطْعَ عَلَيْهِ،

حَتّٰى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ، قَالَ : فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْرَابِيًّا، فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ، فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ، فَانْتَزَعَ قِبَاضَ الْمَاءِ، فَرَفَعَ الْأَعْرَابِيُّ خَشَبَتَهُ، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الْأَنْصَارِيِّ، فَشَجَّهُ، فَأَتَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ - رَأْسَ الْمُنَافِقِيْنَ -، فَأَخْبَرَهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ-، فَغَضِبَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيٍّ، ثُمَّ قَالَ : ﴿لاَ تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوا﴾ مِنْ حَوْلِهِ - يَعْنِيْ : الْأَعْرَابَ -، وَكَانُوْا يَحْضُرُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الطَّعَامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : إِذَا انْفَضُّوْا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ؛ فَأْتُوْا مُحَمَّدًا بِالطَّعَامِ، فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ ، قَالَ زَيْدٌ : وَأَنَا رِدْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ، فَأَخْبَرْتُ عَمِّيْ، فَانْطَلَقَ، فَأَخْبَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَحَلَفَ وَجَحَدَ، قَالَ : فَصَدَّقَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذَّبَنِيْ، قَالَ : فَجَاءَ عَمِّيْ إِلَيَّ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ إِلاَّ أَنْ مَقَتَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذَّبَكَ، وَالْمُسْلِمُوْنَ! قَالَ : فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنَ الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ : فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، قَدْ خَفَقْتُ بِرَأْسِيْ مِنَ الْهَمِّ؛ إِذْ أَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَعَرَكَ أُذُنِيْ، وَضَحِكَ فِي وَجْهِيْ، فَمَا كَانَ يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ بِهَا الْخُلْدَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَحِقَنِيْ، فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ قُلْتُ : مَا قَالَ لِيْ

شَيْئًا؛ إِلاَّ أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِي، وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَقَالَ : أَبْشِرْ، ثُمَّ لَحِقَنِي عُمَرُ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِي لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا؛ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُوْرَةَ الْمُنَافِقِيْنَ.

– صحيح الإسناد.

৩৩১৩। যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে গেলাম। কিছু সংখ্যক বেদুঈনও আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরা পানির উৎসের দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাদের পূর্বেই বেদুঈনরা পানির উৎসে গিয়ে পৌঁছায়। এক বেদুঈন তার সঙ্গীদের পূর্বে পৌঁছে। সে হাউয (চৌবাচ্চা) সম্পূর্ণ করে তার চতুর্দিকে পাথর রেখে দিত এবং তার উপর চামড়া বিছিয়ে দিয়ে তা ঢেকে দিত, যাতে তার সাথী এসে যায় (এবং অন্যরা পানি নিতে না পারে)। উক্ত বেদুঈনের কাছে এসে এক আনসারী লোক তার উটকে পানি পান করানোর জন্য এর লাগাম (নাসারন্ধ্রের দড়ি) হালকা করে ছেড়ে দিল, কিন্তু বেদুঈন তার উটকে পানি পান করতে বাধা দেয়। এতে আনসারী ব্যক্তি (ক্রুদ্ধ হয়ে) পানির উৎসগুলো সরিয়ে ফেলে। সে সময় একটি কাষ্ঠ খণ্ড তুলে নিয়ে বেদুঈন আনসারীর মাথায় জোড়ে আঘাত করে এবং এর ফলে তার মাথা ফেটে যায়। উক্ত আনসারী মুনাফিক্ব সরদার 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাইর নিকট গিয়ে তাকে ঘটনা সম্পর্কে জানায়। আনসারী তার দলেরই লোক ছিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, যে বেদুঈনরা আল্লাহ তা'আলার রাসূলের সঙ্গে রয়েছে তাদেরকে সহায়তাদান বন্ধ করে দাও। তবেই তাঁর চারপাশ হতে তারা আলাদা হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহার করার সময় তাঁর নিকট বেদুঈনরা হাযির হত (এবং তাঁর সঙ্গে আহার করত)। তাই 'আবদুল্লাহ বলল, যে সময় বেদুঈনরা মুহাম্মাদের নিকট হতে অন্যত্র চলে যাবে তাঁর নিকট তখন খাবার উপস্থিত করবে; যাতে তিনি ও তাঁর নিকট উপস্থিত (অন্যরা) তা আহার করেন। তারপর 'আবদুল্লাহ তার সাথীদেরকে আরো বলল, আমরা যদি মাদীনায় ফিরে যেতে পারি তবে সম্মানিতরা তোমাদের মাঝের হীনদেরকে

তাড়িয়ে দিবে। যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে একই সওয়ারীতে ছিলাম। 'আবদুল্লাহ্র কথা আমি শুনে ফেললাম এবং আমার চাচাকে জানালাম। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গিয়ে তা অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ('আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-কে) ডেকে পাঠান। সে শপথ করে এবং অস্বীকার করে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিশ্বাস করলেন এবং আমাকে অবিশ্বাস করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার চাচা আমার নিকট এসে বললেন, এটাই তো তুমি চেয়েছিলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হোন এবং তিনি ও মুসলমানগণ তোমাকে মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এতটাই ভারাক্রান্ত হলাম যতটা কখনো কেউ হয়নি। তিনি আরো বলেন, তারপর আমি ভারাক্রান্ত হয়ে মাথা নত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গেই সফর অব্যাহত রাখলাম। এ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এসে আমার কান মললেন এবং আমার সম্মুখে হেসে দিলেন। যদি আমি চিরস্থায়ী জীবন (বা জান্নাত) লাভ করতাম তবুও এতটা খুশী হতাম না। তারপর আবূ বাক্র (রাযিঃ) এসে আমার সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি বলেছেন? আমি বললাম, আমাকে তিনি কিছুই বলেননি; তিনি কেবল আমার কান মলেছেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন। আবূ বাক্র (রাযিঃ) বললেন, তোমার জন্য সুখবর। অতঃপর আমার সঙ্গে 'উমার (রাযিঃ) এসে দেখা করেন। যে কথা আমি আবূ বাক্র (রাযিঃ)-কে বলেছিলাম তাঁকেও তাই বললাম। অতঃপর আমরা ভোরে উপনিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আল-মুনাফিকূন পাঠ করলেন।

হাদীসটির সানাদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাসান সহীহ হাদীস।

٣٣١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ - مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً - يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -:

أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ، قَالَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ ﴿ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾، قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَحَلَفَ مَا قَالَهُ، فَلاَمَنِي قَوْمِيْ، وَقَالُوْا : مَا أَرَدْتَ إِلاَّ هٰذِهِ! فَأَتَيْتُ الْبَيْتَ، وَنِمْتُ كَئِيْبًا حَزِيْنًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ - أَوْ أَتَيْتُهُ -، فَقَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ»، قَالَ : فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : ﴿ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا ﴾.

- صحيح : خ (٤٩٠٢).

৩৩১৪। আল-হাকাম ইবনু ‘উতাইবাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু কা‘ব আল-কুরাযীকে আমি চল্লিশ বছর আগে যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ)-এর মাধ্যমে রিওয়ায়াত করতে শুনেছি যে, তাবূক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বলল, আমরা মাদীনায় ফিরে যেতে পারলে সেখান হতে সম্মানিতরা অবশ্যই হীন লোকদেরকে বের করে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে বিষয়টি জানালাম। কিন্তু সে এ কথা বলেনি বলে শপথ করে। এতে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে দোষারোপ করে এবং বলে, তুমি কি এটাই চেয়েছিলে? আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ীতে ফিরে এসে অসার হয়ে শুয়ে রইলাম। আমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বলেন বা আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে সত্যবাদী ঘোষণা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, (এই পরিপ্রেক্ষিতে) এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ “এরা সেই লোক যারা বলে, রাসূলের সঙ্গী-সাথীদের জন্য তোমরা অর্থব্যয় বন্ধ করে দাও, যার ফলে তারা আলাদা হয়ে যায়”– (সূরা মুনাফিকূন ৭)।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৪৯০২)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٣١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : كُنَّا فِيْ غَزَاةٍ – قَالَ سُفْيَانُ : يَرَوْنَ أَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ –، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ! وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لِلْأَنْصَارِ! فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ : «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟!»، قَالُوْا : رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَسَعَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «دَعُوْهَا؛ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»، فَسَمِعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ بْنُ سَلُوْلٍ، فَقَالَ : أَوَقَدْ فَعَلُوْهَا؟! وَاللّٰهِ ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ فَقَالَ : عُمَرُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! دَعْنِيْ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «دَعْهُ؛ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»- وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو-، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : وَاللّٰهِ لاَ تَنْقَلِبُ؛ حَتَّى تُقِرَّ أَنَّكَ الذَّلِيْلُ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَزِيْزُ، فَفَعَلَ.

- صحيح : ق.

৩৩১৫। 'আম্‌র ইবনু দীনার (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছেন, একটি যুদ্ধে আমরা উপস্থিত ছিলাম। সুফ্ইয়ান বলেন, তা বানী মুসতালিক্বের যুদ্ধ ছিল। এক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করলে মুহাজির লোক ডাকেন, হে মুহাজির ভাইয়েরা। আনসারী লোকটিও ডাকেন, হে আনসার ভাইয়েরা। তা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জাহিলী যুগের ডাকাডাকি হচ্ছে কেন? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলেন ঃ এ ডাকাডাকি বন্ধ কর, কারণ

এটা ঘৃণিত ডাক। বিষয়টি ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূলের কানে পৌঁছলে সে বলল, এত বড় সাহস! এ কাজ তারা করেছে? আল্লাহ্র ক্বসম! যদি আমরা মাদীনায় ফিরে যেতে পারি তাহলে অবশ্যই সেখান হতে সম্মানিতরা হীনদেরকে বিতাড়িত করবে। ‘উমার (রাযিঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, এই মুনাফিক্বের ঘাড় আমি উড়িয়ে দেই। মুহাম্মাদ ﷺ বলেন ঃ তাকে এড়িয়ে চল। লোকেরা যেন বলতে না পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গীদেরকে খুন করেন। ‘আম্র ইবনু দীনার (রহঃ) ছাড়া অপর এক বর্ণনাকারী বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাইর ছেলে ‘আবদুল্লাহ (রাযিঃ) (তার বাবাকে) বলেন, আল্লাহ্র ক্বসম! আপনি এ কথা যতক্ষণ স্বীকার না করবেন যে, “আপনিই হীন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন মহাসম্মানিত”, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মাদীনায় ফিরে যেতে পারবেন না। তারপর সে তা স্বীকার করে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦٥- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ التَّغَابُنِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ সূরা আত্-তাগাবুন

٣٣١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ : حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ﴾؟ قَالَ : هَؤُلَاءِ رِجَالٌ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوْا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَنْ يَدَعُوْهُمْ أَنْ يَأْتُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؛ رَأَوُا النَّاسَ قَدْ فَقُهُوْا فِي الدِّيْنِ؛ هَمُّوا أَنْ يُّعَاقِبُوْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿يَا

أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ﴾ الْآيَةَ.

- حسن.

৩৩১৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক তাঁর নিকট নিম্নোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে (অনুবাদ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সহধর্মিণী ও সন্তান-সন্ততিদের মাঝে কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাকবে"– (সূরা তাগাবূন ১৪)। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এরা হল মাক্কাবাসীদের মাঝ হতে ইসলাম গ্রহণকারী, এরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (হিজরত করে) চলে আসতে চাচ্ছিল, কিন্তু তাদের স্ত্রী ও সন্তানরা তাদেরকে বাধা দিচ্ছিল যেন তারা তাদেরকে ছেড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চলে না আসে। পরে তারা (হিজরত করে) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এখানে (মাদীনায়) চলে এসে প্রত্যক্ষ করেন যে, লোকেরা (তাদের আগে আগত ব্যক্তিগণ) দীন বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেছে, তখন তারা তাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানদের সাজা দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে। আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "হে মু'মিনগণ! তোমাদের সহধর্মিণী ও সন্তানদের মাঝে কেউ কেউ তোমাদের দুশমন....."– (সূরা তাগাবূন ১৪)।

হাদীসটি হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦٦- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ التَّحْرِيْمِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬॥ সূরা আত্-তাহ্রীম

٣٣١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - يَقُوْلُ : لَمْ أَزَلْ حَرِيْصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ إِنْ

تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا﴾، حَتّٰى حَجَّ عُمَرُ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللّٰهُ: ﴿إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ﴾؟ فَقَالَ لِيْ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ!- قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَرِهَ - وَاللّٰهِ - مَا سَأَلَهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَكْتُمْهُ-، فَقَالَ: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِيَ الْحَدِيْثَ، فَقَالَ: كُنَّا - مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ؛ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا؛ فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِيْ، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ مِنْ ذٰلِكَ؟! فَوَاللّٰهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ: قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذٰلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ! قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي بِالْعَوَالِيْ فِيْ بَنِيْ أُمَيَّةَ، وَكَانَ لِيْ جَارٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ؛ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَآتِيْهِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ، قَالَ: وَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، قَالَ: فَجَاءَنِيْ يَوْمًا عِشَاءً، فَضَرَبَ عَلَى الْبَابِ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ، قُلْتُ: أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟! قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ: طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ؛ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هٰذَا كَائِنًا، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ؛ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ؛

فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ : أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ؟! قَالَتْ : لاَ أَدْرِي، هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِيْ هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ، فَأَتَيْتُ غُلاَمًا أَسْوَدَ، فَقُلْتُ : اسْتأْذِنْ لِعُمَرَ، قَالَ : فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، قَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ؛ فَإِذَا حَوْلَ الْمِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُوْنَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ الْغُلاَمَ، فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ اَيْضًا فَجَلَسْتُ ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَجِدُ فَاَتَيْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ اسْتَاْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَىَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَالَ : فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا؛ فَإِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُوْنِيْ، فَقَالَ : ادْخُلْ؛ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ، فَدَخَلْتُ؛ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيْرٍ، قَدْ رَأَيْتُ أَثَرَهُ فِيْ جَنْبَيْهِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَطَلَّقْتَ نِسَائَكَ؟! قَالَ : «لاَ»، قُلْتُ : اللّٰهُ أَكْبَرُ؛ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكُنَّا - مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِيْ؛ فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُوْنِي، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ؟! فَوَاللّٰهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : أَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَقُلْتُ : قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَتْ؛ أَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا؛ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ؛ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟! فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ : فَقُلْتُ

لِحَفْصَةَ : لاَ تُرَاجِعِي رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، وَلاَ تَسْأَلِيْهِ شَيْئًا، وَسَلِيْنِي مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ يَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتْ صَاحِبَتُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ أُخْرَى، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَسْتَأْنِسُ؟ قَالَ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَمَا رَأَيْتُ فِي الْبَيْتِ؛ إِلاَّ أَهَبَةً ثَلاَثَةً، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ؛ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّوْمِ؛ وَهُمْ لاَ يَعْبُدُوْنَهُ؟! فَاسْتَوَى جَالِسًا، فَقَالَ : «أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أُوْلَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا!»، قَالَ : وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، فَعَاتَبَهُ اللّٰهُ فِيْ ذَلِكَ : وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ؛ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، بَدَأَ بِيْ، قَالَ : «يَا عَائِشَةُ! إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ شَيْئًا؛ فَلاَ تَعْجَلِيْ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ»، قَالَتْ : ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ الْآيَةَ، قَالَتْ : عَلِمَ - وَاللّٰهِ - أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، فَقُلْتُ : أَفِيْ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟! فَإِنِّي أُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.

- صحيح : ق.

৩৩১৮। ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবী সাওর (রহঃ) বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাযিঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি ‘উমার (রাযিঃ)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই দু’জন সহধর্মিণী প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন ঃ “যদি তোমরা দু’জন

অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হও তবে তা ভাল, কারণ তোমাদের দু'জনের মন ঝুঁকে পড়েছে"– (সূরা তাহ্রীম ৪)। অবশেষে 'উমার (রাযিঃ) হাজ্জে গেলেন এবং আমিও তার সঙ্গে হাজ্জে গেলাম। পাত্র হতে আমি পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি উযূ করলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই দু'জন স্ত্রী কে যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "যদি তোমরা দু'জন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হও তবে ভাল, কেননা তোমাদের দু'জনের মন ঝুঁকে পড়েছে"– (সূরা তাহ্রীম ৪)। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, হে ইবনু 'আব্বাস! আশ্চর্য (তুমি এটুকুও জান না)! যুহরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র ক্বসম! এ কথায় প্রশ্ন করা তার নিকট মন্দ লেগেছে, কিন্তু তিনি তা লুকিয়ে রাখেননি। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তিনি আমাকে বললেন, তারা দু'জন 'আয়িশাহ্ ও হাফসাহ্।

তারপর তিনি ঘটনাটির ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, আমরা কুরাইশগণ মহিলাদের উপর প্রভাবশালী ছিলাম। কিন্তু মাদীনায় পৌঁছে আমরা দেখলাম, এখানকার পুরুষদের উপর মহিলারা প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। সুতরাং আমাদের মহিলারা এখানকার মহিলাদের অভ্যাস আয়ত্ত করে। একদিন আমি আমার সহধর্মিণীর উপর রাগ করলে সে আমার কথার প্রত্যুত্তর করে। কিন্তু তার প্রত্যুত্তর করাটাকে আমি অপছন্দ করলাম। সে বলল, এতে আপনার মন্দ লাগার কি আছে। আল্লাহ্র ক্বসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণগণও তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করেন এবং সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের কেউ কেউ তো তাঁর সংস্পর্শ থেকে চলে যান। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, যে তাদের মাঝে তা করে সে তো বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, আমার বসতি ছিল মাদীনার উচ্চভূমিতে বনূ উমাইয়্যার এলাকায়। আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিল। পর্যায়ক্রমে আমরা দু'জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাজলিসে আসা-যাওয়া করতাম। তদনুযায়ী একদিন সে তাঁর মাজলিসে গিয়ে ওয়াহী ও অন্যান্য বিষয়ের খবর নিয়ে এসে তা আমাকে জানাত এবং একদিন আমি তথায় গিয়ে (ফিরে এসে) তাকে একই রকম খবর দিতাম। 'উমার (রাযিঃ)

বলেন, আমাদের মাঝে আলোচনা হচ্ছিল যে, আমাদের বিপক্ষে গাস্‌সানীরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাদের ঘোড়াগুলো তৈরী করছে।

একদা রাতের বেলা সে আমার দরজায় এসে করাঘাত করলে আমি তার নিকটে বেরিয়ে এলাম। সে বলল, একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। আমি বললাম, গাস্‌সানীরা কি এসে গেছে? সে বলল, তার তুলনায়ও আরো মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের তালাক্ব দিয়েছেন। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, হাফসাহ্ হতভাগিনী ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি পূর্বেই ভাবছিলাম এমন একটা কিছু ঘটবে। তিনি বলেন, আমি ফজরের নামায আদায় করে কাপড়-চোপড় পরিধান করে রাওয়ানা হলাম এবং হাফসাহ্‌র কক্ষে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলাম যে, সে কাঁদছে। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে তালাক্ব দিয়েছেন কি? হাফসাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি জানি না, তবে তিনি ঐ উপরের কুঠরিতে নির্জনতা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তারপর ওখান হতে আমি বের হয়ে এক কৃষ্ণাঙ্গ গোলামের কাছে এসে বললাম, 'উমারের জন্য ঢোকার অনুমতি চাও। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, তখন সে ভিতরে ঢুকল, তারপর আমার কাছে ফিরে এসে বলল, তাঁর নিকট আমি আপনার কথা বলেছি কিন্তু তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমি মাসজিদে চলে এলাম। সেখানে মিম্বারের আশেপাশে আমি কিছু সংখ্যক লোককে কান্নারত দেখলাম। তাদের নিকট আমিও বসলাম, কিন্তু আমার অস্থিরতা বেড়ে গেল। তাই আমি পুনরায় ঐ দাসের নিকট এসে বললাম, তুমি 'উমারের জন্য ঢোকার অনুমতি চাও। অতঃপর সে ভিতর বাড়িতে প্রবেশ করে আবার ফিরে এসে বলল, আপনার কথা আমি তাকে বলেছি কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। আমি পুনরায় মাসজিদে ফিরে এলাম এবং বসে পড়লাম, কিন্তু আমাকে একই চিন্তা চিন্তান্বিত করে তুলল। তাই আমি সেই গোলামের নিকট গিয়ে বললাম, 'উমারের জন্য ঢোকার অনুমতি চাও। সে ভিতরে ঢুকে ফিরে এসে বলল, আপনার কথা আমি তাকে বলেছি কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, আমি ফিরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দাসটি আমাকে ডেকে বলল, ভিতরে প্রবেশ করুন। তিনি আপনাকে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন।

তারপর ভিতরে প্রবেশ করে আমি প্রত্যক্ষ করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন এবং তাঁর প্রত্যেক বাহুতে চাটাইয়ের দাগ পড়ে আছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আপনার স্ত্রীদের তালাক্ব দিয়েছেন কি? তিনি বলেন ঃ না। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান)। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি দেখুন, আমরা কুরাইশগণ মহিলাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে রাখতাম। কিন্তু মাদীনায় পৌঁছে আমরা দেখলাম যে, একদল ব্যক্তিদের উপর তাদের নারীরাই প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। আমাদের মহিলারা তাদের নারীগণের এ অভ্যাস আয়ত্ত করে নিয়েছে। একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হলাম, কিন্তু সে আমার প্রতিটি কথার প্রত্যুত্তর করল। আমি তার এমন আচরণকে অতীব মন্দ মনে করলাম। সে বলল, কেন এটা আপনি পছন্দ করছেন না। আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণও তো তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করেন, এমনকি তাদের কেউ কেউ সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে কাটান। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, আমি হাফসাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কি কথা কাটাকাটি কর? সে বলল, হ্যাঁ, আর আমাদের কেউ কেউ তো সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে কাটিয়ে দেয়। আমি বললাম, তোমাদের মাঝে যে এমন করেছে সে তো হতভাগিনী ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে তোমাদের কেউ কি নিরাপদ হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কারো প্রতি নাখোশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলাও তার উপর নাখোশ হবেন এবং ফলে সে ধ্বংস হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ অল্প হাসলেন। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমি হাফসাহ্‌কে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ঝগড়া করবে না এবং তাঁর নিকট কোন কিছুর বায়না ধরবে না। যা কিছুর তোমার দরকার হয় আমার কাছে চাইবে। আর তুমি ধোঁকা খেও না, তোমার সতীন তোমার তুলনায় সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুব বেশি প্রিয়। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, (এ কথা শুনে) তিনি আবার মুচকি হাসি দিলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার সঙ্গে আরো কিছু সময় কাটাই? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, মাথা তুলে ঘরের মাঝে তাকিয়ে আমি কেবল তিনটি চামড়া ব্যতীত আর কিছুই দেখিনি। তাই আমি বললাম,

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আপনার উম্মাতের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন। তিনি তো পারস্য ও রোমের বসবাসকারীদেরকে প্রাচুর্য দান করেছেন, অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত করে না। (এ কথায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ হে খাত্তাবের ছেলে! তুমি এখনো সন্দেহের মাঝে আছ কি? এরা তো এরূপ লোক যাদেরকে নিজস্ব সৎকর্মের প্রতিদান পার্থিব জীবনেই দেয়া হয়েছে। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস তাঁর সহধর্মিণীদের সঙ্গে মেলামেশা না করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাফ্‌ফারার (ক্ষতিপূরণ) বন্দোবস্ত করেন।

যুহরী (রহঃ) বলেন, 'উরওয়াহ্ (রহঃ) আমার নিকট 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ঊনত্রিশ দিন পার হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথমে আমার নিকট আসেন। তিনি বলেন ঃ হে 'আয়িশাহ্! আমি তোমার নিকট একটি বিষয় উল্লেখ করছি, তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে তুমি এ প্রসঙ্গে আলোচনা না করেই তাড়াহুড়া করে জবাব দিবে না। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর এ আয়াতটি তিনি পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "হে নাবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা কর....."– (সূরা আহ্‌যাব ২৮)। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কুসম! তিনি অবগত যে, আমার পিতা-মাতা আমাকে তাঁর হতে আলাদা হওয়ার অনুমতি দিবেন না। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি বললাম, এ প্রসঙ্গে আমার পিতা-মাতার কি পরামর্শ চাইব? আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের বাসস্থান প্রত্যাশা করি।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

মা'মার (রহঃ) বলেন, আইউব আমাকে জানান যে, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যে আপনাকেই বেছে নিয়েছি তা আপনার অন্যান্য স্ত্রীকে জানাবেন না। নাবী ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুবাল্লিগ (প্রচারক) হিসেবে পাঠিয়েছেন, কষ্ট-কাঠিন্যে নিক্ষেপকারী হিসেবে নয়।

হাসান ঃ সহীহ্ হাদীস সিরিজ (হাঃ ১৫১৬), মুসলিম জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীস ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে একাধিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে

٦٧- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ ﴿ن. وَالْقَلَمِ﴾

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭॥ সূরা নূন ওয়াল ক্বালাম

٣٣١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَلَقِيْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِيْ رَبَاحٍ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّ أُنَاسًا عِنْدَنَا يَقُوْلُوْنَ فِيْ الْقَدَرِ، فَقَالَ عَطَاءٌ : لَقِيْتُ الْوَلِيْدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَقَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ : الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ، فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ».

– صحيح : ومضى برقم (٢١٥٥) وفيه قصة.

৩৩১৯। 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনু সুলাইম (রাহঃ) বলেন, 'আত্বা ইবনু আবী রাবাহ্ (রাহঃ)-এর সঙ্গে আমি মক্কায় পৌছে দেখা করলাম। তাকে আমি বললাম, হে আবূ মুহাম্মাদ! এখানে আমাদের কিছু লোক তাক্বদীর স্বীকার করে না। 'আত্বা (রাহঃ) বলেন, ওয়ালীদ ইবনু 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাহঃ)-এর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন, আমার বাবা আমার নিকট রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি কলমকে বললেন, লিখ। তখন কলম লিখতে শুরু করে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লিপিবদ্ধ করে।

সহীহ ঃ ২১৫৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা রয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাসান সহীহ গারীব হাদীস। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٧٠- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْجِنِّ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০॥ সূরা আল-জিন্ন

٣٣٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنِي أَبُوْ الْوَلِيْدِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -، قَالَ : مَا قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ، وَلاَ رَآهُمْ؛ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ؛ وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوْا : مَا لَكُمْ؟ قَالُوْا : حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، فَقَالُوْا : مَا حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَا خَبَرِ السَّمَاءِ؛ إِلاَّ أَمْرٌ حَدَثَ؛ فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا؛ فَانْظُرُوْا مَا هَذَا الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟! قَالَ : فَانْطَلَقُوْا يَضْرِبُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا؛ يَبْتَغُوْنَ مَا هَذَا الَّذِيْ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟! فَانْصَرَفَ أُوْلَئِكَ النَّفَرُ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدًا إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ؛ اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوْا : هَذَا - وَاللّٰهِ - الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قَالَ : فَهُنَالِكَ رَجَعُوْا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوْا : يَا قَوْمَنَا! ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِفَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ

بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ ﴿ قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾؛ وَإِنَّمَا أُوْحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ.

- صحيح : خ (٤٩٢١)، م (٢/٣٥، ٣٦).

৩৩২৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জিনদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ না কিছু (কুরআন) পাঠ করে শুনিয়েছেন আর না তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। (বরং ঘটনা এই যে, একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একদল সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উকায নামক বাজারে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হন। ইতোমধ্যে আকাশের সংবাদ শোনার বিষয়ে জিনদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের বিরুদ্ধে উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়। অতঃপর শাইতান জিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসলে তখন তাদের অপরাপর জিনেরা প্রশ্ন করে, কি বিষয়! তারা বলে, আকাশের সংবাদ সংগ্রহ করতে আমাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা হচ্ছে এবং আমাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তারা বলল, অবশ্যই নতুন কিছু ঘটার কারণে আমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সব জায়গায় তোমরা ঘুরে দেখ, কি ব্যাপার ঘটেছে যার কারণে তোমাদের ও আকাশের সংবাদের মাঝে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তারা তাদের আকাশের সংবাদের মাঝে বাধার কারণ বের করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। যারা তিহামার উদ্দেশে বেরিয়েছিল তারা "নাখলা" নামক জায়গায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ উকাযের বাজারে যাওয়ার পথে এখানে অবস্থান করছিলেন। সে সময় সাহাবীদেরকে নিয়ে তিনি ফাজ্‌রের নামায আদায় করছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে গভীর মনোযোগের সাথে তা শুনে। তারা বলল, আল্লাহ্‌র ক্বসম! এটাই সেই জিনিস যা তোমাদের ও আকাশের খবরের মধ্যে বাধার কারণ ঘটিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় তারা তাদের গোত্রে ফিরে গিয়ে বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, আমাদেরকে যা কল্যাণের পথ দেখায়। তাই তার উপর আমরা ঈমান

এনেছি। আর কখনো আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করব না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীর নিকট আয়াত অবতীর্ণ করেন (অনুবাদ) ঃ "আপনি বলুন, আমার নিকট ওয়াহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, জিনদের একদল মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শুনেছে"– (সূরা জিন ১)। এভাবে ওয়াহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিনদের আলাপচারিতা প্রসঙ্গে জানানো হয়।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৪৯২১), মুসলিম (হাঃ ২/৩৫, ৩৬)।

একই সনদে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ এটাও জিনদের কথা যা তারা তাদের গোত্রকে বলেছিল, "আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা যখন তাঁকে ডাকার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হয় সে সময় তারা তার নিকট ভিড় জমায়"– (সূরা জিন ১৯)। আর যখন এই জিনেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায আদায় করতে ও তাঁর সাহাবীদেরও তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করতে এবং তাঁর সাজদাহ্র সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকেও সাজদাহ্ করতে দেখে সে সময়েই তারা তাঁর প্রতি সাহাবীদের এ আনুগত্যে অবিভূত হয়। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলে, আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা যখন তাঁকে (আল্লাহ তা'আলাকে) ডাকার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হয় তখন তারা তার নিকট জড়ো হয়"।

হাদীসটির সানাদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ الْجِنُّ يَصْعَدُوْنَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُوْنَ الْوَحْيَ، فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ؛ زَادُوْا فِيهَا تِسْعًا، فَأَمَّا الْكَلِمَةُ؛ فَتَكُوْنُ حَقًّا، وَأَمَّا مَا زَادُوْهُ؛ فَيَكُوْنَ بَاطِلاً، فَلَمَّا بُعِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ، فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِإِبْلِيسَ، وَلَمْ تَكُنِ النُّجُوْمُ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذٰلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ : مَا هٰذَا

إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ، فَبَعَثَ جُنُوْدَهُ، فَوَجَدُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْنِ - أُرَاهُ قَالَ - بِمَكَّةَ، فَلَقُوْهُ فَأَخْبَرُوْهُ، فَقَالَ : هَذَا الَّذِيْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ.

- صحيح.

৩৩২৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ঊর্ধ্ব জগতে জিনেরা যাতায়াত করত আকাশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য। একটি কথা শুনতে পেলে তার সঙ্গে তারা নিজেদের পক্ষ হতে আরো নয়টি কথা সংযুক্ত করত। যার কারণে সেই একটি কথা সত্য হত এবং বাকি নয়টি কথা হত মিথ্যা। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নবূওয়াতপ্রাপ্ত হলে ঊর্ধ্ব জগতে তাদের উপবেশনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। সুতরাং (জিনেরা) এ ব্যাপারটি তারা ইবলিসকে অবহিত করে। আর ইতোপূর্বে কখনো তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়নি। ইবলীস তাদেরকে বলল, পৃথিবীতে অবশ্যই নতুন কিছু ঘটেছে, যার কারণে এই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ইবলীস তার দলকে প্রেরণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তারা দু'টি পাহাড়ের মাঝামাঝিতে নামায আদায় করতে দেখে। (ইমাম তিরমিযী বলেন,) আমার ধারণা হয় মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, মাক্কায় (নামায আদায় করতে দেখে)। তারপর তারা ইবলীসের সঙ্গে দেখা করে তাকে ব্যাপারটি জানায়। সে বলল, সেই নতুন ঘটনা এটাই যা দুনিয়াতে ঘটেছে।

সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧١- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُدَّثِّرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১॥ সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির

٣٣٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ؛ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ : «بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِيْ؛ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ؛ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءَ؛ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُثِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا، فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ : زَمِّلُوْنِي، زَمِّلُوْنِي، فَدَثَّرُوْنِي، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾؛ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ».

- صحيح : ق.

৩৩২৫। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি সাময়িকভাবে ওয়াহী বন্ধ থাকার বিষয়ের রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি ঃ আমি পথ চলছিলাম। এ সময়ে আমি উর্ধ্ব জগত হতে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলতেই প্রত্যক্ষ করলাম, হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার নিকট এসেছিলেন তিনি আকাশ ও যামীনের মধ্যবর্তী জায়গায় একটি চেয়ারে বসে আছেন। তাকে দেখে আমি খুব ভীত হয়ে গেলাম। (ঘরে) ফিরে এসে আমি বললাম ঃ আমাকে তোমরা চাদরে ঢেকে দাও! আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। অতঃপর তারা আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দিল। সে সময় আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠো, আর সাবধান করো...... আর পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করো"- (সূরা মুদ্দাস্সির ১-৫)। এটা নামায ফরয হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর (রাহঃ) আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমানের সূত্রে জাবির (রাযিঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ সালামাহ্র নাম 'আবদুল্লাহ।

٧٢- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْقِيَامَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২॥ সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্

٣٣٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ؛ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ؛ يُرِيْدُ أَنْ يَحْفَظَهُ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾، قَالَ : فَكَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ.

-صحيح : ق.

وَحَرَّكَ سُفْيَانُ شَفَتَيْهِ.

৩৩২৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ হত তখন তিনি তা মুখস্থ করে নেয়ার জন্য (ফেরেশতার সঙ্গে সঙ্গে) জিহ্বা নাড়াতেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "তাড়াতাড়ি ওয়াহী মুখস্থ করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করো না....."- (সূরা ক্বিয়ামাহ্ ১৬-২১)। অধঃস্তন বর্ণনাকারী মূসা তার ঠোঁট দু'টো নেড়ে দেখাতেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

সুফ্ইয়ানও তার ঠোঁট দু'টো নাড়তেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তান বলেছেন, সুফ্ইয়ান আস-সাওরী (রাহঃ) মূসা ইবনু আবী 'আয়িশাহ্র খুব সুনাম করতেন।

٧٣- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ عَبَسَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩॥ সূরা 'আবাসা

٣٣٣١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ

أَبِيْ، قَالَ : هَذَا مَا عَرَضْنَا عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : أُنْزِلَ ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ فِيْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ الْأَعْمَى؛ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرْشِدْنِيْ؛ وَعِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ، وَيَقُوْلُ : أَتَرَى بِمَا أَقُوْلُ بَأْسًا؟ فَيَقُوْلُ : «لَا» فَفِيْ هَذَا أُنْزِلَ.

-صحيح الإسناد.

৩৩৩১। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা" সূরাটি অন্ধ সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতূম (রাযিঃ) প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে তিনি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে দ্বীনের সঠিক পথ বলে দিন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাজলিসে মুশরিকদের এক নেতৃস্থানীয় লোক হাযির ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এড়িয়ে চলেন এবং উক্ত নেতার প্রতি মনোযোগ দেন। ইবনু উম্মু মাকতূম (রাযিঃ) বলেন, আপনি কি মনে করেন- আমি যা বলছি তা মন্দ? তিনি বলতে থাকেন ঃ না। এ প্রসঙ্গে সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

হাদীসটির সানাদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস কিছু বর্ণনাকারী হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ হতে, তার বাবার সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, "আবাসাহ্ ওয়া তাওয়াল্লা" সূরাটি ইবনু উম্মু মাকতূম (রাযিঃ) প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি এ সনদে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি।

٣٣٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : أَيُبْصِرُ -

أَوْ يَرَى - بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ؟! قَالَ : «يَا فُلَانَةُ! ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾».

-حسن صحيح.

৩৩৩২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন নগ্নপদে, নগ্ন শরীরে ও খাতনাহীন অবস্থায় উঠানো হবে। এক মহিলা ['আয়িশাহ্ (রাযিঃ)] বলেন, তবে কি আমাদের একে অন্যের গুপ্তস্থান দেখতে পাবে! তিনি বললেন, হে অমুক! "সেদিন তাদের সবার এরূপ গুরুতর পরিণতি হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যতিব্যস্ত রাখবে"– (সূরা 'আবাসা ৩৭)।

হাসান সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি একাধিক সনদে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। এটি সা'ঈদ ইবনু জুবাইরও বর্ণনা করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٧٤- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ সূরা আত্-তাকবীর

٣٣٣٣- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَحِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الصَّنْعَانِيُّ -، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ؛ فَلْيَقْرَأْ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾، و﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾».

-صحيح : «الصحيحة» (١٠٨١).

৩৩৩৩। ইবনু ‘উমার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দৃশ্যাবলী যে লোক চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করতে উৎসাহী সে যেন “ইযাশ-শামসু কুব্বিরাত”, “ইযাস্ সামাউন ফাত্বারাত” ও “ইযাস্ সামাউন শাক্কাত” এ তিনটি সূরা পাঠ করে।

সহীহ ঃ সহীহ হাদীস সিরিজ (হাঃ ১০৮১)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। হিশাম ইবনু ইউসুফ প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ হাদীসটি উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে ক্বিয়ামাত দিবস অবলোকন করতে পছন্দ করে সে যেন “ইযাশ শামসু কুব্বিরাত” পাঠ করে। এ বর্ণনায় “ইযাস্ সামাউন ফাতারাত” এবং “ইযাস্ সামাউন শাক্কাত” উল্লেখ করেননি।

٧٥- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ : وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫॥ সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন

٣٣٣٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً، نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ؛ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ؛ زِيْدَ فِيْهَا، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ : ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾».

-حسن : التعليق الرغيب» (٢/٢٦٨).

৩৩৩৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো চিহ্ন পড়ে। অতঃপর যখন সে গুনাহ্র কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবাহ্ করে তার অন্তর তখন পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার

পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তা'আলা যার বর্ণনা করেছেন ঃ "কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনে জং (মরিচা) ধরিয়েছে"– (সূরা মুত্বাফ্ফিফীন ১৪)।

হাসান ঃ আত্-তা'লীকুর রাগীব (হাঃ ২/২৬৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٣٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ حَمَّادٌ : هُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوعٌ-. ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قَالَ : «يَقُومُونَ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ».

-صحيح : ق، مكرر الحديث (٢٤٢٢).

৩৩৩৫। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, হাম্মাদ (রাহঃ) বলেন, আমাদের মতে এটি মারফূ' হাদীস (মহানাবীর বাণী)। "সকল মানুষ যে দিন রাব্বুল 'আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবে"– (সূরা মুত্বাফ্ফিফীন ৬) আয়াতের বর্ণনা সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ লোকেরা (ক্বিয়ামাতের মায়দানে) সেদিন কানের লতিকা পর্যন্ত ঘামে ডুবন্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকবে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম, এটি ২৪২২ নং হাদীসের পুনরুল্লেখ।

٣٣٣٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قَالَ : «يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ».

-صحيح : انظر ما قبله.

৩৩৩৬। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, "সকল মানুষ যেদিন বিশ্বপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকবে"– (সূরা মুত্বাফ্ফিফীন ৬) আয়াত প্রসঙ্গে নাবী ﷺ বলেন ঃ মানুষ তার কানের লতিকা পর্যন্ত ঘামে দণ্ডায়মান থাকবে।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٧٦- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬॥ সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব

٣٣٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ؛ هَلَكَ»، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿يَسِيْرًا﴾؟! قَالَ : «ذَلِكِ الْعَرْضُ».

-صحيح:ق وقد مضى برقم (٢٤٢٦).

৩৩৩৭। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ ক্বিয়ামাতের দিন নিখুঁতভাবে যার হিসাব নেয়া হবে সে তো বিলীন হয়ে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন ঃ "যাকে তার 'আমালনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ অতি সহজেই হবে"– (সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব ৭-৮)। তিনি বললেন ঃ সে তো নামমাত্র হাযির করা।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম, ২৪২৬ নং হাদীস পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সুয়াইদ ইবনু নাস্র 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি 'উসমান ইবনুল আস্ওয়াদ হতে, উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু আবান প্রমুখ-'আবদুল ওয়াহ্হাব আস-সাক্বাফী হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٣٣٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهَمَذَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ».

-حسن صحيح.

৩৩৩৮। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যার হিসাব নেয়া হবে সে তো আযাবপ্রাপ্ত হবে।

হাসান সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু ক্বাতাদাহ্ হতে আনাস (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে হাদীসটি অবগত হয়েছি।

٧٧- بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الْبُرُوجِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭॥ সূরা আল-বুরূজ

٣٣٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُمُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ : يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ : يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّاهِدُ. يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ؛ أَفْضَلَ مِنْهُ، فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ؛ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، وَلَا يَسْتَعِيذُ مِنْ شَيْءٍ؛ إِلَّا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْهُ».

-حسن : المشكاة»، (١٣٦٢-التحقيق الثاني)، الصحيحة» (١٥٠٢).

৩৩৩৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আল ইয়াউমুল মাও'উদ"– (সূরা বুরূজ ২) **অর্থ- ক্বিয়ামাতের দিন; "আল-ইয়াউমুল মাশ্হুদ"– (সূরা হূদ ১০৩) অর্থ- 'আরাফাতে (উপস্থিতির) দিন এবং "আশ্-শাহিদ" (সূরা বুরূজ ৩) অর্থ- জুমু'আর দিন**। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ **যে সমস্ত দিনে সূর্য উদিত হয় ও অস্ত** যায় তার মাঝে জুমু'আর দিনের তুলনায় বেশি ভাল কোন দিন **নেই**। এ দিনের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, ঠিক সে সময় কোন **মু'মিন** বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলে তার প্রার্থনা তিনি ক্ববূল করেন এবং যে বস্তু (অনিষ্ট) হতে সে আশ্রয় প্রার্থনা করে তা হতে তিনি তাকে আশ্রয় দান করেন।

হাসান ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ১৩৬২), সহীহ হাদীস সিরিজ (হাঃ ১৫০২)।

'আলী ইবনু হুজ্‌র-কুররান ইবনু তাম্মাম আল-আসাদী হতে, তিনি মূসা ইবনু 'উবাইদাহ্‌র সনদে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। মূসা ইবনু 'উবাইদাহ্ আর-রাবাযীর উপনাম আবূ 'আবদুল 'আযীয। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার সমালোচনা করেছেন। অবশ্য শু'বাহ্, সুফ্ইয়ান আস্-সাওরী প্রমুখ ইমামগণ মূসা ইবনু 'উবাইদাহ্ হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

এ হাদীস কেবল মূসা ইবনু 'উবাইদাহ্‌র সনদেই আমরা অবগত হয়েছি। হাদীসশাস্ত্রে মূসা ইবনু 'উবাইদাকে দুর্বল আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ প্রমুখ তাকে তার স্মৃতিশক্তির দিক হতে কমজোড় বলেছেন।

٣٣٤٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ-، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ؛ هَمَسَ-وَالْهَمْسُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ : تَحَرُّكُ شَفَتَيْهِ-؛ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ؟! قَالَ : «إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أُعْجِبَ بِأُمَّتِهِ، فَقَالَ : مَنْ يَقُوْمُ لِهَؤُلَاءِ؟! فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ أَنْ : خَيِّرْهُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، وَبَيْنَ أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، فَاخْتَارُوْا النِّقْمَةَ، فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفًا».

-صحيح : «تخريج الكلم الطيب» (٨٣/١٢٥).

قَالَ : وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ؛ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ الْآخَرِ، قَالَ : كَانَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوْكِ، وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَلِكِ كَاهِنٌ يَكْهَنُ لَهُ، فَقَالَ الْكَاهِنُ : انْظُرُوْا لِيْ غُلَامًا فَهِمًا - أَوْ قَالَ : فَطِنًا لَقِنًا -؛ فَأُعَلِّمَهُ عِلْمِيْ هَذَا؛ فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ أَمُوْتَ، فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا الْعِلْمُ، وَلَا يَكُوْنَ فِيْكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ - قَالَ -، فَنَظَرُوْا لَهُ عَلَى مَا وَصَفَ، فَأَمَرُوْهُ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ الْكَاهِنَ، وَأَنْ يَخْتَلِفَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ، وَكَانَ عَلَى طَرِيْقِ الْغُلَامِ رَاهِبٌ فِيْ صَوْمَعَةٍ - قَالَ مَعْمَرٌ : أَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوْا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِيْنَ، قَالَ -، فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَعْبُدُ اللّٰهَ - قَالَ -، فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ، وَيُبْطِئُ عَنِ الْكَاهِنِ، فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ الْغُلَامِ

: إِنَّهُ لاَ يَكَادُ يَحْضُرُنِي، فَأَخْبَرَ الْغُلاَمُ الرَّاهِبَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : إِذَا قَالَ لَكَ الْكَاهِنُ : أَيْنَ كُنْتَ؛ فَقُلْ : عِنْدَ أَهْلِيْ، وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلُكَ : أَيْنَ كُنْتَ؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ كُنْتَ عِنْدَ الْكَاهِنِ - قَالَ -، فَبَيْنَمَا الْغُلاَمُ عَلَى ذَلِكَ؛ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ كَثِيْرٍ؛ قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةَ كَانَتْ أَسَدًا، قَالَ-، فَأَخَذَ الْغُلاَمُ حَجَرًا، فَقَالَ : اللّٰهُمَّ! إِنْ كَانَ مَا يَقُوْلُ الرَّاهِبُ حَقًّا؛ فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَقْتُلَهَا - قَالَ -، ثُمَّ رَمَى، فَقَتَلَ الدَّابَّةَ، فَقَالَ النَّاسُ : مَنْ قَتَلَهَ؟ قَالُوْا : الْغُلاَمُ، فَفَزِعَ النَّاسُ، وَقَالُوْا : لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلاَمُ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدٌ - قَالَ-، فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى، فَقَالَ لَهُ : إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ بَصَرِيْ؛ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ لَهُ : لاَ أُرِيْدُ مِنْكَ هَذَا، وَلَكِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بَصَرُكَ؛ أَتُؤْمِنُ بِالَّذِيْ رَدَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَدَعَا اللّٰهَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَآمَنَ الأَعْمَى، فَبَلَغَ الْمَلِكَ أَمْرُهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَالَ : لَأَقْتُلَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قِتْلَةً لاَ أَقْتُلُ بِهَا صَاحِبَهُ، فَأَمَرَ بِالرَّاهِبِ وَالرَّجُلِ الَّذِيْ كَانَ أَعْمَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَى مَفْرِقِ أَحَدِهِمَا فَقَتَلَهُ، وَقَتَلَ الآخَرَ بِقِتْلَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُلاَمِ، فَقَالَ : انْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَأَلْقُوْهُ مِنْ رَأْسِهِ، فَانْطَلَقُوْا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِيْ أَرَادُوْا أَنْ يُلْقُوْهُ مِنْهُ؛ جَعَلُوْا يَتَهَافَتُوْنَ مِنْ ذَلِكَ الْجَبَلِ وَيَتَرَدَّوْنَ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ الْغُلاَمُ - قَالَ -، ثُمَّ رَجَعَ، فَأَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ أَنْ يَنْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ، فَيُلْقُوْنَهُ

فِيْهِ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى الْبَحْرِ، فَغَرَّقَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَهُ، وَأَنْجَاهُ، فَقَالَ الْغُلاَمُ لِلْمَلِكِ : إِنَّكَ لاَ تَقْتُلُنِيْ حَتّٰى تَصْلُبَنِيْ وَتَرْمِيَنِيْ، وَتَقُوْلَ إِذَا رَمَيْتَنِيْ، بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ هَذَا الْغُلاَمِ - قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ هٰذَا الْغُلاَمِ قَالَ -، فَوَضَعَ الْغُلاَمُ يَدَهُ عَلَى صُدْغِهِ حِيْنَ رُمِيَ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ أُنَاسٌ : لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلاَمُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ؛ فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِرَبِّ هَذَا الْغُلاَمِ - قَالَ -، فَقِيْلَ لِلْمَلِكِ : أَجَزِعْتَ أَنْ خَالَفَكَ ثَلاَثَةٌ؛ فَهَذَا الْعَالَمُ كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوْكَ - قَالَ -، فَخَدَّ أُخْدُوْدًا، ثُمَّ أَلْقَى فِيْهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ، ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ : مَنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ تَرَكْنَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ؛ أَلْقَيْنَاهُ فِيْ هَذِهِ النَّارِ، فَجَعَلَ يُلْقِيْهِمْ فِيْ تِلْكَ الْأُخْدُوْدِ - قَالَ -، يَقُوْلُ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِيْهِ : ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ﴾ - حَتّٰى بَلَغَ -: ﴿الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ﴾- قَالَ-، فَأَمَّا الْغُلاَمُ؛ فَإِنَّهُ دُفِنَ».

فَيُذْكَرُ أَنَّهُ أُخْرِجَ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأُصْبُعُهُ عَلَى صُدْغِهِ؛ كَمَا وَضَعَهَا حِيْنَ قُتِلَ.

-صحيح : م (٨/٢٢٩-٢٣١) دون قوله : بقوله الله ......».

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৩৪০। সুহাইব ইবনু সিনান আর-রূমী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আসরের নামায আদায় করার পর নিঃশব্দে কিছু তিলাওয়াত করতেন। কারো মতে 'হামস্' অর্থ 'ঠোঁট নাড়ানো'। যেন

তিনি কথা বলছেন। তাই তাঁকে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আসরের নামায আদায় করার পর আপনি ঠোঁট নেড়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার একজন নাবী তাঁর উম্মাতের (সংখ্যাধিক্যের) জন্য অধিক খুশী হন। তাই তিনি মনে মনে বলেন, কারা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে! সে সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট ওয়াহী পাঠান ঃ 'তাদেরকে তুমি দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দাও ঃ হয় তাদের উপর আমি প্রতিশোধ নিব কিংবা শত্রুবাহিনীকে তাদের উপর আধিপত্য দান করব। তারা প্রতিশোধ নেয়াকে এখতিয়ার করল। অতঃপর তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যু চাপিয়ে দিলেন, ফলে এক দিনেই তাদের সত্তর হাজার লোক মারা গেল।

সহীহ ঃ তাখরীজ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ১২৫/৮৩)।

বর্ণনাকারী বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ঘটনা উদ্ধৃত করতেন সে সময় এর সঙ্গে তিনি আরো একটি ঘটনা বলতেন। তিনি বলেন ঃ জনৈক বাদশার এক যাদুকর ছিল। বাদশাকে সে ভবিষ্যদ্বাণী শুনাত। যাদুকরটি লোকদেরকে বলল, আমাকে তোমরা একটি বুদ্ধিমান, সাবধানী ও ধিশক্তি সম্পন্ন বালক এনে দাও। আমি তাকে আমার জ্ঞান শিখিয়ে দিব। কারণ আমার মনে হচ্ছে যে, আমি মারা গেলে আমার এ বিদ্যা হতে তোমরা বঞ্চিত হবে। তোমাদের মাঝে এই জ্ঞান সম্পন্ন আর কেউ থাকবে না। তিনি বলেন ঃ লোকেরা (যাদুকরের) কথামত একটি বুদ্ধিমান ছেলে খুঁজে বের করে এবং তাকে সেই যাদুকরের নিকট প্রত্যহ যাতায়াতের ও তার সাহচর্য লাভের আদেশ দেয়। ছেলেটি সেই যাদুকরের নিকট যাতায়াত করতে থাকে। ছেলেটির যাওয়া-আসার পথে একটি গীর্জায় এক পাদরী (রাহেব) অবস্থানরত ছিল। বর্ণনাকারী মা'মার বলেন, আমার বিশ্বাস সে সময় গীর্জার পাদরীগণ তাওহীদের বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। সে এ পাদরীর কাছ দিয়ে যাতায়াতকালে তার নিকট (দীন প্রসঙ্গে) প্রশ্ন করত। অবশেষে সে বলল, আমি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করি। তারপর পাদরীর নিকট ছেলেটি অবস্থান করতে শুরু করে এবং যাদুকরের নিকট বিলম্বে উপস্থিত হয়। যাদুকর ছেলের অভিভাবককে বলে পাঠায় যে আমার আশঙ্কা হয় সে

আমার নিকট আসবে না। বালক পাদরীকে এ বিষয়টি অবহিত করলে তিনি তাকে বলেন, তুমি কোথায় ছিলে যাদুকর তোমাকে এ প্রশ্ন করলে তুমি বলবে, আমি বাড়ীতে ছিলাম। আর তোমাকে অভিভাবকরা প্রশ্ন করলে তুমি বলবে, আমি যাদুকরের নিকট ছিলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এভাবে বেশ কিছু দিন বালকটির কেটে গেল। একদিন সে এক বিরাট সংখ্যক লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের পথে একটি হিংস্র জন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ বললেন, ঐ জন্তুটি ছিল বাঘ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বালকটি একটি পাথর তুলে নিয়ে বলে, হে আল্লাহ! পাদরী যা বলে তা যদি সত্য হয় তাহলে আমি আপনার নিকট চাই যে, এ জন্তুটিকে আমি হত্যা করি। এ কথা বলে সে পাথরটি ছুড়ে মারল এবং জন্তুটি হত্যা করল। লোকেরা বলল, জন্তুটি কে হত্যা করেছে? লোকেরা বলল, এ বালকটি। লোকেরা বিমর্ষ হয়ে বলল, এমন জ্ঞান সে আয়ত্ত করেছে যা আর কারো নিকটে নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এক অন্ধ লোক এ ঘটনা শুনতে পেয়ে তাকে বলল, যদি তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পার তবে তোমাকে আমি এই এই পরিমাণ সম্পদ দিব। বালকটি তাকে বলল, তোমার নিকট আমি তা চাই না। তবে যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি তুমি ফিরিয়ে পাও তাহলে যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিবে তাঁর উপর কি তুমি ঈমান আনবে? অন্ধ বলল, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ছেলেটি দু'আ করল এবং আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। অন্ধ ব্যক্তিও ঈমান আনল।

বিষয়টি বাদশার কানে গিয়ে পৌঁছলে সে তাদের ডেকে পাঠায়। তার নিকট তাদেরকে হাযির করা হলে সে বলল, তোমাদের প্রত্যেককে আমি এক এক নতুন পন্থায় হত্যা করব যে পন্থায় তার সঙ্গীকে হত্যা করব না। সে পাদরী ও অন্ধ লোকটিকে হত্যার হুকুম দিল এবং সে অনুযায়ী এদের একজনের মাথার উপর করাত চালিয়ে হত্যা করা হয় এবং অন্যজনকে আরেকভাবে হত্যা করা হয়। তারপর বালকটি প্রসঙ্গে বাদশা বলল, একে ঐ পর্বতে নিয়ে যাও এবং তার চূড়া হতে তাকে ফেলে দাও। অতঃপর তারা তাকে নিয়ে সেই পর্বতে গেল। যখন তারা পাহাড়ের সেই নির্দিষ্ট জায়গা

হতে তাকে ফেলে দিতে প্রস্তুত হল তখন একে একে তারা সকলে পড়ে মারা গেল এবং বালকটি ব্যতীত কেউই বাকি থাকল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সে ফিরে এলে বাদশা তাকে নিয়ে নদীতে ডুবিয়ে মারার জন্য লোকদেরকে হুকুম দিল। তারপর তাকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হল। আল্লাহ তা'আলা বালকটির সাথী সকলকে ডুবিয়ে হত্যা করলেন এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। পরবর্তীতে ছেলেটিই বাদশাকে বলল, আমাকে তুমি হত্যা করতে পারবে না। তবে আমাকে তুমি শূলে চড়িয়ে "এ বালকের প্রতিপালকের নামে" বলে তীর নিক্ষেপ করলেই কেবল আমাকে হত্যা করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তার কথামত বাদশা হুকুম দিল এবং অতঃপর তাকে শূলে চড়িয়ে "এই বালকের প্রতিপালকের নামে" বলে তীর নিক্ষেপ করল, ছেলেটি তার হাত তাঁর কান ও মাথার মাঝের জায়গায় স্থাপন করল এবং মারা গেল।

লোকেরা বলল, এমন জ্ঞান বালকটি লাভ করেছে যা আর কেউই লাভ করতে পারেনি। কাজেই এই বালকের প্রতিপালকের উপর আমরাও ঈমান আনলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বাদশাকে বলা হল, আপনি তো তিন ব্যক্তির বিরোধিতায় ভয় পেয়ে গেলেন। এখন সারা দুনিয়াই তো আপনার বিরোধী হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সে সময় বাদশা একটি সুদীর্ঘ গর্ত খুঁড়ে তাতে কাঠ দিয়ে আগুন ধরায়, তারপর লোকদেরকে একসঙ্গে বলে, "যে তার ধর্ম হতে ফিরে আসবে তাকে ছেড়ে দিব এবং যে ধর্ম হতে না ফিরবে তাকে আমি এ আগুনে নিক্ষেপ করব"। ঈমানদার লোকদেরকে সে আগুনের গর্তে নিপতিত করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "গর্তের অধিপতিরা ধ্বংস হয়েছে, যে গর্তে আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। যখন ওরা ঐ গর্তের পাশে বসা ছিল, আর ওরা ঈমানদারদের সঙ্গে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদেরকে যুল্ম করেছিল কেবল এ কারণে যে, তারা মহাশক্তিমান ও প্রশংসিত আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনেছিল"- (সূরা বুরূজ ৪-৮)। বর্ণনাকারী বলেন, বালকটিকে দাফন করা হয়েছিল।

রাবী বলেন, উল্লেখিত আছে যে, ঐ বালকের লাশ ‘উমার (রাযিঃ)-এর খিলাফতকালে তোলা হয়েছিল। মারা যাওয়ার সময় তার হাত যেভাবে তার কান ও মাথার মধ্যবর্তী জায়গায় রাখা ছিল সেভাবেই তাকে পাওয়া যায়।

সহীহ ঃ মুসলিম (৮/২২৯-২৩১) আয়াতের উল্লেখ ব্যতীত।

আবূ ‘ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

٧٨- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْغَاشِيَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ ॥ সূরা আল-গাশিয়াহ্

٣٣٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ :، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتّٰى يَقُوْلُوْا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا؛ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ»، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾.

-صحيح متواتر : «ابن ماجه» (٧١).

৩৩৪১। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি যতক্ষণ না তারা “লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই) বলে। এ কথা তারা মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিলে তাদের জান-মাল আমার হতে নিরাপদ করে নিল। কিন্তু ইসলামের বিধান (অপরাধের জন্য) প্রযোজ্য থাকবে। আর তাদের চূড়ান্ত হিসাব আল্লাহ তা‘আলার উপর অর্পিত। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ “আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। আপনি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নন”– (সূরা গাশিয়াহ্ ২১-২২)।

সহীহ মুতাওয়াতির ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৭১)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٨٠- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০॥ সূরা শামস্

٣٣٤٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمًا يَذْكُرُ النَّاقَةَ وَالَّذِيْ عَقَرَهَا، فَقَالَ : «﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾؛ انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ، عَزِيْزٌ مَنِيْعٌ فِيْ رَهْطِهِ؛ مِثْلُ أَبِيْ زَمْعَةَ»، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ النِّسَاءَ، فَقَالَ : «إِلاَمَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ، فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ؛ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ؟!»، قَالَ : ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِيْ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ : «إِلاَمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟!».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٩٨٣) ق.

৩৩৪৩। ‘আবদুল্লাহ ইবনু যাম‘আহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আমি নাবী ﷺ-কে (সামূদ জাতির প্রতি প্রেরিত) উষ্ট্রী ও তার হত্যাকারী প্রসঙ্গে কথোকথন করতে শুনেছি। তিনি পাঠ করেন ঃ “এদের মাঝে যে সবচেয়ে হতভাগ্য সে যখন তৎপর হল”– (সূরা আশ্-শামস্ ১২)। তারপর তিনি বলেন ঃ উষ্ট্রীকে খুন করতে সেই জাতির সর্বাধিক শক্তিশালী, নিষ্ঠুর, বিদ্রোহী ও দুর্ভাগা লোক উঠেছিল, সে আবূ যাম‘আহ্‌র মত প্রভাবশালী ও শক্তিধর ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি মহিলাদের প্রসঙ্গেও তাঁকে আলোচনা করতে শুনলাম। তিনি বলেন ঃ এমন লোকও তোমাদের মাঝে আছে যে তার সহধর্মিনীকে দাসীর ন্যায় চাবুক মারে কিন্তু আবার ঐ দিন শেষে রাতের বেলা তার সঙ্গে মিলিত হয়। এটা কতই না মন্দ ও জঘন্য বিষয়! অতঃপর বায়ু নিঃসরণ করে হাসি দেয়া প্রসঙ্গে উপদেশ প্রদান পূর্বক তিনি বলেন ঃ নিজেই যে কাজ করে সে কাজে তোমাদের কারো কি হাসা উচিত?

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ১৯৮৩), বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٨١- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى.

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১॥ সূরা আল-লাইল

٣٣٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِيْ الْبَقِيْعِ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ، فَجَلَسَ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ، وَمَعَهُ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِيْ الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ : «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ؛ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَدْخَلُهَا» فَقَالَ الْقَوْمُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا : فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ؛ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ؛ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ؟! قَالَ : «بَلِ اعْمَلُوا؛ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ : أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ؛ فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ؛ فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاءِ؟! ثُمَّ قَرَأَ : ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ ۞ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾.

-صحيح : ق، ومضى باختصار برقم (٢١٣٦).

৩৩৪৪। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, বাকী'তে একটি জানাযায় আমরা হাযির ছিলাম। নাবী ﷺ ও এসে বসলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমরাও বসলাম। তাঁর সঙ্গে একটি কাঠ ছিল যা দিয়ে তিনি

যামীন খুঁড়ছিলেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বলেন ঃ কোন সৃষ্টিই এরূপ নেই যার বাসস্থান লিখিত হয়নি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তবে আমাদের সেই লেখার উপর আমরা কি নির্ভর করব না? যে আমাদের মাঝে ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত সে তো সৌভাগ্যসুলভ কাজই করবে, আর যে হতভাগ্যদের দলভুক্ত সে তো দুর্ভাগ্যের কর্মই করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বরং তোমরা 'আমাল করতে থাক। কারণ যাকে যে 'আমালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটাই তার জন্য সহজসুলভ করে দেয়া হয়েছে। যে লোক ভাগ্যবানদের দলভুক্ত তার জন্য সৌভাগ্যসুলভ 'আমালই সহজতর করা হয়েছে এবং যে লোক হতভাগ্যদের দলভুক্ত তার জন্য দুর্ভাগ্যজনক কাজই সহজতর করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ "সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা ভাল তা সঠিক মনে করে গ্রহণ করলে তার জন্য আমি সুগম করে দিব সহজ পথ। আর কেউ কৃপণতা করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা ভাল তা অস্বীকার করলে আমি তার জন্য সুগম করে দিব কঠোর পথ"– (সূরা লাইল ৫-১০)।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম, ২১৩৬ নং হাদীস পূর্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٨٢- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ وَالضُّحَى.

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২॥ সূরা আয্-যুহা

٣٣٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَارٍ، فَدَمِيَتْ أُصْبُعُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ، وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ»، قَالَ : وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ : قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَى - : ﴿مَا وَدَّعَكَ

رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾.

صحيح : ق.

৩৩৪৫। জুনদাব আল-বাজালী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর সঙ্গে আমি এক গুহার মাঝে ছিলাম। সে সময় নাবী ﷺ-এর আঙ্গুলে হতে রক্তক্ষরণ হলে তিনি বলেন ঃ তুই একটি আঙ্গুল মাত্র। তোর মাঝ হতে রক্ত বের হল। যা তোর উপর দিয়ে ঘটল তা আল্লাহ তা'আলার রাস্তাই। বর্ণনাকারী বলেন, জিবরীল ('আঃ) কিছু দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট না এলে মুশরিকরা বলল, মুহাম্মাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। সে সময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "তোমার প্রভু তোমাকে ত্যাগও করেননি বা তোমার প্রতি নাখোশও হননি"– (সূরা আয্-যুহা ৩)।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস শু'বাহ্ ও সাওরী (রাহঃ) আল-আসওয়াদ ইবনু ক্বাইস হতে রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٣- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ أَلَمْ نَشْرَحْ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩॥ সূরা ইন্শিরাহ্

٣٣٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ - رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ-، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ؛ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ : أَحَدٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، فِيهَا مَاءُ زَمْزَمَ، فَشَرَحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : مَا يَعْنِي؟ قَالَ : إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِي-، فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِيْ، فَغُسِلَ قَلْبِي بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ

مَكَانَهُ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً».

وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ.

-صحيح : ق.

৩৩৪৬। মালিক ইবনু সা'সা'আহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। নাবী ﷺ বলেন ঃ একদিন বাইতুল্লাহ্র নিকট আমি ঘুম ঘুম ভাব অবস্থায় অবস্থানরত ছিলাম। এমন সময় আমি এক বক্তাকে বলতে শুনলাম ঃ তিনজনের মধ্যে একজন। তারপর একখানা সোনার পেয়ালা আমার নিকট আনা হল যার মাঝে যমযমের পানি ছিল। তারপর আমার বক্ষদেশ তারা এই এই পর্যন্ত উন্মুক্ত বা বিদীর্ণ করে। ক্বাতাদাহ্ (রাহঃ) বলেন, আমি আনাস (রাযিঃ)-কে বললাম, কোন পর্যন্ত? তিনি বললেন ঃ (তিনি বলেছেন) আমার পেটের নিম্নদেশ পর্যন্ত। অতঃপর আমার অন্তঃকরণ বের করে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে আবার স্ব-স্থানে স্থাপন করা হয়। এরপর তা ঈমান ও হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়। হাদীসে সুদীর্ঘ ঘটনা বিদ্যমান।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٨٥- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫॥ সূরা আল-'আলাক্ব

٣٣٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾، قَالَ : قَالَ أَبُوْ جَهْلٍ : لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّيْ؛ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَوْ فَعَلَ؛ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا».

-صحيح : خ (٤٩٥٨).

৩৩৪৮। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, "আমিও শাস্তি প্রদানকারী ফেশেতাদেরকে আহ্বান করব"– (সূরা 'আলাক্ব ১৮) আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আবূ জাহ্ল বলল, যদি মুহাম্মাদকে আমি নামাযরত অবস্থায় পাই তবে তার ঘাড় পদদলিত করব। নাবী ﷺ বলেন ঃ যদি তাই করতে সে প্রস্তুত হত তাহলে ফেরেশতারা তখনই তাকে আটক করত।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৪৯৫৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব।

٣٣٤٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، فَجَاءَ أَبُوْ جَهْلٍ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟! أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟! أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟! فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ، فَزَبَرَهُ، فَقَالَ أَبُوْ جَهْلٍ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ؛ مَا بِهَا نَادٍأَكْثَرُ مِنِّيْ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَوَاللّٰهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ؛ لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ اللّٰهِ.

-صحيح الإسناد.

৩৩৪৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ নামায আদায় করছিলেন। আবূ জাহ্ল তখন এসে বলল, আমি কি তোমাকে এ কাজ করতে বারণ করিনি, আমি তোমাকে এ কাজ করতে কি বারণ করিনি, আমি তোমাকে এ কাজ করতে কি বারণ করিনি? নাবী ﷺ নামায সমাপ্ত করে তাকে ভর্ৎসনা করলেন। আবূ জাহ্ল বলল, তুমি নিশ্চয়ই জান যে, মক্কায় আমার তুলনায় বেশি সংখ্যক সমর্থক আর কারো নেই (আমার ডাকে যত লোক সাড়া দেয় তত লোক আর কারো ডাকে সাড়া দেয় না)। সে সময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "সে তার সহযোগীদের ডাকুক। আমি ডাকব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে"– (সূরা 'আলাক্ব ১৭-১৮)। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আবূ জাহ্ল তার

সহযোগীদেরকে ডাকত, তাহলে আল্লাহ তা'আলার প্রহরীগণ (ফেরেশতাগণ) তাকে অবশ্যই গ্রেপ্তার করত।

হাদীসটির সানাদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٨٦- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْقَدْرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬॥ সূরা আল-ক্বাদ্র

٣٣٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، وَعَاصِمٍ - هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ-، سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ- وَزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ؛ يُكْنَى : أَبَا مَرْيَمَ - يَقُوْلُ : قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : إِنَّ أَخَاكَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ؛ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ : يَغْفِرُ اللّٰهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَلٰكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ، ثُمَّ حَلَفَ - لاَ يَسْتَثْنِي-؛ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُوْلُ ذٰلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟! قَالَ : بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ - أَوْ بِالْعَلَامَةِ - : أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا.

–حسن صحيح : وقد مضى نحوه (٧٨٦).

৩৩৫১। যির ইবনু হুবাইশ (রাহঃ) বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ)-কে বললাম, আপনার ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) বলেন, সারা বছর যে লোক রাত জেগে 'ইবাদাত করবে সে ক্বাদ্‌রের রাত লাভ করবে। উবাই (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আবূ 'আবদুর

রহ্মানকে মাফ করুন! নিশ্চয়ই তিনি জানেন যে, ক্বাদ্‌রের রাত রমাযানের শেষ দশ দিনে এবং তা সাতাশে রামযানের রাতেই। তবুও তার এ কথা বলার লক্ষ্য হল লোকেরা যেন (সাতাশ তারিখের) নির্ভর করে বসে না থাকে। তারপর কোন প্রকার ব্যতিক্রম না করেই উবাই (রাযিঃ) ক্বসম করে বলেন, সাতাশের রাত ক্বাদ্‌রের রাত। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আবুল মুনযির! এ কথা আপনি কিসের পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন? তিনি বললেন, সেই আলামাত বা নিদর্শনের প্রেক্ষিতে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন। তা হল ঃ ঐ দিন সকালে সূর্য এরূপভাবে উদিত হয় যে, তার মাঝে প্রখর রশ্মি থাকে না।

হাসান সহীহ ঃ ৭৮৬ নং হাদীসেও পূর্বে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٨٧- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ لَمْ يَكُنْ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭॥ সূরা বাইয়্যিনাহ্

٣٣٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ! قَالَ : «ذٰلِكَ إِبْرَاهِيْمُ».

-صحيح : م (٩٧/٧).

৩৩৫২। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) বলেন, নাবী ﷺ-কে এক লোক ইয়া খাইরাল বারিয়্যাহ্ (হে সৃষ্টির সেরা) বলে ডাকলে তিনি বললেন ঃ সৃষ্টির সেরা হলেন ইবরাহীম (আঃ)।

সহীহ ঃ মুসলিম (হাঃ ৭/৯৭)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٨٩- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯ ॥ সূরা আত্-তাকাসুর

٣٣٥٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾، قَالَ : «يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي! مَالِي! وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ؛ إِلاَّ مَا تَصَدَّقْت فَأَمْضَيْتَ، أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِستَ فَأَبْلَيْتَ؟!».

-صحيح : م ومضى (٢٣٢٩).

৩৩৫৪। মুতাররিফ ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখ্খীর (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট গেলেন। তিনি তখন (সূরা তাকাসুর) “তোমাদেরকে সম্পদের প্রাচুর্যের মোহ আল্লাহ তা‘আলা হতে উদাসীন করে ফেলেছে”– (সূরা তাকাসুর ১) পাঠ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আদম সন্তান বলে, আমার মাল; আমার সম্পত্তি। কিন্তু যে জিনিস তুমি দান-খাইরাত করেছ (আল্লাহ তা‘আলার খাতায়) তা জমা রেখেছ, যা খেয়ে শেষ করেছ কিংবা যা পরিধান করে পুরাতন করেছ, এগুলো ব্যতীত তোমার সম্পদ বলতে কিছু নেই।

সহীহ ঃ মুসলিম, ২৩২৯ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ ‘ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٣٥٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ثُمَّ

لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾؛ قَالَ الزُّبَيْرُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَأَيَّ النَّعِيمِ نُسْأَلُ عَنْهُ؛ وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ : التَّمْرُ وَالْمَاءُ؟! قَالَ : «أَمَّا إِنَّهُ سَيَكُوْنُ».

–حسن الإسناد.

৩৩৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ইবনুল 'আওওয়াম (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন অবতীর্ণ হল ঃ "তারপর তোমাদেরকে সেদিন অবশ্যই নি'আমাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"– (সূরা তাকাসুর ৮)। সে সময় যুবাইর (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে কোন্ নি'আমাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? আমাদের নিকট তো শুধুমাত্র দু'ধরনের জিনিস রয়েছে ঃ খেজুর ও পানি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সে (সম্পত্তি) তো অদূর ভবিষ্যতে অর্জিত হবে।

হাদীসটির সানাদ হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান।

٣٣٥٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾؛ قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَنْ أَيِّ النَّعِيمِ نُسْأَلُ؛ فَإِنَّمَا الْأَسْوَدَانِ؛ وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ، وَسُيُوفُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا؟! قَالَ : «إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُوْنُ».

–حسن بما قبله.

৩৩৫৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন "তারপর তোমাদেরকে সেদিন নি'আমাত সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"– (সূরা তাকাসুর ৮) আয়াত অবতীর্ণ হয় সে সময় লোকেরা

বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদেরকে কোন্ সমস্ত নি'আমাত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে? আমাদের নিকট তো শুধু দু'টি কালো জিনিস (খেজুর ও পানি) রয়েছে; আর সর্বদা দুশমন প্রস্তুত রয়েছে এবং আমাদের তরবারিগুলো আমাদের কাঁধে ঝুলন্ত রয়েছে? তিনি বললেন ঃ এটা অদূর ভবিষ্যতে হবে।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় এটি হাসান।

আবূ 'ঈসা (রাহঃ) বলেন, এ হাদীসের চাইতে মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্‌রের সূত্রে ইবনু 'উয়াইনাহ্ (রাহঃ) বর্ণিত হাদীসটি আমার দৃষ্টিতে বেশি বিশুদ্ধ। সুফ্‌ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ (রাহঃ) আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়্যাশের চেয়ে বেশি স্মরণশক্তি সম্পন্ন ও অনেক বিশুদ্ধ।

٣٣٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَمٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - يَعْنِي : الْعَبْدَ - مِنَ النَّعِيمِ؛ أَنْ يُقَالَ لَهُ : أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ؛ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟!».

-صحيح : «الصحيحة» (٥٣٩)، «المشكاة» (٥١٩٦).

৩৩৫৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন বান্দার নিকট সর্বপ্রথম যে নি'আমাত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে প্রসঙ্গে তাকে বলা হবে, আমি তোমার শরীর কি সুস্থ রাখিনি এবং সুশীতল পানির মাধ্যমে তোমাকে তৃপ্ত করিনি?

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ৫৩৯), মিশকাত (হাঃ ৫১৯৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি গারীব। আয্-যাহ্‌হাক হলেন ইবনু 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু 'আরযাব। ইবনু 'আরযাব-কে ইবনু 'আরযামও বলা হয়, আর ইবনু 'আরযামই অনেক বেশী সহীহ।

٩٠- بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الْكَوْثَرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০ ॥ সূরা আল-কাওসার

٣٣٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «هُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ»، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «رَأَيْتُ نَهْرًا فِي الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ، قُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟! قَالَ : هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَهُ اللَّهُ».

-صحيح : خ (٤٩٦٤).

৩৩৫৯। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, "অবশ্যই আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি"– (সূরা কাওসার ১) আয়াত প্রসঙ্গে নাবী ﷺ বলেন ঃ কাওসার হল জান্নাতের একটি ঝর্ণা। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ আরো বলেছেন ঃ জান্নাতে আমি এমন একটি প্রস্রবণ দেখলাম যার প্রত্যেক তীরে মুক্তার তাঁবু খাটানো রয়েছে। আমি বললাম ঃ হে জিবরীল! এটা কি? তিনি বললেন ঃ এটা সেই "কাওসার" আল্লাহ তা'আলা যা আপনাকে দান করেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৪৯৬৪)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٣٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ؛ إِذْ عُرِضَ لِي نَهْرٌ، حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ، قُلْتُ لِلْمَلَكِ : مَا هَذَا؟! قَالَ : هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَهُ اللَّهُ - قَالَ -، ثُمَّ

ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى طِينَتِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا، ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَرَأَيْتُ عِنْدَهَا نُورًا عَظِيمًا».

-صحيح : خ (٦٥٨١).

৩৩৬০। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (মি'রাজের রাতে) যখন আমি জান্নাতের মাঝে ভ্রমণ করতে করতে এক নহরের সম্মুখে পৌঁছে গেলাম, যার প্রত্যেক তীরে মুক্তার তাঁবু খাটানো রয়েছে, ফেরেশতাকে আমি প্রশ্ন করলাম, এটা কি? তিনি বললেন, এটা সেই কাওসার যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। অতঃপর জিবরীল তার হাত দিয়ে এর মাটি তোলেন। তা ছিল কস্তুরী। অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় তোলা হয়। তার নিকট আমি এক বিরাটকায় নূর প্রত্যক্ষ করলাম।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৬৫৮১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস আনাস (রাযিঃ) হতে একাধিকভাবে বর্ণিত আছে।

٣٣٦١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْكَوْثَرُ : نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٤٣٣٤).

৩৩৬১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম কাওসার, যার প্রত্যেক তীর সোনার এবং যার পানি মুক্তা ও ইয়াকূতের উপর

দিয়ে প্রবাহমান। এর যমীন কস্তুরীর তুলনায় অধিক সুগন্ধসম্পন্ন, এর পানি মধুর তুলনায় অধিক মিষ্ট এবং বরফের তুলনায় অধিক সাদা।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৪৩৩৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٩١- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ النَّصْرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১ ॥ সূরা আন্-নাস্‌র

٣٣٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَسْأَلُنِيْ مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : أَتَسْأَلُهُ؛ وَلَنَا بَنُوْنَ مِثْلُهُ؟! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ! فَسَأَلَهُ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ :﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ﴾؟ فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ، وَقَرَأَ السُّوْرَةَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَاللّٰهِ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا؛ إِلَّا مَا تَعْلَمُ.

-صحيح : خ (٤٩٦٩، ٤٩٧٠).

৩৩৬২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর সাহাবীদের উপস্থিতিতে 'উমার (রাযিঃ) আমার নিকট অনেক বিষয় প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতেন। তাকে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিঃ) বলেন, আপনি তার নিকট প্রশ্ন করেন, অথচ আমাদেরও তার ন্যায় সন্তান-সন্ততি আছে। রাবী বলেন, 'উমার (রাযিঃ) তাকে বললেন, তার নিকট প্রশ্ন করার কারণ আপনি জানেন। তারপর তিনি তাকে "যখন আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও বিজয় আসবে"– (সূরা নাস্‌র ১) এ আয়াত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। আমি বললাম, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের খবর যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবগত করেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সূরাটি

তিলাওয়াত করলেন। তারপর 'উমার (রাযিঃ) তাকে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এর যে ব্যাখ্যা আপনি জানেন আমিও তাই জানি।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৪৯৬৯, ৪৯৭০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ সনদে মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি আবূ বিশ্‌র (রাহঃ) হতে উপরের হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় বর্ণনাকারী বলেন, তারপর 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিঃ) তাকে বলেন, আপনি এ ছেলের নিকট মাসআলাহ্ প্রশ্ন করেছেন, অথচ আমাদেরও এমন ছেলে রয়েছে।

٩٢- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ تَبَّتْ يَدَا.

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২॥ সূরা লাহাব

٣٣٦٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّفَا، فَنَادَى : «يَا صَبَاحَاهُ!»، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، فَقَالَ : «إِنِّيْ ﴿نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنِّيْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُمَسِّيكُمْ أَوْ مُصَبِّحُكُمْ؛ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُوْنِي؟»، فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ : أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟! تَبًّا لَكَ! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ﴾.

-صحيح : خ (٤٩٧١، ٤٩٧٢) م (١/١٣٤).

৩৩৬৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সাফা পাহাড়ের উপর উঠে "ইয়া সাবাহা" (হে ভোরের বিপদ) বলে উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন। ফলে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা তাঁর নিকট একত্রিত হয়। তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে আমি এক কঠিন

শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি। তোমাদের কি মত, যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, সকাল বা সন্ধ্যায় শত্রু বাহিনী তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য আসছে, তাহলে আমাকে কি তোমরা বিশ্বাস করবে? সে সময় আবূ লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক! এজন্য কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? সে সময় আল্লাহ তা'আলা "তাব্বাত ইয়াদাআবী লাহাব" সূরা অবতীর্ণ করেন।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ৪৯৭১, ৪৯৭২), মুসলিম (হাঃ ১/১৩৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٩٣- بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْإِخْلَاصِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩॥ সূরা আল-ইখলাস

٣٣٦٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعْدٍ - هُوَ الصَّغَانِيُّ -، عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيْ الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۞ اللّٰهُ الصَّمَدُ﴾- وَالصَّمَدُ الَّذِي ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ﴾؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُوْلَدُ إِلَّا سَيَمُوْتُ، وَلَا شَيْءٌ يَمُوْتُ إِلَّا سَيُوْرَثُ، وَإِنَّ اللّٰهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَمُوْتُ وَلَا يُوْرَثُ، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، قَالَ : لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيْهٌ، وَلَا عِدْلٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

حسن دون قوله : «والصمد الذي...» «ظلال الجنة» (٦٦٣-التحقيق الثاني».

৩৩৬৪। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা রাসূল ﷺ-কে বলল, আমাদেরকে আপনার প্রভুর বংশ বৃত্তান্ত দিন। এরই জবাবে মহান আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ ("আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ" যিনি এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন)। আর সামাদ (অমুখাপেক্ষী) তিনিই,

যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। কেননা যে কারো ঔরসজাত হবে সে মারা যাবে এবং তার উত্তরাধিকারীও হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তাঁর উত্তরাধিকারীও কেউ নেই। "এবং তার সমান কেউ নেই।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তাঁর কোন সদৃশ ও সমকক্ষ নেই। "কোন কিছুই তার সদৃশ নয়।" (সূরা শূরা ১)

"আর সামাদ তিনিই অংশ বাদে হাদীসটি হাসান, যিলালুল জান্নাহ।" তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ৬৬৩)

٩٤- بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪ ॥ সূরা ফালাক্ব ও নাস (আল-মুআওবিযাতাইন)

٣٣٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ، فَقَالَ : «يَا عَائِشَةُ! اسْتَعِيْذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا؛ فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ».

-حسن صحيح : «الصحيحة» (٣٧٢)، المشكاة» (٢٤٧٥).

৩৩৬৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ্! আল্লাহ তা'আলার নিকট এর ক্ষতি হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা এটাই হল গাসিক (অন্ধকার) যখন তা গাঢ় হয়।

হাসান সহীহ ঃ সহীহ হাদীস সিরিজ (হাঃ ৩৭২), মিশকাত (হাঃ ২৪৭৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٣٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ -، عَنْ عُقْبَةَ

ابْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ آيَاتٍ، لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ : ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾- إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ-، وَ ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾- إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ-».

-صحيح : وقد مضى (٢٩٠٢).

৩৩৬৭। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির আল-জুহানী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেন ঃ আমার উপর আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যার মত আর কখনও দেখা যায় না। তা হল ঃ "কুল অ'উযু বিরাব্বিন নাস" ও "কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব" সূরাদ্বয়।

সহীহ ঃ ২৯০২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٩٥- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫ ॥ [আদাম ('আঃ)-এর বয়সের কিছু অংশ দাঊদ ('আঃ)-কে প্রদান]

٣٣٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ ذُبَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ، وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ؛ عَطَسَ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ، فَحَمِدَ اللّٰهَ بِإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَا آدَمُ! اذْهَبْ إِلَى أُوْلَئِكَ الْمَلَائِكَةِ - إِلَى مَلَإٍ مِنْهُمْ جُلُوْسٍ-، فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالُوْا : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيْكَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ اللّٰهُ : لَهُ - وَيَدَاهُ مَقْبُوْضَتَانِ- : اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، قَالَ : اخْتَرْتُ يَمِيْنَ

رَبِّيْ - وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّيْ يَمِيْنٌ مُبَارَكَةٌ.- ثُمَّ بَسَطَهَا؛ فَإِذَا فِيْهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ! مَا هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ : هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ؛ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا فِيْهِمْ رَجُلٌ أَضْوَؤُهُمْ - أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ -، قَالَ : يَا رَبِّ! مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ، قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، قَالَ : يَا رَبِّ! زِدْهُ فِي عُمْرِهِ، قَالَ : ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ، قَالَ : أَيْ رَبِّ! فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّيْنَ سَنَةً، قَالَ : أَنْتَ وَذَاكَ - قَالَ -، ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا، فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ -قَالَ-، فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ : قَدْ عَجَّلْتَ؛ قَدْ كُتِبَ لِيْ أَلْفُ سَنَةٍ؟! قَالَ : بَلَى، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّيْنَ سَنَةً، فَجَحَدَ؛ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ؛ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ - قَالَ -؛ فَمِنْ يَّوْمَئِذٍ؛ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُوْدِ».

-حسن صحيح «المشكاة» (٤٦٦٢)، «ظلال الجنة» (٢٠٤-٢٠٦).

৩৩৬৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা আদম ('আঃ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর মাঝে রূহ (আত্মা) সঞ্চার করেন সে সময় তাঁর হাঁচি আসে এবং তিনি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার অনুমতি নিয়েই তাঁর প্রশংসা করেন। তারপর তাঁর উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (তোমার উপর আল্লাহ তা'আলা সদয় হোন) বলেন এবং আরো বলেন ঃ হে আদম! তুমি ঐসব ফেরেশতার নিকট যাও যারা সমবেত অবস্থায় ওখানে বসে আছে। অতঃপর তিনি গিয়ে 'আস-সালামু আলাইকুম' বললেন। ফেরেশতাগণ জবাবে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ'

বললেন। তারপর তিনি তাঁর প্রভুর নিকট এলে তিনি বললেন ঃ এটাই তোমার ও তোমার সন্তানদের পারস্পরিক অভিবাদন। এবার আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'টি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তাঁকে বললেন ঃ দু'টি হাতের মাঝে যেটি ইচ্ছা বেছে নাও। তিনি বললেন ঃ আমার রবের ডান হাত আমি বেছে নিলাম। আর আমার রবের প্রত্যেক হাতই ডান হাত এবং বারাকাতময়, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত খুললে দেখা গেল যে, তাতে আদম ('আঃ) এবং তাঁর সন্তানরা রয়েছে। আদম ('আঃ) বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! এরা কারা? আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ এরা তোমার বংশধর। তাদের সকলের দুই চক্ষুর মধ্যখানে তাদের আয়ুষ্কাল লেখা ছিল। তাদের মাঝে একজন অত্যুজ্জ্বল চেহারার ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! কে এই লোক? তিনি বলেন ঃ সে তোমার সন্তান দাউদ ('আঃ)। আমি তার চল্লিশ বছর বয়স নির্ধারণ করেছি। আদম ('আঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ! তার আয়ুষ্কাল আপনি আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ আমি তার আয়ুষ্কাল এটাই নির্ধারণ করেছি। আদম ('আঃ) বললেন ঃ হে প্রভু! আমার আয়ুষ্কাল হতে ষাট বছর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ এটা তার প্রতি তোমার বদান্যতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যত দিন চাইলেন তিনি জান্নাতে থাকলেন, তারপর তাঁকে সেখান হতে (পৃথিবীতে) নামানো হল। আদম ('আঃ) নিজের বয়সের গণনা করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আদম ('আঃ)-এর নিকট মালাকুল মাউত (মৃত্যুদূত) এসে হাযির হলে তিনি তাকে বললেন ঃ আমার জন্য ধার্যকৃত বয়স তো হাজার বছর, যথাসময়ের আগেই তুমি এসেছ। মৃত্যুদূত বললেন, হ্যাঁ, তবে আপনি আপনার বয়স হতে ষাট বছর আপনার বংশধর দাউদ ('আঃ)-কে দান করেছেন। আদম ('আঃ) তা (ভুলে গিয়ে) অস্বীকার করলেন। এজন্য তার সন্তানরাও অস্বীকার করে থাকে। আর তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তাই তার সন্তানরাও ভুলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সেদিন হতেই লিখে রাখা ও সাক্ষী রাখার হুকুম দেয়া হয়।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত (হাঃ ৪৬৬২), যিলালুল জান্নাহ (হাঃ ২০৪-২০৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সূত্রে হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে অন্যসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আর ঐ সূত্রে যাইদ ইবনু আসলাম আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এভাবে উল্লেখ আছে।

٤٥ - كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

অধ্যায় ঃ ৪৫- দু'আসমূহ

١- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ দু'আর ফাযীলাত

٣٣٧٠- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ - تَعَالَى - مِنَ الدُّعَاءِ».

-حسن : «ابن ماجه» (٣٨٢٩).

৩৩৭০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আর চেয়ে কোন জিনিস বেশি সম্মানিত নয়।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮২৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা কেবল 'ইমরান আল-ক্বাত্তানের সূত্রেই মারফূ'রূপে অবগত হয়েছি। 'ইমরান আল-ক্বাত্তান দাওয়ার-এর ছেলে তার উপনাম আবুল 'আওওয়াম। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-'আবদুর রহমান ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি 'ইমরান আল-ক্বাত্তান (রাহঃ) হতে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٢- بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ (দু'আই 'ইবাদাত)

٣٣٧٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،

قَالَ : «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ﴾.

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٢٨).

৩৩৭২। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ দু'আই হল 'ইবাদাত। তারপর তিনি পাঠ করেন (অনুবাদ) ঃ "এবং তোমাদের রব বলেছেন, আমাকে তোমরা আহ্বান কর, আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিব। নিশ্চয় যে সকল লোক আমার 'ইবাদাত করতে অহংকার করে (বিরত থাকে), শীঘ্রই তারা ভর্ৎসনার সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"– (সূরা মু'মিন ৬০)।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮২৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি মানসূর ও আ'মাশ (রাহঃ) যার-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমরা এ হাদীসটি কেবল যার-এর সনদেই অবগত হয়েছি। যার ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-হামদানী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তিনি 'উমার ইবনু যার-এর পিতা।

٣- بَابٌ مِنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ (আল্লাহর অসন্তুষ্টি)

٣٣٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ؛ يَغْضَبْ عَلَيْهِ».

-حسن : «ابن ماجه» (٣٨٢٧).

৩৩৭৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে যে লোক চায় না, আল্লাহ তা'আলা তার উপর নাখোশ হন।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮২৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ওয়াকী' এবং আরো অনেকে হাদীসটি আবুল মালীহ্ (রাহঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি আমরা কেবল এই সূত্রেই অবগত হয়েছি। আবুল মালীহ্-এর নাম সাবীহ্। আমি মুহাম্মাদকে এ কথা বলতে শুনেছি। তাকে ফারিসীও বলা হয়। ইসহাক্ব ইবনু মানসূর-আবূ 'আসিম হতে, তিনি হুমাইদ-আবুল মালীহ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٤- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ (জান্নাতের গুপ্তধন)

٣٣٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا؛ أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ، فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيْرَةً، وَرَفَعُوْا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ وَلاَ غَائِبٍ؛ هُوَ بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ رُؤُوسِ رِحَالِكُمْ»، ثُمَّ قَالَ : «يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ! أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَنْزًا مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟! لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٢٤)، ق.

৩৩৭৪। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেই ছিলাম। আমরা যখন ফিরে আসলাম এবং মাদীনার উপকণ্ঠে উপস্থিত হলাম তখন কিছু লোক উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের পালনকর্তা বধিরও নন এবং অনুপস্থিতও নন। তিনি তোমাদের মাঝে তোমাদের সৈন্য দলের সাথেই আছেন। তারপর তিনি বললেন, হে

'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বাইস আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধন শিখিয়ে দিব না? তা হল "লা- হাওলা ওয়ালা কু-ওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৩৮২৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। আবূ 'উসমান আন্ নাহদী-এর নাম 'আবদুর রহমান ইবনু মুল্ল। আবূ না'আমাহ্ আস্ সা'দীর নাম 'আম্র ইবনু 'ঈসা।

٥- بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ الذِّكْرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ যিক্‌রের ফাযীলাত প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে

٣٣٧٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ؛ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ؟ قَالَ : «لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٩٣).

৩৩৭৫। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু বুস্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য ইসলামের শারী'আতের বিষয়াদি অতিরিক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি। তিনি বললেন ঃ সর্বদা তোমার জিহ্‌বা যেন আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের দ্বারা সিক্ত থাকে।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৭৯৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٦- بَابُ مِنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ (সর্বোত্তম 'আমাল)

٣٣٧٧- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ -، عَنْ زِيَادٍ - مَوْلَى ابْنِ

عَيَّاشٍ-، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟! قَالُوْا : بَلَى، قَالَ : «ذِكْرُ اللّٰهِ - تَعَالَى -».

قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -. مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ؛ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

-صحيح (ابن ماجه» (٣٧٩٠).

৩৩৭৭। আবুদ্ দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খাইরাত করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার যিক্র। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার যিক্রের তুলনায় অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৭৯০)।

কোন কোন বর্ণনাকারী উক্ত সনদে এ হাদীসটি 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ (রাহঃ) হতে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন। কিছু বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ (রাহঃ) হতে উক্ত সনদে এটিকে মুরসাল হিসেবেও রিওয়ায়াত করেছেন।

٧- بَابُ مَاجَاءَ فِيْ الْقَوْمِ يَجْلِسُوْنَ، فَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ - عَزَّ وَجَلَّ - مَا لَهُمْ مِنَ الْفَضْلِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ যে সকল লোক বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করে তাদের মর্যাদা

٣٣٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِيْ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَأَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ؛ إِلاَّ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٩١) م.

৩৩৭৮। আবূ হুরাইরাহ্ ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রসঙ্গে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখনই কোন এক স্থানে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রে মাশগুল হয়, তখনই ফেরেশতাগণ তাদের আবৃত করে রাখে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার রাহমাত ও করুণা ছেয়ে ফেলে এবং তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। আর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর সমীপে উপস্থিতদের কাছে তাদের আলোচনা করেন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৭৯১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٣٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعَامَةَ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ : مَا يُجْلِسُكُمْ؟ قَالُوْا :

جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ، قَالَ : آللّٰهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ؟! قَالُوا : وَاللّٰهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَّكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، أَقَلَّ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي؛ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : «مَا يُجْلِسُكُمْ؟» قَالُوْا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ؛ لِمَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، فَقَالَ : «آللّٰهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ؟!»، قَالُوا : آللّٰهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ : «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ لِتُهْمَةٍ لَّكُمْ؛ إِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيْلُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللّٰهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ».

-صحيح : م (٨/٧٢).

৩৩৭৯। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ) মাসজিদে গেলেন। তিনি (মাসজিদে কিছুলোক বসা দেখে তাদেরকে) বললেন, তোমাদের কিসে বসিয়ে রেখেছে? তারা বললেন, আমরা বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করছি। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র ক্বসম! তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রই কি বসিয়ে রেখেছে? তারা বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রই আমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে। তিনি বললেন, শোন! তোমাদের মিথ্যা বলার সন্দেহে আমি তোমাদেরকে শপথ করাইনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে আমার চেয়ে কম হাদীস বর্ণনাকারীও কেউ নেই। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদের এক দরবারে পৌঁছে বললেন ঃ তোমাদেরকে কিসে বসিয়ে রেখেছে? তারা বলেন, এখানে বসে আমরা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি, কেননা ইসলামের দিকে তিনিই আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন এবং ইসলামের মাধ্যমে আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এটাই তোমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে কি? তারা বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদেরকে শুধুমাত্র এটাই

বসিয়ে রেখেছে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মিথ্যা বলার সন্দেহে আমি তোমাদেরকে কসম দেইনি। জিবরীল ('আঃ) আমার কাছে এসে আমাকে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সম্মুখে তোমাদের নিয়ে গর্ব করছেন।

সহীহ ঃ মুসলিম (হাঃ ৮/৭২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধু উপর্যুক্ত সনদেই অবগত হয়েছি। আবূ না'আমাহ্ আস্-সা'দীর নাম 'আম্র ইবনু 'ঈসা এবং আবূ 'উসমান আন-নাহ্দীর নাম 'আবদুর রহমান ইবনু মাল্ল।

٨- بَابُ مَاجَاءَ فِيْ الْقَوْمِ يَجْلِسُوْنَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ যারা মাজলিসে বসে আছে অথচ আল্লাহ তা'আলার যিক্র করে না

٣٣٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحٍ - مَوْلَى التَّوْأَمَةِ-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا، لَمْ يَذْكُرُوْا اللّٰهَ فِيْهِ، وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ؛ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً : فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ».

-صحيح : «الصحيحة» (٧٤).

৩৩৮০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। নাবী ﷺ বলেন ঃ যে সমস্ত লোক কোন দরবারে বসেছে অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার যিক্র করেনি এবং তাদের নাবীর প্রতি দরূদও পড়েনি, তারা বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হবে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা মাফও করতে পারেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ৭৪)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে এটি অন্যসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

তিরাতুন অর্থ ঃ আক্ষেপ, আফসোস। কোন কোন আরবী ভাষায় পারদর্শীগণ বলেছেন, এর অর্থ প্রতিশোধ।

ইউসুফ ইবনু ইয়া‘কূব হাফস্ ইবনু ‘উমার হতে, তিনি শু‘বাহ্ হতে, তিনি আবূ ইসহাক্ব হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক্ব বলেন, আমি আবূ মুসলিম আল-আগার-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি আবূ সা‘ঈদ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, অতঃপর উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٩- بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ মুসলিম লোকের দু‘আ কবূল হয়।

٣٣٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ؛ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ، أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهُ؛ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ».

-حسن : «المشكاة» (٢٢٣٦).

৩৩৮১। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি (আল্লাহ তা‘আলার কাছে) কোন কিছু দু‘আ করলে আল্লাহ তা‘আলা তাকে তা দান করেন কিংবা তার পরিপ্রেক্ষিতে তার হতে কোন অকল্যাণ প্রতিহত করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য প্রার্থনা না করে।

হাসান ঃ মিশকাত (হাঃ ২২৩৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ ও 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٣٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَطِيَّةَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ؛ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ».

-حسن : (الصحيحة» (٥٩٥).

৩৩৮২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক বিপদাপদ ও সংকটের সময় আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ লাভ করতে চায় সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় বেশি পরিমাণে দু'আ করে।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ৫৯৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি গারীব।

٣٣٨٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ : حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «أَفْضَلُ الذِّكْرِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ».

-حسن : «ابن ماجه» (٣٨٠٠).

৩৩৮৩। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" অতি উত্তম যিক্র এবং "আলাহামদু লিল্লাহ্" অধিক উত্তম দু'আ।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮০০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি আমরা শুধু মূসা ইবনু ইব্‌রাহীমের সূত্রে অবগত হয়েছি। 'আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ মূসা ইবনু ইব্‌রাহীম হতে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٨٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا -، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٠٢)، م.

৩৩৮৪। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতিটি সময়েই আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করতেন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩০২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধু ইয়াহ্ইয়া ইবনু যাকারিয়া ইবনু আবী যাইদার সনদে অবগত হয়েছি। আল-বাহীর নাম 'আবদুল্লাহ।

١٠- بَابٌ مَاجَاءَ أَنَّ الدَّاعِيَ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ দু'আকারী নিজের জন্য প্রথমে দু'আ করবে

٣٣٨٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ قَطَنٍ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا، فَدَعَا لَهُ؛ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

-صحيح : «المشكاة» (٢٢٥٨ - التحقيق الثاني).

৩৩৮৫। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখপূর্বক কারো জন্য দু'আ করলে প্রথমে তার নিজের জন্য দু'আ করতেন।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ২২৫৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, গারীব সহীহ। আবূ ক্বাতানের নাম 'আম্‌র ইবনুল হাইসাম।

١٢- بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ يَسْتَعْجِلُ فِيْ دُعَائِهِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ যে ব্যক্তি দু'আয় (প্রতিফল লাভে) তাড়াহুড়া করে

٣٣٨٧- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ - مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ-، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ؛ مَا لَمْ يَعْجَلْ؛ يَقُوْلُ : دَعَوْت فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ».

-صحيح : «صحيح أبي داود» (١٣٣٤) ق.

৩৩৮৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের যে কোন ব্যক্তির দু'আই ক্বূল হয়ে থাকে, যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে বলতে থাকে, দু'আ তো করলাম অথচ আমার দু'আ ক্বূল হয়নি।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (হাঃ ১৩৩৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ 'উবাইদের নাম সা'দ, তিনি 'আবদুর রহমান ইবনু আযহারের মুক্ত খাদিম। তিনি 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিঃ)-এর খাদিম বলেও কথিত। 'আবদুর রহমান ইবনু আযহার হলেন 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফের চাচাত ভাই। আবূ 'ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আনাস (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣- بَابُ مَاجَاءَ فِيْ الدُّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করার দু'আ

٣٣٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِيْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ، وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ؛ فِيْ الْأَرْضِ وَلاَ فِيْ السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ؛ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ».

فَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالِجٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ : مَا تَنْظُرُ؟! أَمَا إِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ، وَلَكِنِّيْ لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ؛ لِيُمْضِيَ اللّٰهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ.

-حسن صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٦٩).

৩৩৮৮। 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিদিন ভোরে ও প্রতি রাতের সন্ধ্যায় যে কোন বান্দা এ দু'আটি তিনবার করে পাঠ করবে কোন কিছুই তার অনিষ্ট করতে পারবে না ঃ "বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াযুর্‌রু মা'আস্‌মিহি শাইয়ূন ফিল আরযি, ওয়ালা ফিস্ সামায়ি ওয়া হুয়াস্ সামীউল 'আলীম"। (অর্থ ঃ "আল্লাহ তা'আলার নামে" যাঁর নামের বারাকাতে আকাশ ও মাটির কোন কিছুই কোন অনিষ্ট করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।") আবান (রাহঃ)-এর শরীরের একাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (উক্ত হাদীস রিওয়ায়াতকালে) এক লোক (অধঃস্তন বর্ণনাকারী) তার দিকে তাকাতে থাকলে তিনি তাকে বলেন, তুমি কি প্রত্যক্ষ করছো? শোন! আমি তোমার কাছে যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছি

তা অবিকল বর্ণনা করেছি। তবে আমি যেদিন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছি সেদিন ঐ দু'আটি পাঠ করিনি এবং আল্লাহ তা'আলা ভাগ্যের লিখন আমার উপর কার্যকর করেছেন।

হাসান সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৬৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব।

٣٣٩٠- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَمْسَى؛ قَالَ : «أَمْسَيْنَا؛ وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ - أُرَاهُ قَالَ فِيهَا -، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»، وَإِذَا أَصْبَحَ؛ قَالَ ذَلِكَ - أَيْضًا - : «أَصْبَحْنَا؛ وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ».

-صحيح : م (٨/٨٢).

৩৩৯০। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে নাবী ﷺ বলতেন ঃ "আমরা রাতে উপনীত হলাম এবং আল্লাহ তা'আলার বিশ্বজাহানও রাতে উপনীত হল। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই"। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি আরো বলেছেন ঃ "রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসাও তাঁরই। সর্ববিষয়ে তিনি সর্বশক্তিমান। (হে আল্লাহ) তোমার নিকট আমি এ রাতের মাঝে নিহিত মঙ্গল এবং এ রাতের পরে নিহিত মঙ্গল কামনা করি। আর

আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাইছি এ রাতের অমঙ্গল এবং এ রাতের পরে সমস্ত অমঙ্গল হতে। তোমার কাছে আমি আশ্রয় চাই অলসতা ও বার্ধক্যের অনিষ্ট হতে। আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাই (জাহান্নামের) আগুনের আযাব ও কবরের শাস্তি হতে।" তিনি ভোরে উপনীত হয়েও একই দু'আ করতেন ঃ "আমরা ভোরে উপনীত হলাম এবং আল্লাহ তা'আলার বিশ্বজাহানও ভোরে উপনীত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য.....।

সহীহ ঃ মুসলিম (হাঃ ৮/৮২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস শু'বাহ্ (রাহঃ)-ও উক্ত সনদে ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, তবে মারফূ'রূপে নয়।

٣٣٩١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ يَقُوْلُ : «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ : اللّٰهُمَّ! بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، وَإِذَا أَمْسَى؛ فَلْيَقُلِ : اللّٰهُمَّ! بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٦٨).

৩৩৯১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ভোরে উপনীত হয় তখন সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! তোমার হুকুমে আমরা ভোরে উপনীত হই এবং তোমার নির্দেশেই সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার নির্দেশেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার নির্দেশেই মারা যাই। তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।" আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয় তখন যেন বলে ঃ "হে আল্লাহ! আমরা তোমার হুকুমেই সন্ধ্যায় উপনীত

হই, তোমার নির্দেশেই সকালে উপনীত হই, তোমার নির্দেশেই জীবন ধারণ করি এবং তোমার নির্দেশেই মারা যাই। আবার তোমার কাছেই পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে যেতে হবে"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৬৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান।

١٤- بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ (সকালে, সন্ধ্যায় ও শয্যা গ্রহণকালের দু'আ)

٣٣٩٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ الثَّقَفِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُوْلُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ؟ قَالَ : «قُلِ : اللّٰهُمَّ! عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ! فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ! رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ! أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ»، قَالَ : «قُلْهُ؛ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ».

-صحيح : «الكلم الطيب» (٢٢)، «الصحيحة» (٢٧٥٣).

৩৩৯২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আবূ বাক্র (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন কিছুর হুকুম দিন যা আমি সকালে ও বিকেলে উপনীত হয়ে বলতে পারি। তিনি বললেন ঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ্! অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাত, আকাশ ও যামীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমি আমার শরীরের ক্ষতি হতে এবং শাইতানের ক্ষতি ও শিরকি কার্যকালাপ হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

করি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি এই দু'আ সকালে, বিকেলে ও শয্যা গ্রহণকালে পাঠ করবে।

সহীহ ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ২২), সহীহাহ্ (হাঃ ২৭৫৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٥- بَابٌ مِنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ (সাইয়্যিদুল ইসতিগফার)

٣٣٩٣- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى سَيِّدِ الْاِسْتِغْفَارِ؟ اَللّٰهُمَّ! أَنْتَ رَبِّيْ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَعْتَرِفُ بِذُنُوبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي؛ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، لاَ يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؛ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلاَ يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِى عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىَ اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٧٤٧) خ، نحوه دون قوله : «ألا أدلك على ...».

৩৩৯৩। শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ তাকে বলেছেন ঃ তোমাকে সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দু'আ) আমি কি বলে দিব না? তা হল ঃ "হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রভু, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমাকে তুমিই সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার দাস। যথাসাধ্য তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকারে আমি দৃঢ়

থাকব। আমি আমার কার্যকলাপের খারাপ পরিণতি হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমার প্রতি তোমার নি'আমাতের কথা স্বীকার করি। আমি আরও স্বীকার করি আমার গুনাহের কথা। কাজেই আমার গুনাহগুলো তুমি ক্ষমা কর। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ সন্ধ্যাবেলায় এ কথাগুলো বললে, তারপর ভোর হওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু হলে তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়। একইভাবে তোমাদের কেউ ভোরবেলায় তা বললে, তারপর সন্ধ্যার পূর্বেই তার মৃত্যু হলে তার জন্যও জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ১৭৪৭), বুখারী হাদীসটি "আমি কি তোমাকে বলে দিব না" অংশটুকু ব্যতীত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরাহ্, ইবনু 'উমার, ইবনু মাস'উদ, ইবনু আব্যা ও বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। 'আবদুল আযীয ইবনু আবী হাযিম হলেন আবূ হাযিম আয-যাহিদের ছেলে। এ হাদীসটি শাদ্দাদ ইবনু আওস হতে অন্যসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

١٦- بَاب مَاجَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ বিছানাগত হওয়ার সময়কার দু'আ

٣٣٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : «أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُوْلُهَا؛ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ؛ فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ؛ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ؛ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا؟! تَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ؛ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ؛ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»، قَالَ الْبَرَاءُ :

فَقُلْتُ : «وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»، قَالَ : فَطَعَنَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ، ثُمَّ قَالَ : «وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

–صحيح : «الكلم الطيب» (٢٦/٤١) ق.

৩৩৯৪। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাকে নাবী ﷺ বললেন ঃ আমি কি তোমাকে কিছু দু'আ শিখিয়ে দিব না যা তুমি বিছানাগত হওয়ার সময় পাঠ করবে? তাহলে ঐ রাতে তোমার মৃত্যু হলে ফিত্‌রাতের (ইসলামের) উপরই মৃত্যুবরণ করবে। আর তুমি (জীবিত থাকলে) ভোরে উপনীত হলে মঙ্গল লাভ করবে। তুমি বল, "হে আল্লাহ! নিজেকে আমি তোমার কাছে সমর্পণ করলাম, আমি আমার মুখ তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম। আমার সকল বিষয় আমি তোমার উপর সমর্পণ করলাম, তোমার রাহমাতের আশা ও তোমার শাস্তির ভয় নিয়ে আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম। তোমার হতে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। যে কিতাব তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং যে নাবী প্রেরণ করেছ তার উপর আমি ঈমান এনেছি।" আল-বারাআ (রাযিঃ) বলেন, আমি (বিনাবিয়্যিকা-এর স্থলে) 'বিরাসূলিকাল্লাযী আরসাল্‌তা (তুমি যে রাসূল প্রেরণ করেছ) বললাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে নিজের হাত দিয়ে খোঁচা মেরে বললেন ঃ 'ওয়াবিনাবিয়্যিকাল্লাযী আর্‌সাল্‌তা' বল।

সহীহ ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ৪১/২৬), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অন্যভাবেও আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মানসূর ইবনুল মু'তামির-সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ্ হতে, তিনি আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে একই রকম বর্ণনা করেছেন। তবে এতে উদ্ধৃত আছে ঃ "যখন তুমি বিছানাগত হওয়ার ইচ্ছা করবে, সে সময় উযূ অবস্থায় বলবে"। এ অনুচ্ছেদে রাফি' ইবনু খাদীজ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, রাফি' ইবনু খাদীজ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হাদীস হিসেবে এটি হাসান গারীব হাদীস।

٣٣٩٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ؛ قَالَ : «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا؛ فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ، وَلاَ مَأْوِيَ؟!».

-صحيح : م (٨/٧٩).

৩৩৯৬। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানাগত হতেন তখন (ঘুমানোর জন্য) বলতেন ঃ “সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, (সৃষ্টির অনিষ্ট হতে) আমাদের রক্ষা করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন (বিছানায়)। কিন্তু অনেক লোক আছে যাদের কোন রক্ষাকারী নেই এবং আশ্রয়স্থলও নেই”।

সহীহ ঃ মুসলিম (হাঃ ৮/৭৯)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব।

١٨- بَابٌ مِنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ (বিছানাগত হয়ে পড়ার দু‘আ)

٣٣٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ؛ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ - أَوْ تَبْعَثُ - عِبَادَكَ».

-صحيح : «الصحيحة» (٢٧٥٤) «الكلم الطيب» (٣٩/٣٧).

৩৩৯৮। হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। যখন নাবী ﷺ ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, সে সময় তিনি নিজের (ডান) হাত মাথার নীচে রেখে বলতেন ঃ “হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে

একত্রিত করবে অথবা পুনর্জীবিত করবে সেদিন আমাকে তোমার আযাব হতে হিফাযাতে রেখ।"

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ২৭৫৪), আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ৩৭/৩৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٣٩٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ - هُوَ السَّلُوْلِيُّ -، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا-، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَسَّدُ يَمِيْنَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : «رَبِّ! قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ».

-صحيح : «الصحيحة» أيضًا.

৩৩৯৯। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ঘুমানোর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাতের উপর মাথা রাখতেন, তারপর বলতেন ঃ "হে আমার প্রভু! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে উত্থিত করবে, আমাকে সেদিন তোমার শাস্তি হতে নিরাপদে রেখ।"

সহীহ ঃ সহীহাহ্

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে হাদীসটি হাসান গারীব। সাওরী (রাহঃ) উপরোক্ত হাদীস আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে এই সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যখানে অপর কোন বর্ণনাকারীর উল্লেখ করেননি। এ হাদীস শু'বাহ্ (রাহঃ) আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি আবূ 'উবাইদাহ্ ও অপর লোক হতে, তিনি আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে এই সনদে বর্ণনা করেছেন। ইসরাঈল (রাহঃ) আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক্ব আবূ 'উবাইদাহ্ হতে, তিনি

'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন।

١٩- بَابٌ مِنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ (ঋণমুক্ত হওয়ার দু'আ)

٣٤٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : كَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذَ أَحَدُنَا مَضْجَعَهُ؛ أَنْ يَقُوْلَ : «اللّٰهُمَّ! رَبَّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ! وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ! وَفَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى! وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ! أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ذِي شَرٍّ؛ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ؛ اقْضِ عَنِّيْ الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ».

-صحيح : الكلم الطيب» (٤٠) م.

৩৪০০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মর্মে হুকুম করতেন যে, আমাদের কেউ ঘুমানোর জন্য যখন বিছানাগত হয় সে সময় সে যেন বলে ঃ "হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলীর প্রভু, মাটিসমূহের প্রভু, আমাদের প্রভু, প্রতিটি বস্তুর প্রভু, শস্যবীজ ও আঁটির অংকুরোদগমনকারী এবং তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! আমি প্রত্যেক অনিষ্টকারীর ক্ষতি হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। এগুলো তোমারই আয়ত্তাধীন, তুমিই শুরু, তোমার আগে কিছুই নেই। আর তুমিই শেষ, তোমার পরে কিছুই নেই। তুমিই প্রকাশিত, তোমার উপরে কিছুই নেই। তুমিই লুকায়িত, তোমার হতে কিছুই গোপন

নয়। সুতরাং তুমি আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও এবং দরিদ্রতা হতে আমাকে সাবলম্বী করে দাও"।

সহীহ ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ৪০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٠- بَابٌ مِنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ (ঘুমাবার পূর্বে করণীয়)

٣٤٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ؛ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ -بَعْدُ-، فَإِذَا اضْطَجَعَ؛ فَلْيَقُلْ : بِاسْمِكَ رَبِّيْ! وَضَعْتُ جَنْبِيْ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ؛ فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا؛ فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ؛ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ فِىْ جَسَدِىْ، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِىْ، وَأَذِنَ لِىْ بِذِكْرِهِ».

-حسن : «الكلم الطيب» (٣٤) م ق دون قوله : «فإذا استيقظت».

৩৪০১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার বিছানা হতে উঠার পর আবার বিছানায় প্রত্যাবর্তন করলে সে যেন তার লুঙ্গীর শেষাংশ দিয়ে বিছানাটি তিনবার পরিষ্কার করে নেয়। কারণ সে জানে না, তার অনুপস্থিতিতে তাতে কি পতিত হয়েছে (ময়লা বা ক্ষতিকর কিছু)। আর যখন সে শুয়ে পড়ে সে সময় যেন বলে ঃ "হে আমার প্রতিপালক! তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ আমি বিছানায় সোপর্দ করলাম এবং আবার তোমার নামেই তা উঠাব। যদি আমার জান তুমি রেখে দাও (মৃত্যু দান কর) তবে তার প্রতি দয়া কর, আর

যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তা সেভাবে প্রতিরক্ষা কর যেভাবে তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রতিরক্ষা ক'র"। আর ঘুম হতে জেগে উঠে সে যেন বলে ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমার দেহকে হিফাযাত করেছেন এবং আমার জান আবার আমাকে ফেরত দিয়েছেন এবং তাঁকে স্মরণ করারও অনুমতি (তাওফীক) দান করেছেন"।

হাসান ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ৩৪), বুখারী ও মুসলিম "আর ঘুম থেকে জেগে" অংশ বাদে।

এই অনুচ্ছেদে জাবির ও 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর হাদীসটি হাসান।

কোন কোন বর্ণনাকারী এই হাদীসের বর্ণনায় বলেছেন ঃ "সে যেন তার লুঙ্গির (বিছানার) অভ্যন্তর ভাগ ঝেড়ে নেয়"।

٢١- بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عِنْدَ الْمَنَامِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ যে লোক শয়নকালে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে

٣٤٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ؛ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا : ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾، وَ ﴿وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ ﴿وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ؛ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

-صحيح : ق.

৩৪০২। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, সে সময় "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ", "কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক্ব" ও "কুল আ'উযু বিরব্বিন্ নাস" (সূরা তিনটি) পাঠ করে

নিজের উভয় হাতের তালু একসাথে করে তাতে ফুঁ দিতেন, তারপর উভয় হাত যথাসম্ভব সারা শারীরে মলতেন। তিনি মাথা, চেহারা ও দেহের সম্মুখের অংশ হতে আরম্ভ করতেন। তিনি তিনবার এরূপ করতেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ।

٢٢- بَابٌ مِنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ অনুরূপ প্রসঙ্গ

٣٤٠٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُوْلُهُ؛ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِيْ؟ قَالَ : «اقْرَأْ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾؛ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ».

-صحيح : «التعليق الرغيب» (١/٢٠٩).

৩৪০৩। ফারওয়াহ্ ইবনু নাওফাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি বিছানাগত হওয়াকালে বলতে পারি। তিনি বললেন ঃ তুমি "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" সূরাটি তিলাওয়াত কর। কারণ তা শির্‌ক হতে মুক্তির ঘোষণা।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (হাঃ ১/২০৯)।

শু'বাহ্ (রাহঃ) বলেন, তিনি (আবূ ইসহাক) কক্ষনো মার্‌রাতান (একবার) শব্দটি সংযুক্ত করছেন, আরার কক্ষনো তা যোগ করেননি।

মূসা ইবনু হিযাম-ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদাম হতে, তিনি ইসরাঈল হতে, তিনি আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি ফারওয়াহ্ ইবনু নাওফাল হতে, তিনি তার বাবা হতে এই সনদে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে আসেন.....

তারপর উক্ত মর্মে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন। এই সনদসূত্র অনেক বেশি সহীহ। এ হাদীস যুহাইর (রাহঃ) আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি ফারওয়াহ্ ইবনু নাওফাল হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। এ সনদসূত্র শু'বাহ্র বর্ণিত সনদের তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য ও সহীহ। আবূ ইসহাকের শাগরিদগণ এ হাদীসের সনদে গড়মিল করেছেন। এ হাদীস অন্যসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। 'আবদুর রহমান ইবনু নাওফাল (রাহঃ) তার বাবা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। 'আবদুর রহমান হলেন ফারওয়া ইবনু নাওফালের ভাই।

٣٤٠٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ بِ ﴿تَنْزِيْلُ﴾ السَّجْدَة، ﴿وَتَبَارَكَ﴾.

صحيح : «المشكاة» (٢١٥٥)، «الصحيحة» (٥٨٥)، «الروض النضير» (٢٢٧).

৩৪০৪। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ সূরা তান্‌যীলুস সাজদা ও তাবারাকা (আল-মুল্‌ক) না পাঠ করা পর্যন্ত ঘুমাতেন না।

সহীহ ঃ মিশকাত (হাঃ ২১৫৫), সহীহ হাদীস সিরিজ (হাঃ ৫৮৫), রাওযুন নাযীর (হাঃ ২২৭)।

সুফ্‌ইয়ান সাওরী প্রমুখ হাদীসটি লাইস হতে, তিনি আবুয যুবাইর হতে, তিনি জাবির (রাযিঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এই সনদে একই সকম রিওয়ায়াত করেছেন। উক্ত হাদীস যুহাইর আবুয যুবাইরের সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। যুহাইর বলেন, আবূ যুবাইরকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি এটি প্রত্যক্ষভাবে জাবির (রাযিঃ)-এর কাছে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, না, প্রত্যক্ষভাবে আমি এটা জাবিরের নিকট হতে শুনিনি। আমি সাফওয়ান অথবা ইবনু সাফওয়ানের কাছে শুনেছি। শাবাবাহ্ (রাহঃ) মুগীরাহ্

ইবনু মুসলিম হতে, তিনি আবুয্ যুবাইর হতে, তিনি জাবির (রাযিঃ) হতে এই সনদে লাইসের হাদীসের একই রকম রিওয়ায়াত **করেছেন।**

٣٤٠٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الزُّمَرَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ.

-صحيح : وقد مضى (٢٩٢٠).

৩৪০৫। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, নাবী ﷺ আয-যুমার ও বানী ইসরাঈল সূরাগুলো পাঠ না করা পর্যন্ত ঘুমাতেন না।

সহীহ ঃ ২৯২০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী) বলেছেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদের মুক্তদাস মারওয়ান (রাহঃ) শুনেছেন এবং আবূ লুবাবাহ্-এর নাম হল মারওয়ান তার নিকট হতে হাম্মাদ ইবনু যাইদ শুনেছেন।

٣٤٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا بِقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ بَحِيْرِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بِلاَلٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ ابْنِ سَارِيَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الْمُسَبِّحَاتِ، وَيَقُوْلُ فِيْهَا : «آيَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ».

-حسن : ومضى برقم (٢٩٢١).

৩৪০৬। আল-'ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ মুসাব্বিহাত সূরাগুলো পাঠ না করা পর্যন্ত ঘুমাতেন না। তিনি বলতেন ঃ এমন একটি আয়াত তাতে আছে যা হাজার আয়াত হতেও শ্রেষ্ঠ।

হাসান ঃ ২৯২১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٤- بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ الْمَنَامِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ শোয়ার সময় তাসবীহ্, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করা প্রসঙ্গে

٣٤٠٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : شَكَتْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ مَجْلَ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحِيْنِ، فَقُلْتُ : لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ، فَسَأَلْتِيْهِ خَادِمًا، فَقَالَ : «أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ؟! إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا؛ تَقُوْلاَنِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَأَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ : مِنْ تَحْمِيْدٍ، وَتَسْبِيْحٍ، وَتَكْبِيْرٍ».

-صحيح : ق.

৩৪০৮। ‘আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার কাছে ফাতিমাহ্ (রাযিঃ) অভিযোগ করে যে, গম পেষার চাকতি ঘুরানোর ফলে তার প্রত্যেক হাতে ফোস্‌কা পড়ে গেছে। আমি বললাম, তুমি তোমার বাবার (রাসূলুল্লাহ্‌র) কাছে গিয়ে যদি তাঁর নিকট একটি খাদিম প্রদানের আবেদন করতে। (ফাতিমাহ্ আবেদন জানানোর পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদের দু’জনকে এমন জিনিস কি বলে দিব না যা তোমাদের জন্য দাসের চেয়ে ভাল? তোমরা শয়নকালে ৩৩ বার “আল্‌হামদু লিল্লাহ”, ৩৩ বার ‘সুবহানাল্লাহ” এবং ৩৪ বার “আল্লাহু আক্‌বার” বলবে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। হাদীসে আরও ঘটনা আছে।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং ইবনু আওনের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব। এ হাদীসটি ‘আলী (রাযিঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : جَاءَتْ

فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: تَشْكُوْ مَجْلاً بِيَدَيْهَا، فَأَمَرَهَا بِالتَّسْبِيْحِ، وَالتَّكْبِيْرِ، وَالتَّحْمِيْدِ.

-صحيح : «ضعيف الأدب المفرد» (١٠٠/٦٣٥) : ق.

৩৪০৯। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর কাছে এসে ফাতিমাহ্ (রাযিঃ) তার দু' হাতে ফোস্‌কা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ করেন। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' পাঠ করার হুকুম দেন।

সহীহ ঃ যঈফ আদাবুল মুফরাদ (হাঃ ১০০/৬৩৫), বুখারী ও মুসলিম।

٢٥- بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ (দু'টি অভ্যাস জান্নাতে যাবার উপায়)

٣٤١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ؛ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَلاَ وَهُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ : يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا»، قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالَ : «فَتِلْكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ؛ تُسَبِّحُهُ، وَتُكَبِّرُهُ، وَتَحْمَدُهُ مِائَةً، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ؟!»، قَالُوْا : فَكَيْفَ لاَ يُحْصِيْهَا؟! قَالَ : «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِيْ صَلاَتِهِ، فَيَقُوْلُ : اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ

كَذَا؛ حَتَّى يَنْفَتِلَ؛ فَلَعَلَّهُ لاَ يَفْعَلُ، وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ، فَلاَ يَزَالُ يُنَوِّمُهُ؛ حَتَّى يَنَامَ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٩٢٦).

৩৪১০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি দুইটি অভ্যাসে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পারলে সে নিশ্চিয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। জেনে রাখ! উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্ত করা সহজ। সে অনুসারে অনেক অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তা 'আমাল করে থাকে। (এক) প্রতি ওয়াক্তের (ফরয) নামাযের পর দশবার 'সুবহানাল্লাহ', দশবার 'আলহামদুলিল্লাহ' ও দশবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি নামাযের পর স্বীয় হস্তে গণনা করতে দেখেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ (পাঁচ ওয়াক্তে) মুখের উচ্চারণে একশত পঞ্চাশ বার এবং মীযানে (দাঁড়িপাল্লায়) দেড় হাজার হবে। (দুই) আর (ঘুমাতে) শয্যা গ্রহণকালে তুমি "সুব্হানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদু লিল্লাহ" এক শত বার বলবে, ফলে তা মীযানে এক হাজারে রূপান্তর হবে। তোমাদের মাঝে কে এক দিন ও এক রাতে দুই হাজার পাঁচশত গুনাহে লিপ্ত হয়? (অর্থাৎ এতগুলো পাপও ক্ষমাযোগ্য হবে)। সাহাবীগণ বলেন, কোন ব্যক্তি সব সময় এরূপ একটি 'ইবাদাত কেন করবে না! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযে অবস্থানরত থাকাকালে তার কাছে শাইতান এসে বলতে থাকে, এটা মনে কর ওটা মনে কর। ফলে সেই নামাযী (শাইতানের ধোঁকাবাজির মাঝেই রত থাকা অবস্থায়) নামায শেষ করে। আর উক্ত তাস্বীহ 'আমাল করার সে সুযোগ পায় না। পুনরায় তোমাদের কেউ শোয়ার জন্য শয্যা গ্রহণ করলে শাইতান তার নিকট এসে তাকে ঘুম পাড়ায় এবং সে তাসবীহ না পাঠ করেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৯২৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস শু'বাহ্ ও সাওরী (রাহঃ) আতা ইবনুস সায়িব (রাহঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীস

আ'মাশ (রাহঃ) আতা ইবনুস সায়িব হতে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে যাইদ ইবনু সাবিত, আনাস ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ.

-صحيح : المصدر نفسه.

৩৪১১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি গুনে গুনে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আ'মাশের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব।

٣٤١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ : يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٠٢) م.

৩৪১২। কা'ব ইবনু 'উজরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ নামাযের পরে তিলাওয়াত করার মত এমন কিছু বিষয় আছে যে, যার তিলাওয়াতকারী কখনো বঞ্চিত হয় না। প্রতি ওয়াক্তের নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ১০২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। 'আম্‌র ইব্‌নু ক্বাইস আল-মুলাঈ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং হাদীসের হাফিয। এ হাদীস শু'বাহ্ (রাহঃ) হাকাম (রাহঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি তা মারফূ'রূপে রিওয়ায়াত করেননি। কিন্তু মানসূর ইবনুল মু'তামির (রাহঃ) এ হাদীস হাকাম (রাহঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٤١٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَنَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ، قَالَ : فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ : أَمَرَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوْا فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ، وَتَحْمَدُوْا اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ؟ وَتُكَبِّرُوْا أَرْبَعًا وَّثَلَاثِيْنَ، قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَاجْعَلُوْا خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ، وَاجْعَلُوا التَّهْلِيْلَ مَعَهُمْ، فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ : «افْعَلُوْا».

-صحيح : «ابن خزيمة» (٧٥٢).

৩৪১৩। যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেক নামাযের পরে ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করতে আদিষ্ট হলাম। এক আনসারী ব্যক্তি স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, কোন এক ব্যক্তি তাকে বলছে তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কি প্রতি নামাযের পরে ৩৩ বার তাসবীহ, ৩৩ বার তাহমীদ ও ৩৪ বার তাকবীর পাঠ করতে আদেশ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এগুলো তোমরা ২৫ বার করে পাঠ কর। আর তার সাথে ২৫ বার তাহলীল অর্থাৎ 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ কর। লোকটি সকাল বেলা নাবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করল। তিনি ﷺ বললেন, আচ্ছা তাই কর।

সহীহ ঃ ইবনু খুযাইমাহ্ (৭৫২)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি সহীহ।

٢٦- بَابُ مَاجَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ রাতে ঘুম ভাঙ্গার সময় পাঠ করার দু'আ

٣٤١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ، ثُمَّ قَالَ : رَبِّ! اغْفِرْلِي - أَوْ قَالَ : ثُمَّ دَعَا -؛ اسْتُجِيْبَ لَهُ، فَإِنْ عَزَمَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى؛ قُبِلَتْ صَلاَتُهُ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٧٨).

৩৪১৪। 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রাতে জাগ্রত হয়ে যে লোক বলে, "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই, সার্বভৌমত্ব তাঁর, সকল প্রশংসা তাঁর জন্য এবং সমস্ত কিছুর উপর তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ পবিত্র, আল্লাহ তা'আলাই সকল প্রশংসার অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ তা'আলা সুমহান। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ছাড়া অন্যায় হতে বিরত থাকার কিংবা ন্যায় কাজ করার শক্তি কারো নেই"। অতঃপর সে বলবে, "হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও"। কিংবা তিনি বলেছেন ঃ সে দু'আ করলে তা ক্ববূল করা হয়। আর যদি সে সাহস করে উযূ করে নামায আদায় করে তবে তার নামাযও ক্ববূল করা হয়।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৭৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٢٧- بَابٌ مِنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭॥ (রাত্রিকালে রাসূল ﷺ-এর 'আমাল)

٣٤١٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُعْطِيهِ وَضُوءَهُ، فَأَسْمَعُهُ الْهَوِيَّ مِنَ اللَّيْلِ؛ يَقُولُ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وَأَسْمَعُهُ الْهَوِيَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٧٩) م.

৩৪১৬। রাবী'আহ্ ইবনু কা'ব আল-আসলামী (রাযিঃ) বলেন, নাবী ﷺ-এর ঘরের দ্বারদেশে আমি রাত যাপন করতাম এবং তাঁর উযূর পানি সরবরাহ করতাম। রাতে আমি দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে বলতে শুনতাম, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ (যে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে, তিনি তা শুনেন)। আমি আরো শুনতে পেলাম যে, দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তিনি আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলারই) বলছেন।

সহীহ্ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৭৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨- بَابٌ مِنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ (শয়ন করার দু'আ)

٣٤١٧- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ :

حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ؛ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ؛ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَا نَفْسِي بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا؛ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٨٠) خ.

৩৪১৭। হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি ও জীবন লাভ করি"। তিনি ঘুম হতে উঠে বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি মৃত্যুদানের পর আমার এ দেহকে পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৮০), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٩- بَابُ مَاجَاءَ مَا يَقُوْلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَاةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায আদায় করতে উঠে যে দু'আ পাঠ করবে

٣٤١٨- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ؛ يَقُوْلُ : «اللّٰهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلٰهِيْ؛ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٣٥٥) ق.

৩৪১৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাঝরাতে বা গভীর রাতে (তাহাজ্জুদের) নামাযে দাঁড়াতেন সে সময় বলতেন ঃ “হে প্রভু! সকল প্রশংসা তোমার জন্য, তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আলো এবং সকল প্রশংসার অধিকারী তুমিই। তুমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছ। সকল প্রশংসা তোমার। তুমিই আকাশমণ্ডলী, দুনিয়া এবং উভয়ের মাঝখানের সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, তুমি সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, (আখিরাতে) তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য এবং ক্বিয়ামাত (সংঘটিত হওয়ার প্রসঙ্গটি) সত্য। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করেছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি, তোমার জন্যই যুদ্ধ করি এবং তোমাকেই বিচারক মানি। সুতরাং আমার পূর্বের-পরের এবং লুকায়িত ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ তুমি ক্ষমা করে দাও। তুমিই আমার মা‘বূদ, তুমি ছাড়া আর কোন মা‘বূদ নেই”।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ১৩৫৫), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে এ হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٣١- بَابُ مَاجَاءَ فِيْ الدُّعَاءِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ রাতের তাহাজ্জুদ নামায আরম্ভ করার দু'আ

٣٤٢٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا عُمَرُ ابْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا - : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؛ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ، فَقَالَ : «اللّٰهُمَّ! رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ! فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ! عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ! أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ؛ اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ؛ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٣٥٧) م.

৩৪২০। আবূ সালামাহ্ (রাহঃ) বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, নাবী ﷺ রাতে যখন (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করতে দণ্ডায়মান হতেন তখন কিসের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন (তাকবীরে তাহ্রীমার পর এবং ফাতিহার আগে কি পাঠ করতেন)? তিনি বলেন, তিনি রাতে (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করতে দাঁড়িয়ে তা আরম্ভ করে বলতেন ঃ "হে জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞাতা! তোমার বান্দাদের মধ্যে তুমিই মীমাংসাকারী যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করছে। সত্যের ব্যাপারে যে মতবিরোধ করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তুমি তোমার আদেশবলে আমাকে সঠিক পথের হিদায়াত দান কর, তুমিই যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত দান করে থাক"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ১৩৫৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٢- بَابٌ مِنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ (রাতের নামাযের বিশেষ দু'আ)

٣٤٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ : حَدَّثَنِي أَبِي : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ؛ قَالَ : «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؛ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي؛ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللّٰهُمَّ! أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ؛ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، واعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْلِي ذُنُوبِي جَمِيعًا؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ؛ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا؛ إِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، آمَنْتُ بِكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، فَإِذَا رَكَعَ؛ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ؛ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي»، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ؛ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ - بَعْدُ -»، فَإِذَا سَجَدَ؛ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»، ثُمَّ يَكُونُ آخِرَ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ : «اللّٰهُمَّ!

اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي؛ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ؛ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ».

-صحيح : «صفة الصلاة»، «صحيح أبي داود» (٧٣٨) م.

৩৪২১। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন ঃ "একনিষ্ঠভাবে আমি আমার চেহারা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম যিনি আকাশমণ্ডলী ও দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই"– (সূরা আন'আম ৭৯)। "আমার নামায, আমার ইবাদাত (কুরবানী ও হাজ্জ), আমার প্রাণ ও আমার মৃত্যু জগতসমূহের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার জন্যই। তাঁর কোন শরীক নেই এবং এ (ঘোষণা দেয়ার) জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমি মুসলমানদের দলভুক্ত"– (সূরা আন'আম ১৬২-৬৩)। হে আল্লাহ! তুমি রাজার রাজা, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমিই আমার প্রতিপালক এবং আমি তোমার দাস। আমার নিজের উপর আমি অত্যাচার করেছি, আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। তুমি আমাকে ভাল চরিত্রের পথনির্দেশ কর, তুমি ব্যতীত অন্য কেউ সবচেয়ে ভাল চরিত্রের দিকে পথনির্দেশ করতে পারে না। তুমি আমার হতে মন্দ চরিত্র দূর করে দাও। তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমার হতে তা দূর করতে পারে না। তোমার উপরে আমি ঈমান এনেছি। তুমি কল্যাণময়, সুমহান। তোমার কাছে আমি মাফ চাই এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি"। তারপর যখন রুকূ' দিতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমি রুকূ করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম এবং তোমার খুশির জন্যই আত্মসমর্পণ করলাম। আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাঁড় এবং আমার স্নায়ু তোমার জন্যই ঝুঁকে পড়েছে"। তিনি রুকূ' হতে মাথা তুলে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ, আমার প্রভু! আকাশমণ্ডলী ও সম্পূর্ণ জগৎসমূহ এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ পরিমাণ তোমার প্রশংসা এবং তুমি যা আকাঙ্ক্ষা কর সেটাও পরিপূর্ণ পরিমাণ তোমার প্রশংসা"। তিনি সাজদাহ্তে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই

সাজদাহ্ করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার জন্যই ইসলাম কুবূল করলাম। আমার মুখমণ্ডল তাঁর জন্য সাজদাহ্ করল। যিনি আমার চেহারা সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে সুন্দর মুখমণ্ডল দান করেছেন এবং তা ভেদ করে কান ও চোখ ফুটিয়েছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা কত মহান"। তারপর তাশাহ্হুদ ও সালামের মাঝখানের সময়ে তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি পূর্বে ও পরে, লুকায়িত ও প্রকাশ্য এবং আমার প্রসঙ্গে তোমার জানা মতে যা কিছু আমি করেছি, তুমি তা ক্ষমা করে দাও। তুমিই শুরু এবং তুমিই শেষ। তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই"।

সহীহ ঃ সিফাতুস্ সালাত, সহীহ আবূ দাউদ (হাঃ ৭৩৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٤٢٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ، وَيُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ : حَدَّثَنِي عَمِّيْ، وَقَالَ يُوْسُفُ - : أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ : حَدَّثَنِي الْأَعْرَجُ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ؛ قَالَ : «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا، وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ؛ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اللّٰهُمَّ! أَنْتَ الْمَلِكُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ؛ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا؛ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ؛ لاَ يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا؛ لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ؛ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ

وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ»، فَإِذَا رَكَعَ؛ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ، وَبَصَرِيْ، وَعِظَامِيْ، وَعَصَبِيْ»، فَإِذَا رَفَعَ؛ قَالَ «اللّٰهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ - بَعْدُ-»، فَإِذَا سَجَدَ؛ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِيْ خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ»، ثُمَّ يَقُوْلُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُوْلُ، بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ : «اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ؛ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ؛ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ».

-صحيح : المصدر نفسه.

৩৪২২। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (রাতে তাহাজ্জুদ) নামাযে দণ্ডায়মান হতেন তখন বলতেন ঃ "একনিষ্ঠভাবে আমি আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম যিনি আকাশমণ্ডলী ও দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই"– (সূরা আন'আম ৭৯)। "আমার নামায, আমার 'ইবাদাত (হাজ্জ ও কুরবানী), আমার প্রাণ, আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি এজন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আমি একজন মুসলিম"– (সূরা আন'আম ১৬২-১৬৩)। "হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, তুমিই আমার প্রভু, আমি তোমার দাস। আমার আত্মার প্রতি আমি যুল্ম করেছি এবং আমি আমার কৃত অন্যায় স্বীকার করেছি। সুতরাং আমার সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত কর। কেননা তুমি ব্যতীত অন্য কেউ সর্বোত্তম চরিত্রের রাস্তায় পরিচালিত করতে পারে না। আমাকে অপরাধ হতে তুমি

ফিরিয়ে রাখ, কেননা তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে খারাপ পথ হতে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। তোমার সমীপে আমি উপস্থিত, সকল সৌভাগ্য ও মঙ্গল তোমার আয়ত্তাধীন। আর খারাপের কিছুই তোমার দিকে সম্পর্কিত করা যায় না। আমি তোমার জন্যই এবং তোমার নিকটেই আমার ফিরে আসা। তুমি মঙ্গলময় ও সুমহান। তোমার কাছে আমি মাফ চাই এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি"। তিনি রুকূ'তে গিয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রুকূ' করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম এবং তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। সুতরাং আমার কান, আমার চোখ, আমার সকল হাঁড় ও স্নায়ুগুলো তোমার জন্যই অবনমিত"। তিনি (রুকূ' হতে) মাথা তুলে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! তোমার জন্য সকল প্রশংসা–আকাশ, যমীন ও এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও এ সকল পূর্ণ পরিমাণ"। তিনি সাজদাহ্তে গিয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি সাজদাহ্ করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আমার চেহারা তাঁর উদ্দেশে সাজদাহ্ করল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, তাকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন এবং (তা ভেদ করে) তার কান ও চোখ ফুটিয়েছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা বারাকাতময়"। তারপর তাশাহ্হুদ ও সালামের মাঝে সবশেষে তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি পূর্বে ও পরে, লুকায়িত ও প্রকাশ্য যে গুনাহ করেছি, যে উচ্ছৃঙ্খলতা করেছি এবং আমার প্রসঙ্গে তোমার জানা মতে, যা কিছু আমি (অন্যায়-অপরাধ) করেছি সে সব তুমি ক্ষমা করে দাও। তুমিই শুরু এবং তুমিই শেষ। তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই"।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٤٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى

الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ ذَلِكَ - أَيْضًا - إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهَا إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا قَامَ مِنْ سَجْدَتَيْنِ: رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ، فَكَبَّرَ، وَيَقُوْلُ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ؛ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اللّٰهُمَّ! أَنْتَ الْمَلِكُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ! أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ؛ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا؛ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ؛ لاَ يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا؛ لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ! أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، وَلاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَأَ إِلاَّ إِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ»، ثُمَّ يَقْرَأُ، فَإِذَا رَكَعَ؛ كَانَ كَلاَمُهُ فِيْ رُكُوْعِهِ أَنْ يَقُوْلَ: «اللّٰهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَأَنْتَ رَبِّيْ؛ خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ»، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ؛ قَالَ: «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ يُتْبِعُهَا: «اللّٰهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ - بَعْدُ -»، فَإِذَا سَجَدَ؛ قَالَ فِيْ سُجُوْدِهِ: «اللّٰهُمَّ! لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَأَنْتَ رَبِّيْ؛ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ»، وَيَقُوْلُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ: «اللّٰهُمَّ!

اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلٰهِي؛ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ».

-حسن : صحيح : «صحيح أبي داود» (٧٢٩).

৩৪২৩। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁর হাত দুইখানি তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। যখন তিনি কিরাআত সমাপ্ত করতেন (রুকূতে যাওয়া ইচ্ছা করতেন) তখনও পুনরায় একই রকম করতেন (দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন), আবার যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখনও একই রকম করতেন। কিন্তু বসা অবস্থায় তাঁর নামাযে কোথাও তিনি তাঁর দু'হাত উঠাতেন না। তারপর তিনি দুই সাজদাহ্ সেরে (দুই রাক'আত শেষে) যখন উঠে দাঁড়াতেন তখনও তাকবীর পাঠ করে তাঁর দুই হাত তুলতেন। তিনি তাকবীরে তাহ্রীমার পর নামায আরম্ভ হতেই বলতেন ঃ "একনিষ্ঠভাবে আমি তাঁর দিকে আমার চেহারা প্রত্যাবর্তন করলাম যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই"– (সূরা আন'আম ৭৯)। 'আমার নামায, আমার 'ইবাদাত, আমার প্রাণ ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে। তাঁর কোন শারীক নেই এবং আমি এজন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আমি একজন মুসলিম"– (সূরা আন'আম ১৬২-১৬৩)। "হে আল্লাহ! তুমিই রাজার রাজা, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তুমি পবিত্র, তুমি আমার মনিব এবং আমি তোমার দাস। আমার সত্তার উপর আমি যুল্ম করেছি এবং আমার কৃত অন্যায় আমি স্বীকার করেছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া পাপ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত কর। তুমি ব্যতীত আর কেউ সেই উত্তম পথে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি আমার হতে খারাপকে দূরে সরিয়ে দাও। তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমার হতে খারাপকে দূরীভূত করতে পারে না। আমি তোমার সামনে উপস্থিত আছি। সৌভাগ্য তোমার অধিকারে, তোমার জন্যই আমি এবং তোমার দিকেই আমি ফিরে আসি। তোমার শাস্তি হতে মুক্তি লাভের

সাধ্য কারোর নেই এবং তোমার হতে পালিয়ে থাকার আশ্রয়ও নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি"। তারপর তিনি ক্বিরাআত পাঠ করতেন। তিনি যখন রুকূ'তে যেতেন তখন রুকূতে এই কথা বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার উদ্দেশে আমি রুকূ করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং তুমিই আমার প্রভু। আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক ও আমার হাঁড় বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ভীত"। তিনি রুকূ হতে মাথা তুলে বলতেন ঃ "কেউ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলে তিনি তা শুনেন"। এর সঙ্গে তিনি আরো বলতেন ঃ "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! সকল আকাশ ও যামীন পরিপূর্ণ এবং এরপরও তোমার ইচ্ছানুসারে পরিপূর্ণ প্রশংসা তোমার জন্য"। তিনি সাজদাহ্তে গিয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার উদ্দেশে আমি সাজদাহ্ করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং তুমিই আমার প্রভু। সেই মহান সত্তার জন্য আমার চেহারা সাজদাহ্ করেছে যিনি তা তৈরী করেছেন এবং তা ভেদ করে তাতে কান ও চোখ ফুটিয়েছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা কত বারাকাতময়"। তিনি নামায শেষ করে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার পূর্বের ও পরের গুনাহসমূহ এবং আমি যা কিছু লুকায়িত ও প্রকাশ্যে করেছি তাও। তুমিই আমার মা'বূদ, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই"।

হাসান সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (হাঃ ৭২৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস মতো ইমাম শাফিঈ ও আমাদের কিছু আলিম 'আমাল করেন। ইমাম আহমাদ এ হাদীস অনুযায়ী 'আমাল করা প্রয়োজন মনে করেন না। কূফার অধিবাসী কিছু আলিম ও অপর আলিমগণ বলেন, এসব দু'আ নফল নামাযে পাঠ করবে, ফরয নামাযে নয়। আবূ ইসমাঈল আত্-তিরমিযী (মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু ইউসুফ)-কে আমি বলতে শুনেছি, এ হাদীস আমি সুলাইমান ইবনু দাঊদ আল-হাশিমীকে উল্লেখপূর্বক বলতে শুনেছি, এ হাদীস আমাদের কাছে যুহ্রী-সালিম হতে তার বাবার সনদে বর্ণিত হাদীসের মতোই।

٣٣- بَابٌ مَا يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْآنِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ কুরআনের সাজদাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াতের পর সাজদাহ্‌তে যা বলতে হবে

٣٤٢٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ، قَالَ :، قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ؛ كَأَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِي، وَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ! اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ لِي جَدُّكَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -، فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً، ثُمَّ سَجَدَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.

-حسن : «ابن ماجه» (١٠٥٣).

৩৪২৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর কাছে এক লোক এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আজ রাতে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখি যে, আমি যেন একটি গাছের পেছনে নামায আদায় করছি। আমি সাজদাহ্ করলে আমার সাজদাহ্‌র মতো গাছটিও সাজদাহ্ করে। ঐ গাছটিকে আমি বলতে শুনলাম, "হে আল্লাহ! এ সাজদাহ্‌র বিনিময়ে আমার জন্য তোমার নিকট পুরস্কার লিপিবদ্ধ কর, এর বিনিময়ে আমার একটি গুনাহ অপসারণ কর, আমার জন্য এটাকে পুঁজি

হিসেবে জমা রাখ এবং এটাকে আমার পক্ষ হতে গ্রহণ কর, যেমন তুমি তোমার বান্দা দাঊদ ('আঃ) হতে গ্রহণ করেছিলে"। ইবনু জুরাইজ (রাহঃ) 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ ইয়াযীদকে বলেন, আমাকে তোমার দাদা বলেছেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সাজদাহ্র আয়াত পাঠ করলেন এবং সাজদাহ্ করলেন। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তাঁকে সেই গাছের একই রকম দু'আ আমি তিলাওয়াত করতে শুনলাম, যে প্রসঙ্গে আগে লোকটি তাঁকে জানিয়েছিল।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ১০৫৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সনদসূত্রে জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ : «سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ؛ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ».

-صحيح : «المشكاة» (١٠٣٥)، «صحيح أبي داود» (١٢٧٤).

৩৪২৫। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাতে নাবী ﷺ সাজদাহ্র আয়াত পাঠ করার পর সাজদাহ্তে বলতেন ঃ "সেই মহান সত্তার উদ্দেশে আমার মুখমণ্ডল সাজদাহ্ করল যিনি তাকে তৈরী করেছেন এবং নিজের প্রবল ক্ষমতায় তার মাঝে শোনার শক্তি ও দেখার শক্তি দান করেছেন"।

সহীহ ঃ মিশকাত (হাঃ ১০৩৫), সহীহ আবূ দাঊদ (হাঃ ১২৭৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٤- بَابُ مَاجَاءَ مَا يَقُوْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ ঘর হতে বের হওয়ার সময় পাঠ করার দু'আ

٣٤٢٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِيْ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ - يَعْنِي : إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ - : بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ؛ يُقَالُ لَهُ : كُفِيْتَ، وَوُقِيْتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ».

-صحيح : «المشكاة» (٢٤٤٣ - التحقيق الثاني)، «التعليق الرغيب» (٢٦٤/٢)، «الكلم الطيب» (٥٨/٤٩).

৩৪২৬। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঘর হতে কেউ বাইরে রাওয়ানা হওয়াকালে যদি বলে, "আল্লাহ তা'আলার নামে, আল্লাহ তা'আলার উপরই আমি নির্ভর করলাম, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত বিরত থাকা ও মঙ্গল লাভ করার শক্তি কারো নেই", তবে তাকে বলা হয় (আল্লাহ তা'আলাই) তোমার জন্য যথেষ্ট, (অনিষ্ট হতে) তুমি হিফাযাত অবলম্বন করেছ। আর তার হতে শাইতান দূরে সরে যায়।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ২৪৪৩), তা'লীকুর রাগীব (হাঃ ২/২৬৪), আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ৫৮/৪৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র উপর্যুক্ত সূত্রেই অবগত হয়েছি।

٣٥- بَابٌ مِنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ (ঘর হতে বের হওয়ার সময় নাবী ﷺ-এর পঠিত দু'আ)

٣٤٢٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ؛ قَالَ : «بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، اللّٰهُمَّ! إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٨٤).

৩৪২৭। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, যখন নাবী ﷺ ঘর হতে বাইরে রাওয়ানা হতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহ তা'আলার নামে, আল্লাহ তা'আলার উপর আমি নির্ভর করলাম। হে আল্লাহ! আমরা পদস্খলন হতে কিংবা পথভ্রষ্টতা হতে কিংবা যুল্ম করা হতে কিংবা অত্যাচারিত হওয়া হতে কিংবা অজ্ঞতাবশত কারো প্রতি মন্দ আচরণ হতে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতা প্রসূত আচরণ হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৮৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ السُّوْقَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ বাজারে প্রবেশের দু'আ

٣٤٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَلَقِيَنِي أَخِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَدَّثَنِي، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ، فَقَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ،

لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ».

-حسن : «ابن ماجه» (٢٢٣٥).

৩৪২৮। মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' (রাহঃ) বলেন, আমি মক্কায় পৌঁছালে আমার ভাই সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ) আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তার বাবা হতে, তার দাদার সনদে আমার কাছে হাদীস রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক বাজারে প্রবেশ করে বলে, "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সকল ক্ষমতা তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনিই প্রাণ দান করেন ও মৃত্যু দেন, তিনি চিরজীবি, তিনি কক্ষনো মৃত্যুবরণ করবেন না, তাঁর হাতেই মঙ্গল এবং তিনিই সবসময় প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতার অধিকারী", তার জন্য আল্লাহ তা'আলা দশ লক্ষ নেকী বরাদ্দ করেন, তার দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং তার দশ লক্ষ গুণ সম্মান বৃদ্ধি করেন।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ২২৩৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি গারীব। এ হাদীস যুবাইর পরিবারের কোষাধ্যক্ষ 'আম্‌র ইবনু দীনার সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٢٩- حَدَّثَنَا بِذَالِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْمُعْتَمِرُ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ - وَهُوَ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ -، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ،

بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

-حسن : انظر ما قبله.

৩৪২৯। সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও তার দাদার সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে বলে, "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর, কোন অংশীদার নেই, তিনিই সমস্ত কিছুর ক্ষমতার অধিকারী, সকল প্রশংসা তাঁর তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু দেন, তিনি চিরজীবি, তিনি কক্ষনো মৃত্যুবরণ করবেন না, তাঁর হাতেই কল্যাণ, সমস্ত কিছুর উপর তিনি সর্বশক্তিমান," আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য দশ লক্ষ নেকী বরাদ্দ করেন, তার দশ লক্ষ গুনাহ্ মাফ করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর তৈরি করেন।

হাসান ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এই 'আম্‌র ইবনু দীনার বাস্‌রার একজন আলিম। কিছু হাদীস বিশেষজ্ঞ তার সমালোচনা করেছেন। এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম তায়িফী বর্ণনা করেছেন 'ইমরান ইবনু মুসলিম হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার হতে, তিনি ইবনু 'উমার হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে। এতে তিনি 'উমার (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি।

٣٧- بَابُ مَا يَقُولُ الْعَبْدُ إِذَا مَرِضَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ পীড়িত ব্যক্তি যে দু'আ পাঠ করবে

٣٤٣٠- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ،

فَقَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا، وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ - قَالَ -؛ يَقُوْلُ : «اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ؛ قَالَ اللّٰهُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِيْ، لاَ شَرِيْكَ لِيْ، وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ؛ قَالَ اللّٰهُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا، لِيَ الْمُلْكُ، وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ؛ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِيْ»، وَكَانَ يَقُوْلُ : «مَنْ قَالَهَا فِيْ مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ؛ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٩٤).

৩৪৩০। আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন লোক "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" বললে সে সময় তার প্রভু তার কথাটি সত্য বলে অনুমোদন দেন এবং বলেন ঃ আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আমিই মহান। আর যখন বান্দা বলে, "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু" (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক), তখন বলেন ঃ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি এক। যখন বান্দা বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু" (আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই), তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আমি এক, আমার কোন অংশীদার নেই। যখন বান্দা বলে, "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু" (আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তাঁরই রাজত্ব, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর), তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, রাজত্ব আমারই এবং সকল প্রশংসা আমার জন্যই। যখন বান্দা বলে, "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" (আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন অনিষ্ট বা উপকার করার ক্ষমতা কারো নেই), তক্ষনি আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আমি ছাড়া

(আমার সহযোগিতা ব্যতীত) অকল্যাণ দূর করা ও মঙ্গল লাভ করার সামর্থ্য কারো নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলতেন ঃ যে লোক রোগাক্রান্ত অবস্থায় এই বাক্যগুলো পাঠ করল, তারপর মৃত্যুবরণ করল, জাহান্নামের আগুন তাকে ভক্ষণ করবে না।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৭৯৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি শু'বাহ্ (রাহঃ) আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি আল-আগার্র আবূ মুসলিম হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) ও আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে এই সনদে উক্ত হাদীসের মতই রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হাদীসটি শু'বাহ্ (রাহঃ) মারফূরূপে রিওয়ায়াত করেননি। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ (রাহঃ) হতে উক্ত সূত্রের মতই বর্ণনা করেছেন।

٣٨- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَأَى مُبْتَلًى.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ বিপদগ্রস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করে যে দু'আ পাঠ করবে

٣٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ - مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ -، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلاَءٍ، فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً؛ إِلاَّ عُوْفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلاَءِ؛ كَائِنًا مَا كَانَ؛ مَا عَاشَ».

-حسن : «ابن ماجه» (٣٨٩٢).

৩৪৩১। 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক কোন বিপদগ্রস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করে বলে, "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, তিনি যে বিপদে তোমাকে জড়িত করেছেন

তা হতে আমাকে হিফাযাতে রেখেছেন এবং তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির উপর আমাকে সম্মান দান করেছেন", সে তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উক্ত অনিষ্ট হতে হিফাযাতে থাকবে। তা যে কোন বিপদই হোক না কেন।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৯২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। যুবাইর (রাযিঃ)-পরিবারের কোষাধ্যক্ষ 'আম্‌র ইবনু দীনার বসরার অধিবাসী শাইখ (হাদীসবেত্তা), কিন্তু তিনি হাদীস শাস্ত্রে তেমন মজবুত নন। তিনি এককভাবে সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে কিছু হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী (রাহঃ) হতেও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন কেউ কোন বিপদগ্রস্ত লোক প্রত্যক্ষ করবে তখন সে মনে মনে তা হতে আল্লাহ তা'আলার নিকটে আশ্রয় চাইবে, যেন বিপদগ্রস্ত লোকটি তা শুনতে না পায়।

٣٤٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَدِيْنِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ رَأَى مُبْتَلًى، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً؛ لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ».

-صحيح : «صحيحة» (٢٧٣٧).

৩৪৩২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক কোন রোগাক্রান্ত বা বিপদগ্রস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করে বলে, "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি তোমাকে যে ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছেন, তা হতে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তাঁর অসংখ্যক সৃষ্টির উপর আমাকে সম্মান দান করেছেন", সে উক্ত ব্যাধিতে কক্ষনো আক্রান্ত হবে না।

সহীহ ঃ সহীহ হাদীস সিরিজ (হাঃ ২৭৩৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٩- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার দু'আ

٣٤٣٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ الْكُوْفِيُّ - وَاسْمُهُ : أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِيُّ - : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ!، وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ؛ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ».

-صحيح : «المشكاة» (٢٤٣٣).

৩৪৩৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক মাজলিসে বসে প্রয়োজন ছাড়া অনেক কথাবার্তা বলেছে, সে উক্ত মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে যদি বলে ঃ "হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি", তাহলে উক্ত মাজলিসে তার যে অপরাধ হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।

সহীহ্ ঃ মিশকাত (হাঃ ২৪৩৩)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ বারযাহ্ ও 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপর্যুক্ত সনদে সুহাইলের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবগত হয়েছি।

٣٤٣٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ يُعَدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ - مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ - : «رَبِّ! اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨١٤).

৩৪৩৪। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রতিটি মাজলিসে হিসাব করে দেখা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে এক শতবার বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার তাওবা গ্রহণ কর। কারণ তুমিই তাওবাহ্ ক্ববূলকারী, ক্ষমাকারী"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮১৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু আবী 'উমার সুফ্ইয়ান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সূক্বাহ হতে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব।

٤٠- بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ বিপদকালে 'আমাল করার দু'আ

٣٤٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ : «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٨٣) ق.

৩৪৩৫। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র নাবী ﷺ বিপদকালে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি পরম সহিষ্ণু (মহান) ও মহাজ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি মহান আরশের প্রভু। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রভু এবং মহা মর্যাদাবান আরশের প্রভু"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৮৩), বুখারী ও মুসলিম।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-ইবনু আবী 'আদী হতে, তিনি হিশাম হতে, তিনি ক্বাতাদাহ্ হতে, তিনি আবুল 'আলিয়াহ্ হতে, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এই সনদে উপর্যুক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে 'আলী (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤١- بَابُ مَاجَاءَ مَا يَقُوْلُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ কোন জায়গায় যাত্রাবিরতি করলে যে দু'আ পাঠ করবে

٣٤٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوْبَ، عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةِ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً، ثُمَّ قَالَ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٥٤٧) م.

৩৪৩৭। খাওলা বিনতুল হাকীম আস-সুলামিয়্যাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন লোক যদি কোন জায়গায় অবতরণ করে বলে, "আমি আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ বাক্যের আশ্রয় প্রার্থনা করি তাঁর

সকল সৃষ্টির ক্ষতি হতে”, সে উক্ত জায়গা ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার অনিষ্ট করতে পারবে না।

সহীহ : ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৫৪৭), মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। এ হাদীস মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) ইয়াকূব ইবনুল আশাজ্জের সনদে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু ‘আজলান হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ হাদীস ইয়া‘কূব ইবনুল আশাজ্জের সনদে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাহঃ) খাওলাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণনা করেছেন। ইবনু ‘আজলানের বর্ণনার চাইতে লাইসের বর্ণনা অনেক বেশি বিশুদ্ধ।

٤٢- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا.

অনুচ্ছেদ : ৪২ ॥ সফরে যাওয়ার সময় যে দু‘আ পাঠ করতে হয়

٣٤٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ؛ قَالَ بِإِصْبَعِهِ - وَمَدَّ شُعْبَةُ إِصْبَعَهُ -، قَالَ : «اللّٰهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللّٰهُمَّ! اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ، وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ، اللّٰهُمَّ! ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ».

-صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٣٣٩).

৩৪৩৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হতেন, সে সময় প্রথমে সওয়ারীতে আরোহণ করতেন, তারপর নিজের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন। অধঃস্তন বর্ণনাকারী

শু'বাহ্ আঙ্গুল উঁচু করে ইশারা করে দেখিয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ "হে প্রভু! সফরে তুমি আমার সঙ্গী এবং আমার (অনুপস্থিতিতে) আমার পরিবার-পরিজনের (আমার) প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! মঙ্গল সহকারে তুমি আমাদের সঙ্গী হও এবং তোমার জামানতে আমাদেরকে ফিরাও। হে আল্লাহ! মাটিকে (সফরের দীর্ঘ পথ) আমাদের জন্য সংকুচিত করে দাও এবং সফর আমাদের জন্য সহজ কর। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি সফরের ক্লান্তি হতে এবং ফিরে আসার দুশ্চিন্তা ও ব্যর্থতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি"।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (হাঃ ২৩৩৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমি ইবনু আবী 'আদী-এর হাদীস হিসেবেই জানতাম। অতঃপর তা আমার নিকট সুয়াইদ ইবনু নাস্‌র-'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি শু'বাহ্ (রাহঃ) হতে এই সনদে উক্ত মর্মের মত বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব। আমরা শুধু ইবনু আবী 'আদী হতে শু'বাহ্‌র সনদে এ হাদীস অবগত হয়েছি।

٣٤٣٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَافَرَ يَقُوْلُ : «اللّٰهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللّٰهُمَّ! اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا، اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ، وَمِنْ سُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ».

-صحيح : «ابن ماجه» م (٣٨٨٨).

৩৪৩৯। 'আবদুল্লাহ ইবনুস সারজিস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন নাবী ﷺ সফরে রাওয়ানা হতেন, সে সময় বলতেন ঃ "হে

আল্লাহ! তুমি সফরে আমার সঙ্গী এবং আমার (অনুপস্থিতিতে) আমার পরিবার-পরিজনের তুমিই (আমার) স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ! আমাদের সফরে তুমি আমাদের সাথী হও এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের জন্য আমাদের প্রতিনিধি হও। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমরা সফরের ক্লান্তি, ফিরে আসার ব্যর্থতা, প্রাচুর্যের পরে রিক্ততা, নির্যাতিতের অভিশাপ এবং পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পত্তির প্রতি কু-দৃষ্টি হতে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৮৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। অন্য এক বর্ণনায় "আল-কাওন"-এর স্থলে "আল-কাওর" এসেছে (অর্থ একই)। অর্থাৎ ঈমান হতে কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হতে আশ্রয় চাই অথবা আনুগত্যের পরিবর্তে গুনাহের দিকে প্রত্যাবর্তন। এটাকে ভাল হতে খারাপের দিকে প্রত্যাবর্তন করা বুঝায়।

٤٣- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ সফর হতে ফিরে এসে যে দু'আ পাঠ করবে

٣٤٤٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ؛ قَالَ : «آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ».

-صحيح : «صحيح أبي داود» تحت الحديث (٢٣٣٩).

৩৪৪০। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) বলেন, সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে নাবী ﷺ বলতেন ঃ "আমরা (সফর হতে হিফাযাতে) ফিরে আসা ব্যক্তি, তাওবাহ্‌কারী, 'ইবাদাতকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী।"

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (হাঃ ২৩৩৯)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস সুফ্ইয়ান সাওরী আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে এই সনদে রিওয়ায়াত করেছেন কিন্তু আর-রাবী‘ ইবনুল বারাআ-এর উল্লেখ করেননি। শু‘বাহ্‌র বর্ণনাটিই অনেক বেশি বিশুদ্ধ। এ অনুচ্ছেদে ইবনু ‘উমার, আনাস ও জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَانِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ؛ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا.

-صحيح : خ (٨٧٤) مختصره.

৩৪৪১। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ সফর হতে ফিরে এসে মাদীনার প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন এবং মাদীনার প্রতি মুহাব্বতের কারণে তাঁর উষ্ট্রী দ্রুত হাঁকাতেন, আর অপর কোন পশু হলে তাও তাড়াতাড়ি চালাতেন।

সহীহ ঃ বুখারী ৮৭৪ নং হাদীসের সংক্ষেপিত।

আবূ ‘ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٤٤- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا وَدَّعَ إِنْسَانًا.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ কোন লোককে বিদায় দেয়ার সময় যে দু‘আ পাঠ করতে হয়

٣٤٤٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللّٰهِ السَّلِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً؛ أَخَذَ بِيَدِهِ، فَلاَ يَدَعُهَا، حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقُوْلُ : أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَآخِرَ عَمَلِكَ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٦) و (٢٤٨٥) «الكلم الطيب» (١٢٢/١٦٩) - التحقيق الثاني).

৩৪৪২। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, কোন লোককে নাবী ﷺ বিদায় দেয়ার সময় তাকে নিজের হাতে ধরতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের হাত নাবী ﷺ হতে না ছাড়াতেন সে পর্যন্ত তিনিও তার হাত ছাড়তেন না। তিনি বলতেন ঃ "তোমার দ্বীন, ঈমান ও সর্বশেষ 'আমালের ব্যাপারে আমি আল্লাহ তা'আলাকে আমানতদার নিযুক্ত করলাম"।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ১৬, ২৪৮৫), আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ১৬৯/১২২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপর্যুক্ত সনদ সূত্রে গারীব। এ হাদীস ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٤٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا : ادْنُ مِنِّي؛ أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا، فَيَقُولُ : «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ».

-صحيح : المصدر نفسه.

৩৪৪৩। সালিম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন লোক সফরের উদ্দেশে রাওয়ানা হলে ইবনু 'উমার (রাযিঃ) তাকে বলতেন, আমার কাছে আস। আমি তোমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেন। তিনি বলতেন ঃ "তোমার দ্বীন, ঈমান ও সর্বশেষ 'আমালের জন্য আমি আল্লাহ তা'আলাকে যিম্মাদার করলাম"।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ এবং সালিম ইবনু আবদুল্লাহ্র বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব।

٤٥- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ অনুরূপ প্রসঙ্গ

٣٤٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّي أُرِيْدُ سَفَرًا؛ فَزَوِّدْنِي، قَالَ : «زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوَى»، قَالَ : زِدْنِي، قَالَ : «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ»، قَالَ : زِدْنِيْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي! قَالَ : «وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ».

-حسن صحيح : «الكلم الطيب» (١٧٠ - التحقيق الثاني).

৩৪৪৪। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর কাছে এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পাথেয় দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাক্বওয়ার পাথেয় দান করুন। সে বলল, আরো বেশি দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন। সে বলল, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাকে আরো বেশি দান করুন। তিনি বললেন ঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) তোমার জন্য মঙ্গলকে সহজতর করুন, তুমি যেখানেই থাক।

হাসান সহীহ ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ১৭০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٦- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ (সফরকালে দু'আ চাওয়া)

٣٤٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ

هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ؛ فَأَوْصِنِيْ، قَالَ : «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ»، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ؛ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ».

-حسن : «ابن ماجه» (٢٧٧١).

৩৪৪৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি, অতএব উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তুমি আল্লাহ তা'আলার ভয় (তাক্বওয়া) অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উচ্চ জায়গায় যাওয়ার সময় তাকবীর ধ্বনি দিবে। যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তার পথের ব্যবধান কমিয়ে দাও এবং তার জন্য সফর সহজতর করে দাও"।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ২৭৭১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান।

٤٧- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَكِبَ النَّاقَةَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ যানবাহনে আরোহণের সময় দু'আ পাঠ করা

٣٤٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ؛ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ - ثَلَاثًا -، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا؛ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ، ثُمَّ قَالَ : ﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ - ثَلَاثًا -، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ - ثَلَاثًا -، سُبْحَانَكَ إِنِّيْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ، فَاغْفِرْلِيْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيْرَ

الْمُؤْمِنِيْنَ؟! قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ، إِذَا قَالَ : رَبِّ! اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِي؛ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرُكَ».

–صحيح : «الكلم الطيب» (١٢٦/١٧٢) «صحيح أبي داود» (٢٣٤٢).

৩৪৪৬। ‘আলী ইবনু রাবীআহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আলী (রাযিঃ)-এর কাছে আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার নিকট আরোহণের জন্য একটি জন্তু আনা হল। তিনি পা দানীতে তার পা রেখে বললেন, “বিস্‌মিল্লাহ্”। তারপর তিনি তার পিঠের উপর ঠিকমত বসার পর বললেন, “আলহাম্‌দু লিল্লাহ্”, তারপর বললেন, “পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, তা না হলে আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাব”– (সূরা আয-যুখরুফ ১৩-১৪)। এরপর তিনি “আল্‌হামদু লিল্লাহ্” তিনবার ও “আল্লাহু আকবার” তিনবার বললেন এবং আরো বললেন ঃ “তুমি অত্যন্ত পবিত্র সত্তা, আমার উপর আমি অত্যাচার করেছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ কর, কেননা তুমি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।” তারপর তিনি হাসলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনি কি কারণে হাসলেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি তা-ই করতে দেখেছি যা আমি করলাম। তারপর তিনি হেসেছিলেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি কারণে হাসলেন? তিনি বললেন ঃ যখন বান্দা বলে, “হে আল্লাহ! আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা কর। কেননা তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না”, সে সময় আল্লাহ তা‘আলা তার এ কথায় খুশি হন।

সহীহ ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (১৭২/১২৬), সহীহ আবূ দাউদ (হাঃ ২৩৪২)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু ‘উমার (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٤٤٧- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَارِقِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ؛ كَبَّرَ ثَلاَثًا، وَيَقُوْلُ : ﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾، ثُمَّ يَقُوْلُ : «اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِيْ هَذَا مِنَ الْبِرِّ، وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللّٰهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا الْمَسِيْرَ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَ الْأَرْضِ، اللّٰهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللّٰهُمَّ! اصْحَبْنَا فِيْ سَفَرِنَا، وَاخْلُفْنَا فِيْ أَهْلِنَا»، وَكَانَ يَقُوْلُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ : «آيِبُوْنَ - إِنْ شَاءَ اللّٰهُ -، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ».

-صحيح : «صحيح أبي داود» (٢٣٣٩) م.

৩৪৪৭। ইবনু ‘উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ যখন সফরে রাওয়ানা হতেন তখন বাহনে আরোহণ করে তিনবার তাক্বীর বলতেন এবং আরো বলতেন ঃ “অতি পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, তা না হলে আমরা একে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাব”– (সূরা যুখরুফ ১৩-১৪)। তারপর তিনি বলতেন ঃ “হে আল্লাহ! আমার এ সফরে আমি তোমার নিকট পুণ্য ও তাক্বওয়া এবং তোমার পছন্দনীয় কাজ করার তাওফীক প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদের সফরটি আমাদের জন্য সহজসাধ্য করে দাও এবং আমাদের জন্য পথের ব্যবধান সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ! সফরে তুমিই আমাদের সঙ্গী এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে তুমি আমাদের বন্ধু এবং আমাদের পরিজনের প্রতিনিধি হয়ে যাও।” তিনি সফর হতে পরিজনের কাছে প্রত্যাবর্তন করে বলতেন ঃ “ইন্‌শা আল্লাহ আমরা

প্রত্যাবর্তনকারী এবং তাওবাহ্কারী, আমাদের রবের 'ইবাদাতকারী ও প্রশংসাকারী"।

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (হাঃ ২৩৩৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি উক্ত সনদ সূত্রে হাসান গারীব।

٤٨- بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ دَعْوَةِ الْمُسَافِرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ মুসাফিরের দু'আ প্রসঙ্গে যা উল্লেখ আছে

٣٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ : دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ».

-حسن : «الصحيحة» (٥٩٨، ١٧٩٧).

৩৪৪৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিন লোকের দু'আ ক্ববূল করা হয়। নির্যাতিতের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানদের উপর পিতার অভিশাপ।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ৫৯৮, ১৭৯৭)।

'আলী ইবনু হুজর-ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম হতে, তিনি হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর (রাহঃ) হতে এই সনদসূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। তবে এই রিওয়ায়াতে আছে ঃ "মুসতাজাবাতুন লা শাক্কা ফাহিন্না" (ক্ববূল করা হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই)। আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। এই আবূ জা'ফার হলেন তিনি যার নিকট হতে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি আবূ জা'ফার আল্-মু'আযযিন নামেও পরিচিত। ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর তার নিকট হতে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমরা তার নাম জানি না।

٤٩- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহের কালে যে দু'আ পাঠ করবে

٣٤٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُوْ عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا -، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى الرِّيحَ؛ قَالَ : «اللّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرِ مَا فِيْهَا، وَخَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ».

-صحيح : «الصحيحة» (٢٧٥٧) ق.

৩৪৪৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে দেখলে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি এ বাতাসের মঙ্গল, এর মাঝে নিহিত মঙ্গল এবং যে মঙ্গলসহ এটা পাঠানো হয়েছে তা প্রার্থনা করি। আর এর ক্ষতিকর দিক, এর মাঝে নিহিত ক্ষতি এবং যে ক্ষতিসহ এটা পাঠানো হয়েছে তা হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি"।

সহীহ ঃ সহীহ হাদীস সিরিজ (হাঃ ২৭৫৭), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান।

٥١- بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ নতুন চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

٣٤٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدِيْنِيُّ : حَدَّثَنِيْ بِلاَلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ

اللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ؛ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللّٰهُ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٨١٦)، «الكلم الطيب» (١١٤/١٦١).

৩৪৫১। ত্বালহা ইবনু ‘উবাইদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নতুন চাঁদ দেখার পর নাবী ﷺ বলতেন ঃ “হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য চাঁদটিকে বারাকাতময় (নিরাপদ), ঈমান, নিরাপত্তা ও শান্তির বাহন করে উদিত করো! হে নতুন চাঁদ! আল্লাহ তা‘আলা আমারও প্রভু, তোমারও প্রভু।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ১৮১৬), আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (১৬১/১১৪)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

٥٢- بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ রাগের আবির্ভাব হলে যে দু‘আ পাঠ করবে

٣٤٥٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا؛ لَذَهَبَ غَضَبُهُ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ».

-صحيح : «الروض النضير» (٦٣٥) : خ، (٦١١٥)، م (٨/ ٣٠-٣١) سليمان بن صرد.

৩৪৫২। মু‘আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর সামনে দুই লোক পরস্পরকে গালি-গালাজ করে।

এমনকি তাদের একজনের মুখমণ্ডলের রাগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। সে সময় নাবী ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয় আমি এমন একটি বাক্য জানি, এ ব্যক্তিটি যদি তা উচ্চারণ করত তবে অবশ্যই তার ক্রোধ চলে যেত। তা হল ঃ "আমি বিতাড়িত শাইতান হতে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

সহীহ ঃ রাওযুন নাযীর (হাঃ ৬৩৫), বুখারী (হাঃ ৬১১৫), মুসলিম (হাঃ ৮/৩০-৩১), সুলাইমান ইবনু সুরাদ হতে।

এই অনুচ্ছেদে সুলাইমান ইবনু সুরাদ হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-'আবদুর রহমান (ইবনু আবূ লাইলা) হতে, তিনি সুফ্‌ইয়ান (রাহঃ) হতে এই সনদে একই রকম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি মুরসাল। 'আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা (রাহঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে আদৌ হাদীস শুনেননি। কারণ মু'আয (রাযিঃ) 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)-এর খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। আর যে সময় 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) শহীদ হন সে সময় 'আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা মাত্র ছয় বছরের বালক। শু'বাহ্ (রাহঃ) হাকাম হতে, তিনি 'আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলার সূত্রে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন। 'আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা (রাহঃ) 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলার উপনাম আবূ 'ঈসা এবং তার পিতা আবী লাইলার নাম ইয়াসার। 'আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর এক শত বিশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি।

٥٣- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ মন্দ স্বপ্ন দেখলে যে দু'আ পাঠ করবে

٣٤٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ : «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللّٰهِ؛ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِمَا رَأَى، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ؛ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلاَ يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ؛ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ».

-صحيح : «التعليق الرغيب» (٢/٢٦٢) «صحيح الجامع» (٥٤٩) و (٥٥٠) خ.

৩৪৫৩। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনি বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে থাকলে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। অতএব সে যেন এজন্য আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে এবং যা সে দেখেছে তা অন্যের নিকট প্রকাশ করে। আর সে এর বিপরীত মন্দ স্বপ্ন দেখলে তা শাইতানের পক্ষ হতে। অতএব সে যেন এর অনিষ্ট হতে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং অন্য কারো নিকট তা ব্যক্ত না করে। তাহলে তাতে তার কোন অনিষ্ট হবে না।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (হাঃ ২/২৬২), সহীহ আল-জামি' (হাঃ ৫৪৯, ৫৫০), বুখারী।

এ অনুচ্ছেদে আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। ইবনুল হাদ-এর নাম ইয়াযীদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু উসামা ইবনুল হাদ আল-মাদীনী। হাদীস বিশারদদের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। তার সনদে ইমাম মালিক প্রমুখ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٤- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَأَى الْبَاكُوْرَةَ مِنَ الثَّمَرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ বাগানে নতুন ফল প্রত্যক্ষ করলে যে দু'আ পাঠ করবে

٣٤٥٤- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا

قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ؛ جَاءُوْا بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيْ ثِمَارِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا، اللّٰهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّيْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَأَنَا أَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ»، قَالَ : ثُمَّ يَدْعُوْ أَصْغَرَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ، فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ.

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٣٢٩) م.

৩৪৫৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, সাহাবাগণ (তাদের বাগানে) সর্বপ্রথম পাকা ফল দেখলে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (হাদীয়াহ্ স্বরূপ) নিয়ে আসত। ফলটি নিজ হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের ফলমূলে আমাদেরকে বারাকাত দাও, আমাদের শহরে আমাদেরকে বারাকাত দাও এবং আমাদের দাড়িপাল্লায় আমাদের বারাকাত দা ও। হে আল্লাহ! ইব্রাহীম নিশ্চয়ই তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু ও তোমার নাবী এবং আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নাবী। তোমার নিকট তিনি মক্কা ভূমির জন্য দু'আ করেছিলেন। তোমার নিকট আমিও মাদীনার জন্য দু'আ করছি, যেভাবে তিনি মক্কার জন্য তোমার নিকট দু'আ করেছিলেন এবং আরও সম-পর্যায়ের"। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি কোন বালককে উপস্থিত দেখতে পেলে ফলটি তাকে দিয়ে দিতেন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৩২৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٥٥- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ খানা খাওয়ার সময় পাঠ করার দু'আ

٣٤٥٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ -، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَلَى مَيْمُوْنَةَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ، فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ، وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي : «الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ؛ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا»، فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ أُوْثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ أَطْعَمَهُ اللّٰهُ الطَّعَامَ؛ فَلْيَقُلِ : اللّٰهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللّٰهُ لَبَنًا؛ فَلْيَقُلِ : اللّٰهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ»، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ غَيْرُ اللَّبَنِ».

-حسن : «ابن ماجه» (٣٣٢٢).

৩৪৫৫। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মাইমূনাহ্ (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম। আমাদের জন্য তিনি এক পাত্র দুধ নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তা হতে) পান করলেন। তাঁর ডান পাশে ছিলাম আমি এবং খালিদ ছিলেন তাঁর বাম পাশে। তিনি আমাকে বললেন ঃ এখন তোমার পান করার পালা। তবে তুমি চাইলে তোমার উপর খালিদকে অগ্রাধিকার দিতে পার। আমি বললাম, আপনার উচ্ছিষ্টে আমি আমার উপর কোন লোককে অগ্রাধিকার দিব না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে আহার করান সে যেন বলে, "হে আল্লাহ!

আমাদেরকে এ খাদ্যে বারাকাত দাও এবং আমাদেরকে এর চাইতে উত্তম খাবার আহার করাও।" আর আল্লাহ তা'আলা যাকে দুধ পান করান সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! এ দুধে আমাদেরকে বারাকাত দাও এবং এর চাইতেও বেশি আমাদেরকে দান কর।" এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ একই সঙ্গে পান ও আহারের জন্য যথেষ্ট হওয়ার মত দুধের বিকল্প কোন খাবার নেই।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৩২২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান। এ হাদীস কিছু বর্ণনাকারী 'আলী ইবনু যাইদ কর্তৃক রিওয়ায়াত করেছেন এবং এক বর্ণনাকারীর নাম বলেছেন ঃ 'উমার ইবনু হারমালাহ্। আবার কয়েকজন বর্ণনাকারী বলেছেন, 'আম্র ইবনু হারমালাহ্, আসলে এটা সঠিক নয়।

٥٦- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬॥ খাবার শেষে যে দু'আ পাঠ করবে

٣٤٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ؛ يَقُوْلُ : «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ؛ غَيْرَ مُوَدَّعٍ، وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٢٨٤) خ.

৩৪৫৬। আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে হতে (খাবার শেষে) দস্তরখান তুলে নেয়া কালে তিনি বলতেন ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, পবিত্র ও বারাকাতময় বিপুল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তা কখনো ছাড়তে পারব না এবং তা হতে অমুখাপেক্ষীও হতে পারব না"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩২৮৪), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٤٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ؛ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

حسن : «ابن ماجه» (٣٢٨٥).

৩৪৫৮। সাহ্ল ইবনু মু'আয ইবনু আনাস (রাযিঃ) হতে তার পিতার সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক আহার করার পর বলল, "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে এটা আহার করিয়েছেন এবং এটা আমাকে রিয্ক্ব দিয়েছেন, আমার তা লাভ করার প্রচেষ্টা বা শক্তি ব্যতীত", তার আগের সকল অপরাধ ক্ষমা করা হয়।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩২৮৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ মারহূমের নাম 'আবদুর রহীম ইবনু মাইমূন।

٥٧- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ نَهِيقَ الْحِمَارِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ গাধার চীৎকার শুনে যে দু'আ পাঠ করবে

٣٤٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ؛ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ؛ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا».

صحيح : ق.

৩৪৫৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিহ আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মোরগের ডাক শুনতে পেলে সে সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। কেননা সে ফেরেশতাকে প্রত্যক্ষ করেছে। আর যখন তোমরা গাধার চীৎকার শুনবে তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট শাইতান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা সে শাইতানকে দেখেছে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٥٨- بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّحْمِيْدِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ সুব্হানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করার ফাযীলাত।

٣٤٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِيْ صَغِيْرَةَ، عَنْ أَبِيْ بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُوْلُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ؛ إِلاَّ كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

-حسن : «التعليق الرغيب» (٢/٢٤٩).

৩৪৬০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীর বক্ষে যে লোকই বলে, "আল্লাহু তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ সুমহান, খারাপকে রোধ করা এবং কল্যাণকে লাভ করার শক্তি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নেই",

তার অপরাধগুলো মাফ করা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির ন্যায় (বেশি) হয়।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (হাঃ ২/২৪৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস শু'বাহ্ (রাহঃ) আবূ বালজ হতে এই সনদে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন, তবে তা তিনি মারফূ'রূপে রিওয়ায়াত করেননি। আবূ বাল্জের নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী সুলাইম, তিনি ইবনু সুলাইম বলেও অবহিত। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-ইবনু আবী 'আদী হতে, তিনি হাতিম ইবনু আবী সাগীরাহ্ হতে, তিনি আবূ বাল্জ হতে, তিনি 'আম্‌র ইবনু মাইমূন হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি আবূ বাল্জ (রাহঃ) হতে এই সনদে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তা মারফূ'রূপে বর্ণনা করেননি।

٣٤٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا؛ أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ، فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيْرَةً، وَرَفَعُوْا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ وَلاَ غَائِبٍ؛ هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُءُوسِ رِحَالِكُمْ»، ثُمَّ قَالَ : «يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ! أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَنْزًا مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟! لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٢٤) ق.

৩৪৬১। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। ফেরার কালে যখন আমরা মাদীনার উঁচু ভূমি পার হচ্ছিলাম সে সময় লোকেরা সজোরে

তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের প্রভু বধিরও নন এবং অনুপস্থিতও নন। তিনি তোমাদের মাঝেই আছেন এবং তোমাদের সওয়ারীর সম্মুখেই আছেন। তারপর তিনি বললেন ঃ হে 'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বাইস (আবূ মূসা)! আমি কি তোমাকে জান্নাতের অন্যতম রত্ন ভাণ্ডার সম্পর্কে জানাব না? তা হল "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"।

সহীহ ঃ সহীহ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮২৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ 'উসমান আন-নাহদীর নাম 'আবদুর রহমান ইবনু মুল্ল। আবূ না'আমার নাম 'আম্র ইবনু 'ঈসা। "তিনি তোমাদের মাঝে আছেন এবং তোমাদের বাহনের সম্মুখে আছেন" বাক্যাংশের মর্মার্থ এই যে, তাঁর জ্ঞান ও কুদরত সব জায়গায় পরিব্যপ্ত।

٥٩- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯॥ (জান্নাতের গাছের নাম)

٣٤٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا : سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ».

-حسن : «التعليق الرغيب» (٢/٢٤٥)، (٢٥٦)، «الكلم الطيب» (١٥/٦)، «الصحيحة» (١٠٦).

৩৪৬২। ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি ইবরাহীম ('আঃ)-এর

সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ" আপনার উম্মাতকে আমার সালাম পৌছিয়ে দিন এবং তাদেরকে জানান যে, জান্নাতের যামীন অতীব সুগন্ধি সমৃদ্ধ এবং সেখানকার পানি অত্যন্ত সুস্বাদু। তা একটি সমতল ভূমি এবং তার গাছপালা হল "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার"।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (হাঃ ২/২৪৫, ২৫৬), আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ১৫/৬), সহীহাহ্ (হাঃ ১০৬)।

আবূ আইউব (রাযিঃ) কর্তৃকও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান এবং ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ)-এর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব।

٣٤٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ : حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ!» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟! قَالَ : «يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ؛ تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ».

-صحيح : م (٨/٧١).

৩৪৬৩। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে উপস্থিত সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি এক হাজার নেকী অর্জন করতে অক্ষম? উপস্থিতদের একজন প্রশ্ন করলেন, আমাদের একজন কিভাবে এক হাজার নেকী অর্জন করবে? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ একশতবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্) পাঠ করলে তার 'আমালনামায় এক হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার এক হাজার অপরাধ ক্ষমা করা হবে।

সহীহ ঃ মুসলিম (হাঃ ৮/৭১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦٠- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ (সুবহানাল্লাহ্‌র ফাযীলাত)

٣٤٦٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ؛ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ».

-صحيح : «الروض النضير» (٢٤٣) «الصحيحة» (٦٤).

৩৪৬৪। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক (একবার) বলে "সুব্‌হানাল্লাহিল্ 'আযীম ওয়াবিহামদিহী", তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।

সহীহ ঃ রাওযুন্ নাযীর (হাঃ ২৪৩), সহীহাহ্ (হাঃ ৬৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র আবুয্ যুবাইর এর বরাতে জাবির (রাযিঃ) হতে অবগত হয়েছি।

٣٤٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ؛ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ».

-صحيح : انظر ما قبله.

৩৪৬৫। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক বলে "সুব্‌হানাল্লাহিল্ 'আযীম ওয়াবিহামদিহী" (আমি মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করছি) জান্নাতে তার জন্য একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٤٦٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ - مِائَةَ مَرَّةٍ-؛ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

-صحيح : «تخريج الكلم الطيب» - التحقيق الثاني : خ.

৩৪৬৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক একশত বার "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী" বলে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়, তা সাগরের ফেনারাশির সমপর্যায় হলেও।

সহীহ ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব তাহক্বীক্ব সানী, বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٤٦٧- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِيْ الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ».

-صحيح : ق.

৩৪৬৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এমন দু'টি বাক্য আছে যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, ওজনে খুবই ভারী এবং করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি প্রিয় ঃ "সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল 'আযীম" (মহা পবিত্র আল্লাহ তা'আলা, তিনি মহামহিম, মহা পবিত্র আল্লাহ তা'আলা, সকল প্রশংসা তাঁর জন্য)।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٤٦٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ؛ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ؛ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».

-صحيح : دون قوله : يحيي ويميت، «الكلم الطيب» ص (٢٦- التحقيق الثاني) : ق دون الزيادة.

৩৪৬৮। আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক প্রত্যহ একশত বার বলে ঃ "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব একমাত্র তারই, সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু দেন। সকল কিছুর উপর তিনি সর্বশক্তিমান", সে দশটি গোলাম মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব পায়, একশত সাওয়াব তার 'আমালনামায় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার ('আমালনামা হতে) একশত গুনাহ মুছে ফেলা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তান হতে রক্ষা করা হয় এবং তার চাইতে উত্তম বস্তু নিয়ে আর কেউ আসবে না, তবে যে লোক উক্ত দু'আ তার তুলনায় বেশী সংখ্যায় পাঠ করে তার কথা আলাদা।

"প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু দেন" এই অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব তাহক্বীক্ব সানী পৃষ্ঠা (২৬) বুখারী ও মুসলিম ঐ অতিরিক্ত অংশ ব্যতীত।

একই সানাদসূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত আছে ঃ "যে লোক একশতবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী" বলে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয় তা সাগরের ফেনারাশির চেয়ে বেশি হলেও।

সহীহ ঃ এটা (৩৪৬৬) নং হাদীসের পুনরুক্তি।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦١- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ (সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহি-এর ফাযীলাত)

٣٤٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ، وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ؛ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ؛ إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ».

-صحيح : التعليق الرغيب» (١/٢٢٦) م.

৩৪৬৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক সকালে ও বিকালে একশত বার বলে ঃ "সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী," ক্বিয়ামাতের দিন তার চাইতে উত্তম ('আমালকারী) আর কেউ হবে না। তবে যে লোক তার ন্যায় কিংবা তার চাইতে অধিক পরিমাণ তা বলে (সে উত্তম 'আমালকারী বলে গণ্য হবে)।

সহীহ ঃ তাহ'লীকুর রাগীব (হাঃ ১/২২৬), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٦٤ - بَابُ مَاجَاءَ فِيْ جَامِعِ الدَّعْوَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ নাবী ﷺ হতে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আর সমষ্টি

٣٤٧٥- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ وَهُوَ يَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قَالَ : فَقَالَ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لَقَدْ سَأَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ؛ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٥٧).

৩৪৭৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ্ আল-আসলামী (রাহঃ) হতে তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক লোককে তার দু'আ এভাবে বলতে শুনেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি, তার সমকক্ষ কেউ নেই।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন ঃ সেই মহান সত্তার ক্বসম যাঁর হাতে আমার জীবন! নিঃসন্দেহে এই লোক আল্লাহ তা'আলার মহান নামের ওয়াসীলায় তার নিকটে প্রার্থনা করেছে, যে নামের ওয়াসীলায় দু'আ করা হলে তিনি কুবূল করেন এবং যে নামের ওয়াসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৫৭)।

যাইদ ইবনু হুবাব (রাহঃ) বলেন, উক্ত হাদীস কয়েক বছর পর আমি যুহাইর ইবনু মু'আবিয়াহ্র কাছে উল্লেখ করলাম। সে সময় তিনি বললেন, আমার কাছে আবূ ইসহাক্ব মালিক ইবনু মিগওয়ালের সূত্রে তা রিওয়ায়াত

করেছেন। যাইদ (রাহঃ) বলেন, তারপর এ হাদীস আমি সুফ্ইয়ানের কাছে উল্লেখ করলে তিনিও আমাকে মালিক ইবনু মিগ্ওয়ালের সনদে তা বর্ণনা করেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। শারীক (রাহঃ) আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি ইবনু বুরাইদাহ্ হতে, তিনি তার পিতার সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর এ হাদীস আবূ ইসহাক্ব আল-হামদানী মালিক ইবনু মিগ্ওয়ালের সনদে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি তার শাইখের নাম গোপন করেছেন। শারীক এ হাদীসটি আবূ ইসহাক্ব হতে বর্ণনা করেছেন।

٦٥- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ (দু'আ করার আগে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করবে)

٣٤٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ؛ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَقَالَ : اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي! إِذَا صَلَّيْتَ، فَقَعَدْتَ؛ فَاحْمَدِ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ، ثُمَّ ادْعُهُ»، قَالَ : ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَيُّهَا الْمُصَلِّي! ادْعُ تُجَبْ».

-صحيح : «صفة الصلاة»، «صحيح أبي داود» (١٣٣١).

৩৪৭৬। ফাযালাহ্ ইবনু 'উবাইদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ (মাসজিদে) বসা অবস্থায় ছিলেন। সে সময় জনৈক লোক মাসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করল, তারপর বলল, "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর"। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে নামাযী! তুমি তো তড়িঘড়ি করলে। যখন

তুমি নামায শেষ করে বসবে সে সময় শুরুতে আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করবে এবং আমার উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে, তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকটে দু'আ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর অপর লোক এসে নামায আদায় করে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করল, তারপর নাবী ﷺ-এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করল। নাবী ﷺ তাকে বললেন ঃ হে নামাযী! এবার দু'আ কর ক্ববূল করা হবে।

সহীহ ঃ সিফাতুস্ সালাত, সহীহ আবূ দাঊদ (হাঃ ১৩৩১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান। এ হাদীস হাইওয়াহ্ ইবনু শুরাইহ্ আবূ হানী আল-খাওলানী হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ হানীর নাম হুমাইদ, ইবনু হানী এবং আবূ 'আলী আল-জান্‌বীর নাম 'আম্র ইবনু মালিক।

٣٤٧٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ - أَوْ لِغَيْرِهِ -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللّٰهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لْيَدْعُ - بَعْدُ - بِمَا شَاءَ».

-صحيح : انظر ما قبله بحديث.

৩৪৭৭। ফাযালাহ্ ইবনু 'উবাইদ (রাযিঃ) বলেন, এক লোককে নাবী ﷺ তার নামাযের মাঝে দু'আ করতে শুনলেন, কিন্তু নাবী ﷺ-এর উপর সে দরূদ পড়েনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ ব্যক্তিটি তাড়াহুড়া করেছে। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে বা অপর কাউকে বললেন ঃ তোমাদের কেউ নামায আদায় করলে সে যেন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করে, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করে, তারপর তার মনের কামনা অনুযায়ী দু'আ করে।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বে বর্ণিত হাদীসটির পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٤٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ : فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ : ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾، وَفَاتِحَةِ آلِ عِمْرَانَ ﴿الٓمٓ ۞ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾».

–حسن : «ابن ماجه» (٣٨٥٥).

৩৪৭৮। আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার মহান নাম (ইসমে আযম) এই দুই আয়াতের মাঝে নিহিত আছে (অনুবাদ) ঃ "আর তোমাদের মা'বূদ একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু"– (সূরা বাক্বারাহ্ ১৬৩)। আর সূরা আ-লি 'ইমরানের প্রারম্ভিক আয়াত (অনুবাদ) "আলিফ-লাম-মীম। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ১-২)।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৫৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦٦- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬॥ (অমনোযোগীর দু'আ কবূল হয় না)

٣٤٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ - وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ - : حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ

بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ».

-حسن : «الصحيحة» (٥٩٦).

৩৪৭৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কুবূল হওয়ার পূর্ণ আস্থা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ কর। তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় অমনোযোগী ও অসাড় মনের দু'আ কুবূল করেন না।

হাসান ঃ সহীহ হাদীস সিরিজ (হাঃ ৫৯৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র উপর্যুক্ত সনদেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। তিনি আরও বলেন, আমি 'আব্বাস আল-'আনবারী (রাহঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা 'আবদুল্লাহ ইবনু মু'আবিয়াহ্ আল-জুমাহী হতে হাদীস লিপিবদ্ধ কর। কেননা তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

٦٨- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ [ফাতিমাহ্ (রাযিঃ)-কে শিখানো দু'আ]

٣٤٨١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا : «قُوْلِيْ : اللّٰهُمَّ! رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ! رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ! مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ! فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى! أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ؛ اقْضِ عَنِّيْ الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ».

-صحيح : م (٧٩/٨).

৩৪৮১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর কাছে এসে ফাতিমাহ্ (রাযিঃ) একটি খাদিম চাইলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ, সাত আকাশের প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রতিপালক এবং প্রতিটি বস্তুর পালনকর্তা, তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী এবং শস্যবীজ ও আঁটির অংকুর উদগমনকারী! আমি এমন প্রতিটি জিনিসের অনিষ্ট হতে তোমার নিকটে আশ্রয় চাই যার মস্তকের অগ্রভাগের চুলগুলো তুমি ধরে রেখেছ (অর্থাৎ তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন)। তুমিই শুরু, তোমার আগে কিছুই নেই। তুমিই শেষ, তোমার পরেও কিছুই নেই। তুমিই প্রবল ও বিজয়ী, তোমার উপর কিছুই নেই। তুমিই লুকানো, তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই। অতএব আমার ঋণ তুমি মিটিয়ে দাও এবং দরিদ্রতা হতে আমাকে স্বাবলম্বী করে দাও"।

সহীহ ঃ মুসলিম (হাঃ ৮/৭৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আ'মাশের কিছু শাগরিদ তার সূত্রে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন। আবার তাদের মধ্যে কিছু বর্ণনাকারী আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে এই সনদে এটিকে মুরসালভাবে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাতে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি।

٦٩- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ (চার বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা)

٣٤٨٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «اللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ، لاَ يَنْفَعُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الْأَرْبَعِ».

-صحيح : «التعليق الرغيب» (١/٧٥-٧٦) «صحيح أبي داود» (١٣٨٤-١٣٨٥).

৩৪৮২। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ “হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি এমন মন হতে যা (তোমার ভয়ে) ভীত হয় না, এমন দু‘আ হতে যা শুনা হয় না (প্রত্যাখ্যান করা হয়), এমন আত্মা হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন জ্ঞান হতে যা কাজে আসে না। তোমার নিকট আমি এ চার জিনিস হতে আশ্রয় চাই”।

সহীহ ঃ তা‘লীকুর রাগীব (হাঃ ১/৭৫-৭৬), সহীহ আবূ দাউদ (হাঃ ১৩৮৪-১৩৮৫)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির, আবূ হুরাইরাহ্ ও ইবনু মাস‘উদ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্রের বর্ণনা হিসেবে হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٧١- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ (দুশ্চিন্তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা)

٣٤٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو - مَوْلَى الْمُطَّلِبِ -، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : كَثِيْرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : «اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

-صحيح : «غاية المرام»، (٣٤٧) «صحيح أبي داود» (١٣٧٧-١٣٧٨) ق.

৩৪৮৪। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি অনেকবার নাবী ﷺ-কে নিম্নোক্ত বাক্যের মাধ্যমে দু‘আ করতে শুনেছি ঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা

হতে, অক্ষমতা ও অলসতা হতে, কৃপণতা ও ঋণের বোঝা হতে এবং মানুষের প্রাধান্য থেকে।"

সহীহ ঃ গাইয়াতুল মারাম (হাঃ ৩৪৭), সহীহ আবূ দাঊদ (হাঃ ১৩৭৭-১৩৭৮), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং 'আম্‌র ইবনু আবী 'আম্‌রের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সনদে গারীব।

٣٤٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ والْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ».

-صحيح : «صحيح أبي داود» (١٣٧٧) ق.

৩৪৮৫। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ দু'আ করে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি অলসতা, বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, মাসীহ্ দাজ্জালের পরীক্ষা এবং ক্ববরের শাস্তি হতে।"

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাঊদ (হাঃ ১৩৭৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧٢- بَابُ مَاجَاءَ فِيْ عَقْدِ التَّسْبِيْحِ بِالْيَدِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ হাতের আঙ্গুলে গুনে গুনে তাসবীহ পাঠ করা

٣٤٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى بَصْرِيٌّ : حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ.

-صحيح : وهو مكرر الحديث (٣٤١١).

৩৪৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে আমি তাঁর স্বীয় হস্তে গুণে গুণে তাসবীহ্ পাঠ করতে দেখেছি।

সহীহ্ ঃ এটি ৩৪১১ নং হাদীসের পুনরুক্তি।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সনদে-আতা ইবনুস সায়িব হতে আ'মাশের বর্ণিত হাদীস হিসেবে গারীব। এ হাদীস শু'বাহ্ ও সুফ্‌ইয়ান সাওরী আতা ইবনুস সায়িবের সনদে আরো দীর্ঘাকারে রিওয়ায়াত করেছেন। এ অনুচ্ছেদে ইউসাইরা বিনতু ইয়াসির (রাযিঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমরা আঙ্গুলে গুনে গুণে তাসবীহ্ পাঠ কর। কেননা ওগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং তারা সাক্ষ্য দিবে।

٣٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلاً قَدْ جُهِدَ، حَتَّى صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ : «أَمَا كُنْتَ تَدْعُو؟! أَمَا كُنْتَ تَسْأَلُ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ؟!»، قَالَ : كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُمَّ! مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ؛ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّكَ لاَ تُطِيقُهُ - أَوْ لاَ تَسْتَطِيعُهُ -؛ أَفَلاَ كُنْتَ تَقُولُ : اللَّهُمَّ! ﴿آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾؟!».

-صحيح : «صحيح أبي داود» (١٣٢٩) : م، خ الدعاء فقط.

৩৪৮৭। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ এক রোগাক্রান্ত লোকের খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে দেখেন যে, সে রোগে

জর্জরিত হয়ে একেবারে চড়ুই পাখির বাচ্চার ন্যায় ক্ষীণ হয়ে গেছে। তিনি তাকে বললেন ঃ রোগমুক্তির জন্য তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করনি, তুমি কি তোমার প্রভুর কাছে শান্তি ও সুস্থতা কামনা করনি? সে বলল, আমি বলেছিলাম, "হে আল্লাহ! আমাকে তুমি আখিরাতে যে শাস্তি দিবে তা এ দুনিয়াতে আগেভাগেই দিয়ে দাও।" নাবী ﷺ বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! তা সহ্য করার মত শক্তি-সামর্থ্য তোমার কোনটাই নেই। তুমি এভাবে কি বলতে পারলে না ঃ "হে আল্লাহ! দুনিয়াতেও আমাদেরকে মঙ্গল দান কর, আখিরাতেও মঙ্গল দান কর এবং জাহান্নামের অগ্নি হতে আমাদেরকে হিফাযাত কর?"

সহীহ ঃ সহীহ আবূ দাউদ (হাঃ ১৩২৯), মুসলিম, বুখারী শুধুমাত্র দু'আর অংশ বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব। আনাস (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٨٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ : فِيْ قَوْلِهِ : ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾، قَالَ : فِي الدُّنْيَا : الْعِلْمَ وَالْعِبَادَةَ، وَفِي الآخِرَةِ : الْجَنَّةَ.

-حسن لغيره : «تفسير الطبري» (٢٠٥/٤).

৩৪৮৮। "রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাহ্" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (রাহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার কল্যাণ হল জ্ঞান ও 'ইবাদাত, আখিরাতের কল্যাণ হল জান্নাত।

হাসান লিগাইরিহী ঃ তাফসীর ত্বাবারী (৪/২০৫)।

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না খালিদ ইবনুল হারিস হতে, তিনি হুমাইদ হতে, তিনি সাবিত হতে, তিনি আনাস (রাযিঃ) হতে এই সূত্রে উপরিউক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

٧٣- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ (হিদায়াত কামনা করা)

٣٤٨٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ : «اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٣٢) م.

৩৪৮৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ এ দু'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি হিদায়াত, তাক্বওয়া, চরিত্রের নির্মলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রার্থনা করি"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৩২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧٥- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ (আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ)

٣٤٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ أَبِيْهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ، قَالَ فَأَخَذَ بِكَتِفِيْ، فَقَالَ : «قُلِ : اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي». - يَعْنِي : فَرْجَهُ.

-صحيح : «المشكاة» (٢٤٧٢)، «صحيح أبي داود» (١٣٨٧).

৩৪৯২। শাকাল ইবনু হুমাইদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে আশ্রয় প্রার্থনার একটি বাক্য শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি (আল্লাহ তা'আলার নিকটে) আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার হাত ধরে তিনি বললেন ঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার কানের অনিষ্ট, আমার চোখের (দৃষ্টির) অনিষ্ট, আমার জিহ্বার (কথার) অনিষ্ট, আমার মনের অনিষ্ট এবং আমার বীর্য অর্থাৎ লজ্জাস্থানের অনিষ্ট হতে"।

সহীহ ঃ মিশকাত (হাঃ ২৪৭২), সহীহ আবূ দাউদ (হাঃ ১৩৮৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র সা'দ ইবনু আওস-এর বরাতে বিলাল ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে অবগত হয়েছি।

٧٦- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ (আল্লাহ তা'আলার অখুশি হতে তাঁর খুশির আশ্রয় প্রার্থনা)

٣٤٩٣- حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلَى قَدَمَيْهِ؛ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُوْلُ : «أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ؛ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

-صحيح : ابن ماجه» (٣٨٤١) م.

৩৪৯৩। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশেই আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। রাতে আমি তাঁকে (বিছানা হতে) হারিয়ে ফেললাম। তাই (অন্ধকারে) তাঁকে আমি খুঁজতে থাকলাম। আমার হস্ত তাঁর দু'পায়ের

উপরে পড়ল। তখন তিনি সাজদাহ্রত ছিলেন এবং তিনি বলছিলেন ঃ "(হে আল্লাহ), আমি তোমার অখুশি হতে তোমার খুশির আশ্রয় চাই, তোমার শাস্তি হতে তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাই, তোমার পূর্ণ প্রশংসা করা আমার সাধ্যাতীত, তুমি তেমন গুণেই গুণান্বিত যেভাবে তুমি নিজের গুণ উল্লেখ করেছ"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৪১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে এ হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কুতাইবাহ্-লাইস হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ (রাহঃ) হতে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আরো আছে ঃ "আমি তোমার (শাস্তি) হতে তোমার আশ্রয় চাই, তোমার পূর্ণ প্রশংসা করতে আমি অক্ষম।"

٧٧- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ৭৭ ॥ (যে দু'আটি রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের সূরা শিখানোর ন্যায় গুরুত্ব নিয়ে শিখাতেন)

٣٤٩٤- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ.

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ؛ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

–صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٤٠) م.

৩৪৯৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এ দু'আটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি কুরআনের কোন সূরা তাদেরকে শিক্ষা দিতেন ঃ "হে আল্লাহ!

তোমার কাছে আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের শাস্তি হতে, কবরের শাস্তি হতে এবং তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিত্না হতে। তোমার নিকট আমি আরো আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় হতে"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৪০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ।

٣٤٩٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : «اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، اللّٰهُمَّ! اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَأَنْقِ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا؛ كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ؛ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٣٨) ق.

৩৪৯৫। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল বাক্য দিয়ে দু'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ঃ জাহান্নামের বিপর্যয় ও জাহান্নামের শাস্তি হতে, ক্ববরের পরীক্ষা ও ক্ববরের শাস্তি হতে, প্রাচুর্যের বিপর্যয়কর অনিষ্ট হতে, দরিদ্রতার বিপর্যয়কর অকল্যাণ হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট হতে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ বরফ-শিলা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেল, আমার মনকে সকল পাপ হতে পরিচ্ছন্ন কর যেমনভাবে পরিচ্ছন্ন করেছ সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে এবং আমার ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এতটা ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও যতটা ব্যবধান তুমি সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে

আল্লাহ! তোমার নিকট আমি আশ্রয় চাই অলসতা, বার্ধক্য, গুনাহে প্রলুব্ধকর বস্তু ও ঋণগ্রস্ততা হতে"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৩৮), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٤٩٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عِنْدَ وَفَاتِهِ : «اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى».

-صحيح : ق.

৩৪৯৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি তাঁর মৃত্যুবরণ কালে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন, আমার প্রতি দয়া করুন এবং সুমহান সঙ্গীর সঙ্গে আমাকে মিলিত করুন"।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧٨- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮॥ (দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে দু'আ করা)

٣٤٩٧- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَقُوْلُ أَحَدُكُمْ : اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللّٰهُمَّ! ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ؛ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٥٤) ق.

৩৪৯৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে ঃ "হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে মাফ কর। হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমার প্রতি দয়া কর।" বরং সে যেন পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে কামনা করে। কেননা আল্লাহ তা'আলার উপর জবরদস্তকারী কেউ নেই।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৫৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧٩- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ (আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতে পৃথিবীর আকাশে নেমে আসেন)

٣٤٩٨- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا؛ حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِي، فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟! وَمَنْ يَسْأَلُنِيْ؛ فَأُعْطِيَهُ؟! وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي؛ فَأَغْفِرَ لَهُ؟!».

-صحيح : ق، ومضى برقم (٤٤٦).

৩৪৯৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে আমাদের প্রভু দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ "আমার কাছে যে দু'আ করবে তার দু'আ আমি কুবূল করব। যে ব্যক্তি আমার নিকট (কিছু) প্রার্থনা করবে আমি তাকে তা দান করব। যে ব্যক্তি আমার নিকট মাফ চাইবে আমি তাকে মাফ করে দিব।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম, ৪৪৬ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ 'আবদুল্লাহ আল-আগার-এর নাম সালমান। এ অনুচ্ছেদে 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবনু

মাস'ঊদ, আবূ সা'ঈদ, জুবাইর ইবনু মুত্ব'ইম, রিফা'আহ্ আল-জুহানী, আবুদ্ দারদা ও 'উসমান ইবনু আবীল 'আস (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ : «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ».

-حسن : «التعليق الرغيب» (٢/٢٧٦)، الكلم الطيب» (١١٣/ ٧٠ - تحقيق الثاني).

৩৪৯৯। আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন সময়ের দু'আ বেশি (শোনা) গ্রহণযোগ্য হয়? তিনি বললেন ঃ শেষ রাতের মাঝ ভাগের এবং ফরয নামাযগুলোর পরবর্তী দু'আ।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (হাঃ ২/২৭৬), আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ১১৩/৭০), তাহক্বীক্ব সানী।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান। আবূ যার ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ .... "শেষ রাতের দু'আ বেশি উত্তম এবং ক্ববূল হওয়ার আশা করা যায় কিংবা এরূপ কিছু বলেছেন"।

٨٠- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০ ॥ (আল্লাহ! নির্দয় লোককে আমাদের শাসক পদে নিয়োগ করো না)

٣٥٠٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

قَالَ : قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ، حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الدَّعْوَاتِ لِأَصْحَابِهِ : «اللّٰهُمَّ! اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا؛ مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا».

-حسن : «الكلم الطيب» (٢٢٥/١٦٩)، «المشكاة» (٢٤٩٢ - التحقيق الثاني».

৩৫০২। ইবনু ‘উমার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত বাক্যে তাঁর সাহাবীগণের জন্য দু‘আ না করে হঠাৎ কোন মাজলিস হতে খুব কমই বিদায় হতেন ঃ “হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে তুমি এত পরিমাণ আল্লাহভীতি ভাগ কর যা আমাদের মাঝে ও তোমার প্রতি অবাধ্যাচারী হওয়ার মাঝে বাধা হতে পারে এবং আমাদের মাঝে তোমার প্রতি আনুগত্য এত পরিমাণ প্রদান কর যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌছে দিবে, এতটা দৃঢ় প্রত্যয় প্রদান কর যার মাধ্যমে তুমি পৃথিবীর যে কোন অনিষ্ট আমাদের জন্য সহজসাধ্য করবে, যতক্ষণ আমাদের তুমি জীবিত রাখ ততক্ষণ আমাদের কর্ণ, আমাদের চক্ষু ও আমাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে আমাদের জীবনোপকরণ দান কর (কিংবা আমাদের চোখ-কান মৃত্যু পর্যন্ত তাজা ও সুস্থ রাখ), আর তাকে আমাদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও। আমাদের উপর যে যুল্ম করে তার প্রতি আমাদের প্রতিশোধ সুনির্ধারিত কর, আমাদের প্রতি যে দুশমনী করে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহযোগিতা কর, আমাদের ধর্ম পালনে আমাদেরকে বিপদাক্রান্ত করো না, দুনিয়া অর্জনকে আমাদের ও আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশে রূপান্তর করো না এবং আমাদের প্রতি যে দয়া করবে না তাকে আমাদের উপর প্রভাবশালী (শাসক নিয়োগ) করো না”।

হাসান ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ২২৫/১৬৯), মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ২৪৯২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি কিছু বর্ণনাকারী খালিদ ইবনু আবী 'ইমরান হতে, তিনি নাফি' হতে, তিনি ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে এই সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَامُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ : سَمِعَنِي أَبِيْ وَأَنَا أَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَسَلِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ : يَا بُنَيَّ! مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا؟ قُلْتُ : سَمِعْتُكَ تَقُوْلُهُنَّ، قَالَ : الْزَمْهُنَّ؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُنَّ.

-صحيح الإسناد.

৩৫০৩। মুসলিম ইবনু আবূ বাক্রাহ্ (রাহঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে বলতে শুনলেনঃ "হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি দুশ্চিন্তা, অলসতা ও ক্ববরের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস! এটা তুমি কার নিকট শুনেছ? আমি বললাম, আমি এ বাক্যগুলো আপনাকেই বলতে শুনেছি। তিনি বললেন, তোমার জন্য এগুলোকে আবশ্যকীয় করে নাও। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি এ শব্দগুলো বলতে শুনেছি।

সানাদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٨٢- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২ ॥ (দু'আ ইউনুস)

٣٥٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ

سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ - إِذْ دَعَا وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ -: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ! إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ - قَطُّ -؛ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ».

-صحيح : «الكلم الطيب» (٧٩/١٢٢) «التعليق الرغيب» (٢٧٥/٢) و (٤٣/٣) «المشكاة» (٢٢٩٢) التحقيق الثاني.

৩৫০৫। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নাবী যুন-নূন [ইউনুস ('আঃ)] মাছের পেটে থাকাকালে যে দু'আ করেছিলেন তা হল ঃ "তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয় যালিমদের দলভুক্ত"– (সূরা আম্বিয়া ৮৭)। যে কোন মুসলিম লোক কোন বিষয়ে কখনো এ দু'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ ক্ববূল করেন।

সহীহ ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ১২২/৭৯), তা'লীকুর রাগীব (২/২৭৫, ৩/৪৩), মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ২২৯২)।

মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ কখনো বলেন, ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ (রাযিঃ) হতে। এ হাদীস একাধিক বর্ণনাকারী ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক্ব হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ (রাযিঃ) হতে তিনি সা'দ হতে এই সনদে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাতে "আন আবীহি" (তার বাবা হতে) উল্লেখ করেননি। কতিপয় বর্ণনাকারী, যেমন আবূ আহমাদ আয-যুবাইরী-ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক্ব হতে তারপর তারা প্রত্যেকে-ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ হতে তার বাবা সা'দ (রাযিঃ)-এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফের বর্ণনার মতই উল্লেখ করেছেন। ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক্ব কখনো কখনো এ হাদীসটির সনদে "আন্ আবীহি" উল্লেখ করতেন। আবার কখনো তা উল্লেখ করেননি।

٨٣- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩ ॥ (আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের নিরানব্বই নাম)

٣٥٠٦- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ أَحْصَاهَا؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

-صحيح : «المشكاة» (٢٢٨٨- التحقيق الثاني) ق.

৩৫০৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম আছে অর্থাৎ এক কম এক শত। যে লোক এই নামসমূহ মুখস্থ করবে বা পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ২২৮৮), বুখারী ও মুসলিম।

ইউসুফ ইবনু হাম্মাদ বলেন, 'আবদুল 'আলা হিশাম ইবনু হাস্সান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٣٥٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

-صحيح : «المشكاة» (٢٢٨٨ - تحقيق الثاني).

৩৫০৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম রয়েছে। যে লোক তা কণ্ঠস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ২২৮৮)।

এ হাদীসে সেই নামগুলোর উল্লেখ নেই। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٥١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ؛ فَارْتَعُوْا»، قَالُوْا : وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : «حِلَقُ الذِّكْرِ».

-حسن : «الصحيحة» (٢٥٦٢)، «التعليق الرغيب» (٢/٣٣٥).

৩৫১০। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন জান্নাতের বাগানগুলোর পার্শ্ব দিয়ে যাবে সে সময় সেখান হতে পাকা ফল তুলে নিবে। লোকজন প্রশ্ন করল, জান্নাতের বাগানগুলো কি? তিনি বললেন, যিক্‌রের মাজলিস।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ২৫৬২), তা'লীকুর রাগীব (হাঃ ২/৩৩৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং সাবিত-আনাস (রাযিঃ) হতে এই সনদে বর্ণিত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে গারীব।

٨٤- بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪ ॥ (বিপদে নিপতিত অবস্থায় পাঠ করার দু'আ)

٣٥١١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوْبَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ؛ فَلْيَقُلْ : إِنَّ لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اللّٰهُمَّ! عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي؛ فَأْجُرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْرًا».

فَلَمَّا احْتُضِرَ أَبُوْ سَلَمَةَ؛ قَالَ : اللَّهُمَّ! اخْلُفْ فِيْ أَهْلِيْ خَيْرًا مِنِّيْ، فَلَمَّا قُبِضَ؛ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، عِنْدَ اللّٰهِ احْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِيْ؛ فَأْجُرْنِيْ فِيْهَا.

-صحيح : الإسناد : أم سلمة نحوه.

৩৫১১। আবূ সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো উপর কোন বিপদ এলে অবশ্যই সে যেন বলে ঃ "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তা'আলার এবং আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ!তোমার নিকট আমি আমার বিপদের প্রতিদান চাই। অতএব তুমি আমাকে এর প্রতিদান দাও এবং এর বিনিময়ে ভালো কিছু দান কর।" তারপর আবূ সালামাহ্ (রাযিঃ)-এর মৃত্যু হাযির হলে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের জন্য আমার চাইতে উত্তম স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে দাও"। তারপর আবূ সালামাহ্ (রাযিঃ) মৃত্যুবরণ করলে উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, "আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আমাদেরকে তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 'আমার এই বিপদের প্রতিদান আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট পাওয়ার আশা করি। অতএব হে আল্লাহ! তুমি আমাকে প্রতিদান দাও"।

সানাদ সহীহ। উম্মু সালামাহ্ হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে অন্যসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবূ সালামাহ্ (রাযিঃ)-এর নাম 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল আসাদ।

৮৫- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫ ॥ (পৃথিবী ও আখিরাতের শান্তি ও হিফাযাত আশা করা)

٣٥١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قُلْتُ :

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؛ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ : «قُوْلِي : اللّٰهُمَّ! إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ؛ فَاعْفُ عَنِّيْ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٥٠).

৩৫১৩। ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমি "লাইলাতুল ক্বদ্র" জানতে পারি তাহলে সে রাতে কি বলব? তিনি বললেন ঃ "তুমি বল, হে আল্লাহ! তুমি সম্মানিত ক্ষমাকারী, তুমি মাফ করতেই পছন্দ কর, অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৫০)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٥١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ أَبِيْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللّٰهَ - عَزَّ وَجَلَّ -؟ قَالَ : «سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ»، فَمَكَثْتُ أَيَّامًا، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللّٰهَ؟ فَقَالَ لِيْ : «يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ! سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

-صحيح : «المشكاة» (٢٤٩٠ - تحقيق الثاني)، «الصحيحة» (١٥٢٣).

৩৫১৪। আল-‘আব্বাস ইবনু ‘আবদিল মুত্তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন কিছু আমাকে শিখিয়ে দিন, যা আল্লাহ তা‘আলার নিকট আমি প্রার্থনা করতে পারি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা‘আলার নিকট আপনি শান্তি ও হিফাযাত কামনা করুন। কিছু দিন যাওয়ার পর আবার গিয়ে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন কিছু আমাকে শিখিয়ে দিন যা আমি আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করতে

পারি। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে 'আব্বাস, হে আল্লাহ্র রাসূলের চাচা! আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনি পৃথিবী ও আখিরাতের শান্তি ও হিফাযাত প্রার্থনা করুন।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ২৪৯০), সহীহাহ্ (হাঃ ১৫২৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি সহীহ। আর বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু নাওফাল আল-'আব্বাস (রাযিঃ) হতে প্রত্যক্ষভাবে হাদীস শুনেছেন।

٨٦- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬ ॥ (ভোরে উপনীত হয়ে মানুষ নিজেকে বিক্রয় করে)

٣٥١٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ : حَدَّثَنَا أَبَانُ - هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ زَيْدَ بْنَ سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْوُضُوْءُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ؛ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوْبِقُهَا».

-صحيح : «ابن ماجه» (٢٨٠) م.

৩৫১৭। আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অযূ ঈমানের অর্ধেক। আলহামদু লিল্লাহ দাঁড়িপাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ্ ও আলহামদু লিল্লাহ একসাথে আকাশমণ্ডলী ও যামীনের মধ্যবর্তী জায়গা ভর্তি করে দেয়। নামায হল নূর (জ্যোতি), সদাক্বাহ্ (দান-খাইরাত) হল (মুক্তির) দলীল এবং ধৈর্য ও

সহনশীলতা হল আলোকবর্তিকা। কুরআন তোমার সপক্ষে অথবা বিপক্ষে সনদ বা সাক্ষ্যস্বরূপ। ভোরে উপনীত হয়ে প্রতিটি মানুষ নিজেকে বিক্রয় করে। (এর মাধ্যমে) সে নিজেকে হয় আযাদ করে অথবা ধ্বংস করে।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ২৮০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٩٠- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০ ॥ (রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশী বেশী যে দু'আ পাঠ করতেন)

٣٥٢٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيْ كَعْبٍ - صَاحِبِ الْحَرِيْرِ - : حَدَّثَنِيْ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ : قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ قَالَتْ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ : «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِك»؟! قَالَ : «يَا أُمَّ سَلَمَةَ! إِنَّهُ لَيسَ آدَمِيٌّ؛ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللّٰهِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ».

فَتَلاَ مُعَاذٌ : ﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾.

-صحيح : «ظلال الجنة» (٢٢٣).

৩৫২২। শাহ্র ইবনু হাওশাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ)-কে আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনার কাছে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় কোন দু'আটি পাঠ করতেন? তিনি বললেন, তিনি অধিকাংশ সময় এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ "হে মনের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির রাখ"। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি

অধিকাংশ সময় "হে মনের পরিবর্তনকারী! আমার মনকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির রাখ" দু'আটি কেন পাঠ করেন? তিনি বললেন ঃ হে উম্মু সালামাহ্! এরূপ কোন মানুষ নেই যার মন আল্লাহ তা'আলার দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত নয়। যাকে ইচ্ছা তিনি (দ্বীনের উপর) স্থির রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা (দ্বীন হতে) বিপথগামী করে দেন। তারপর অধঃস্তন বর্ণনাকারী মু'আয (রাহঃ) কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার পর তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে বাঁকা করে দিও না"।

সহীহ ঃ যিলালুল জান্নাহ (হাঃ ২২৩)।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, নাওয়াস ইবনু সাম্'আন, আনাস, জাবির, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ও নু'আইম ইবনু হাম্মার (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٩٢- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২॥ (কঠিন কাজ হাযির হলে যে দু'আ পাঠ করবে)

٣٥٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكْتِبُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنِ الرُّحَيْلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - أَخِيْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ -، عَنِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ؛ قَالَ : «يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ! بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ».

-حسن «الكلم الطيب» (٧٦/١١٨).

৩৫২৪। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে কঠিন কাজ হাযির হলে তিনি বলতেন ঃ "হে চিরজীবি, হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার রহমাতের ওয়াসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করি"।

হাসান ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ১১৮/৭৬)।

একই সনদসূত্রে আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সবসময় "ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম" পাঠ করাকে অপরিহার্য করে নাও।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ১৫৩৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীস আনাস (রাযিঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٢٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَلِظُّوا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ!».

-صحيح : انظر ما قبله.

৩৫২৫। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা সবসময় "ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম" (হে গৌরব ও মহত্ত্বের অধিকারী) পাঠ করাকে অপরিহার্য করে নাও।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব এবং এটা নির্ভরযোগ্য নয়। এ হাদীস হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্-হুমাইদ হতে, তিনি হাসান বাস্‌রী হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদেও মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই অনেক বেশি সহীহ। মুয়াম্মাল এ হাদীসের সনদে ত্রুটি করেছেন এবং বলেছেন, হুমাইদ হতে, আনাস (রাযিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। এতে তার অনুসরণ করা হয়নি।

٩٤- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪ ॥ (ঘুমের মধ্যে আতংকিত হলে যা পড়বে)

٣٥٢٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ

اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ؛ فَلْيَقُلْ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ».

وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ؛ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ.

–حسن دون قوله : فكان عبد الله (الكلم الطيب» (٣٥/٤٨).

৩৫২৮। ‘আম্‌র ইবনু শু‘আইব (রাযিঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে সে যেন বলে ঃ “আমি আল্লাহ্ তা‘আলার পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা আশ্রয় চাই তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের খারাবী হতে, শাইতানদের কুমন্ত্রণা হতে এবং আমার নিকট যারা হাযির হয় সেগুলো হতে।” তাহলে সেগুলো তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিঃ) তার সন্তানদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কদের উক্ত দু‘আ শিখিয়ে দিতেন এবং উক্ত দু‘আ কাগজের টুকরায় লিখে তার নাবালেগ সন্তানদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার...... ঝুলিয়ে দিতেন” অংশটুকু বাদে হাদীসটি হাসান। আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (৪৮/৩৫)।

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٩٥- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫ ॥ [আবূ বাক্‌র (রাযিঃ)-কে শিখানো দু‘আ]

٣٥٢٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ، فَقُلْتُ لَهُ : حَدِّثْنَا مِمَّا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَأَلْقَى

إِلَيَّ صَحِيْفَةً، فَقَالَ : هَذَا مَا كَتَبَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : فَنَظَرْتُ؛ فَإِذَا فِيهَا : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلِّمْنِيْ مَا أَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ : «يَا أَبَا بَكْرٍ! قُلِ : اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ! عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ! لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ! أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ».

-صحيح : «الكلم الطيب» (٩/٢٢)، «الصحيحة» (٢٧٦٣).

৩৫২৯। আবূ রাশিদ আল-হুবরানী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল আস (রাযিঃ)-এর কাছে এসে আমি তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যা কিছু শুনেছেন, তা হতে আমাদের কাছে কিছু বর্ণনা করুন। একখানা পাণ্ডুলিপি তিনি আমাকে দিলেন এবং বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লিখিয়ে দিয়েছেন। আবূ রাশিদ বলেন, তাতে আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম, তাতে লিখা আছে আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক্ব (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এমন কিছু (দু'আ) আমাকে শিখিয়ে দিন যা আমি সকালে ও বিকালে উপনীত হয়ে বলতে পারি। তিনি বললেন ঃ হে আবূ বাক্‌র! বলুন, "হে আল্লাহ, আকাশসমূহ ও যামীনের সৃষ্টিকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তুমি প্রতিটি বস্তুর পালনকর্তা ও মালিক। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিজের অন্তরের অনিষ্ট হতে এবং শাইতানের ক্ষতি ও তার শির্‌কী হতে এবং আমি আমার নিজের জন্য ক্ষতিকর কিছু লাভ করা হতে কিংবা উক্ত অনিষ্টকর জিনিস কোন মুসলিমের কাছে টেনে নিয়ে যাওয়া হতে"।

সহীহ ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (হাঃ ২২/৯), সহীহাহ্ (হাঃ ২৭৬৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٩٦- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬॥ (আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী)

٣٥٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ - قُلْتُ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ؟ قَالَ : نَعَمْ -، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ : «لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ؛ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ؛ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ؛ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ».

-صحيح : ق.

৩৫৩০। 'আম্‌র ইবনু মুর্‌রাহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ ওয়ায়িল (রাহঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি। 'আম্‌র বলেন, আবূ ওয়ায়িলকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কি সত্যিই এ হাদীস 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তিনি তা মারফূ'রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কেউ নেই। এ কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও লুকায়িত সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। আল্লাহ তা'আলার চাইতে বেশি প্রশংসাপ্রিয় আর কেউ নেই। এজন্যই নিজের প্রশংসা তিনি নিজেই করেছেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ এই সনদ সূত্রে গারীব।

٩٧- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭ ॥ (নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি)

٣٥٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ : أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلاَتِيْ، قَالَ : «قُلِ : اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ؛ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٣٥) ق.

৩৫৩১। আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক্ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এমন একটি দু'আ আমাকে শিখিয়ে দিন যা আমি আমার নামাযের মাঝে পাঠ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ তুমি বল, "হে প্রভু! আমার সত্তার উপর আমি অনেক যুল্‌ম করেছি। তুমি ব্যতীত গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব আমাকে তুমি নিজগুণে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি করুণা কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী, অতীব দয়ালু"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৮৩৫), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এটি লাইস ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত হাদীস। আবুল খাইর-এর নাম মারসাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-ইয়াযানী।

٩٨- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮ ॥ (গুনাহ ঝরে পরা)

٣٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ،

فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ، فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ، فَقَالَ : «إِنَّ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ».

–حسن : «التعليق الرغيب» (٢/٢٤٩).

৩৫৩৩। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শুকনা পাতাওয়ালা গাছের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করলে হঠাৎ পাতাগুলো ঝরে পরে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ কোন বান্দা "আলহামদুলিল্লাহ", "সুবহানাল্লাহ" এবং "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" (সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, আল্লাহ তা'আলা অতি পবিত্র এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি অতি মহান) বললে তা তার গুনাহগুসমূহ এরূপভাবে ঝরিয়ে দেয় যেভাবে এ গাছের পাতাসমূহ ঝরে পড়েছে।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (হাঃ ২/২৪৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

٣٥٣٤– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْجُلاَحِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَبِيبٍ السَّبَإِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ عَشْرَ مَرَّاتٍ، عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ؛ بَعَثَ اللّٰهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ».

–حسن : «صحيح الترغيب الترهيب» (١/ ١٦٠/٤٧٢).

৩৫৩৪। 'উমারাহ্ ইবনু শাবীব আস্-সাবায়ী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাগরিবের নামাযের পর যে লোক দশবার বলে ঃ "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সমস্ত কিছুই তাঁর এবং তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন এবং প্রতিটি জিনিসের উপর তিনিই মহা ক্ষমতাশালী", আল্লাহ তা'আলা তার নিরাপত্তার জন্য ফেরেশতা পাঠান যারা তাকে শাইতানের ক্ষতি হতে ভোর পর্যন্ত নিরাপত্তা দান করেন, তার জন্য (আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ) অবশ্যম্ভাবী করার ন্যায় দশটি পুণ্য লিখে দেন, তার দশটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ বিলুপ্ত করে দেন এবং তার জন্য দশটি ঈমানদার দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে।

হাসান ঃ সহীহ আত্-তারগীব ওয়াত্ তারহীব (১/১৬০/৪৭২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র লাইস ইবনু সা'দের সনদেই জানতে পেরেছি। 'উমারাহ্ ইবনু শাবীব প্রত্যক্ষভাবে নাবী ﷺ-এর কাছে কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

٩٩- بَابٌ فِيْ فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ لِعِبَادِهِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯ ॥ তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনার ফাযীলাত এবং বন্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ প্রসঙ্গে

٣٥٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُوْدِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ؛ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ : ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ؛ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ حَكَّ فِيْ صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ

وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَأً مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ : هَلْ سَمِعْتَ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ : نَعَمْ؛ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا -أَوْ مُسَافِرِيْنَ-؛ أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ؛ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ؛ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، فَقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوَى شَيْئًا؟ قَالَ : نَعَمْ؛ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ؛ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ : يَا مُحَمَّدُ! فَأَجَابَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ صَوْتِهِ : «هَاؤُمُ»، فَقُلْنَا لَهُ : وَيْحَكَ، اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ؛ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ نُهِيْتَ عَنْ هَذَا، فَقَالَ : وَاللّٰهِ لاَ أَغْضُضُ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ؛ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟! قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا، حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ؛ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا عَرْضُهُ أَوْ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ - أَرْبَعِيْنَ، أَوْ سَبْعِيْنَ عَامًا؛ قَالَ سُفْيَانُ : قِبَلَ الشَّامِ -، خَلَقَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَفْتُوْحًا - يَعْنِي - لِلتَّوْبَةِ، لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ.

-حسن : التعليق الرغيب» (٧٣/٤)، وتقدم بعضه برقم (٩٦).

৩৫৩৫। যির ইবনু হুবাইশ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মোজাদ্বয়ের উপর মাসিহ করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করার উদ্দেশে আমি সাফওয়ান ইবনু আসসাল আল-মুরাদী (রাযিঃ)-এর কাছে আগমন করলাম। তিনি বললেন, হে যির! তোমাকে কিসে নিয়ে এসেছে? আমি বললাম, জ্ঞানের অন্বেষা! তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ জ্ঞানের অন্বেষায় খুশি হয়ে জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। আমি বললাম, আমার মনে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে মলমূত্র ত্যাগের পর

মোজার উপর মাসেহ করা প্রসঙ্গে। আর আপনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী। তাই আপনাকে আমি প্রশ্ন করতে এসেছি যে, এ প্রসঙ্গে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমাদেরকে তিনি নির্দেশ দিতেন যে, আমরা সফররত অবস্থায় থাকলে এবং নাপাকির গোসলের প্রয়োজন না হলে তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত যেন আমাদের মোজাদ্বয় না খুলি। মলমূত্র ত্যাগ এবং ঘুমানোর কারণে তা খোলার দরকার নেই, বরং শুধু তার উপর মাসেহ্ করলেই চলবে। যির (রাহঃ) বলেন, আমি বললাম, মহব্বত (ভালবাসা) প্রসঙ্গে আপনি কি তাঁকে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক সফরে আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। একদিন আমরা তাঁর নিকটেই ছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে ডাক দিয়ে বলে, হে মুহাম্মাদ! রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার ন্যায় একই রকম উচ্চ শব্দে তার ডাকে জবাব দিলেন ঃ আস। সেই বেদুঈনকে আমরা বললাম, তোমার অমঙ্গল হোক, তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। কেননা তুমি নাবী ﷺ-এর সম্মুখে আছ। নাবীর সম্মুখে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে (কুরআনে)। লোকটি বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি নীচু স্বরে কথা বলতে পারি না। এবার সে বলল, এক লোক এক গোত্রকে ভালবাসে, কিন্তু তাদের সঙ্গে সে মিলিত হতে পারেনি। নাবী ﷺ বললেন ঃ কোন লোক যাকে ভালবাসে ক্বিয়ামাতের দিন সে তার সঙ্গেই থাকবে। তারপর তিনি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকলেন। অবশেষে তিনি পাশ্চাত্যে অবস্থিত একটি দরজার কথা উল্লেখ করলেন যা এত দীর্ঘ যে, একটি সওয়ারীর সেই দরজার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পার করতে চল্লিশ কিংবা সত্তর বছর সময় লাগবে। সুফ্ইয়ান (রাহঃ) বলেন, পাশ্চাত্যের সেই দরজা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত। যে দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহ ও যামীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন ঐ দরজাও সৃষ্টি করেছেন। তা তাওবার জন্য খোলা রয়েছে। পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তা রুদ্ধ করা হবে না।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/৭৩), ৯৬ নং হাদীসে এর অংশ বিশেষ বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٥٣٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ؛ رِضًا بِمَا يَفْعَلُ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ حَاكَ - أَوْ حَكَّ - فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ : نَعَمْ؛ كُنَّا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ - أَوْ مُسَافِرِيْنَ -؛ أُمِرْنَا أَنْ لاَ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلاَثًا؛ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ؛ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْهَوَى شَيْئًا؟ قَالَ : نَعَمْ؛ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَنَادَاهُ رَجُلٌ كَانَ فِيْ آخِرِ الْقَوْمِ؛ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٍّ - أَعْرَابِيٌّ جِلْفٌ جَافٍ -، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : مَهْ؟! إِنَّكَ قَدْ نُهِيْتَ عَنْ هَذَا، فَأَجَابَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ صَوْتِهِ : «هَاؤُمُ»، فَقَالَ : الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ؛ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»، قَالَ زِرٌّ : فَمَا بَرِحَ يُحَدِّثُنِيْ، حَتَّى حَدَّثَنِيْ أَنَّ اللّٰهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا؛ عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ، لاَ يُغْلَقُ؛ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾ الآيَةُ.

-صحيح الإسناد : انظر ما قبله.

৩৫৩৬। যির ইবনু হুবাইশ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান ইবনু 'আসসাল আল-মুরাদী (রাযিঃ)-এর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে কিসে নিয়ে এসেছে? আমি বললাম, জ্ঞানের সন্ধানে। তিনি বললেন, আমি অবগত হয়েছি যে, জ্ঞান অন্বেষণকারীর কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতাগণ তার জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। যির (রাহঃ) বলেন, মলমূত্র ত্যাগের পর মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করা প্রসঙ্গে আমার মনে একটা দ্বিধার সঞ্চার হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে আপনি এ প্রসঙ্গে কিছু জানেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমাদেরকে তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, আমরা সফররত অবস্থায় নাপাকির গোসলের প্রয়োজন না হলে যেন তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত আমাদের মোজা না খুলি। মলমূত্র ত্যাগ ও ঘুমানোর কারণেও তা খোলার প্রয়োজন নেই। যির (রাহঃ) বলেন, আমি পুনরায় বললাম, আপনি ভালবাসা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে কিছু জানেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। লোকদের একেবারে পেছন হতে এক লোক খুব উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে ডাক দিল। লোকটি নির্বোধ বেদুঈন ও রুক্ষ ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ! লোকেরা তাকে বলল, থাম! এভাবে আল্লাহ তা'আলার নাবীকে সম্বোধন করতে তোমাকে (কুরআনে) বারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাকে তার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিলেন ঃ আস। লোকটি বলল, এক লোক কোন গোত্রকে ভালবাসে, কিন্তু তাদের সঙ্গে সে মিলিত হতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ কোন লোক যাকে ভালবাসে সে তার সাথী হবে। যির (রাহঃ) বলেন, আমার সঙ্গে সাফওয়ান (রাযিঃ) অবিরত কথা বলে যাচ্ছিলেন। পরিশেষে তিনি আমাকে বললেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাওবার জন্য পাশ্চাত্যে একটি দরজা রেখেছেন, যার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তের ব্যবধান সত্তর বছরের। সূর্য সেদিক হতে উদিত না হওয়া পর্যন্ত সেই দরজা বন্ধ হবে না। আর সে কথার প্রমাণ প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী (অনুবাদ) ঃ "এমন একদিন সংঘটিত হবে যে দিন তোমার প্রভুর কিছু নিদর্শন আসবে, সেই দিন কোন লোকের ঈমান তার কাজে আসবে না যে আগে কখনো ঈমান আনেনি"।

সানাদ সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٥٣٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ؛ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ».

-حسن : «ابن ماجه» (٤٢٥٣).

৩৫৩৭। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেন ঃ রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবাহ্ কুবূল করেন।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৪২৫৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-আবূ 'আমির আল-আক্বাদী হতে, তিনি 'আবদুর রহমান হতে এই সনদে উক্ত মর্মের একই রকম বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «لَلّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ؛ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا».

-صحيح : «ابن ماجه» (٤٢٤٧) م.

৩৫৩৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার হারানো মাল ফিরে পেলে যতটা আনন্দিত হয়, তোমাদের কারো তাওবায় (ক্ষমা প্রার্থনায়) আল্লাহ তা'আলা তার চাইতে বেশি আনন্দিত হন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৪২৪৭), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাস'ঊদ, নু'মান ইবনু বাশীর ও আনাস (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, উপরোক্ত সনদে আবুয্ যিনাদ হতে বর্ণিত এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। উক্ত হাদীসটি মাকহুল হতে স্বীয় সনদে আবূ যার (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ - قَاصِّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ -، عَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ، عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ : أَنَّهُ قَالَ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : قَدْ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «لَوْ لاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ؛ لَخَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا يُذْنِبُوْنَ، وَيَغْفِرُ لَهُمْ».

صحيح : «الصحيحة» (٩٦٧-٩٧٠) و (١٩٦٣) م.

৩৫৩৯। আবূ আইউব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় বলেন, তোমাদের হতে আমি একটি বিষয় লুকিয়ে রেখেছি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমি শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা এমন এক দলের আবির্ভাব করতেন যারা গুনাহ করত, তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করতেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ৯৬৭-৯৭০, ১৯৬৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব (রাহঃ) আবূ আইয়ূব (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন। কুতাইবাহ্ 'আবদুর রহমান ইবনু আবুয্ যিনাদ হতে, তিনি গুফরার মুক্তদাস 'উমার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরাযী হতে, তিনি আবূ আইয়ূব (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে

এই সনদে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٥٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ فَائِدٍ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيَّ يَقُوْلُ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «قَالَ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي؛ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ؛ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ؛ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا؛ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».

-صحيح : «الصحيحة» (١٢٧) و (١٢٨)، «الروض النضير» (٤٣٢)، «المشكاة» (٢٣٣٦ - التحقيق الثاني)، «التعليق الرغيب» (٢/٢٦٨).

৩৫৪০। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ বারাকাতময় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান! যতক্ষণ আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমার হতে (ক্ষমা পাওয়ার) আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ্ যত অধিক হোক, তোমাকে আমি ক্ষমা করব, এতে কোন পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ্র পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করে থাক, তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ১২৭, ১২৮), রাওযুন নাযীর (হাঃ ৪৩২),

মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ২৩৩৬), তা'লীকুর রাগীব (হাঃ ২/২৬৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র উপর্যুক্ত সনদেই অবগত হয়েছি।

١٠٠- بَابُ خَلَقَ اللّٰهُ مِئَةَ رَحْمَةٍ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০ ॥ আল্লাহ তা'আলা একশত রাহমাত সৃষ্টি করেছেন

٣٥٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ رَحْمَةً وَّاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُوْنَ بِهَا وَعِنْدَ اللّٰهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ رَحْمَةً.

-صحيح : ابن ماجه (٤٢٩٣، ٤٢٩٤)، مسلم.

৩৫৪১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা একশত রহমাত সৃষ্টি করেছেন, তা হতে কেবল একটি রহমাত তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে রেখেছেন, তার মাধ্যমে তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে। আর বাকি নিরানব্বইটি রহমাত আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৪২৯৩, ৪২৯৪), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে সালমান ও জুনদাব ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু সুফিয়ান আল-বাজালী (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٥٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ؛ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ؛ مَا قَنَطَ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدٌ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٦٣٤) ق نحوه.

৩৫৪২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যদি মু'মিন বান্দা অবগত থাকত যে, কি ভীষণ শাস্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে তৈরী রয়েছে তাহলে কেউই জান্নাতে প্রবেশের কামনা করত না। আর যদি কাফির লোক অবগত থাকত যে, আল্লাহ্র কাছে কি অপরিসীম দয়া রয়েছে তাহলে কেউই জান্নাতে প্রবেশে আশাহত হত না।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৬৩৪), বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। উক্ত হাদীস আমরা শুধুমাত্র 'আলা ইবনু 'আবদুর রহমান হতে তাঁর বাবার বরাতে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সনদে অবগত হয়েছি।

٣٥٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ حِينَ خَلَقَ الْخَلْقَ؛ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي».

-حسن صحيح : «ابن ماجه» (١٨٩) ق.

৩৫৪৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন, সে সময় নিজের হাতে নিজের উপর অনিবার্য করে লিখে নিয়েছেন ঃ আমরা রাহমাত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী থাকবে।

হাসান সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৮৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٥٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ - أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ

مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَرْبِيٍّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَالِ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ؛ وَرَجُلٌ قَدْ صَلَّى، وَهُوَ يَدْعُوْ، وَيَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ : اللّٰهُمَّ! لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَتَدْرُوْنَ بِمَ دَعَا اللّٰهَ؟ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ؛ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ؛ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٥٨).

৩৫৪৪। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করলেন, সে সময় এক লোক নামায আদায় করে দু'আ করছিল এবং সে তার দু'আয় বলছিল ঃ "হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তুমি পরম অনুগ্রহকারী, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, অসীম ক্ষমতাবান ও মহাসম্মানিত।" নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি জানো আল্লাহ তা'আলার নিকট সে কিসের মাধ্যমে দু'আ করেছে? সে আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাঁর মহান নাম এর মাধ্যমে দু'আ করেছে। যে নামে দু'আ করা হলে তিনি তা কবূল করেন এবং ঐ নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করা হলে তিনি দান করেন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৩৮৫৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি গারীব। আনাস (রাযিঃ) হতে এ হাদীস অন্যসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

١٠١- بَابُ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১০১ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী তার নাক ভূলুণ্ঠিত হোক

٣٥٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ

الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ؛ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ».

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : وَأَظُنُّهُ قَالَ : «أَوْ أَحَدُهُمَا».

-حسن صحيح : «المشكاة» (٩٢٧)، «التعليق الرغيب» (٢/٢٨٣) «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (١٦) ولـ(م) الجملة الأخيرة منه.

৩৫৪৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তার নাক ভূলুণ্ঠিত হোক যার কাছে আমার নাম উল্লেখিত হল, কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পাঠ করেনি। ভূলুণ্ঠিত হোক তার নাক যার নিকট রমাযান মাস এলো অথচ তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তা পার হয়ে গেল। আর ভূলুণ্ঠিত হোক তার নাক যার নিকট তার বাবা-মা বৃদ্ধে উপনিত হলো, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়নি (সে তাদের সঙ্গে ভাল আচরণ করে জান্নাত অর্জন করেনি)। 'আবদুর রহমানের রিওয়াইয়াতে "কিংবা যে কোন একজন" কথাটুকুও আছে।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত (৯২৭), তা'লীকুর রাগীব (২/২৮৩), নাবীর উপর দরূদ পাঠের ফাযীলাত (১৬), মুসলিম হাদীসের শেষ অংশ বর্ণনা করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ও আনাস (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব। রিব্'ঈ ইবনু ইব্রাহীম হলেন ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমের ভাই। তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এবং ইনি হলেন ইবনু উলাইয়্যাহ্ (তার মাতার নাম)। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কোন লোক মাজলিসে একবার নাবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করলে, তারপর যতক্ষণ সে উক্ত মাজলিসে অবস্থান করবে, তা যথেষ্ট হবে।

٣٥٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا

أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْبَخِيْلُ؛ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ؛ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ».

-صحيح : «المشكاة» (٩٣٣) «فضل الصلاة» (١٤/٣١-٣٩)، «التعليق الرغيب» (٢/٢٨٤).

৩৫৪৬। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কৃপণ সেই লোক যার কাছে আমার আলোচনা করা হয় অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়ে না।

সহীহ ঃ মিশকাত (৯৩৩), সালাতের ফাযীলাত (১৪/৩১-৩৯), তা'লীকুর রাগীব (২/২৮৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

١٠٢- بَابٌ فِيْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২ ॥ নাবী ﷺ-এর দু'আ

٣٥٤٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «اللّٰهُمَّ! بَرِّدْ قَلْبِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللّٰهُمَّ! نَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا؛ كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ».

-صحيح : م (٢/٧٣).

৩৫৪৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে,

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে বরফ, শিশির ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা শীতল করে দাও। হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দাও যেরূপে তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করেছে।"

সহীহ ঃ মুসলিম (২/৭৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٥٥٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَعْمَارُ أُمَّتِي؛ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذَلِكَ».

-حسن : وقد مضى نحوه برقم (٢٣٣١).

৩৫৫০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের স্বাভাবিক বয়স ষাট হতে সত্তর বছরের মাঝে হবে এবং তাদের কম সংখ্যকই এই বয়সসীমা পার করবে।

হাসান ঃ ২৩৩১ নং হাদীস পূর্বে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, নাবী ﷺ হতে আবূ হুরাইরাহ্র বরাতে আবূ সালামাহ্র সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্রের বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র উপর্যুক্ত সনদেই অবগত হয়েছি। এ হাদীস আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে অন্যসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

١٠٣- بَابٌ فِيْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি দু'আ।

٣٥٥١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَضَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ طَلِيْقٍ

ابْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو يَقُوْلُ : «رَبِّ! أَعِنِّيْ وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِيْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدَى لِيْ، وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ! اجْعَلْنِيْ لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيْبًا، رَبِّ! تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ، وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ، وَسَدِّدْ لِسَانِيْ، وَاهْدِ قَلْبِيْ، وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٣٠).

৩৫৫১। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন এবং বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে সহযোগিতা কর এবং আমার বিরুদ্ধে (কাউকে) সহযোগিতা করো না, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না, আমার জন্য পরিকল্পনা এঁটে দাও এবং আমার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা এঁটো না, আমাকে হিদায়াত দান কর, আমার জন্য হিদায়াতের পথ সহজসাধ্য কর এবং যে লোক আমার উপর যুল্‌ম ও সীমালঙ্ঘন করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সহযোগিতা কর। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা কর, তোমার জন্য অধিক যিক্‌রকারী, তোমাকে বেশি ভয়কারী, তোমার অনেক আনুগত্যকারী, তোমার কাছে অনুনয়-বিনয়কারী ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী কর। হে আমার প্রভু! আমার তাওবাহ্ ক্ববূল কর, আমার সকল গুনাহ ধুয়ে-মুছে ফেল, আমার দু'আ ক্ববূল কর, আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ বহাল কর, আমার যবানকে দৃঢ় কর, আমার অন্তরে হিদায়াত দান কর এবং আমার বুক হতে সমস্ত হিংসা দূর কর"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৩৮৩০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মাহমূদ ইবনু

গাইলান-মুহাম্মাদ ইবনু বিশর আল-'আবদী হতে, তিনি সুফ্ইয়ান সাওরী (রাহঃ) হতে এই সনদে উপর্যুক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন।

١٠٤- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪ ॥ (একটি দু'আ দশবার পাঠ করার সাওয়াব)

٣٥٥٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ».

-صحيح : «الضعيفة» تحت الحديث (٥١٢٦) ق دون قوله «يحيي ويميت».

৩৫৫৩। আবূ আইউব আল-আনসারী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক দশবার বলে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব তাঁর, সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যু দেন এবং সমস্ত কিছুর উপর তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী", সে হযরত ইসমাঈল ('আঃ)-এর বংশের [অর্থাৎ কুরাইশ বংশের] চারজন দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।

সহীহ ঃ যঈফাহ্ (৫১২৬) নং হাদীসের অধীনে, বুখারী ও মুসলিম "তিনি জীবিত করেন মৃত্যুদান করেন" এই অংশ বাদে।

আবূ 'ঈসা বলেন, আবূ আইউব (রাযিঃ) হতে এ হাদীসটি মাওকূফরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهَا؛ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا، ثُمَّ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا قَرِيْبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالَ لَهَا : «مَا زِلْتِ عَلَى حَالِكِ؟»، فَقَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : «أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهَا؟! سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَخَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٠٨) م.

৩৫৫৫। উম্মুল মু'মিনীন জুওয়াইরিয়াহ্ বিনতুল হারিস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন, সে সময় তিনি তার (ঘরে) নামাযের জায়গায় ছিলেন। আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় দুপুরে তার কাছ দিয়ে গমন করেন এবং তাকে বললেন ঃ তুমি কি তখন হতে এই অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কি কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব না যা তুমি বলবে? "আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের সমপরিমাণ মহাপবিত্র" (৩ বার), "আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্তার সন্তোষ মোতাবিক মহাপবিত্র" (৩ বার), "আল্লাহ তা'আলা তাঁর আর্‌শের ওজনের সমপরিমাণ মহাপবিত্র" (৩ বার), "আল্লাহ তাঁর কালামের সমান

মহাপবিত্র” (তিন বার)।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৩৮০৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান হলেন ত্বালহা পরিবারের মুক্তদাস। তিনি একজন প্রবীণ শাঈখ, মাদীনার বাসিন্দা এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। আল-মাস'উদী ও সুফ্ইয়ান সাওরীও তাঁর সনদে উক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٥- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫ ॥ (হাত তুলে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সেই হাত শূন্য ফিরান না)

٣٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ، قَالَ : أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ - صَاحِبُ الْأَنْمَاطِ -، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ؛ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٦٥).

৩৫৫৬। সালমান আল-ফারিসী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক লজ্জাশীল ও দাতা। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর দরবারে তার দুই হাত তুলে (প্রার্থনা করে) তখন তিনি তার হাত দু'খানা শূন্য ও বঞ্চিত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৩৮৬৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস কিছু বর্ণনাকারী রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু তা মারফূ'রূপে নয়।

٣٥٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ

رَجُلاً كَانَ يَدْعُوْ بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «أَحِّدْ أَحِّدْ».

-حسن صحيح : «صفة الصلاة»، «المشكاة» (٩١٣).

৩৫৫৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক দুই আঙ্গুলে (ইঙ্গিত করে) দু'আ করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ একটির মাধ্যমে একটির মাধ্যমে।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত (৯১৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীসের মর্ম এই যে, কোন লোক দু'আর মাঝে (নামাযের তাশাহ্হুদে) দুই আঙ্গুলে নয়, বরং এক আঙ্গুলে ইঙ্গিত করবে।

١٠٦- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬ ॥ (দু'আ প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীস)

٣٥٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ-، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، أَنَّ مُعَاذَ ابْنَ رِفَاعَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْأَوَّلِ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ : «اسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ؛ فَإِنَّ أَحَدًا لَّمْ يُعْطَ - بَعْدَ الْيَقِيْنِ - خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ».

-حسن صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٤٩).

৩৫৫৮। মু'আয ইবনু রিফা'আহ্ (রাহঃ) হতে তার বাবার বরাতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিঃ) মাসজিদে নাববীর মিম্বারে দাঁড়ালেন, তারপর কেঁদে দিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গত বছর এ মিম্বারে দাঁড়িয়ে কাঁদেন, তারপর বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা ক্ষমা, শান্তি ও হিফাযাত প্রার্থনা কর। কেননা ঈমানের পর

তোমাদের কাউকে শান্তি ও হিফাযাতের চাইতে বেশি উত্তম আর কিছুই দেয়া হয়নি।

হাসান সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৩৮৪৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন,উক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান এবং আবূ বাক্র (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসেবে গারীব।

١١١- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১১ ॥ (ঋণমুক্তির দু'আ)

٣٥٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ، فَقَالَ : إِنِّيْ قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِيْ؛ فَأَعِنِّيْ، قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيْرٍ دَيْنًا؛ أَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ؟!»، قَالَ : «قُلِ : اللّٰهُمَّ! اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ».

-حسن : التعليق الرغيب» (٢/ ٤٠)، «الكلم الطيب» (١٤٣/ ٩٩).

৩৫৬৩। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, একটি চুক্তিবদ্ধ গোলাম তার নিকটে এসে বলে, আমার চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে আমি অপরাগ হয়ে পড়েছি। আমাকে আপনি সহযোগিতা করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কি এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিব না যা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার উপর সীর (সাবীর) পর্বত পরিমাণ ঋণও থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি বলেন ঃ তুমি বল, "হে আল্লাহ! তোমার হালালের মাধ্যমে আমাকে তোমার হারাম হতে বিরত রাখ বা দূরে রাখ এবং তোমার দয়ায় তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হতে আমাকে আত্মনির্ভরশীল কর"।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/৪০), আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (১৪৩/৯৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١١٢- بَابٌ فِيْ دُعَاءِ الْمَرِيْضِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২॥ রোগীকে দেখতে গিয়ে যে দু'আ পাঠ করবে

٣٥٦٥- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَادَ مَرِيْضًا؛ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! أَذْهِبِ الْبَأْسَ - رَبَّ النَّاسِ!- وَاشْفِ - فَأَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ - شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا».

-صحيح : ق، عائشة.

৩৫৬৫। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন রোগীকে দেখতে গেলে বলতেন ঃ "হে মানুষের প্রভু! তুমি রোগ দূর কর, তুমি সুস্থতা দান কর, তুমিই সুস্থতা দানকারী। তোমার আরোগ্যদান ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। তুমি এমনভাবে সুস্থতা দান কর যাতে কোন রোগই বাকি না থাকে"।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١١٣- بَابٌ فِيْ دُعَاءِ الْوِتْرِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৩ ॥ বিত্র নামাযের দু'আ

٣٥٦٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ وِتْرِهِ : «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، وَلاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١١٧٩).

৩৫৬৬। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ তাঁর বিত্‌রের নামাযে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার খুশির জন্য তোমার অখুশি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার ক্ষমা ও অনুকম্পার জন্য তোমার শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং তোমার সত্বা হতে তোমার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার প্রশংসা করে আমি শেষ করতে পরি না, তুমি তেমনি যেমন তুমি নিজের প্রশংসা করেছ।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১১৭৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, 'আলী (রাযিঃ)-এর বর্ণনা হিসেবে এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র হাম্মাদ ইবনু সালামার বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত সনদে অবগত হয়েছি।

١١٤- بَابٌ فِيْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَعَوُّذِهِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৪ ॥ নাবী ﷺ প্রতি নামাযের পর যে দু'আ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন

٣٥٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ - هُوَ ابْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ -، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ، قَالاَ : كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ؛ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ الْغِلْمَانَ، وَيَقُوْلُ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ : «اللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ».

-صحيح : خ (٢٨٢٢) و (٦٣٦٩).

৩৫৬৭। মুস'আব ইবনু সা'দ ও 'আম্র ইবনু মাইমূন (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তারা প্রত্যেকে বলেন, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) নিম্নোক্ত বাক্যগুলো তাঁর সন্তানদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে মক্তবে শিক্ষক শিশুদেরকে শিক্ষা দেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পর এগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি ভীরুতা হতে আশ্রয় চাই, তোমার কাছে কৃপণতা হতে আশ্রয় চাই, তোমার কাছে অতি বার্ধক্যে পৌঁছার বয়স হতে আশ্রয় চাই এবং তোমার কাছে দুনিয়ার ঝগড়া-বিবাদ ও কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় চাই।"

সহীহ ঃ বুখারী (২৮২২, ৬৩৬৯)।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান আদ-দারিমী বলেন, এ হাদীসে আবূ ইসহাক্ব আল-হামদানী (সনদে) কিছুটা গড়মিল করে ফেলেছেন। তিনি কখনো বলেন, 'আম্র ইনু মাইমূন (রাহঃ)-'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে, আবার কখনো অপরের হতে রিওয়ায়াত করেন। আবূ 'ঈসা বলেন, উপরোক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١١٦- بَابٌ فِيْ انْتِظَارِ الْفَرَجِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৬ ॥ সুখ-স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদির জন্য অপেক্ষা করা প্রসঙ্গে

٣٥٧٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْعَجْزِ وَالْبُخْلِ».

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

-صحيح : م (٨/٨١-٨٢).

৩৫৭২। যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অলসতা, অক্ষতমতা ও কৃপণতা হতে আশ্রয় চাই"। একই সনদসূত্রে আরও বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ "বার্ধক্য ও ক্ববরের শাস্তি হতেও" আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

সহীহ ঃ মুসলিম (৮/৮১-৮২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٥٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ؛ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا؛ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِذاً نُكْثِرُ؟! قَالَ : «اللَّهُ أَكْثَرُ».

-حسن صحيح : «التعليق الرغيب» (٢/٢٧١-٢٧٢).

৩৫৭৩। 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীর বক্ষে যে মুসলিম লোকই আল্লাহ তা'আলার নিকটে কোন কিছুর জন্য দু'আ করে, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে তা

দান করেন কিংবা তার হতে একই রকম পরিমাণ ক্ষতি সরিয়ে দেন, যতক্ষণ না সে পাপে জড়িত হওয়ার জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে। সমবেত ব্যক্তিদের একজন বলল, তাহলে আমরা অত্যধিক দু'আ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তার চাইতেও বেশী কবূলকারী।

হাসান সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২৭১-২৭২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। ইবনু সাওবান হলেন 'আবদুর রহমান ইবনু সাবিত ইবনু সাওবান আল-'আবিদ আশ্-শামী।

١١٧- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৭ ॥ (রাতে শোয়ার সময় যে দু'আ পাঠ করবে)

٣٥٧٤- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ : حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ؛ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ : اللّٰهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ؛ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ؟ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ؛ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ». قَالَ فَرَدَدْتُهُنَّ لأَسْتَذْكِرَهُ، فَقُلْتُ : آمَنْتُ بِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ، فَقَالَ : «قُلْ : آمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

-صحيح : ق وتقدم (٣٣٩٤).

৩৫৭৪। আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি শোয়ার জন্য বিছানায় যেতে চাও সে সময় নামাযের উযূর মত উযূ কর, অতঃপর তোমার ডান কাতে শয়ন কর, অতঃপর বল ঃ "হে আল্লাহ! আমার চেহারা আমি তোমার দিকে সোপর্দ করলাম, আমার সমস্ত বিষয় তোমার কাছে সমর্পণ করলাম, আশা ও ভয় নিয়ে তোমার দিকে আমার পিঠ সপে দিলাম, তোমার হতে (পালিয়ে) আশ্রয় নেয়ার এবং রক্ষা

পাওয়ার তুমি ব্যতীত আর কোন জায়গা নেই। আমি ঈমান আনলাম তোমার অবতীর্ণ কিতাবের উপর এবং তোমার পাঠানো নাবীর উপর।" তারপর যদি ঐ রাতে তুমি মারা যাও, তাহলে দ্বীনের (ইসলামের) উপরই মৃত্যুবরণ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ দু'আর বাক্যগুলো পুনরায় বললাম যাতে তা আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আমি তাতে যোগ করলাম, আমি তোমার পাঠানো রাসূলের উপর ঈমান আনলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি বল, "আমি তোমার পাঠানো নাবীর উপর ঈমান আনলাম"।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম, (৩৩৯৪) নং পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে এ হাদীস অন্যসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীসে (শয়নকালে) উযূর উল্লেখ আছে বলে আমরা অবগত নই।

٣٥٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبَرَّادِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ؛ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا، قَالَ : فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ : «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ : «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، قَالَ : «قُلْ»، فَقُلْتُ : مَا أَقُولُ؟! قَالَ : «قُلْ : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ؛ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ».

-حسن : «التعليق الرغيب» (١/٢٢٤)، «الكلم الطيب» (٧/١٩).

৩৫৭৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ঘুটঘুটে অন্ধকার ও বৃষ্টিমুখর রাতে আমাদের নামায আদায় করানোর জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধানে বের হলাম। আমি তাঁর দেখা পেলে তিনি বললেন ঃ বল। কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। তিনি পুনরায় বললেন ঃ বল। এবারও আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার

বললেন, বল। এবার আমি প্রশ্ন করলাম, আমি কি বলব? তিনি বললেন ঃ তুমি প্রতি দিন বিকালে ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার করে সূরা কুল হুআল্লাহু আহাদ (সূরা আর-ইখলাস) ও আল-মু'আওবিযাতাইন (সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন্-নাস) পাঠ করবে, আর তা প্রত্যেকটি ব্যাপারে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/২২৪), আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (১৯/৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপরোক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আবূ সা'ঈদ আল-বাররাদ হলেন উসাইদ ইবনু আবী উসাইদ মাদীনার অধিবাসী।

١١٨- بَابٌ فِيْ دُعَاءِ الضَّيْفِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৮ ॥ মেহমানের দু'আ করা

٣٥٧٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ الشَّامِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ : نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَبِيْ؛ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلُ، وَيُلْقِي النَّوَى بِإِصْبَعَيْهِ - جَمَعَ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى، قَالَ شُعْبَةُ : وَهُوَ ظَنِّيْ فِيْهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ-، وَأَلْقَى النَّوَى بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ-، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ، قَالَ : فَقَالَ أَبِيْ - وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ- : ادْعُ لَنَا، فَقَالَ : «اللّٰهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ».

-صحيح : م (١٢٢/٦).

৩৫৭৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাবার নিকটে এলেন। আমরা তাঁর জন্য

খাদ্য পরিবেশন করলে তিনি তা আহার করলেন। তারপর খেজুর আনা হলে *তিনি তা খেতে থাকলেন এবং দুই আঙ্গুলের মাধ্যমে খেজুরের বিচি ফেলে* দিতে লাগলেন মধ্যমা ও তর্জনী একত্র করে। শু'বাহ্ বলেন, এটা আমার সন্দেহ, ইন্‌শাআল্লাহ এটাই সঠিক। তারপর পানীয় দ্রব্য আনা হলে তিনি তা পান করলেন, তারপর পানপাত্র তাঁর ডান পাশের ব্যক্তিকে দিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র (রাযিঃ) বলেন, তারপর আমার বাবা তাঁর সওয়ারীর লাগাম ধরে বললেন, আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তাদের যে রিযিক্ব দিয়েছ তাতে বারাকাত দান কর, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি দয়া কর"।

সহীহ ঃ মুসলিম (৬/১২২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র (রাযিঃ) হতে হাদীসটি অন্যসূত্রেও বর্ণিত আছে।

٣٥٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّنِّيُّ : حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ، قَالَ : سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ -مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ- : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ، الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؛ غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ».

صحيح : «التعليق الرغيب» (٢/٢٦٩)، «صحيح أبي داود» (١٣٥٨).

৩৫৭৭। যাইদ (রাযিঃ) নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে লোক বলে, "মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি ক্ষমা চাই যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, যিনি চিরজীবি, চিরস্থায়ী এবং আমি তাঁর কাছে তাওবাহ্ করি", তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও সে রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করে থাকে।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২৬৯), সহীহ আবূ দাউদ (১৩৫৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র উপর্যুক্ত সনদেই অবগত হয়েছি।

١١٩- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৯॥ (দু'আতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাধ্যম বানানো)

٣٥٧٨- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ : «إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ : فَادْعُهْ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ : «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ؛ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ - نَبِيِّ الرَّحْمَةِ -؛ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ؛ لِتُقْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ! فَشَفِّعْهُ فِيَّ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٣٨٥).

৩৫৭৮। 'উসমান ইবনু হুনাইফ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক অন্ধ ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নাবী! আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন, যেন আমাকে তিনি আরোগ্য দান করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি কামনা করলে আমি দু'আ করব, আর তুমি চাইলে ধৈর্য ধারণ করতে পার, সেটা হবে তোমার জন্য উত্তম। সে বলল, তাঁর নিকটে দু'আ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে উত্তমভাবে উযূ করার হুকুম করলেন এবং এই দু'আ করতে বললেন, "হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করি এবং তোমার প্রতি মনোনিবেশ করি তোমার নাবী, দয়ার নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর (দু'আর) মাধ্যমে। আমি তোমার দিকে ঝুঁকে পড়লাম, আমার প্রয়োজনের জন্য আমার প্রভুর দিকে ধাবিত হলাম, যাতে

আমার এ প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়া হয়। হে আল্লাহ! আমার প্রসঙ্গে তুমি তাঁর সুপারিশ ক্ববূল কর"।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ্ (১৩৮৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। কেননা হাদীসটি আবূ জা'ফারের রিওয়ায়াত ছাড়া অপর কোন সনদে আমরা জানতে পারিনি। এই আবূ জা'ফার হলেন আল-খাতমী, আর 'উসমান ইবনু হুনাইফ হলেন সাহ্ল ইবনু হুনাইনের ভাই।

٣٥٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْنٌ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : «أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ؛ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ؛ فَكُنْ».

-صحيح : «التعليق الرغيب» (٢/٢٧٦)، «المشكاة» (١٢٢٩).

৩৫৭৯। আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, 'আম্‌র ইবনু 'আবাসাহ্ (রাযিঃ) আমার কাছে রিওয়ায়াত করেছেন যে, নাবী ﷺ-কে তিনি বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা শেষ রাতে তাঁর বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন। অতএব যারা এ সময় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে (নামায পড়ে ও দু'আ করে), তুমি পারলে তাদের দলভুক্ত হয়ে যাও।

সহীহ্ ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২৭৬), মিশকাত (১২২৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

١٢٠- بَابٌ فِيْ فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১২০ ॥ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পাঠ করার ফাযীলাত

٣٥٨١- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ

جَرِيرٍ : حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُوْرَ بْنَ زَاذَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ مَيْمُوْنِ ابْنِ أَبِي شَبِيْبٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : أَنَّ أَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَخْدُمُهُ، قَالَ : فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ صَلَّيْتُ، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ : «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؟!»، قُلْتُ : بَلَى، قَالَ : «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٧٤٦).

৩৫৮১। ক্বাইস ইবনু সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তার বাবা তাকে নাবী ﷺ-এর সেবার জন্য তাঁর কাছে অর্পণ করেন। তিনি বলেন, আমি নামাযরত থাকা অবস্থায় নাবী ﷺ আমার কাছ দিয়ে গমন করলেন। তিনি নিজের পা দিয়ে আমাকে আঘাত (ইশারা) করে বললেন ঃ আমি তোমাকে কি জান্নাতের দরজাগুলোর একটি দরজা সম্পর্কে জানাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত অনিষ্ট দূর করার এবং কল্যাণ লাভের কোন শক্তি কারো নেই)।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৭৪৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٥٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ : مَا نَهَضَ مَلَكٌ مِنَ الْأَرْضِ، حَتَّى قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ.

-إسناده صحيح مقطوعاً.

৩৫৮২। সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ফেরেশতাই "লা- হাওলা ওয়ালা কু-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পাঠ না করে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে গমন করেন না।

এর সনদ সহীহ মাকতূ'।

١٢١- بَابٌ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّقْدِيسِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১২১ ॥ তাসবীহ, তাহলীল ও তাক্বদীসের ফাযীলাত।

٣٥٨٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ هَانِئَ بْنَ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ-، قَالَتْ : قَالَ : لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ؛ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، وَلَا تَغْفُلْنَ؛ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ».

-حسن : «صحيح أبي داود» (١٣٤٥)، «المشكاة» (٢٣١٦)، «ضعيفة» تحت الحديث (٨٣).

৩৫৮৩। ইউসাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি ছিলেন হিজরতকারিণী মহিলাদের একজন– তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই তোমরা তাস্বীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহ্লীল (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ) ও তাক্বদীস (সুব্বুহুন কুদ্দূসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ অথবা সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস) আঙ্গুলের গিরায় হিসাব করে পড়বে। কেননা এগুলোকে ক্বিয়ামাতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে এবং কথা বলতে আদেশ দেয়া হবে। সুতরাং তোমরা রহমাত (অনুগ্রহের কারণ) সম্পর্কে উদাসীন থেকো না এবং তা ভুলে যেও না।

হাসান ঃ সহীহ আবূ দাউদ (১৩৪৫), মিশকাত (২৩১৬), যঈফার (৮৩) নং হাদীসের অধীনে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা হানী ইবনু 'উসমানের রিওয়ায়াত থেকেই জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইবনু রাবী'আহ্ (রাহঃ)ও এ হাদীস হানী ইবনু 'উসমানের সনদে উল্লেখ করেছেন।

١٢٢- بَابٌ فِي الدُّعَاءِ إِذَا غَزَا.

অনুচ্ছেদ ঃ ১২২ ॥ যুদ্ধের সময় দু'আ

٣٥٨٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا غَزَا؛ قَالَ : «اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، وَبِكَ أُقَاتِلُ».

-صحيح : «الكلم الطيب» (١٢٥)، «صحيح أبي داود» (٢٣٦٦).

৩৫৮৪। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, জিহাদ করার সময় নাবী ﷺ বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমিই আমার বাহুবল, তুমিই আমার সাহায্যকারী এবং তোমার সহযোগিতায় আমি যুদ্ধ করি"।

সহীহ ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (১২৫), সহীহ আবূ দাউদ (২৩৬৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٢٣- بَابٌ فِي دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৩ ॥ 'আরাফার দিনের দু'আ

٣٥٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «خَيْرُ الدُّعَاءِ : دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

-حسن : «المشكاة» (٢٥٩٨)، «التعليق الرغيب» (٢/٢٤٢)، «الصحيحة» (١٥٠٣).

৩৫৮৫। 'আম্‌র ইবনু শু'আইব (রাহঃ) কর্তৃক পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও তার দাদার সনদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'আরাফাতের দিনের দু'আই উত্তম দু'আ। আমি ও আমার আগের নাবীগণ যা বলেছিলেন তার মধ্যে সর্বোত্তম কথা ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং সমস্ত কিছুর উপর তিনি সর্বশক্তিমান"।

হাসান ঃ মিশকাত (২৫৯৮), তা'লীকুর রাগীব (২/২৪২), সহীহাহ্ (১৫০৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব। হাম্মাদ ইবনু আবী হুমাইদ হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমাইদ এবং তিনি আবূ ইবরাহীম আল-আনসারী আল-মাদীনী। তিনি মুহাদ্দিসগণের মতে খুব একটা মাজবুত বর্ণনাকারী নন।

١٢٦- بَابٌ فِيْ الرُّقْيَةِ إِذَا اشْتَكَى

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৬ ॥ ব্যথা উপশমের দু'আ

٣٥٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، قَالَ : قَالَ لِيْ : يَا مُحَمَّدُ! إِذَا اشْتَكَيْتَ؛ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِيْ، وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ، أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ؛ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجْعِيْ هٰذَا، ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ، ثُمَّ أَعِدْ ذٰلِكَ وِتْرًا؛ فَإِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنِيْ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُ بِذَالِكَ.

-صحيح : «صحيحة» (١٢٥٨).

৩৫৮৮। মুহাম্মাদ ইবনু সালিম (রাহঃ) বলেন, সাবিত আল-বুনানী (রাহঃ) আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! তোমার কোন অংশে ব্যথা হলে তুমি ব্যথার জায়গায় তোমার হাত রেখে বল ঃ "আল্লাহ তা'আলার নামে, আমি আল্লাহ তা'আলার অসীম সম্মান ও তাঁর বিরাট ক্ষমতার নিকট আমার

এ ব্যথার অনুভূতি ও অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি"। তারপর তোমার হাত তুমি তুলে নাও, পরে পুনরায় ঐ নিয়মে বেজোড় সংখ্যায় উক্ত দু'আ পাঠ কর। কেননা আমাকে আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) বলেছেন যে, তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দু'আ বলে দিয়েছেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১২৫৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান গারীব। এই মুহাম্মাদ ইবনু সালিম হলেন বাসরার শাইখ।

١٢٧- بَاب دُعَاءِ أُمِّ سَلَمَةَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৭॥ উম্মু সালামার দু'আ

٣٥٩٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ الصُّدَائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا قَالَ عَبْدٌ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ - قَطُّ - مُخْلِصًا؛ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، حَتّٰى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ؛ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

-حسن : «المشكاة» (٢٣١٤ - التحقيق الثاني)، «التعليق الرغيب» (٢٣٨/٢).

৩৫৯০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দা সততার সাথে "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু" বললে তার জন্য আকাশের দ্বারগুলো খোলা হয়। ফলে উক্ত কালিমাহ্ আরশে আজীম পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যতক্ষণ সে কবীরাহ্ গুনাহ্ ত্যাগ করে"।

হাসান ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (২৩১৪), তা'লীকুর রাগীব (২/২৩৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٥٩١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ».

-صحيح : «المشكاة» (٢٤٧١ - التحقيق الثاني).

৩৫৯১। যিয়াদ ইবনু ‘ইলাক্বাহ্ (রাহঃ) হতে তার চাচার সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলতেন ঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে গর্হিত চরিত্র, গর্হিত কাজ ও কু-প্রবৃত্তি হতে আশ্রয় চাই”।

সহীহ ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (২৪৭১)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। যিয়াদ ইবনু ‘ইলাক্বাহ্‌র চাচার নাম কুত্‌বাহ্ ইবনু মালিক আত্-তাগলিবী (রাযিঃ) তিনি নাবী ﷺ-এর সাহাবী।

٣٥٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ : «عَجِبْتُ لَهَا؛ فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

-صحيح : «صفة الصلاة» (٧٤) م.

৩৫৯২। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। সে সময় সমাগত লোকদের মাঝে হতে এক লোক বলল, "আল্লাহ মহান, অতি মহান, আল্লাহ তা'আলার জন্য অনেক অনেক প্রশংসা এবং সকাল-সন্ধ্যা আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি"। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এই এই কথা কে বলেছে? উপস্থিত লোকদের মাঝে এক লোক বলল, আমি হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন ঃ এ দু'আয় আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। এ বাক্যগুলোর জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমি এ কথা শুনার পর থেকে কখনো তা পাঠ করা পরিহার করিনি।

সহীহ ঃ সিফাতুস্ সালাত (৭৪), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। হাজ্জাজ ইবনু আবী 'উসমান হলেন হাজ্জাজ ইবনু মাইসারাহ্ আস-সাওওয়াফ এবং তার উপনাম আবুস সাল্ত। তিনি হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

١٢٨- بَابٌ أَيُّ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৮ ॥ আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কথাটি বেশি প্রিয়

٣٥٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الْجَسْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَهُ - أَوْ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ عَادَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ -، فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ - عَزَّ وَجَلَّ -؟ قَالَ : «مَا اصْطَفَاهُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ».

-صحيح : «التعليق الرغيب» (٢٤٢/٢)، «الصحيحة» (١٤٩٨) م.

৩৫৯৩। আবূ যার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে যান অথবা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে যান। আবূ যার (রাযিঃ) বলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন্ কথা বেশি প্রিয়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের জন্য যে বাক্যটি নির্বাচন করেছেন ঃ "সুবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী সুবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী" (আমার পালনকর্তা অতীব পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁর জন্য, আমার পালনকর্তা অতীব পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁর জন্য)।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/২৪২), সহীহাহ্ (১৪৯৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٢٩- بَابٌ فِيْ الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৯॥ ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গে।

٣٥٩٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيْ إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ»، قَالُوْا : فَمَاذَا نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «سَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

-منكر بهذا التمام : «الكلم الطيب» (٥١/٧٤)، «إرواء الغليل» (١/٢٦٢)، «نقد التاج» (٩٥)، «التعليق الرغيب» (١/١١٥)، «صحيح أبي داود» (٥٣٤)، لكن قوله : «سلوا الله» ثبت في حديث آخر تقدم (٣٢٨٣).

৩৫৯৪। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আযান ও ইক্বামাতের মাঝের সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না"। সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! (ঐ সময়ে)

আমরা কি বলব? তিনি বললেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্র নিকট ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা কর।"

এই পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি মুনকার ঃ আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব (৪৭/৫১), 'ইরওয়াহ্ (১/২৬২), নাক্বদুত্ তাজ (৯৫), তা'লীকুর রাগীব (১/১১৫), সহীহ্ আবূ দাঊদ (৫৩৪)। তবে "সালুল্লাহা....." বর্ণনাটি অন্য হাদীসে সাব্যস্ত আছে। ৩২৮৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত রয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। সাহাবাগণ বললেন ঃ আমরা কি বলব..... শেষ পর্যন্ত এই অংশটি ইয়াহ্ইয়া ইবনুল ইয়ামান বর্ধিত করেছেন।

٣٥٩٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُوْ أَحْمَدَ، وَأَبُوْ نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ».

-صحيح : وقد مضى (٢١٢).

৩৫৯৫। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

সহীহ্ ঃ ২১২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, আবূ ইসহাক্ব আল-হামদানী এ হাদীস বুরাইদ ইবনু আবূ মারইয়াম আল-কূফী হতে, তিনি আনাস (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে উপর্যুক্ত হাদীসের একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন এবং এ বর্ণনাটি বেশি সহীহ্।

٣٥٩٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ : «لَأَنْ أَقُوْلَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ».

-صحيح : م (٨/ ٧٠).

৩৫৯৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদু লিল্লাহ্ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" (আল্লাহ অতীব পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলা আমার কাছে যে সকল জিনিসের উপর সূর্য উদিত হয় তা হতে বেশি পছন্দনীয়।

সহীহ ঃ মুসলিম (৮/৭০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٥٩٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اللّٰهُمَّ! انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ، وَزِدْنِي عِلْمًا، الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ».

-صحيح : دون قوله : والحمد لله، «ابن ماجه» (٢٥١) و (٣٨٣٣).

৩৫৯৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে তুমি যা শিখিয়েছ তা দিয়ে আমাকে উপকৃত কর, আমার জন্য যা উপকারী হবে তা আমাকে শিখিয়ে দাও এবং আমার 'ইল্‌ম (জ্ঞান) বাড়িয়ে দাও। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং আমি জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে হিফাযাতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

হাদীসে বর্ণিত আল-হাম্‌দুলিল্লাহ....... অংশ বাদে হাদীসটি সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ২৫১, ৩৮৩৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি গারীব।

١٣٠- بَابٌ مَا جَاءَ إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩০ ॥ যামীনে আল্লাহর পক্ষ হতে বিচরণকারী ফেরেশতা প্রসঙ্গে।

٣٦٠٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - أَوْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ-، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ فَضْلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فَإِذَا وَجَدُوْا أَقْوَامًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ؛ تَنَادَوْا : هَلُمُّوْا إِلَى بُغْيَتِكُمْ، فَيَجِيْئُوْنَ، فَيَحُفُّوْنَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ : عَلٰى أَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ يَصْنَعُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ وَيَذْكُرُوْنَكَ - قَالَ -، فَيَقُوْلُ : فَهَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ : لا - قَالَ -، فَيَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ -، فَيَقُوْلُوْنَ : لَوْ رَأَوْكَ؛ لَكَانُوْا أَشَدَّ تَحْمِيْدًا، وَأَشَدَّ تَمْجِيْدًا، وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْرًا - قَالَ -، فَيَقُوْلُ : وَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُوْنَ؟ - قَالَ -، فَيَقُوْلُوْنَ : يَطْلُبُوْنَ الْجَنَّةَ؟ - قَالَ -، فَيَقُوْلُ : وَهَلْ رَأَوْهَا؟ - قَالَ -، فَيَقُوْلُوْنَ : لاَ - قَالَ -، فَيَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ - قَالَ -، فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا؛ لَكَانُوْا أَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا - قَالَ -، فَيَقُوْلُ : فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ قَالُوْا : يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ - قَالَ -، فَيَقُوْلُ : هَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ : لاَ، فَيَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ : لَوْ رَأَوْهَا؛ لَكَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا، وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا، وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا - قَالَ -، فَيَقُوْلُ : فَإِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ،

فَيَقُوْلُوْنَ : إِنَّ فِيهِمْ فُلاَنًا الْخَطَّاءَ، لَمْ يُرِدْهُمْ؛ إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ؟! فَيَقُوْلُ : هُمُ الْقَوْمُ، لاَ يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ».

-صحيح : ق.

৩৬০০। আবূ হুরাইরাহ্ অথবা আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের 'আমালনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরও কিছু ফেরেশতা আছেন যারা দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ান। তারা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রেরত ব্যক্তিদের পেয়ে গেলে একে অন্যকে ডেকে বলেন, নিজেদের উদ্দেশে তোমরা এদিকে চলে এসো। অতএব তারা সেদিকে ছুটে আসেন এবং যিক্‌রেরত লোকদের পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত পরিবেষ্টন করে রাখেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সে সময় (ফেরেশতাদের) বলেন, আমার বান্দাদেরকে তোমরা কি কাজে রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? ফেরেশতারা বলেন, আমরা তাদেরকে আপনার প্রশংসারত, আপনার মর্যাদা বর্ণনারত এবং আপনার যিক্‌রে রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা আমাকে দেখেছে কি? তারা বলেন, না। নাবী বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পুনরায় প্রশ্ন করেন, তারা আমাকে দেখলে কেমন হত? ফেরেশতারা বলেন, তারা আপনার দর্শন পেলে আপনার অনেক বেশি প্রশংসাকারী, অধিক মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী এবং অধিক যিক্‌রকারী হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের আবারও বলেন, আমার কাছে তারা কি চায়? ফেরেশতারা বলেন, আপনার নিকট তারা জান্নাত পেতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তারা তা দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তারা তা প্রত্যক্ষ করলে কেমন হত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ফেরেশতাগণ বলেন, তারা জান্নাতের দর্শন পেলে তা পাওয়ার আরও অধিক প্রার্থনা করত, আরো বেশি আকাঙ্ক্ষা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আবারও প্রশ্ন করেন, তারা কোন্ বস্তু থেকে আশ্রয়

প্রার্থনা করে? ফেরেশতারা বলেন, তারা জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা তা দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা তা প্রত্যক্ষ করলে কেমন হত? ফেরেশতারা বলেন, তারা তা প্রত্যক্ষ করলে তা থেকে আরো অধিক পালিয়ে যেত, আরো বেশি ভয় করত এবং তা থেকে বাঁচার জন্য বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করত। নাবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদেরকে আমি সাক্ষী করছি যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতারা বলেন, তাদের মাঝে এমন এক লোক আছে যে তাদের সঙ্গে একত্র হওয়ার জন্য আসেনি, বরং ভিন্ন কোন দরকারে এসেছে। সে সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা এরূপ একদল ব্যক্তি যে, তাদের সাথে উপবেশনকারী-ও বঞ্চিত হয় না।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে এ হাদীস অন্যসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

١٣١- بَابُ فَضْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩১ ॥ "লা- হাওলা ওয়ালা কু-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"-এর ফাযীলাত।

٣٦٠١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ؛ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ».

قَالَ مَكْحُوْلٌ : فَمَنْ قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ، وَلاَ مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ إِلاَّ إِلَيْهِ؛ كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِيْنَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ، أَدْنَاهُنَّ الْفَقْرُ.

-صحيح دون قول مكحول : فمن قال؛ فإنه مقطوع، «الصحيحة» (١٠٥، ١٥٢٨).

৩৬০১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আমাকে মহানাবী ﷺ বললেন ঃ তুমি "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বেশি বেশি বল। কেননা তা জান্নাতের রত্নভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত। মাকহূল (রাহঃ) বলেন, যে লোক "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ওয়ালা মানজায়া মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি" পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার হতে সত্তর প্রকারের অনিষ্ট অপসারণ করেন এবং এগুলোর মাঝে সাধারণ বা ক্ষুদ্র বিপদ হল দরিদ্রতা।

মাকহূলের উক্তি "ফামান ক্বালা......" এই অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ। কেননা ঐ অংশ মাক্বতূ' সহীহাহ্ (১০৫, ১৫২৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। মাকহূল (রাহঃ) সরাসরি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেননি।

٣٦٠٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنِّيْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي؛ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، وَهِيَ نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ اللّٰهُ - مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ؛ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا».

-صحيح : ق.

৩৬০২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি নাবীরই একটি দু'আ আছে যা ক্বকূল হয়। আমার উক্ত দু'আ (ক্বিয়ামাতের দিন) আমি আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি। ইনশাআল্লাহ সেই দু'আটি সে লোক পাবে যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কিছুকে অংশীদার করেনি।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٣٢- بَابٌ فِيْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللّٰهِ - عَزَّ وَجَلَّ -

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩২॥ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সু-ধারণা রাখা।

٣٦٠٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَقُوْلُ اللّٰهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِيْ، فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ؛ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا؛ اقْتَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا؛ اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ؛ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٨٢٢) ق.

৩৬০৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমাকে আমার বান্দা যেভাবে ধারণা করে আমি (তার জন্য) সে রকম। যখন সে আমাকে মনে করে সে সময় আমি তার সঙ্গেই থাকি। সুতরাং সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে তাকে আমিও মনে মনে স্মরণ করি। আমাকে সে মাজলিসে স্মরণ করলে আমিও তাকে তাদের চাইতে ভাল মজলিসে (ফেরেশতাদের মাজলিসে) মনে করি। সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে এলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, তবে তার দিকে আমি এক বাহু এগিয়ে যাই। সে আমার দিকে হেটে অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে এগিয়ে যাই।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৩৮২২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আ'মাশ (রাহঃ) থেকে "যে লোক এক বিঘত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই" শীর্ষক হাদীসের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, অর্থাৎ তিনি তাঁর

ক্ষমা ও অনুগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যান। কতিপয় বিশারদ আলিম এ হাদীসের এই রকম ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেন, হাদীসের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, কোন বান্দা যখন আমার দিকে আনুগত্য নিয়ে অগ্রসর হয়, আমি যার নির্দেশ দিয়েছি, সে সময় আমার ক্ষমা ও আমার দয়া নিয়ে তার দিকে আমি দ্রুত অগ্রসর হই।

সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি "ফায্কুরুনী আয্ কুরকুম" আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা আমাকে আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমার মাধ্যমে স্মরণ করব। 'আব্দ ইবনু হুমাইদ আল-হাসান ইবনু মূসা ও 'আম্র ইবনু হিশাম হতে, তিনি ইবনু লাহী'আহ্ হতে তিনি 'আত্বা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবাইর হতে এই সনদে এটা বর্ণনা করেছেন।

١٣٣- بَابٌ فِيْ الْاِسْتِعَاذَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩॥ আশ্রয় প্রার্থনা প্রসঙ্গে।

٣٦٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاسْتَعِيْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسْتَعِيْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَاسْتَعِيْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

-صحيح الإسناد : (٩٣/٢) م مقيداً بالتشهد، وفي رواية : التشهد الآخر «صفة الصلاة» (١٦٣).

৩৬০৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকটে জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর, আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা ক্ববরের শাস্তি হতে মুক্তি কামনা কর, তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে মসীহ

দাজ্জালের যুল্ম হতে মুক্তি চাও, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

সনদ সহীহ ঃ মুসলিম (২/৯৩), তাশাহুদের বর্ণনার সাথে আরেক বর্ণনায় শেষ তাশাহুদে" এই কথা উল্লেখ আছে। সিফাতুস্ সালাত (১৬৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٠٤/م١- حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ». قَالَ سُهَيْلٌ : فَكَانَ أَهْلُنَا تَعَلَّمُوْهَا، فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ، فَلَمْ تَجِدْ لَهَا وَجَعًا.

-صحيح : «التعليق الرغيب» (١/٢٢٦)، م مختصراً.

৩৬০৪/১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে তিনবার বলে, "আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি তাঁর সম্পূর্ণ কালামের ওয়াসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করি, সে সকল অনিষ্ট হতে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন", ঐ রাতে কোন বিষ তার অনিষ্ট করতে পারবে না। সুহাইল (রাহঃ) বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা এই দু'আ শিখে তা প্রতি রাতে পড়ত। একদিন তাদের একটি মেয়ে দংশিত হয়, কিন্তু তাতে সে কোন যন্ত্রণা অনুভব করেনি।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/২২৬), মুসলিম সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) এ হাদীস সুহাইল ইবনু আবী সালিহ্ হতে, তিনি তাঁর বাবা হতে, তিনি আবূ

হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীস 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার প্রমুখ সুহাইল (রাহঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু তাতে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি।

١٣٣/م٢- بَابُ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ فِيْ غَيْرِ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩/২॥ সম্পর্ক ছিন্নকারী দু'আ ব্যতীত দু'আ ক্ববূল হওয়া প্রসঙ্গে।

٣٦٠٤/م٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى : أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ - هُوَ ابْنُ أَبِيْ سُلَيْمٍ -، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو اللّٰهَ بِدُعَاءٍ؛ إِلاَّ اسْتُجِيْبَ لَهُ : فَإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوْبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا؛ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، أَوْ يَسْتَعْجِلْ»، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟! قَالَ : يَقُوْلُ : «دَعَوْتُ رَبِّيْ، فَمَا اسْتَجَابَ لِيْ».

-صحيح دون قوله : «وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا» «الضعيفة» (٤٤٨٣).

৩৬০৪/৩। আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মহানাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কোন দু'আ করলে তার দু'আ ক্ববূল হয়। হয়তোবা সে দুনিয়াতেই তার ফল পেয়ে যায় অথবা তা তার আখিরাতের পাথেয় হিসেবে জমা রাখা হয় অথবা তার দু'আর সম-পরিমাণ তার গুনাহ্ মাফ করা হয়, যতক্ষণ না সে পাপ কাজের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে অথবা দু'আ ক্ববূলের জন্য তড়িতাড়ি করে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করে

কিভাবে? তিনি বলেন ঃ সে বলে, আমি আমার আল্লাহর নিকটে দু'আ করেছিলাম, কিন্তু আমার দু'আ তিনি ক্বূল করেননি।

"হয়তোবা তার দু'আর সমপরিমাণ গুনাহ মাফ করা হয়" এই অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ্। যঈফাহ্ (হাঃ ৪৪৮৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গারীব।

٣٦٠٤/م٤– حَدَّثَنَا يَحْيَى : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتّٰى يَبْدُوَ إِبِطُهُ، يَسْأَلُ اللّٰهَ مَسْأَلَةً؛ إِلاَّ آتَاهَا إِيَّاهُ؛ مَا لَمْ يَعْجَلْ». قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ عَجَلَتُهُ؟! قَالَ : «يَقُوْلُ : قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ، وَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا».

–صحيح دون الرفع : المصدر نفسه : م نحوه.

৩৬০৪/৪। আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মহানাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে সময় কোন বান্দা তার দুই হাত উপরের দিকে উত্তোলন করে, এমনকি তার বগল খুলে আল্লাহর নিকটে কিছু প্রার্থনা করে, তখন তিনি অবশ্যই তাকে তা দেন, যদি সে তাড়াহুড়া না করে। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার তাড়াহুড়া কি? তিনি বললেন ঃ সে বলে, আমি তো প্রার্থনা করছি, আবারও প্রার্থনা করেছি (অধিকবার প্রার্থনা করছি), কিন্তু আমাকে কিছুই দান করা হয়নি।

"হাত উত্তোলন" অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ ঃ প্রাগুক্ত, মুসলিম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি যুহরী (রাহঃ) ইবনু 'আযহারের মুক্তদাস আবূ 'উবাইদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। নাবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের যে কারো দু'আ ক্বূল হয়ে থাকে, যতক্ষণ না সে তড়িঘড়ি করে এবং বলে, আমি দু'আ করলাম কিন্তু ক্বূল তো হল না।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٣/م٣- بَابٌ اللّٰهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩/৩ ॥ আল্লাহ! আমার শ্রবণশক্তি দ্বারা আমাকে উপকৃত কর।

٣٦٠٤/م٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُو، فَيَقُوْلُ : «اللّٰهُمَّ! مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي، وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي».

-حسن : «الروض النضير» (١٩٠).

৩৬০৪/৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার কর্ণ ও চক্ষুর মাধ্যমে আমাকে উপকৃত কর এবং এ দু'টোকে আমার উত্তরাধিকারী কর (মৃত্যু পর্যন্ত অটুট রাখ), যে লোক আমার উপর অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে আমায় তুমি সহযোগিতা কর এবং তার হতে তুমি আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর"।

হাসান ঃ রাওযুন নাযীর (১৯০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উক্ত সনদসূত্রে হাসান গারীব।

٤٦- كِتَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

অধ্যায় ঃ ৪৬॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদা

١- بَابٌ فِيْ فَضْلِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা

٣٦٠٥- حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِيْ عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ بَنِيْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِيْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ».

صحيح : دون الاصطفاء الأول، «الصحيحة» (٣٠٢)، م ويأتي برقم (٣٦٠٦).

৩৬০৫। ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আসক্বা' (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম ('আঃ)-এর সন্তানদের মধ্য হতে ইসমাঈল ('আঃ)-কে বেছে নিয়েছেন এবং ইসমা'ঈল-এর বংশে কিনানাহ্ গোত্রকে বংশ বেছে নিয়েছেন, কিনানাহ্ গোত্র হতে কুরাইশ বংশকে বেছে নিয়েছেন, কুরাইশ বংশ থেকে হাশিম উপগোত্রকে বেছে নিয়েছেন এবং বানী হাশিম হতে আমাকে বেছে নিয়েছেন।

ইব্রাহীম ('আঃ)-এর সন্তানদের মধ্য হতে ইসমা'ঈল ('আঃ)-কে বেছে নিয়েছেন" অংশটুকু ব্যতীত হাদীসটি সহীহ। সহীহাহ্ (৩০২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ : حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى هَاشِمًا مِنْ قُرَيْشٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ».

-صحيح : «الصحيحة» (٣٠٢) م.

৩৬০৬। ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আস্ক্বা' (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল ('আঃ)-এর বংশধর হতে কিনানাহ্ গোত্রকে বাছাই করেছেন, কিনানাহ্ গোত্র হতে কুরাইশকে বাছাই করেছেন, আবার কুরাইশদের মধ্য হতে হাশিমকে বাছাই করেছেন এবং বনূ হাশিম হতে আমাকে বাছাই করেছেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৩০২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٦٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ : «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ».

-صحيح : الصحيحة» (١٨٥٦)، «المشكاة» (٥٧٥٨).

৩৬০৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নবূওয়াত কখন অবধারিত হয়েছে? তিনি বললেন ঃ যখন আদম ('আঃ) তাঁর শরীর ও রুহের মধ্যে ছিল।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৮৫৬), মিশকাত (৫৭৫৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব। উপর্যুক্ত সনদেই আমরা শুধুমাত্র হাদীসটি অবগত হয়েছি। মাইসারাহ্ আল-ফাজ্‌র হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦١٢- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ سُلَيْمٍ - : حَدَّثَنِيْ كَعْبٌ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «سَلُوْا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ»، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا الْوَسِيْلَةُ؟ قَالَ : «أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، لاَ يَنَالُهَا إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ، أَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ».

-صحيح : «المشكاة» (٥٧٦٧)، م (٤/٢) - ابن عمرو - وهو الآتي (٣٦١٤).

৩৬১২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার জন্য তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে ওয়াসীলাহ্ কামনা কর। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ওয়াসীলাহ্ কি? তিনি বললেন ঃ জান্নাতের সবচাইতে উঁচু স্তর। শুধুমাত্র এক লোকই তা অর্জন করবে। আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি।

সহীহ ঃ মিশকাত (৫৭৬৭), মুসলিম (২/৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব এবং এর সনদ খুব একটা মাজবুত নয়। কা'ব সুপরিচিত ব্যক্তি নন। লাইস ইবনু আবী সুলাইম ছাড়া আর কেউ তার হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

٣٦١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَثَلِيْ فِي النَّبِيِّيْنَ؛ كَمَثَلِ

رَجُلٍ بَنَى دَارًا؛ فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا وَأَجْمَلَهَا، وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبِنَاءِ، وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُونَ : لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، وَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ».

-صحيح : «تخريج فقه السيرة» (١٤١)، ق جابر وأبي هريرة.

৩৬১৩। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (পূর্ববর্তী) নাবীগণের মাঝে আমার উপমা সেই লোকের মত যে একটি সুরম্য, সম্পূর্ণ ও সুশোভিত প্রাসাদ নির্মাণ করল, কিন্তু একটি ইটের জায়গা অসম্পূর্ণ রেখে দিল। জনগণ প্রাসাদটি প্রদক্ষিণ করত এবং তাতে অবাক হয়ে বলত, যদি তার নির্মাণকারী ঐ ইটের জায়গাটি পূর্ণ করত! অতএব আমি নাবীগণের মাঝে সেই ইটের জায়গার সমতুল্য।

সহীহ ঃ তাখরীজু ফিক্‌হিস্ সীরাহ্ (১৪১), বুখারী ও মুসলিম জাবির ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

একই সনদে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন আমিই হব নাবীগণের ইমাম (নেতা), তাঁদের মুখপাত্র এবং তাদের সুপারিশকারী, এতে কোন গর্ব নেই।

হাসান ঃ মিশকাত (৫৭৬৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٦١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ : أَخْبَرَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا

مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِيْ؛ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، وَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ؛ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ».

-صحيح : «الإرواء» (٢٤٢)، «التعليق على بداية السول» (٢٠/٥٢) م.

৩৬১৪। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা মু‘আযযিনের আযান যখন শুনবে সে সময় তোমরা তার মতো বলবে, তারপর আমার উপর দরূদ পড়বে। কেননা যে লোক আমার প্রতি একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি এর বিনিময়ে দশবার দয়া বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য তোমরা আল্লাহ তা‘আলার নিকটে ওয়াসীলাহ্ প্রার্থনা কর। কেননা ওয়াসীলাহ্ হল জান্নাতের এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ জায়গা যা আল্লাহ তা‘আলার বান্দাদের মাঝে শুধুমাত্র একজনই অর্জন করবে। আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। আমার জন্য যে লোক উসীলা প্রার্থনা করল তার জন্য (আমার) সুপারিশ অবধারিত হল।

সহীহ ঃ ইরওয়া (২৪২), তা‘লীক্ব ‘আলা বিদাইয়াতিস্ সূল (২০/৫২), মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম মুহাম্মাদ [বুখারী (রাহঃ)] বলেন, এই ‘আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর হলেন কুরাশী ও মিসররিয়্ মাদীনাবাসী এবং ‘আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর ইবনু নুফাইর হলেন সিরিয়ার অধিবাসী।

٣٦١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَلاَ فَخْرَ، وَبِيَدِيْ لِوَاءُ الْحَمْدِ؛ وَلاَ فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ : آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ؛ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِيْ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ؛ وَلاَ فَخْرَ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٤٣٠٨) وبعضه عند م.

৩৬১৫। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন আমি আদম-সন্তানদের ইমাম (নেতা) হব, এতে অহংকার নেই। হামদের (আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার) পতাকা আমার হাতেই থাকবে, এতেও গর্ব নেই। সে দিন আল্লাহ তা'আলার নাবী আদম ('আঃ) এবং নাবীগণের সকলেই আমার পতাকার নীচে থাকবেন। সর্বপ্রথম আমার জন্যই মাটিকে বিদীর্ণ করা হবে, এতে কোন অহংকার নেই।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৪৩০৮)-এর কিছু অংশ মুসলিমেও আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসে একটি ঘটনা আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এই সানাদে বর্ণিত আছে যে, আবূ নাজরাহ্ ইবনু 'আব্বাস হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٦١٨- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ دَخَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ؛ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ؛ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَلَمَّا نَفَضْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْأَيْدِيَ، وَإِنَّا لَفِيْ دَفْنِهِ؛ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا.

-صحيح : «ابن ماجه» (١٦٣١).

৩৬১৮। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দিন হিজরত করে মাদীনায় প্রবেশ করেন সেদিন সেখানকার প্রতিটি জিনিস জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। তারপর যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন সেদিন আবার সেখানকার প্রত্যেকটি বস্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাঁর দাফনকার্য আমরা সমাপ্ত করে হাত থেকে ধূলা না ঝাড়তেই আমাদের মনে পরিবর্তন এসে গেল (ঈমানের জোর কমে গেল)।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৬৩১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ গারীব।

٣- بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَدْءِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩॥ নাবী ﷺ-এর নবুওয়াতের আবির্ভাব

٣٦٢٠- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ أَبُوْ الْعَبَّاسِ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ غَزْوَانَ أَبُو نُوْحٍ : أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : خَرَجَ أَبُوْ طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ، وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوْا عَلَى الرَّاهِبِ؛ هَبَطُوْا فَحَلُّوْا رِحَالَهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوْا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّوْنَ بِهِ، فَلاَ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَلْتَفِتُ، قَالَ : فَهُمْ يَحُلُّوْنَ رِحَالَهُمْ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ، قَالَ : هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ، هَذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ؛ يَبْعَثُهُ اللّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ : مَا عِلْمُكَ؟! فَقَالَ : إِنَّكُمْ حِيْنَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ؛ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ؛ إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا، وَلاَ يَسْجُدَانِ إِلاَّ لِنَبِيٍّ، وَإِنِّيْ أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوْفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ - وَكَانَ هُوَ فِيْ رِعْيَةِ الْإِبِلِ -؛ قَالَ : أَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ؛ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ؛ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوْهُ إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ؛ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ، مَالَ عَلَيْهِ؛ قَالَ : فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لاَ يَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّوْمِ؛ فَإِنَّ الرُّوْمَ اِنْ رَأَوْهُ عَرَفُوْهُ بِالصِّفَةِ فَيَقْتُلُوْنَهُ فَالْتَفَتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوْا مِنَ الرُّوْمِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَقَالَ : مَا

جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوْا : جِئْنَا؛ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِيْ هَذَا الشَّهْرِ، فَلَمْ يَبْقَ طَرِيْقٌ إِلاَّ بُعِثَ إِلَيْهِ بِأُنَاسٍ، وَإِنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ؛ بُعِثْنَا إِلَى طَرِيْقِكَ هَذَا، فَقَالَ : هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوا : إِنَّمَا أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بِطَرِيْقِكَ هَذَا، قَالَ : أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَقْضِيَهُ؛ هَلْ يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ؟ قَالُوْا : لاَ، قَالَ : فَبَايَعُوْهُ وَأَقَامُوْا مَعَهُ، قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ؛ أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ؟ قَالُوْا : أَبُوْ طَالِبٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ، حَتَّى رَدَّهُ أَبُوْ طَالِبٍ، وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ بِلاَلاً، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ.

-صحيح : «فقه السيره»، «دفاع عن الحديث النبوي» (٦٢-٧٢)، «المشكاة» (٥٩١٨)، لكن ذكر بلال فيه منكر كما قيل.

৩৬২০। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ) বলেন ঃ কিছু প্রবীণ কুরাইশসহ আবূ তালিব (ব্যবসার উদ্দেশে) সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলে নাবী ﷺ তার সাথে রওয়ানা হন। তারা (বুহাইরাহ্) পাদ্রীর নিকট পৌঁছে তাদের নিজেদের সওয়ারী থেকে মালপত্র নামাতে থাকে, তখন উক্ত পাদ্রী (গীর্জা থেকে বেরিয়ে) তাদের নিকটে এলেন। অথচ এ কাফিলা এর আগে অনেকবার এখান দিয়ে চলাচল করেছে কিন্তু তিনি কখনও তাদের নিকট (গীর্জা) বেরিয়ে আসেননি বা তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। রাবী বলেন, লোকেরা তাদের বাহন থেকে সামানপত্র নামাতে ব্যস্ত থাকাবস্থায় উক্ত পাদ্রী তাদের ভেতরে ঢোকেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরে বলেন, ইনি "সাইয়্যিদুল 'আলামীন" (বিশ্ববাসীর নেতা), ইনি রাসূল রাব্বিল 'আলামীন (বিশ্ববাসীর প্রতিপালকের রাসূল) এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রহমাতুল্লিল 'আলামীন করে (বিশ্ববাসীর জন্য করুণা স্বরূপ) পাঠাবেন। তখন কুরাইশদের বৃদ্ধ লোকেরা তাকে প্রশ্ন করে, কে আপনাকে জানিয়েছে? তিনি বলেন, যখন তোমরা এ উপত্যকা হতে নামছিলে, (তখন আমি লক্ষ্য করেছি যে,) প্রতিটি গাছ ও পাথর সিজদায় লুটিয়ে পড়ছে। এই দু'টি নাবী

ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকে সাজদাহ্ করে না। এতদভিন্ন তাঁর ঘারের নীচে আপেল সদৃশ গোলাকার মোহরে নবুওয়াতের সাহায্যে আমি তাঁকে চিনেছি। পাদ্রী তার খানকায় ফিরে গিয়ে তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। তিনি খাদ্যদ্রব্যসহ যখন তাদের নিকটে এলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের পাল চরাতে গিয়েছিলেন। পাদ্রী বলেন, তোমরা তাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা কর। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এলেন, তখন একখণ্ড মেঘ তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করেছিল এবং কাফিলার লোকেরা যারা তাঁর পূর্বেই এসেছিল তাদেরকে তিনি গাছের ছায়ায় বসা অবস্থায় পেলেন। তিনি বসলে গাছের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে। পাদ্রী বলেন, তোমরা গাছের ছায়ার দিকে লক্ষ্য কর, ছায়াটি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। রাবী বলেন, ইত্যবসরে পাদ্রী তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদেরকে শপথ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা তাঁকে নিয়ে রোম সাম্রাজ্যে যেও না। কেননা রূমীয়রা যদি তাঁকে দেখে তাহলে তাঁকে চিহ্নগুলোর দ্বারা সনাক্ত করে ফেলবে এবং তাঁকে মেরে ফেলবে। এমতাবস্থায় পাদ্রী লক্ষ্য করেন যে, রূমের সাতজন লোক তাদের দিকে আসছে। পাদ্রী তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন করেন, তোমরা কেন এসেছ? তারা বলে, এ মাসে আখিরী যামানার নাবীর আগমন ঘটবে। তাই চলাচলের প্রতিটি রাস্তায় লোক পাঠানো হয়েছে, তাই আমাদেরকে আপনাদের পথে পাঠানো হয়েছে। পাদ্রী রোমীয় নাগরিকদের প্রশ্ন করেন, তোমাদের পেছনে তোমাদের চেয়েও ভাল কোন ব্যক্তি আছে কি (কোন পাদ্রী তোমাদেরকে এই নাবীর সংবাদ দিয়েছ কি)? তারা বলল, আপনার এ রাস্তায়ই আমাদেরকে ঐ নাবীর আসার খরব দেয়া হয়েছে। পাদ্রী বলেন, তোমাদের কি মত, আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন কাজ কারার ইচ্ছা করেন তবে কোন মানুষের পক্ষে তা প্রতিহত করা কি সম্ভব? তারা বলল, না (অর্থাৎ শেষ যামানার নাবীর আগমন ঘটবেই, কোন মানুষ তা ঠেকাতে পারবে না)। রাবী বলেন, তারপর তারা তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ করে এবং তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করে। তারপর পাদ্রী (কুরাইশ কাফিলাকে) আল্লাহ্র নামে শপথ করে প্রশ্ন করেন, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর অভিভাবক? লোকেরা বলল, আবূ তালিব। পাদ্রী আবূ তালিবকে অবিরতভাবে আল্লাহ তা'আলার নামে

Contents

শপথ করে তাঁকে স্বদেশে ফেরত পাঠাতে বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবূ তালিব নাবী ﷺ-কে (মক্কায়) ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং আবূ বাক্র (রাযিঃ) বিলাল (রাযিঃ)-কে তাঁর সাথে দেন। আর পাদ্রী তাঁকে পাথেয় হিসেবে কিছু রুটি ও যাইতূনের তৈল দেন।

সহীহ ফিক্হুস সীরাহ, দিফা' 'আনিল হাদীসিন নাবাবী (৬২-৭২), মিশকাত (৫৯১৮), তবে বিলালের উল্লেখটুকু মুনকার বলে কথিত।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীস জেনেছি।

٤- بَابٌ فِيْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَابْنُ كَمْ كَانَ حِيْنَ بُعِثَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভ এবং নবুওয়াত লাভকালে তাঁর বয়স কত ছিল?

٣٦٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا، وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّيْنَ.

-صحيح : «مختصر الشمائل» (٣١٧) ق.

৩৬২১। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর চল্লিশ বছর বয়সে ওয়াহী অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি মাক্কায় তের বছর ও মাদীনায় দশ বছর বসবাস করেন এবং যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে সময় তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি বছর।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (৩১৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّدِ، وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَا بِالْآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا، وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

-صحيح : «مختصر الشمائل» رقم (١)، وقد مضى شطره الأول (١٧٥٤).

৩৬২৩। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক লম্বাও ছিলেন না এবং অতি বেঁটেও ছিলেন না। তিনি অতিরিক্ত সাদাও ছিলেন না, আবার বেশী তামাটে বর্ণও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল একেবারে ঘন কুকড়ানো ছিল না এবং একেবারে খাড়াও ছিল না। আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ বছর বয়সে তাঁকে নবূওয়াত দান করেন। তারপর তিনি মাক্কায় দশ বছর ও মাদীনায় দশ বছর বসবাস করেন। আল্লাহ তা'আলা ষাট বছরের মাথায় তাঁকে মৃত্যু দান করেন। সে সময় তাঁর মাথা ও দাড়ির বিশটি চুলও সাদা হয়নি।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (১) ১৭৫৪ নং হাদীসে এর প্রথমাংশ বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٥ - بَابٌ فِي آيَاتِ إِثْبَاتِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا قَدْ خَصَّهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবূওয়াতের নিদর্শনাবলী এবং যে বিশেষ গুণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন

٣٦٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ : أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ بِمَكَّةَ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِيَ بُعِثْتُ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ».

-صحيح : م (٧/٨٥).

৩৬২৪। জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই মাক্কায় একখানা পাথর আছে যা আমার নবূয়াত অর্জনের রাতগুলোতে আমাকে সালাম করত। আমি এখনও অবশ্যই পাথরখানাকে চিহ্নিত করতে পারি।

সহীহ ঃ মুসলিম (৭/৮৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٦٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَدَاوَلُ فِي قَصْعَةٍ مِنْ غَدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ؛ يَقُومُ عَشَرَةٌ، وَيَقْعُدُ عَشَرَةٌ، قُلْنَا : فَمَا كَانَتْ تُمَدُّ؟ قَالَ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ؟! مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلاَّ مِنْ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ-.

-صحيح : «المشكاة» (٥٩٢٨).

৩৬২৫। সামুরাহ্ ইবনু জুনদাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি একটি পাত্র হতে আহার করতাম। দশজন আহার করে চলে যেত এবং আবার দশজন খেতে বসত। আবুল 'আলা বলেন, আমরা (সামুরাকে) প্রশ্ন করলাম, আপনাদের এ সহযোগিতা কোথা হতে আসত? সামুরাহ্ (রাযিঃ) বললেন, কিসে তুমি আশ্চর্য প্রকাশ করছ। এই দিক দিয়েই সহযোগিতা আসত। এই বলে তিনি আকাশের দিকে হাতের মাধ্যমে ইশারা করেন।

সহীহ ঃ মিশকাত (৫৯২৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবুল 'আলার নাম ইয়াযীদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর।

٦- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ (মহানাবী ﷺ যে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে খুত্বাহ্ দিতেন)

٣٦٢٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ إِلَى لِزْقِ جِذْعٍ، وَاتَّخَذُوا لَهُ مِنْبَرًا، فَخَطَبَ عَلَيْهِ، فَحَنَّ الْجِذْعُ حَنِينَ النَّاقَةِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَمَسَّهُ، فَسَكَنَ.

-صحيح : «ابن ماجه» (١٤١٥).

৩৬২৭। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মাসজিদে নাববীতে) একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের সাথে ঠেস দিয়ে খুত্বাহ্ দিতেন। তারপর তাঁর জন্য লোকেরা একখানা মিম্বার স্থাপন করলে তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুত্বাহ্ দান করেন। সে সময় খুঁটিটি উষ্ট্রীর মতো কাঁদতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার হতে অবতরণ করে তাকে স্পর্শ করলে তা কান্না বন্ধ করে (শান্ত হয়)।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৪১৫)।

এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনু কা'ব, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ, ইবনু 'উমার, সাহল ইবনু সা'দ, ইবনু 'আব্বাস ও উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আনাস (রাযিঃ)-এর এ হাদীস হাসান সহীহ।

٣٦٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ : «إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ؛ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟»، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ : «ارْجِعْ»، فَعَادَ، فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ.

-صحيح : دون قوله : فأسلم الأعرابي «المشكاة» (٥٩٢٦ - التحقيق الثاني) «الصحيحة» (٣٣١٥).

৩৬২৮। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক বেদুঈন এসে বলল, আমি কিভাবে অবগত হব যে, আপনি নাবী? তিনি বললেন ঃ ঐ খেজুর গাছের একটি কাঁদিকে আমি ডাকলে (তা যদি নেমে আসে) তাহলে তুমি কি সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল? রাসূলুল্লাহ ﷺ উহাকে ডাকলেন, সে সময় কাঁদি খেজুর গাছ থেকে নেমে নাবী ﷺ-এর সম্মুখে এসে গেল। তারপর তিনি বললেন ঃ এবার প্রত্যাবর্তন কর এবং তা স্বস্থানে ফিরে গেল। সে সময় বেদুঈনটি ইসলাম গ্রহণ করলো।

"বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করল" অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৫৯২৬), সহীহাহ্ (৩৩১৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ।

٣٦٢٩- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ : حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ : حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدِ بْنُ أَخْطَبَ، قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ

اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي، وَدَعَا لِيْ. قَالَ عَزْرَةُ : إِنَّهُ عَاشَ مِئَةً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ إِلاَّ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ.

-صحيح : التعليق الحسان» (٧١٢٨).

৩৬২৯। আবূ যাইদ ইবনু আখত্বাব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতখানা আমার চেহারায় মর্দন করেন এবং আমার জন্য দু'আ করেন। বর্ণনাকারী 'আযরাহ্ (রাহঃ) বলেন, ঐ লোকটি (দু'আর বারাকাতে) একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন অথচ তার মাথার মাত্র কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল।

সহীহ ঃ তা'লীক্বাতুল হাস্সান (৭১২৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ যাইদের নাম 'আম্র ইবনু আখতাব।

٣٦٣٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ : عَرَضْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - يَعْنِيْ : ضَعِيْفًا -؛ أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ؛ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ فِي يَدِيْ، وَرَدَّتْنِيْ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، قَالَ : فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «أَرْسَلَكَ أَبُوْ طَلْحَةَ؟»، فَقُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : «بِطَعَامٍ؟»، فَقُلْتُ : نَعَمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ : «قُوْمُوْا»، قَالَ : فَانْطَلَقُوا، فَانْطَلَقْتُ

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ؟! قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُوْ طَلْحَةَ، حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلاَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «هَلُمِّيْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا عِنْدَكِ؟»، فَأَتَتْهُ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بِعُكَّةٍ لَهَا، فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ، ثُمَّ قَالَ : «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا، ثُمَّ خَرَجُوْا، ثُمَّ قَالَ : «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا، ثُمَّ خَرَجُوْا، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا؛ وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ - أَوْ ثَمَانُوْنَ - رَجُلاً.

-صحيح : ق.

৩৬৩০। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আবূ ত্বালহা আনসারী (রাযিঃ) তাঁর সহধর্মিণী উম্মু সুলাইম (রাযিঃ)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে আমি বুঝতে পারলাম, তিনি অতি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকটে কি (খাবার) কিছু আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। উম্মু সুলাইম (রাযিঃ) কয়েকখানা যবের রুটি বের করলেন, তারপর নিজের একটি ওড়না বের করে তার একাংশে রুটি বাঁধলেন এবং তা আমার হাতে লুকিয়ে দেন এবং আমাকে ওড়নার অপরাংশ দেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমাকে পাঠান। আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি ঐসব নিয়ে তাঁর লক্ষ্যে রাওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাসজিদে বসা অবস্থায় পেলাম। সে সময় তাঁর সঙ্গে আরো লোক ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাকে আবূ ত্বালহা পাঠিয়েছে কি? আমি বললাম,

হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আহারের দা'ওয়াত? বর্ণনাকারী বলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদের বললেন ঃ তোমরা উঠে দাঁড়াও। আনাস (রাযিঃ) বলেন, তারা প্রত্যেকে রওয়ানা হলেন। আর আমি তাঁদের সামনে সামনে চললাম এবং আবূ ত্বালহা (রাযিঃ)-এর নিকট গিয়ে বিষয়টি অবহিত করলাম। আবূ ত্বালহা (রাযিঃ) বললেন, হে উম্মু সুলাইম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তো লোকজন নিয়ে এসে পড়েছেন, কিন্তু তাদের সকলকে আহার করানোর মত খাবার তো আমাদের নিকটে নেই। উম্মু সুলাইম (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা ভাল করেই জানেন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, আবূ ত্বালহা (রাযিঃ) এগিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ ত্বালহা (রাযিঃ) একসাথে বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে উম্মু সুলাইম! তোমার নিকট খাবার জিনিস যা কিছু আছে তা এখানে নিয়ে এসো। উম্মু সুলাইম (রাযিঃ) ঐ রুটিগুলো নিয়ে এলেন। রুটিগুলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ টুকরা টুকরা করার হুকুম দিলে তা টুকরা টুকরা করা হল। একটি চামড়ার পাত্র হতে উম্মু সুলাইম (রাযিঃ) তাতে ঘি ঢেলে দিয়ে তা তরকারীবৎ তৈরী করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী তাতে কিছু দু'আ-কালাম পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ দশজন করে আসতে বল। সুতরাং দশজনকে আহ্বান করা হল, তারা পেট ভরে আহার করে বের হয়ে গেলে তিনি পুনরায় বললেন ঃ আরো দশজনকে আসতে বল। আবার দশজনকে আহ্বান করা হল। তারা পেট ভরে আহার করে বের হয়ে গেলে তিনি পুনরায় বললেন ঃ আরো দশজনকে আসতে বল। সুতরাং আবার দশজনকে আহ্বান করা হল। এভাবে দলের প্রত্যেকে পেট ভরে আহার করলেন। দলে সর্বমোট সত্তর কিংবা আশিজন লোক ছিলেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٣١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؛ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، وَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ، فَلَمْ يَجِدُوْهُ، فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ، فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ فِيْ ذَلِكَ الإِنَاءِ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّأُوا مِنْهُ، قَالَ : فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّأُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

-صحيح : ق.

৩৬৩১। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি লক্ষ্য করলাম, আসরের নামাযের ওয়াক্তও হয়ে গেছে এবং লোকেরা উযূর পানি খোঁজ করছে কিন্তু তারা তা পায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উযূর পানি আনা হল। তিনি নিজের হাত পানির পাত্রে রাখলেন এবং তা হতে লোকদেরকে উযূ করার হুকুম দিলেন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি লক্ষ্য করলাম তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। তারা সকলে উযূ করলেন, এমনকি তাদের শেষ লোকটি পর্যন্ত।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'ইমরান ইবনু হুসাইন, ইবনু মাস'ঊদ জাবির ও যিয়াদ ইবনুল হারিস (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আনাস (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٣٢- حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِيْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَوَّلُ مَا ابْتُدِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ النُّبُوَّةِ، حِيْنَ أَرَادَ اللّٰهُ كَرَامَتَهُ وَرَحْمَةَ الْعِبَادِ بِهِ؛ أَنْ لاَ يَرَى شَيْئًا؛ إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلُ فَلَقِ الصُّبْحِ، فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَمْكُثَ، وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ،

فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلُوَ.

-حسن صحيح : ق نحوه أتم منه.

৩৬৩২। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবূওয়াতের আবির্ভাব এভাবে হল যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দাদের সম্মানিত ও তাদের প্রতি দয়া করতে চাইলেন, সে সময় এই পরিস্থিতি হল যে, যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা ভোরের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উদ্ভাসিত হত। তারপর আল্লাহ তা'আলা যত দিন চাইলেন তাঁর এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। এ সময় তাঁর কাছে নির্জনতা এত পছন্দনীয় ছিল যার চাইতে অন্য কিছুই তাঁর কাছে বেশী পছন্দনীয় ছিল না।

হাসান সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম এর চেয়ে আরো পূর্ণাঙ্গভাবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٦٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ابْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : إِنَّكُمْ تَعُدُّوْنَ الْآيَاتِ عَذَابًا، وَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَرَكَةً. لَقَدْ كُنَّا نَأْكُلُ الطَّعَامَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، قَالَ : وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «حَيَّ عَلَى الْوَضُوْءِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ السَّمَاءِ»، حَتَّى تَوَضَّأْنَا كُلُّنَا.

-صحيح : ق.

৩৬৩৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার রাহমাতের নিদর্শনগুলোকে (অতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীকে) শাস্তি মনে কর, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে

আমরা এগুলোকে বারাকাত মনে করতাম। অবশ্যই আমরা নাবী ﷺ-এর সঙ্গে খাবার খেতাম এবং খাদ্যের তাসবীহ্ পাঠ শুনতে পেতাম। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে একটি পানির পাত্র আনা হলে তিনি তার মাঝে নিজের হাত রাখলেন এবং তাঁর আঙ্গুলগুলো দিয়ে পানি উপচে বের হতে থাকে। নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা অতি মুবারাক ও আকাশের কল্যাণকর পানি দিয়ে উযূ করতে এদিকে এসো। এমনকি সেই পানিতে আমরা সবাই উযূ করলাম।

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧- بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ يَنْزِلُ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ নাবী ﷺ-এর উপর কিরূপে ওয়াহী অবতীর্ণ হত

٣٦٣٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ : كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ : يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ ذِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ؛ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

-صحيح : ق.

৩৬৩৪। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল-হারিস ইবনু হিশাম (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেন, আপনার কাছে ওয়াহী

কিরূপে আসে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ কখনও ঘণ্টাধ্বনির মতো তা আমার কাছে আসে এবং এটাই আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ওয়াহী। আবার কখনও ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন এবং তিনি যা বলেন, আমি তা সঙ্গে সঙ্গেই আয়ত্ত করি। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি অতিরিক্ত শীতের দিনেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হতে দেখেছি। তা বন্ধ হওয়ার পরও তাঁর কপাল হতে ঘাম গড়িয়ে পড়ত।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٨- بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহের গঠন

٣٦٣٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِيْ لِمَّةٍ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ؛ أَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالطَّوِيْلِ.

-صحيح : ق وَمضى (١٧٢٥).

৩৬৩৫। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লাল রং-এর পোশাক পরা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তুলনায় বেশি সুদর্শন আমি আর কোন বাবরি চুলওয়ালা লোক দেখিনি। তার বাবরি কেশ তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গা ছিল দীর্ঘ। তিনি না খর্বাকৃতির ছিলেন আর না দীর্ঘাকৃতির।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। পূর্বে ১৭২৫ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٣٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ : أَكَانَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ : لاَ؛ مِثْلَ الْقَمَرِ.

-صحيح : «مختصر الشمائل» (٩) خ.

৩৬৩৬। আবূ ইসহাক্ব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক লোক আল-বারাআ (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল কি তলোয়ারের মতো (চকচকে) ছিল? তিনি বলেন, না, বরং চাঁদের মতো উজ্জ্বল ছিল।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (৯), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান।

٣٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ضَخْمَ الرَّأْسِ، ضَخْمَ الْكَرَادِيْسِ، طَوِيْلَ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى؛ تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا؛ كَأَنَّمَا انْحَطَّ مِنْ صَبَبٍ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

-صحيح : «مختصر الشمائل» (٤٠).

৩৬৩৭। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ না অতি লম্বা ছিলেন আর না (অতি) বেঁটে ছিলেন। তাঁর দু' হাত ও দু' পা ছিল মাংসল, মাথা ছিল আকারে বৃহৎ এবং হাড়ের গ্রন্থিসমূহ ছিল স্থূল ও শক্তিশালী। তাঁর বুক হতে নাভি অবধি প্রলম্বিত ফুরফুরে পশমের একটি রেখা ছিল। চলার সময় তিনি সম্মুখের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন তিনি ঢালবিশিষ্ট জায়গা দিয়ে হেঁটে চলছেন। আমি তাঁর পূর্বে কিংবা তাঁর পরে আর কাউকে তাঁর মতো দেখিনি।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (৪০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সুফ্ইয়ান ইবনু ওয়াকী'-তার বাবা ওয়াকী' হতে, তিনি আল মাস'উদী হতে এই সনদসূত্রে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন।

٩- بَابٌ فِيْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ নাবী ﷺ-এর কথার ধরন

٣٦٣٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا، وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَهُ فَصْلٌ؛ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ.

-حسن : «المختصر» (١٩١)، «المشكاة» (٥٨٢٨) ق جملة السرد فقط.

৩৬৩৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মতো দ্রুত গতিতে কথা বলতেন না, বরং তিনি ধীরে সুস্থে প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারণ করে কথা বলতেন, ফলে তার কাছে বসা লোক খুব সহজেই তা আয়ত্ত করে নিতে পারত।

হাসান ঃ আল-মুখতাসার (১৯১), মিশকাত (৫৮২৮), বুখারী ও মুসলিম। "তিনি দ্রুত কথা বলতেন না" এই অংশটুকু বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র যুহ্রীর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে অবগত হয়েছি। উক্ত হাদীস ইউনুস ইবনু ইয়াযীদও যুহরী হতে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٦٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعِيْدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا؛ لِتُعْقَلَ عَنْهُ.

-حسن صحيح : وقد مضى نحوه (٢٧٢٣).

৩৬৪০। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেকটি বাক্য তিন তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে তার কথা বুঝতে পারা যায়।

হাসান সহীহ ঃ ২৭২৩ নং হাদীস পূর্বেও অনুরূপ উল্লেখ হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুসান্নার বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে জানতে পেরেছি।

١٠- بَابٌ فِي بَشَاشَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ নাবী ﷺ-এর মুচকি হাসি প্রসঙ্গে

٣٦٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

-صحيح : «مختصر الشمائل» (١٩٤)، «المشكاة» (٥٨٢٩ - التحقيق الثاني).

৩৬৪১। 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু জায্য়ি (রাযিঃ) হতে বর্ণিত **আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ** ﷺ-এর চেয়ে বেশী মুচকি হাসি দিতে **আমি আর কাউকে দেখিনি।**

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (১৯৪), মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৫৮২৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু জায্য়ির বরাতে উপরিউক্ত হাদীসের মতোই বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٤٢- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحَانِيُّ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ : مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؛ إلاَّ تَبَسُّمًا.

-صحيح : المصدر نفسه (١٩٥)، «المشكاة» أيضاً.

৩৬৪২। 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু জায্য়ি (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র মুচকি হাসিই দিতেন।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (১৯৫), মিশকাত অনুরূপ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ গারীব। এ হাদীস আমরা লাইস ইবনু সা'দের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র উপর্যুক্ত সনদেই অবগত হয়েছি।

١١- بَابٌ فِيْ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ মোহরে নবূওয়াত

٣٦٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ : ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ بِرَأْسِيْ، وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ، وَتَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ، فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؛ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

-صحيح : المصدر نفسه (١٤) ق.

৩৬৪৩। আস্-সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিঃ) বলেন, আমার খালা আমাকে নিয়ে নাবী ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এ বোনপুত্র রোগাক্রান্ত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন, আমার জন্য বারাকাত ও কল্যাণের দু'আ করলেন এবং তিনি উযূ করলে আমি তাঁর উযূর বাকি পানিটুকু পান করলাম। তারপর আমি তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালে, তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গায় মোহরে নবুওয়াত প্রত্যক্ষ করি। তা ছিল তিতির পাখির ডিমের মতো।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (১৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ যির বলা হয় তিতির পাখির ডিমকে।

এ অনুচ্ছেদে সালমান, কুররা ইবনু ইয়াস আল-মুযানী, জাবির ইবনু সামুরাহ্, আবূ রিমসাহ্, বুরাইদা আল-আসলামী, 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস, 'আম্‌র ইবনু আখত্বাব ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, উক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

٣٦٤٤- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - يَعْنِي : الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ - غُدَّةً حَمْرَاءَ؛ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ.

-صحيح : المصدر نفسه (١٥) م.

৩৬৪৪। জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই কাঁধের মাঝামাঝি স্থানে কবুতরের ডিমের ন্যায় লাল মাংসপিণ্ড আকারে মোহরে নবূওয়াত ছিল।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (১৫), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٢- بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ, চোখ ও পায়ের আকৃতি

٣٦٤٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، مَنْهُوشَ الْعَقِبِ.

-صحيح : المصدر نفسه (٧) م.

৩৬৪৬। জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর মুখ ছিল বেশ দীর্ঘ, চোখ দু'টি ছিল লাল এবং পায়ের জঙ্ঘা ছিল শীর্ণকায়।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، مَنْهُوشَ الْعَقِبِ. قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِسِمَاكٍ : مَا ضَلِيعُ الْفَمِ؟ قَالَ : وَاسِعُ الْفَمِ، قُلْتُ : مَا أَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ؟ قَالَ : طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ، قَالَ : قُلْتُ : مَا مَنْهُوشُ الْعَقِبِ؟ قَالَ : قَلِيلُ اللَّحْمِ.

-صحيح : المصدر نفسه (٧) م.

৩৬৪৭। জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন দীর্ঘ মুখের অধিকারী, তাঁর চোখ দু'টি ছিল লাল জঙ্ঘা ছিল শীর্ণকায়। শু'বাহ্ (রাহঃ) বলেন, আমি সিমাক (রাহঃ)-কে বললাম, "যালীউল ফাম" অর্থ কি? তিনি বললেন, দীর্ঘ মুখ। আমি পুনরায় বললাম, "আশকালুল আয়নাইন" অর্থ কি? তিনি বললেন, লম্বা লাল রেখাযুক্ত দু'টি চোখ। আমি পুনরায় বললাম, "মানহূসুল আক্বিব" অর্থ কি? তিনি বলেন, শীর্ণকায়।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত (৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ؛ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ

الرِّجَالِ؛ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا؛ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ؛ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي : نَفْسَهُ -، وَرَأَيْتُ جِبْرَائِيلَ؛ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ». - هُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ -.

-صحيح : «الصحيحة» (١١٠٠) م.

৩৬৪৯। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (মি'রাজের রাতে) আমার সম্মুখে নাবীগণকে হাযির করা হয়। সে সময় মূসা ('আঃ)-কে আমি দেখলাম, তিনি যেন শানুআহ্ গোত্রের একজন পুরুষ। আমি 'ঈসা ইবনু মারইয়াম ('আঃ)–কেও লক্ষ্য করেছি, আমার দেখা লোকদের মাঝে তিনি 'উরওয়াহ্ ইবনু মাস'ঊদ-এর মত। আমি ইবরাহীম ('আঃ)-কেও লক্ষ্য করেছি, আমার দেখা লোকের মাঝে তিনি তোমাদের বন্ধুর অর্থাৎ আমার মতো। জিবরাঈল ('আঃ)-কেও আমি লক্ষ্য করেছি, তিনি আমার দেখা লোকদের মাঝে দিহ্য়া ইবনু খালীফাহ্ আল-ক্বালবীর মতো।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১১০০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

١٣- بَابٌ فِي سِنِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَابْنُ كَمْ كَانَ حِينَ مَاتَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর সময়কালীন বয়স

٣٦٥٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً - يَعْنِي - يُوحَى إِلَيْهِ، وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً.

-صحيح : ق، ومضى (٣٦٢١).

৩৬৫২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নবূওয়াত লাভের পর মক্কায় তের বছর বসবাস করেন এবং তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। ৩৬২১ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, আনাস ইবনু মালিক ও দাগফাল ইবনু হানযালাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। তবে দাগফালের প্রত্যক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখা ও তার নিকট হতে হাদীস শোনার কথাটি যথার্থ নয়। আবূ 'ঈসা বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান এবং 'আম্র ইবনু দীনারের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব।

٣٦٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُولُ : مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

-صحيح : «مختصر الشمائل» (٣١٨) م.

৩৬৫৩। জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান (রাযিঃ)-কে খুত্বাহ্ দানকালে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং আবূ বাক্র ও 'উমার (রাযিঃ)-ও। আর এখন আমার বয়সও তেষট্টি বছর।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (৩১৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٥٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ فِي حَدِيثِهِ :

ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

-صحيح : المصدر نفسه (٣١٩) ق.

৩৬৫৪। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তেষট্টি বছর বয়সে নাবী ﷺ মৃত্যুবরণ করেন।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত (৩১৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। যুহরীর ভাইয়ের ছেলে-যুহরী হতে, তিনি 'উরওয়াহ্ হতে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সনদে উপর্যুক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

١٤- بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাযিঃ)-এর গুণাবলী

٣٦٥٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا؛ لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللّٰهِ».

-صحيح : «الضعيفة» (تحت الحديث ٣٠٣٤) : م.

৩৬৫৫। 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি প্রত্যেক বন্ধুর বন্ধুত্ব হতে অব্যাহতি গ্রহণ করছি। আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ কুহাফার ছেলে আবূ বাক্‌র সিদ্দীককেই বন্ধু বানাতাম। তোমাদের এই সাথী আল্লাহ তা'আলার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সহীহ ঃ যঈফাহ্ ৩০৩৪ নং হাদীসের অধীনে, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ, আবূ হুরাইরাহ্, ইবনুয্ যুবাইর ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٥٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : أَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

-حسن : «المشكاة» (٦٠١٨) وطرفه الأول عند خ (٣٧٥٤).

৩৬৫৬। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) আমাদের নেতা, আমাদের মাঝে সবচাইতে উত্তম, আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেশি পছন্দনীয় ব্যক্তি।

হাসান ঃ মিশকাত (৬০১৮), বুখারী (৩৭৫৪) নং হাদীসে এর প্রথমাংশ উল্লেখ আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি সহীহ গারীব।

٣٦٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَقِيْقٍ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَيُّ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ قَالَتْ : أَبُوْ بَكْرٍ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ : عُمَرُ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ : ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : فَسَكَتَتْ.

-صحيح : م.

৩৬৫৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (রাহঃ) বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মাঝে তাঁর কাছে কে সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন? তিনি বললেন, আবূ বাক্‌র (রাযিঃ)। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর কে? তিনি বললেন, 'উমার (রাযিঃ)। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর কে? তিনি বললেন, আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর কে? শাক্বীক্ব (রাহঃ) বলেন, এবার তিনি চুপ থাকলেন।

সহীহ ঃ মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَهْبَانَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَكَثِيرٍ النَّوَّاءِ - كُلِّهِمْ - عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى؛ لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ؛ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْمَ الطَّالِعَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ؛ وَأَنْعَمَا!».

-صحيح : «ابن ماجه» (٩٦).

৩৬৫৮। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (জান্নাতে) সর্বোচ্চ সম্মাননায় আসীন লোকদেরকে অবশ্যই তাদের নীচের মর্যাদার লোকেরা দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আসমানের দিগন্তে উদিত তারকা দেখতে পাও। আবূ বাক্‌র ও 'উমার তাদেরই দলভুক্ত, বরং আরো বেশি রহমাত ও মর্যাদার অধিকারী।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৯৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীস আতিয়্যাহ্ হতে আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ)-এর বরাতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

١٥- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ (এক বান্দা পার্থিব জীবনের উপর আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন)

٣٦٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ : «إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ»، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : فَدَيْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! قَالَ : فَعَجِبْنَا، فَقَالَ النَّاسُ : انْظُرُوْا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ : فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا؟! قَالَ : فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ هُوَ الْمُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوْ بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً؛ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، وَلٰكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ، لاَ تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ؛ إِلاَّ خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ».

-صحيح : خ (٣٦٥٤) م (١٠٨/٧).

৩৬৬০। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মাসজিদে নাববীর) মিম্বারে বসে বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আল্লাহ তা'আলার কাছে রক্ষিত ভোগবিলাস এ দুইয়ের মাঝে যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দান করলে ঐ বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে রক্ষিত ভোগবিলাসকে এখতিয়ার করেছেন। তখন আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্য আমাদের

বাবা-মা উৎসর্গিত হোক। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা (তার কথায়) বিস্মিত হলাম এবং লোকেরা বলল, এই বৃদ্ধ লোকের প্রতি খেয়াল কর, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বান্দা প্রসঙ্গে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাকে আল্লাহ তা'আলা এখতিয়ার দিয়েছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ার ভোগ সামগ্রীও দান করতে পারেন কিংবা তিনি ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাকে রক্ষিত ভোগসামগ্রীও দান করতে পারেন। অথচ এই লোক বলছেন, আপনার জন্য আমাদের বাবা-মাকে উৎসর্গ করলাম! সেই এখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আর আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) আমাদের মাঝে, তাঁর প্রসঙ্গে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী। তারপর নাবী ﷺ বললেন ঃ লোকদের মাঝে স্বীয় মাল ও সাহচর্য দিয়ে আমার প্রতি সবচাইতে উপকার (কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ) করেছেন আবূ বাক্‌র। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বাক্‌রকেই একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বই যথেষ্ট। মাসজিদে আবূ বাক্‌রের দ্বার (বা জানালা) ছাড়া আর কোন দ্বার (বা জানালা) বাকি থাকবে না।

সহীহ ঃ বুখারী (৩৬৫৪), মুসলিম (৭/১০৮)।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا لأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ؛ إِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ؛ مَا خَلاَ أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ - قَطُّ - مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً؛ لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلاَ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ».

-ضعيف؛ دون قوله : «وما نفعني ...»؛ فصحيح : «تخريج مشكلة الفقر» (١٣).

৩৬৬১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আবূ বাক্‌র ছাড়া আর কারো যে কোন ধরনের দয়া আমার উপর ছিল আমি তার প্রতিদান দিয়েছি। আমার উপর তার যে দয়া রয়েছে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার প্রতিদান দিবেন। আর আমাকে কারো সম্পদ এতটা উপকৃত করেনি, যতটা আবূ বাক্‌রের সম্পদ আমাকে উপকৃত করেছে। আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বাক্‌রকেই একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। অবগত হও! তোমাদের এই সাথী আল্লাহ তা'আলার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

যঈফ ঃ তবে "কারো সম্পদ আমাকে এতটা উপকার করেনি...." শেষ পর্যন্ত সহীহ ঃ তাখরীজু মুশকিলাতিল ফাক্বর (১৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٦- بَابٌ فِيْ مَنَاقِبِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - كِلَيْهِمَا.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬॥ আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিঃ)-এর গুণাবলী।

٣٦٦٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ حِرَاشٍ -، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٩٧).

৩৬৬২। হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার পরে আবূ বাক্‌র ও 'উমারের অনুসরণ করবে।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৯৭)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীস সুফ্ইয়ান সাওরী-'আবদুল মালিক ইবনু 'উমাইর হতে, তিনি রিব'ঈর আযাদকৃত গোলাম হতে তিনি, রিব্'ঈ হতে, তিনি হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। আহ্মাদ ইবনু মানী' প্রমুখ-সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ হতে, তিনি 'আবদুল মালিক ইবনু 'উমাইর (রাহঃ) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ নিজ শাইখের নাম গোপন (তাদলীস) করেছেন। অতএব কখনও তিনি বর্ণনা করেছেন যাইদা-মালিক ইবনু উমাইর হতে, আবার কখনো যাইদার নাম উল্লেখ করেননি। ইব্রাহীম ইবনু সা'দ এ হাদীস সুফ্ইয়ান সাওরী হতে, তিনি 'আবদুল মালিক ইবনু 'উমাইর হতে, তিনি রিব্'ঈর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস হতে, তিনি রিব্'ঈ হতে, তিনি হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) হতে তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি সালিম আল-আন্ 'উমী রিব'ঈ হতে, তিনি হুযাইফাহ্ হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٦٦٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سَالِمٍ أَبِيْ الْعَلَاءِ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، **فَقَالَ** : «إِنِّيْ لَا أَدْرِيْ مَا بَقَائِي فِيْكُمْ؟ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي»، وَأَشَارَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ.

-صحيح : انظر ما قبله بأتم منه.

৩৬৬৩। হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর কাছে আমরা অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের মাঝে আমি আর কত দিন বেঁচে থাকব তা আমার জানা নেই। অতএব তোমরা আমার অবর্তমানে দু'জন লোকের অনুসরণ করবে– এ কথা বলে তিনি আবূ বাক্র ও 'উমার (রাযিঃ)-এর দিকে ইশারা করলেন।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

٣٦٦٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : «هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ؛ إِلاَّ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ».

-صحيح : انظر ما بعده.

৩৬৬৪। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিঃ) প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ এরা দু'জন নাবী-রাসূলগণ ছাড়া পূর্বাপর জান্নাতের সকল বয়স্কদের নেতা হবেন।

সহীহ ঃ দেখুন পরবর্তী হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٦٦٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ إِذْ طَلَعَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ؛ إِلاَّ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، يَا عَلِيُّ! لاَ تُخْبِرْهُمَا».

-صحيح : «ابن ماجه» (٩٥).

৩৬৬৫। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। সে সময় আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিঃ) আবির্ভূত হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এরা দু'জন জান্নাতে নাবী-রাসূলগণ ছাড়া পূর্বাপর (সর্বকালের) পূর্ণ বয়স্কদের নেতা হবেন। হে 'আলী! এটা তাদেরকে জানাবে না।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৯৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গারীব। আল-ওয়ালীদ

ইবনু মুহাম্মাদ আল-মুয়াক্কিরী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। 'আলী ইবনু হুসাইন (রাহঃ) 'আলী (রাযিঃ) হতে কিছু শুনেননি। এ হাদীস অবশ্য 'আলী (রাযিঃ) হতে অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٦٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ : ذَكَرَ دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ؛ مَا خَلَا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ!».

-صحيح : انظر ما قبله.

৩৬৬৬। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আবূ বাক্‌র ও 'উমার নাবী-রাসূলগণ ছাড়া পূর্বাপর সমস্ত বয়স্ক জান্নাতবাসীর নেতা হবেন। হে 'আলী! তাদের দু'জনকে জানাইও না।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

٣٦٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟!.

-صحيح : الأحاديث المختارة» (١٩-٢٠).

৩৬৬৭। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বলেছেন, আমি সেই লোক নই কি যে সর্বাগ্রে ইসলাম কবূল করেছে? আমি কি এমন কাজের অধিকারী নই?

সহীহ ঃ আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (১৯-২০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীস কতিপয় বর্ণনাকারী শু'বাহ্ হতে, তিনি জুরাইরী হতে, তিনি আবূ নায্‌রাহ্-এর সনদে উদ্ধৃত

করেছেন এবং তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বলেছেন। এটাই বেশি সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-'আবদুর রহমান ইবনু মাহ্‌দী হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি জুরাইরী হতে, তিনি আবূ নায্‌রাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বলেছেন .... উক্ত মর্মে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন এবং এতে তিনি আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি। এটাই অধিক সহীহ।

٣٦٧١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ : «هَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ».

-صحيح : «الصحيحة» (٨١٤).

৩৬৭১। 'আবদুল্লাহ ইবনু হান্‌ত্বাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিঃ)-কে প্রত্যক্ষ করে বলেন ঃ এদের উভয়ের কান ও চোখ একই।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৮১৪)।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল। কেননা 'আবদুল্লাহ ইবনু হানত্বাব (রাহঃ) নাবী ﷺ-এর দেখা পাননি।

٣٦٧٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ؛ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ؛ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَأْمُرْ عُمَرَ؛ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ : فَقَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ؛ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِي لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ؛ لَمْ يُسْمِعِ

النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَأْمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوْسُفَ، مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ؛ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : مَا كُنْتُ لِأُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا!

–صحيح : «ابن ماجه» (١٢٣٢) ق.

৩৬৭২। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বললেন : আবূ বাক্‌রকে হুকুম দাও তিনি যেন লোকদের নামায আদায় করান। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবূ বাক্‌র আপনার স্থানে দাঁড়ালে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার কারণে লোকদেরকে কিরাআত শুনাতে পারবেন না। অতএব আপনি 'উমার (রাযিঃ)-কে হুকুম দিন তিনি যেন লোকদের নামায আদায় করান। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, তিনি পুনরায় বললেন : আবূ বাক্‌রকে নির্দেশ দাও তিনি যেন লোকদের নামায আদায় করান। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, এবার আমি হাফ্‌সাহ্ (রাযিঃ)-কে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলুন, আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) তাঁর স্থানে দাঁড়ালে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার কারণে লোকদেরকে (তার কিরাআত) শুনাতে পারবেন না। অতএব আপনি 'উমার (রাযিঃ)-কে বলুন তিনি যেন লোকদের নামায আদায় করান। **হাফসাহ্ (রাযিঃ) তাই করলেন।** সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : **তোমারই তো ইউসুফ ('আঃ)-এর জন্য সমস্যা সৃষ্টিকারী সঙ্গী** (যার ফলে তিনি জেলে যেতে বাধ্য হন)। **আবূ বাক্‌রকেই লোকদের নামায আদায়** করানোর হুকুম দাও। সে সময় হাফসাহ্ (রাযিঃ) 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে বললেন, কখনো আমি তোমার নিকট হতে মঙ্গল পাইনি।

সহীহ : ইবনু মাজাহ (১২৩২), **বুখারী ও মুসলিম**।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, আবূ মূসা, ইবনু 'আব্বাস, সালিম ইবনু 'উবাইদ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু যাম'আহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٧٤– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ نُوْدِيَ فِي الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ! هٰذَا خَيْرٌ : فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ؛ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ؛ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ؛ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ؛ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ»، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ؛ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ هٰذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ! فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟! قَالَ : «نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ».

-صحيح : «صحيحة» (٢٨٧٨) ق.

৩৬৭৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক একই মালের এক জোড়া আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করে তাকে জান্নাতে ডাকা হবে, হে আল্লাহ তা'আলার বান্দা! এটাই উত্তম জায়গা। সুতরাং যে লোক নামাযী, তাকে নামাযের দ্বার হতে আহ্বান করা হবে। যে লোক মুজাহিদ তাকে জিহাদের দ্বার হতে আহবান করা হবে। যে লোক দানশীল তাকে দান-খাইরাতের দ্বার হতে আহ্বান করা হবে। যে লোক রোযাদার তাকে রোযার বিশেষ দ্বার (রাইয়্যান) হতে আহবান করা হবে। সে সময় আবূ বাক্র (রাযিঃ) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! কোন লোককে সকল দরজা হতে ডাকার তো দরকার নেই। তা সত্ত্বেও কোন লোককে কি এসবগুলো দরজা হতে আহবান করা হবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এবং আমি আশা করি আপনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৮৭৮), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٧٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ

ابْنُ دُكَيْنٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالاً، فَقُلْتُ : الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ، إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا! قَالَ : فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟»، قُلْتُ : مِثْلَهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ : «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟»، قَالَ : أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ : وَاللّٰهِ لاَ أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا.

-حسن : «المشكاة» (٦٠٢١).

৩৬৭৫। যাইদ ইবনু আসলাম (রাহঃ) কর্তৃক তাঁর পিতা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাবূকের যুদ্ধের প্রাক্কালে) আমাদেরকে দান-খাইরাত করার হুকুম করেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় আমার সম্পদও ছিল। আমি (মনে মনে) বললাম, যদি আমি কোন দিন আবূ বাক্‌র (রাযিঃ)-কে ডিঙ্গাতে পারি তাহলে আজই সেই সুযোগ। 'উমার (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার পরিবার -পরিজনদের জন্য তুমি কি বাকি রেখে এসেছ? আমি বললাম, এর সমপরিমাণ। আর আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) তার সমস্ত মাল নিয়ে আসলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবূ বাক্‌র! তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি কি বাকি রেখে এসেছ? তিনি বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই রেখে এসেছি। আমি (মনে মনে) বললাম, কখনও আমি কোন প্রসঙ্গে আবূ বাক্‌র (রাযিঃ)-কে ডিঙ্গাতে পারব না।

হাসান ঃ মিশকাত (৬০২১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٧- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ [আবূ বাক্‌র (রাযিঃ)-এর খলীফাহ্ হওয়ার ইঙ্গিত]

٣٦٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، وَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ : «فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي؛ فَائْتِي أَبَا بَكْرٍ».

-صحيح : ق.

৩৬৭৬। জুবাইর ইবনু মুত্ব'ইম (রাযিঃ) বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁর সঙ্গে কোন প্রসঙ্গে কথা বলল। তিনি তাকে কিছু করার ব্যাপারে হুকুম দেন। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আচ্ছা আমি (আবার এসে) আপনাকে যদি না পাই? তিনি বললেন ঃ যদি তুমি আমাকে না পাও তবে আবূ বাক্‌রের কাছে এসো।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এই সূত্রে গারীব।

٣٦٧٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ بَقَرَةً؛ إِذْ قَالَتْ : لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا؛ إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «آمَنْتُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَمَا هُمَا فِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

-صحيح : «الإرواء» (٢٤٧) ق.

৩৬৭৭। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একদিন এক লোক একটি গরুর পিঠে আরোহিত থাকা অবস্থায় গরুটি বলল, আমাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কৃষিকাজের জন্য। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি, আবূ বাক্‌র ও 'উমার ('আঃ)-এই বিষয়টির উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করলাম। আবূ সালামাহ্ (রাহঃ) বলেন, তারা দু'জন সেদিন জনতার মাঝে হাযির ছিলেন না।

সহীহ ঃ ইরওয়াহ্ (২৪৭), বুখারী ও মুসলিম।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ (রাহঃ) হতে উপর্যুক্ত সনদে একই রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ؛ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ.

-صحيح : ق، انظر الحديث (٣٦٦٠).

৩৬৭৮। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ আবূ বাক্‌রের দ্বার ছাড়া আর সমস্ত দ্বার বন্ধ করে দেয়ার হুকুম দেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম, দেখুন হাদীস নং ৩৬৬০।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপর্যুক্ত সনদে গারীব। এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٧٩- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : «أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ»، فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ

عَتِيقًا.

-صحيح : «المشكاة» (٦٠٢٢ - التحقيق الثاني).

৩৬৭৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) প্রবেশ করলে তিনি বললেন ঃ আপনি জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তিপ্রাপ্ত আল্লাহর বান্দা (আত্বীকুল্লাহ)। সেদিন হতে তিনি আত্বীক নামে ভূষিত হন।

সহীহ ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব সানী (হাঃ ৬০২২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীস কিছু বর্ণনাকারী মা'আন হতে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি মূসা ইবনু ত্বালহা হতে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সনদের উল্লেখ করেছেন।

١٨- بَابٌ فِيْ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٦٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ : بِأَبِيْ جَهْلٍ، أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ».

قَالَ : وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ.

-صحيح : «المشكاة» (٦٠٣٦ - التحقيق الثاني».

৩৬৮১। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আবূ জাহ্‌ল কিংবা 'উমার ইবনুল খাত্তাব- এই দু'জনের মাঝে তোমার নিকট যে বেশি প্রিয়, তার মাধ্যমে তুমি ইসলামকে মজবুত কর ও মর্যাদা দান কর"। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) বলেন, ঐ দু'জনের মাঝে 'উমার (রাযিঃ)-ই আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হিসেবে আবির্ভূত হন।

সহীহ ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৬০৩৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব।

٣٦٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ».

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ - قَطُّ -، فَقَالُوْا فِيْهِ، وَقَالَ فِيْهِ عُمَرُ - أَوْ قَالَ ابْنُ الْخَطَّابِ فِيْهِ؛ شَكَّ خَارِجَةُ-؛ إِلاَّ نَزَلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ.

-صحيح : «ابن ماجه» (١٠٨).

৩৬৮২। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা উমার (রাযিঃ)-এর মুখে ও হৃদয়ে সত্যকে স্থাপন করেছেন। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) বলেন, জনগণের সম্মুখে কখনো কোন প্রসঙ্গ আবির্ভূত হলে লোকজনও তা সম্পর্কে মন্তব্য ব্যক্ত করত এবং 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)-ও অভিমত ব্যক্ত করতেন। দেখা যেত, 'উমার (রাযিঃ)-এর অভিমত এর সমর্থনে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১০৮)।

এ অনুচ্ছেদে আল-ফাযল ইবনু 'আব্বাস, আবূ যার ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, উপর্যুক্ত সূত্রে গারীব। খারিজাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-আনসারী হলেন ইবনু সুলাইমান ইবনু যাইদ ইবনু সাবিত। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

٣٦٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ : مَا أَظُنُّ رَجُلاً

يَنْتَقِصُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ؛ يُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ.

-صحيح الإسناد مقطوع.

৩৬৮৫। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, আমি মনে করি না যে, এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি নাবী ﷺ-কে ভালবাসেন অথচ আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিঃ)-এর মর্যাদা খাটো করে দেখেন।

সনদ সহীহ মাকতূ'।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٦٨٦- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ؛ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ».

-حسن : «الصحيحة» (٣٢٧).

৩৬৮৬। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার পরবর্তীতে কেউ নাবী হলে অবশ্যই 'উমার ইবনুল খাত্তাবই নাবী হত।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (৩২৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র মিশরাহ ইবনু 'আ-হান বর্ণিত হাদীস হিসেবে এটি অবগত হয়েছি।

٣٦٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «رَأَيْتُ كَأَنِّي أُتِيتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ»، قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ : «الْعِلْمَ».

-صحيح : ق، ومضى (٢٢٨٤).

৩৬৮৭। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হয়েছে, তা হতে আমি পান করলাম এবং বাকি অংশটুকু 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা করেন? তিনি বললেন ঃ "জ্ঞান"।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। ২২৮৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٦٨٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ؛ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوْا : لِشَابٍّ مِنْ قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ، فَقُلْتُ : وَمَنْ هُوَ؟ فَقَالُوْا : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ».

-صحيح : «صحيحة» (١٤٠٥، ١٤٢٣) ق.

৩৬৮৮। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে তাতে একখানা সোনার বালাখানা প্রত্যক্ষ করলাম। আমি প্রশ্ন করলাম, এ বালাখানা কার? ফেরেশতারা বললেন, কুরাইশের এক যুবকের। আমি ধারণা করলাম, আমিই সেই যুবক। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ কে সেই যুবক? ফেরেশতারা বললেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৪০৫, ১৪২৩), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٨٩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُوْ عَمَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ : حَدَّثَنِي أَبِيْ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةُ، قَالَ : أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَدَعَا بِلَالًا، فَقَالَ : «يَا

بِلاَلُ! بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟! مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ - قَطُّ -؛ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي؛ دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِقٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوْا : لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَقُلْتُ : أَنَا عَرَبِيٌّ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوْا : لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قُلْتُ : أَنَا قُرَشِيٌّ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوْا لِرَجُلٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»، فَقَالَ بِلاَلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا أَذَّنْتُ - قَطُّ -؛ إِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ - قَطُّ -؛ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا، وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلّٰهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «بِهِمَا».

-صحيح : التعليق الرغيب» (١/٩٩).

৩৬৮৯। বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, এক দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রাযিঃ)-কে ডেকে বললেন ঃ হে বিলাল! তুমি জান্নাতে কি কারণে আমার আগে আগে থাকছ? যখনই আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি সে সময়ই আমার আগে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। গত রাতেও আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং আমার আগে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। আমি স্বর্ণনির্মিত একটি বর্গাকার সুউচ্চ প্রাসাদের নিকট এসে বললাম ঃ এ প্রাসাদটি কার? ফেরেশতারা বললেন, এটা আরবের এক ব্যক্তির। আমি বললাম, আমি একজন আরব। সুতরাং এ প্রাসাদটি কার? তারা বললেন, কুরাইশ বংশের এক লোকের। আমি বললাম ঃ আমি কুরাইশ বংশীয়, অতএব এ প্রাসাদটি কার? তারা বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাতের এক ব্যক্তির। আমি বললাম, আমিই মুহাম্মাদ, সুতরাং এ প্রাসাদটি কার? তারা বললেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাবের। তারপর বিলাল (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কখনো আমি আযান দিলেই দুই

রাক'আত নামায আদায় করি এবং কখনো আমার উযূ ছুটে গেলেই আমি উযূ করি এবং মনে করি আল্লাহ তা'আলার নামে দুই রাক'আত নামায আদায় করা আমার কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ দু'টি কারণেই (তোমার এ মর্যাদা)।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (১/৯৯)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির, মু'আয ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের মাঝে আমি সোনার তৈরী একখানা প্রাসাদ দেখে বললাম, এ প্রাসাদটি কার? বলা হল, 'উমার ইবনুল খাত্তাবের। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী ঃ "গত রাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি", এর অর্থ "আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি"। কোন কোন হাদীসে এ রকমই বর্ণিত আছে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, নাবীদের স্বপ্নও ওয়াহী।

٣٦٩٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ - إِنْ رَدَّكَ اللّٰهُ سَالِمًا - أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ؛ فَاضْرِبِي، وَإِلاَّ فَلاَ»، فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ؛ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ، فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ! إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا؛ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ؛ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ؛ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ

دَخَلَ عُثْمَانُ؛ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ! أَلْقَتِ الدُّفَّ».

-صحيح : «نقد الكتاني» (٤٧-٤٨)، «الصحيحة» (٢٢٦١).

৩৬৯০। বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন এক যুদ্ধাভিযানে যান। তিনি ফিরে এলে এক কৃষ্ণবর্ণা মেয়ে এসে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি মানৎ করেছিলাম যে, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা হিফাযাতে (সুস্থাবস্থায়) ফিরিয়ে আনলে আপনার সম্মুখে আমি দফ বাজাব এবং গান করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি সত্যিই যদি মানৎ করে থাক তবে দফ বাজাও, তা না হলে বাজিও না। সে দফ (এক মুখ খোলা ঢোল) বাজাতে লাগল। এই অবস্থায় সেখানে আবূ বাক্র (রাযিঃ) এলেন এবং সে দফ বাজাতে থাকে, তার পর 'আলী (রাযিঃ) এলেন এবং সে ওটা বাজাতে থাকে। তারপর 'উসমান (রাযিঃ) এলেন, সে সময়ও সে তা বাজাতে থাকে। তারপর 'উমার (রাযিঃ) এসে প্রবেশ করলে সে দফটি তার নিতম্বের নীচে রেখে তার উপর অবস্থান করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে 'উমার! তোমাকে দেখলে শাইতানও ভয় পায়। আমি উপবিষ্ট ছিলাম আর ঐ মেয়েটি দফ বাজাচ্ছিল। পরে আবূ বাক্র এসে প্রবেশ করলে সে সময়ও সে তা বাজাতে থাকে। তারপর 'আলী প্রবেশ করলে সে সময়ও সে তা বাজাতে থাকে। এরপর 'উসমান এসে প্রবেশ করলে তখনও সে তা বাজাতে থাকে। অবশেষে তুমি এসে যখন প্রবেশ করলে, হে 'উমার! সে সময় সে দফটি ফেলে দিল।

সহীহ ঃ নাক্বদুল কিত্তানী (৪৭-৪৮), সহীহাহ্ (২২৬১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং বুরাইদাহ্র বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব। এ অনুচ্ছেদে 'উমার, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ও 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٩١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا،

فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ؛ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ : «يَا عَائِشَةُ! تَعَالَيْ فَانْظُرِيْ»، فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلَى مَنْكِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ إِلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ لِيْ : «أَمَا شَبِعْتِ؟! أَمَا شَبِعْتِ؟!»، قَالَتْ فَجَعَلْتُ أَقُوْلُ : لاَ؛ لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِيْ عِنْدَهُ؛ إِذْ طَلَعَ عُمَرُ، قَالَتْ : فَارْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنِّيْ لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ؛ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ»، قَالَتْ : فَرَجَعْتُ.

-صحيح : «المشكاة» (٦٠٣٩).

৩৬৯১। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন। সে সময় আমরা একটা সোরগোল ও শিশুদের হৈচৈ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে গিয়ে দেখলেন, এক হাবশী নারী নেচেকুদে খেলা দেখাচ্ছে আর শিশুরা তার চারদিকে ভীড় জমিয়েছে। তিনি বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ্! এসো এবং প্রত্যক্ষ কর। অতএব আমি গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাঁধের উপর আমার চিবুক রেখে তার খেলা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। আমার চিবুক ছিল তাঁর মাথা ও কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গায়। (কিছুক্ষণ পর) আমাকে তিনি বললেন ঃ তুমি কি তৃপ্ত হওনি, তোমার কি তৃপ্তি পূর্ণ হয়নি? তিনি বলেন, আমি না, না বলতে থাকলাম। আমার লক্ষ্য ছিল, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কতটুকু খাতির করেন তা পর্যবেক্ষণ করা। ইত্যবসরে 'উমার (রাযিঃ) আবির্ভূত হন এবং মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত লোক তার কাছ হতে সটকে পড়ে। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি দেখলাম জিন ও মানববেশধারী শাইতানগুলো 'উমারকে দেখেই সরে যাচ্ছে। তিনি বলেন, তারপর আমি ফিরে এলাম।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬০৩৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٦٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قَدْ كَانَ يَكُوْنُ فِيْ الْأُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ، فَإِنْ يَكُ فِيْ أُمَّتِي أَحَدٌ؛ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ».

-حسن صحيح : ق.

৩৬৯৩। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাবেক উম্মাতদের মাঝে 'মুহাদ্দাস' (তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শী লোক) আবির্ভাব হতেন। আমার উম্মাতের মাঝে কেউ মুহাদ্দাস হলে তা 'উমার ইবনুল খাত্তাবই।

হাসান সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। ইবনু 'উয়াইনার অপর এক শাগরিদ সুফ্ইয়ান ইবনু উয়াইনার সনদে আমার কাছে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেন, মুহাদ্দাসুন অর্থ 'মুফাহ্হামূন' (আল্লাহ যাদেরকে ইসলামের পূর্ণ জ্ঞান দান করেন)।

٣٦٩٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَرْعَى غَنَمًا لَهُ؛ إِذْ جَاءَ ذِئْبٌ، فَأَخَذَ شَاةً، فَجَاءَ صَاحِبُهَا، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، فَقَالَ الذِّئْبُ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَا يَوْمَ السَّبُعِ؛ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟!»، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «فَآمَنْتُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ».

قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ : وَمَا هُمَا فِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ.

-صحيح : ق، وهو تمام الحديث (٣٦٧٧).

৩৬৯৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একদিন এক লোক তার মেষ (বকরী) পাল চরাচ্ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ এসে একটি বকরী ধরে ফেলে। তার মালিক এসে নেকড়ের কাছ থেকে বকরীটি ছিনিয়ে নিল। নেকড়ে বলল, হিংস্র জন্তুর দিনে (যেদিন মানুষ মারা যাবে এবং হিংস্র জন্তুরা বাকি থাকবে) তুমি কি করবে, যেদিন আমি ছাড়া এদের কোন রাখাল থাকবে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি নিজে এবং আবূ বাক্‌র ও 'উমার এতে (নেকড়ের মন্তব্যে) বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আবূ সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, সেই মজলিসে ঐ দিন তারা দু'জন হাযির ছিলেন না।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। এটি ৩৬৭৭ নং হাদীসের পূর্ণাঙ্গরূপ।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি সা'দ ইবনু ইবরাহীম (রাহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٩- بَابٌ فِيْ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯॥ 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান (রাযিঃ)-এর মর্যাদা।

٣٦٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءَ؛ هُوَ، وَأَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اهْدَأْ؛ إِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيْقٌ، أَوْ شَهِيْدٌ».

-صحيح : «الصحيح» (٥٦٢/٢) م.

৩৬৯৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা পর্বতে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উসমান, 'আলী, ত্বালহা ও আয্-যুবাইর (রাযিঃ)। (তাদের পদতলের) পাথরটি নড়াচড়া করলে নাবী ﷺ বললেন ঃ স্থির হয়ে থাক। কেননা

তোমার উপর একজন নাবী কিংবা একজন সিদ্দীক অথবা একজন শহীদ রয়েছেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২/৫৬২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে 'উসমান, সা'ঈদ ইবনু যাইদ, ইবনু 'আব্বাস, সাহ্ল ইবনু সা'দ, আনাস ইবনু মালিক ও বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَعِدَ أُحُدًا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اثْبُتْ أُحُدُ! فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ».

-صحيح : «صحيحة» (٨٧٥) خ.

৩৬৯৭। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র, 'উমার ও 'উসমান (রাযিঃ)-সহ উহূদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। তাদেরকে নিয়ে পাহাড় কেঁপে উঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ (পদাঘাত করে) বললেন ঃ হে উহূদ! শান্ত হও। তোমার উপরে একজন নাবী, একজন সিদ্দীক্ব (পরম সত্যবাদী) ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৮৭৫), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٦٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ -، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ : لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ؛ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَوْقَ دَارِهِ، ثُمَّ قَالَ : أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ؛ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حِرَاءَ حِينَ انْتَفَضَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اثْبُتْ حِرَاءُ! فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ

نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيْقٌ، أَوْ شَهِيْدٌ»؟! قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ جَيْشِ الْعُسْرَةِ مَنْ يُّنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً وَالنَّاسُ مُجْهَدُوْنَ مُعْسِرُوْنَ فَجَهَّزْتُ ذٰلِكَ الْجَيْشَ؟ قَالُوْا نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ : أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ؛ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ بِئْرَ رُوْمَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلاَّ بِثَمَنٍ، فَابْتَعْتُهَا، فَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ وَابْنِ السَّبِيْلِ؟! قَالُوا : اللّٰهُمَّ! نَعَمْ، وَأَشْيَاءَ عَدَّهَا.

–صحيح : «ابن ماجه» (١٠٩).

৩৬৯৯। আবূ 'আবদুর রহমান আস্-সুলামী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন 'উসমান (রাযিঃ) বিদ্রোহীদের মাধ্যমে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন, সে সময় তিনি তার ঘরের উপরিতলে (ছাদে) উঠলেন, তারপর বললেন, আজ আল্লাহ্‌র ক্বসম করে আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কি অবহিত আছ যে, হেরা পর্বত কম্পিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন ঃ হে হেরা! শান্ত হয়ে যাও, কেননা তোমার উপর রয়েছেন একজন নাবী কিংবা একজন সিদ্দীক্ব কিংবা একজন শহীদ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নামে ক্বসম করে তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসরা বাহিনীর (তাবূকের যুদ্ধের) জন্য বলেছিলেন ঃ কে একটা পছন্দনীয় বা ক্ববূল হওয়ার যোগ্য (অধিক পরিমাণের) খরচ দিতে তৈরী আছে? সে সময় লোকেরা চরম আর্থিক সংকট ও কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করছিল। অতএব সেই বাহিনীর প্রয়োজনীয় ব্যয় আমিই বহন করেছি। লোকেরা বলল, হ্যাঁ। আবার তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র তা'আলার নামে প্রতিজ্ঞা করে তোমাদেরকে আমি আরও মনে করিয়ে দিতে চাই, তোমরা কি জ্ঞাত আছ যে, রূমা কূপের পানি কেউই ক্রয় করা ব্যতীত পান করতে পারত না? সেই কূপ আমি ক্রয় করে ধনী, দরিদ্র ও মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছি। লোকেরা বলল, ইয়া

আল্লাহ! হ্যাঁ (আমরা জানি)। তিনি তার আরো কিছু (জনহিতকর) সমাজকল্যাণমূলক কথা মনে করিয়ে দেন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১০৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং উপর্যুক্ত সূত্রে গারীব।

٣٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ الرَّمْلِيُّ : حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ كَثِيرٍ - مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَلْفِ دِينَارٍ - قَالَ الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ : وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِي - فِي كُمِّهِ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَيَنْثُرُهَا فِي حِجْرِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ، وَيَقُولُ : «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ»؛ مَرَّتَيْنِ.

-حسن : «المشكاة» (٦٠٦٤).

৩৭০১। 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'উসমান (রাযিঃ) এক হাজার দীনারসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলেন। বর্ণনাকারী আল-হাসান ইবনু ওয়াক্বি' (রাহঃ) বলেন, আমার কিতাবের (পাণ্ডুলিপির) অন্য জায়গায় আছে, তিনি তার জামার হাতার মধ্যে করে সেগুলো নিয়ে আসেন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মুদ্রাগুলো তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে ঢেলে দেন। 'আবদুর রহমান (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি সেগুলো তাঁর কোলে ওলট-পালট করতে করতে বলতে শুনলাম ঃ আজকের পর হতে 'উসমান যে কার্যকলাপই করুক তা তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। তিনি কথাটি দু'বার বললেন।

হাসান ঃ মিশকাত (৬০৬৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপর্যুক্ত সনদে হাসান গারীব।

٣٧٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ -، قَالُوا : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ - قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ -، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمَنْقَرِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ : شَهِدْتُ الدَّارَ حِيْنَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ : ائْتُوْنِي بِصَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ أَلَّبَاكُمْ عَلَيَّ، قَالَ : فَجِيءَ بِهِمَا، فَكَأَنَّهُمَا جَمَلَانِ - أَوْ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ -، قَالَ : فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْإِسْلَامِ؛ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُوْمَةَ؟ فَقَالَ : «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُوْمَةَ، فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟»، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِيْ، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنِي أَنْ أَشْرَبَ، حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟! قَالُوْا : اللّٰهُمَّ! نَعَمْ، قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْإِسْلَامِ؛ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ، فَيَزِيْدَهَا فِي الْمَسْجِدِ؛ بِخَيْرٍ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟»، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِيْ، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيْهَا رَكْعَتَيْنِ؟! قَالُوْا : اللّٰهُمَّ! نَعَمْ، قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْإِسْلَامِ؛ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِيْ؟! قَالُوا : اللّٰهُمَّ! نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْإِسْلَامِ؛ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلَى ثَبِيْرِ مَكَّةَ، وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا، فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ، حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالْحَضِيْضِ، قَالَ : فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ،

وَقَالَ : «اسْكُنْ ثَبِيْرُ! فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيْقٌ، وَشَهِيْدَانِ»؟! قَالُوْا : اللّٰهُمَّ! نَعَمْ، قَالَ : اللّٰهُ أَكْبَرُ! شَهِدُوْا لِيْ - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ - أَنِّيْ شَهِيْدٌ. - ثَلاَثًا-.

-حسن : «الإرواء» (١٥٩٤).

৩৭০৩। সুমামাহ্ ইবনু হায্ন আল-কুশাইরী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন 'উসমান (রাযিঃ) (তার) ঘরের ছাদে উঠেন (বিদ্রোহীদের শান্ত করার জন্য) সে সময় আমি সেই গৃহে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের যে দুই সহকর্মী তোমাদেরকে আমার বিপক্ষে উপস্থিত করেছে আমার সম্মুখে তাদেরকে উপস্থিত কর। বর্ণনাকারী বলেন, তাদেরকে আনা হল, যেন দু'টি উট অথবা দু'টি গাধা (অর্থাৎ মোটাতাজা)। বর্ণনাকারী বলেন, উপর হতে 'উসমান (রাযিঃ) তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ এবং দ্বীন ইসলামের ক্বসম দিয়ে প্রশ্ন করছি, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হিজরাত করে) মাদীনায় এলেন এবং রূমার কূপ ছাড়া এখানে অন্য কোথায়ও মিষ্টি পানির বন্দোবস্ত ছিল না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে লোক রূমার কূপটি ক্রয় করে মুসলিম সর্বস্তরের জন্য ওয়াক্ফ করে দিবে সে জান্নাতে তার তুলনায় বেশি উত্তম প্রতিদান পাবে। তারপর আমি আমার মূল সম্পত্তি দিয়ে তা ক্রয় করি (এবং উৎসর্গ করে দেই)। অথচ আজ আমাকে সেই কূপের পানি পান করতে তোমরা বাধা দিচ্ছ, এমনকি আজ আমি সাগরের (লোনা) পানি পান করছি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, সত্য। তিনি পুনরায় বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এবং দ্বীন ইসলামের ক্বসম দিয়ে প্রশ্ন করছি, তোমরা কি জান যে, মাসজিদে নাববী মুসল্লীদের জন্য একেবারে ক্ষুদ্র ছিল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে লোক অমুক গোত্রের জমিখণ্ড ক্রয় করে মাসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত করবে, তার প্রতিদানে সে জান্নাতের মাঝে এর তুলনায় উত্তম প্রতিদান পাবে। আমি আমার মূল সম্পত্তি দিয়ে তা ক্রয় করে মাসজিদের সাথে সংযুক্ত করেছি আর আজকে তোমরা আমাকে সেখানে দুই রাক'আত নামায আদায় করতে বাধা দিচ্ছ। তারা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ

(তা সত্য)। তিনি বললেন, তোমরা কি জান যে, আমি আমার মূল সম্পত্তি দিয়ে জাইশে উসরাত (তাবূকের যুদ্ধের সৈন্যদের) যুদ্ধ সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করেছি? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ, সত্য। তারপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও দ্বীন ইসলামের শপথ দিয়ে প্রশ্ন করছি, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার সাবীর পর্বতের উপর ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বাক্‌র, 'উমার ও আমি? পর্বত (আনন্দে) কম্পিত হয়, ফলে তা হতে পাথরও খসে নীচে পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ পাহাড়কে পদাঘাত করে বললেন ঃ হে সাবীর! শান্ত ও স্থির হয়ে যাও। কেননা তোমার উপর একজন নাবী, একজন সিদ্দীক্ব (পরম সত্যবাদী) ও দু'জন শহীদ অবস্থানরত রয়েছেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, সত্য। বর্ণনাকারী বলেন, 'উসমান (রাযিঃ) তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বললেন, কা'বার প্রভুর ক্বসম! তোমরা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছ। আমি নিশ্চিত শহীদ। তিনি এ কথাটি তিনবার বলেন।

হাসান ঃ ইরওয়াহ্ (১৫৯৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। 'উসমান (রাযিঃ) হতে এ হাদীস অন্যসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ : أَنَّ خُطَبَاءَ قَامَتْ بِالشَّامِ؛ وَفِيهِمْ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَامَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ - يُقَالُ لَهُ : مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ -، فَقَالَ : لَوْ لَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ؛ مَا قُمْتُ، وَذَكَرَ الْفِتَنَ فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثَوْبٍ، فَقَالَ : هٰذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى، فَقُمْتُ إِلَيْهِ؛ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، فَقُلْتُ : هٰذَا؟ قَالَ : نَعَمْ.

-صحيح : «ابن ماجه» (١١١).

৩৭০৪। আবুল আশ'আস আস্-সান'আনী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ['উসমান (রাযিঃ) শহীদ হলে] সিরিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বক্তা (ঐ বিষয়ে) বক্তব্য রাখেন। তাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সাহাবীও ছিলেন। তাদের মাঝে হতে সর্বশেষে মুর্‌রাহ্ ইবনু কা'ব (রাযিঃ) বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক একটি হাদীস না শুনে থাকলে আমি বক্তৃতা দিতে দাঁড়াতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঝগড়া-বিবাদের কথা উল্লেখ করেন এবং শীঘ্রই তা সংঘটিত হবে বলে ইঙ্গিত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় এক ব্যক্তি কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল আবৃত করে সেখান দিয়ে অতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাকে ইঙ্গিত করে) বললেন ঃ এ লোকটি ঐ সময় সৎপথে দণ্ডায়মান থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি উঠে তার নিকটে গিয়ে দেখি, তিনি 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাযিঃ)। তারপর আমি তাকে সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এসে প্রশ্ন করলাম, ইনিই কি সেই (সৎপথপ্রাপ্ত) লোক? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১১১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবনু হাওয়ালাহ্ ও কা'ব ইবনু উজরাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٠٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «يَا عُثْمَانُ! إِنَّهُ لَعَلَّ اللّٰهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا، فَإِنْ أَرَادُوْكَ عَلَى خَلْعِهِ؛ فَلاَ تَخْلَعْهُ لَهُمْ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١١٢).

৩৭০৫। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বললেন ঃ হে 'উসমান! আল্লাহ তা'আলা হয়ত তোমাকে একটি জামা পরিধান

করাবেন (খিলাফত দান করবেন)। তোমার হতে লোকেরা তা খুলে নিতে চাইলে তুমি তাদের দাবিতে তা ত্যাগ করবে না।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১১২)। এ হাদীসে দীর্ঘ ঘটনা আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٧٠٦- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوْسًا، فَقَالَ : مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قَالُوْا : قُرَيْشٌ، قَالَ : فَمَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالُوْا : ابْنُ عُمَرَ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ : إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ؛ فَحَدِّثْنِي : أَنْشُدُكَ اللّٰهَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ؛ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : أَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : أَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : اللّٰهُ أَكْبَرُ! فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ؛ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ يَوْمَ بَدْرٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ - أَوْ تَحْتَهُ - ابْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَكَ أَجْرُ رَجُلٍ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ»، وَأَمَرَهُ أَنْ يَخْلُفَ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ عَلِيْلَةً، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ؛ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ؛ لَبَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَانَ عُثْمَانَ؛ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ إِلَى مَكَّةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ، قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : «هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ»،

وَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ، فَقَالَ : "هَذِهِ لِعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -".
قَالَ لَهُ : اذْهَبْ بِهَذَا الآنَ مَعَكَ.

-صحيح : خ (٩٦٩٨).

৩৭০৬। 'উসমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মাওহিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক মিসরবাসী বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ আদায় করে। সে একদল লোককে বসা দেখে বলে, এরা কারা? লোকেরা বলল, এরা কুরাইশ বংশীয়। সে পুনরায় বলে, এই বয়স্ক (শায়খ) লোকটি কে? লোকেরা বলল, ইবনু 'উমার (রাযিঃ)। সে সময় সে তার নিকটে এসে বলল, আপনাকে আমি কয়েকটি বিষয় প্রশ্ন করব। অতএব আপনি আমাকে (তা) বলুন। আমি এ বাইতুল্লাহ্‌র মর্যাদার শপথ দিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করছি, আপনি কি অবহিত আছেন যে, 'উসমান (রাযিঃ) উহূদ যুদ্ধের দিন (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) পলায়ন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে আবার বলল, আপনি কি জানেন, তিনি (হুদাইবিয়ায় অনুষ্ঠিত) বাই'আতুর রিযওয়ানে অনুপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে পুনরায়ও বলল, আপনি কি অবহিত আছেন যে, তিনি বদ্‌রের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে উপস্থিত হননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আল্লাহু আকবার। তারপর ইবনু 'উমার (রাযিঃ) তাকে বললেন, এবার এসো! যেসব বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করেছ তা তোমাকে আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেই। উহূদের দিন তার পলায়নের ঘটনা প্রসঙ্গে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার ঐ ব্যাপারটা ইতোমধ্যেই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন, সম্পূর্ণভাবে মাফ করেছেন। তারপর বাদ্‌রের যুদ্ধে তার অনুপস্থিতির কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে (রুকাইয়াহ্) তার সহধর্মিণী ছিলেন (এবং সে সময় তিনি মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ যে লোক বদ্‌রের যুদ্ধে যোগদান করেছে তার সমপরিমাণ সাওয়াব ও গানীমাত তুমি পাবে। আর তিনি রুকাইয়ার দেখাশুনা করার জন্য তাকে মাদীনাতে থাকারই নির্দেশ দিলেন। আর বাই'আতে রিদওয়ানে তার অনুপস্থিতির কারণ এই যে, মাক্কাবাসীদের কাছে 'উসমান (রাযিঃ)-এর চাইতে বেশি মর্যাদাবান কোন মুসলিম লোক (হুদাইবিয়ায়) উপস্থিত থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার পরিবর্তে) তাকেই প্রেরণ করতেন।

তা না থাকাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উসমান (রাযিঃ)-কেই (মাক্কায়) প্রেরণ করলেন। আর 'উসমান (রাযিঃ)-এর মক্কার অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর বাই'আতুর রিযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, (বাই'আত অনুষ্ঠানকালে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাতের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এটা 'উসমানের হাত। তারপর তিনি ঐ হাতটি তাঁর অন্য হাতের উপর স্থাপন করে বললেন ঃ এটি 'উসমানের (বাই'আত)। তারপর ইবনু 'উমার (রাযিঃ) লোকটিকে বললেন, এবার তুমি এ ব্যাখ্যা সঙ্গে নিয়ে যাও।

সহীহ ঃ বুখারী (৯৬৯৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كُنَّا نَقُوْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيٌّ : - أَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ.

-صحيح : «المشكاة» (٦٠٧٦) : خ (٣٦٩٧)

৩৭০৭। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই আমরা আবূ বাক্‌র, 'উমার ও 'উসমান (রাযিঃ)-কে গণ্যমান্য লোক বলতাম।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬০৭৬), বুখারী (৩৬৯৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীস 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমারের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব গণ্য হয়েছে। উক্ত হাদীস ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে অন্যসূত্রেও বর্ণিত আছে।

٣٧٠٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا شَاذَانُ الْأَسْوَدُ ابْنُ عَامِرٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ هَارُوْنَ الْبُرْجُمِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةً، فَقَالَ : «يُقْتَلُ فِيْهَا هٰذَا مَظْلُوْمًا»؛ لِعُثْمَانَ.

–حسن الإسناد.

৩৭০৮। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ঝগড়ার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ সে অর্থাৎ 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান সেই ঝগড়ায় অন্যায়ভাবে নিহত হবে।

সনদ হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, উক্ত সনদসূত্রে ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٧١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَقَالَ لِيْ : «يَا أَبَا مُوْسَى! أَمْلِكْ عَلَيَّ الْبَابَ؛ فَلَا يَدْخُلَنَّ عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ»، فَجَاءَ رَجُلٌ يَضْرِبُ الْبَابَ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ : أَبُوْ بَكْرٍ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ، قَالَ : «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فَدَخَلَ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَضَرَبَ الْبَابَ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ : عُمَرُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ، قَالَ : «افْتَحْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فَفَتَحْتُ الْبَابَ، وَدَخَلَ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَضَرَبَ الْبَابَ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ قَالَ : عُثْمَانُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ، قَالَ : «افْتَحْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ؛ عَلَى بَلْوَى تُصِيْبُهُ».

–صحيح : «صحيح الأدب المفرد» : ق.

৩৭১০। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। তিনি এক আনসারীর বাগিচায় ঢুকে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়েন, তারপর আমাকে বললেন ঃ হে আবূ মূসা! দরজায় যাও, যাতে বিনা অনুমতিতে কেউ আমার নিকট প্রবেশ করতে না পারে। এক লোক এসে দরজায় আঘাত করলে আমি বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আবূ বাক্র। সে সময় আমি গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই যে আবূ বাক্র অনুমতিপ্রার্থী। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুখবর দাও। অতএব তিনি প্রবেশ করলেন এবং আমি তাকে জান্নাতের সুখবর জানালাম। তারপর এক লোক এসে দরজায় আঘাত করলে আমি বললাম, আপনি কে? তিনি বলেন, 'উমার। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই যে 'উমার আপনার অনুমতি চায়। তিনি বললেন ঃ তাকে দরজা খুলে দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও। অতএব আমি দরজা খুলে দিলে তিনি প্রবেশ করেন এবং তাকেও আমি জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। তারপর আরেক লোক এসে দরজায় আঘাত করলে আমি বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, 'উসমান। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই যে 'উসমান অনুমতিপ্রার্থী। তিনি বললেন ঃ তাকে দরজা খুলে দাও এবং তার উপর কঠিন বিপদ আসবে এ কথা বলে তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ জানাও।

সহীহ ঃ সহীহ আদাবুল মুফরাদ, বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস আবূ 'উসমান আন-নাহ্দী হতে একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧١١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ : حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا؛ فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ.

-صحيح : «ابن ماجه» (١١٣).

৩৭১১। আবূ সাহ্লাহ্ (রাহঃ) বলেন, 'উসমান (রাযিঃ) নিজগৃহে অবরুদ্ধ থাকাকালে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি ওয়া'দা (উপদেশ) দিয়েছেন। সুতরাং আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করব।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১১৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদের সনদে অবগত হয়েছি।

٢٠- بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ২০॥ 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ)-এর মর্যাদা।

٣٧١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَيْشًا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ، فَمَضَى، فِي السَّرِيَّةِ، فَأَصَابَ جَارِيَةً، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالُوْا : إِذَا لَقِيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؛ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ إِذَا رَجَعُوْا مِنَ السَّفَرِ؛ بَدَأُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا إِلَى رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَتِ السَّرِيَّةُ؛ سَلَّمُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلَمْ تَرَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِي، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ الثَّالِثُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوْا : فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ يَاللّٰهِ ﷺ؛ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِيْ وَجْهِهِ، فَقَالَ : «مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْ

عَلِيٍّ؟! مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْ عَلِيٍّ؟! مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْ عَلِيٍّ؟! إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي».

-صحيح : «الصحيحة» (٢٢٢٣).

৩৭১২। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সামরিক বাহিনী পাঠানোর সময় 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ)-কে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি সেনাদলের একটি খণ্ডাংশের (সারিয়্যা) পরিদর্শনে যান এবং এক যুদ্ধবন্দিনীর সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু তার সাথীরা তার এ কাজ পছন্দ করলেন না। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারজন সাহাবী শপথ করে বললেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেখা পাব, তাঁকে তখন 'আলীর কার্যকলাপ প্রসঙ্গে জানাব। মুসলিমদের নিয়ম ছিল যে, তারা কোন সফর বা অভিযান শেষে ফিরে এসে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সালাম করতেন, তারপর নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতেন। সুতরাং উক্ত সেনাদল ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম জানায় এবং চার সাহাবীর একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! লক্ষ্য করুন, 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব এই এই করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পূর্বোক্ত ব্যক্তির মতো বক্তব্য পেশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হতেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এবার তৃতীয়জন দাঁড়িয়ে পূর্বোক্তজনের একই রকম বক্তব্য পেশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হতেও মুখ ফিরিয়ে নেন। অবশেষে চতুর্থজন দাঁড়িয়ে পূর্বোক্তদের একই রকম বক্তব্য পেশ করেন। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে তাদের দিকে মনোনিবেশ করে বললেন ঃ 'আলী প্রসঙ্গে তোমরা কি বলতে চাও? তোমরা 'আলী প্রসঙ্গে কি বলতে চাও? 'আলী প্রসঙ্গে তোমরা কি বলতে চাও? (বংশ, বৈবাহিক সম্পর্ক, অগ্রগণ্যতা, ভালবাসা ইত্যাদি প্রসঙ্গে) 'আলী আমার হতে এবং আমি 'আলী (রাযিঃ) হতে। আমার পরে সে-ই হবে সমস্ত মু'মিনের সঙ্গী ও পৃষ্ঠপোষক।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২২২৩)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র জা‘ফার ইবনু সুলাইমানের সনদে অবগত হয়েছি।

٣٧١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ - أَوْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ؛ شَكَّ شُعْبَةُ-، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ؛ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٧٥٠)، «الروض النضير» (١٧١)، «المشكاة» (٦٠٨٢).

৩৭১৩। আবূ সারীহাহ্ অথবা যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি যার সাথী বা পৃষ্ঠপোষক, ‘আলীও তার সাথী বা পৃষ্ঠপোষক।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৭৫০), রাওযুন্ নাযীর (১৭১), মিশকাত (৬০৮২)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস শু‘বাহ্ আবূ ‘আবদুল্লাহ মাইমূন হতে, তিনি যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ সারীহাহ্ হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী হুযাইফাহ্ ইবনু আসীদ আল-গিফারী (রাযিঃ)।

٢١- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ [মুনাফিক্বরা ‘আলী (রাযিঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষী]

٣٧١٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : «أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٧٨/٣)، «صحيح الجامع» (١٤٨٥).

৩৭১৬। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ 'আলী (রাযিঃ)-কে বললেন ঃ তুমি আমা হতে, আর আমিও তোমা হতে। অর্থাৎ আমরা পরস্পরে অভিন্ন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৩/১৭৮), সহীহ আল-জামি' (১৪৮৫)। এ হাদীসে একটি ঘটনা আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧١٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «عَلِيٌّ مِنِّي، وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ، وَلاَ يُؤَدِّي عَنِّي؛ إِلاَّ أَنَا أَوْ عَلِيٌّ».

-حسن : «ابن ماجه» (١١٩).

৩৭১৯। হুবশী ইবনু জুনাদাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'আলী আমার হতে এবং আমি 'আলী হতে। আমার কোন কাজ থাকলে আমি নিজেই সম্পন্ন করি অথবা আমার পক্ষ হতে তা 'আলীই সম্পন্ন করে।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ্ (১১৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٧٢٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : أَمَّرَ مُعَاوِيَةُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا تُرَابٍ؟! قَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلاَثًا قَالَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَلَنْ أَسُبَّهُ؛ لأَنْ تَكُوْنَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِعَلِيٍّ - وَخَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ -، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! تَخْلُفُنِي مَعَ

النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى؛ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِيْ؟!»، وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ - يَوْمَ خَيْبَرَ ..... لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رُجَلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ»، قَالَ : فَتَطَاوَلْنَا لَهَا، فَقَالَ : «اُدْعُوْا لِيْ عَلِيًّا»، فَأَتَاهُ وَبِهِ رَمَدٌ، فَبَصَقَ فِيْ عَيْنِهِ، فَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ﴾ الآيَةُ؛ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا، وَفَاطِمَةَ، وَحَسَنًا، وَحُسَيْنًا، فَقَالَ : «اللّٰهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلِيْ».

-صحيح : م (٧/ ١٢٠).

৩৭২৪। 'আমির ইবনু সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাহঃ) হতে তার পিতার সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান (রাযিঃ) সা'দ (রাযিঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করে বললেন, আবূ তুরাবকে গালি দিতে তোমায় বাধা দিল কিসে? সা'দ (রাযিঃ) বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তিনটি কথা মনে রাখব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে সময় পর্যন্ত আমি তাকে গালমন্দ করব না। ঐগুলোর একটি কথাও আমার নিকটে লাল রংয়ের উট লাভের তুলনায় বেশি প্রিয়। (এক) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি 'আলী (রাযিঃ)-এর লক্ষ্যে একটি কথা বলতে শুনেছি, যে সময় তিনি তাকে মাদীনায় তাঁর জায়গায় নিয়োগ করে কোন এক যুদ্ধাভিযানে যান। সে সময় 'আলী (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে শিশু ও নারীদের সঙ্গে কি রেখে যাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ হে 'আলী! তুমি কি এতে খুশি নও যে, তোমার মর্যাদা আমার নিকট মূসা ('আঃ)-এর নিকট হারূন ('আঃ)-এর মতই? কিন্তু (পার্থক্য এই যে,) আমার পরবর্তীতে কোন নাবী নেই। (দুই) আমি খাইবারের (যুদ্ধাভিযানের) দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ এমন এক লোকের হাতে আমি

(যুদ্ধের) পতাকা অর্পণ করব যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলও তাকে মুহাব্বাত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রত্যেকে তা লাভের আশায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা 'আলীকে আমার নিকটে ডেকে আন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাঁর কাছে এসে হাযির হন, তখন তার চোখ উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দুই চোখে স্বীয় মুখ নিঃসৃত লালা লাগিয়ে দেন এবং তার হাতে পতাকা অর্পণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিজয়ী করলেন। (তিন) এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হল (অনুবাদ) ঃ আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে....."– (সূরা আ-লি 'ইমরান ৬১)। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী, ফাতিমাহ্, হাসান ও হুসাইন (রাযিঃ)-কে ডাকেন (এবং তাদেরকে নিয়ে খোলা ময়দানে গিয়ে) বললেন ঃ হে আল্লাহ! এরা সকলে আমার পরিবার-পরিজন।

সহীহ ঃ মুসলিম (হাঃ ৭/১২০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٧٣٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ : «أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى؛ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ».

-صحيح بما قبله.

৩৭৩০। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ 'আলী (রাযিঃ)-কে বললেন ঃ আমার নিকটে তুমি মর্যাদায় মূসা ('আঃ)-এর নিকট হারূনের মর্যাদার মত। তবে আমার পরে কোন নাবী নেই।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ অনুচ্ছেদে সা'দ, যাইদ ইবনু আরক্বাম, আবূ হুরাইরাহ্ ও উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٣١- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ : «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٢١) ق.

৩৭৩১। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ 'আলী (রাযিঃ)-কে বললেন ঃ আমার নিকট তুমি মর্যাদায় মূসা ('আঃ)-এর ক্ষেত্রে হারূন স্থানীয়। তবে আমার পরে নাবী নেই।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১২১), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস সা'দ (রাযিঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-আনসারীর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব বলা হয়েছে।

٣٧٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ؛ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ.

-صحيح : «الضعيفة» تحت الحديث (٤٩٣٢، ٤٩٥١).

৩৭৩২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মাসজিদে) 'আলী (রাযিঃ)-এর দ্বার ছাড়া সকল দ্বার বন্ধ করে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন।

সহীহ ঃ যঈফাহ্ (৪৯৩২, ৪৯৫১) নং হাদীসের অধীনে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র শু'বাহ্ হতে উক্ত সনদে এভাবেই জানতে পেরেছি।

٣٧٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ : عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيٌّ.

-صحيح : «الضعيفة» تحت الحديث (٤٩٣٢) م.

৩৭৩৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (ইসলাম গ্রহণ করে) 'আলী (রাযিঃ)-ই সর্বপ্রথম নামায আদায় করেন।

সহীহ ঃ যঈফাহ্ (৪৯৩২) নং হাদীসের অধীনে, মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র শু'বাহ্ হতে, আবূ বাল্জের সনদে বর্ণিত মুহাম্মাদ ইবনু হুমাইদের হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবগত হয়েছি। আবূ বাল্জেব নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম। বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন? কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাযিঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, 'আলী (রাযিঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, বয়স্ক পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক (রাযিঃ)। 'আলী (রাযিঃ) আট বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর মহিলাদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাহ্ (রাযিঃ)।

٣٧٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ - رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ-، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ : عَلِيٌّ. قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ :

أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ : أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيقُ.

-صحيح : «الضعيفة» «تحت الحديث (٤١٣٩)؛ وهو عن النخعي مقطوع.

৩৭৩৫। যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম 'আলী (রাযিঃ)-ই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। 'আম্‌র ইবনু মুর্‌রাহ্‌ বলেন, আমি এ কথাটি ইবরাহীম নাখঈর কাছে উল্লেখ করলে তিনি তা অস্বীকার করে বলেন, সর্বপ্রথম আবূ বাক্‌র (রাযিঃ)-ই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

সহীহ ঃ যঈফাহ্‌ (৪১৩৯) নং হাদীসের অধীনে। নাখা'ঈর বর্ণনাটি মাকতূ'।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হামযার নাম ত্বালহা ইবনু ইয়াযীদ।

٣٧٣٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عُثْمَانَ - ابْنِ أَخِي يَحْيَى بْنِ عِيْسَى -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : لَقَدْ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ ﷺ: أَنَّهُ «لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ».

قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَا مِنَ الْقَرْنِ الَّذِيْنَ دَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ.

-صحيح : «ابن ماجه» (١١٤) م.

৩৭৩৬। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, উম্মী নাবী ﷺ আমাকে এ ওসিয়াত করেন যে, মু'মিনরাই তোমাকে ভালবাসবে এবং মুনাফিক্বরাই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। আদী ইবনু সাবিত (রাযিঃ) বলেন, নাবী ﷺ যে যুগের জন্য দু'আ করেছেন, আমি সে যুগেরই অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১১৪), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٢- بَابُ مَنَاقِبِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ ত্বালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٣٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ : كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ، فَنَهَضَ إِلَى صَخْرَةٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَأَقْعَدَ تَحْتَهُ طَلْحَةَ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : «أَوْجَبَ طَلْحَةُ».

-حسن : مضى برقم (١٦٩٢).

৩৭৩৮। যুবাইর ইবনুল আও্ওয়াম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহূদের যুদ্ধের দিন দু'টি লৌহবর্ম পরা ছিলেন। (যুদ্ধে আহত হওয়ার পর) তিনি একটি পাথরের উপর উঠতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি (উঠতে) পারলেন না। তিনি ত্বালহা (রাযিঃ)-কে তাঁর নীচে বসিয়ে তার কাঁধে চড়ে পাথরের উপর উঠে অবস্থান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ ত্বালহা (তার জন্য জান্নাত) অনিবার্য করে নিয়েছে।

হাসান ঃ ১৬৯২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٧٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوْسَى الطَّلْحِيُّ - مِنْ وَلَدِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ-، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ

إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ؛ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٢٥).

৩৭৩৯। জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ যদি কেউ পৃথিবীর বুকে চলাচলরত কোন শহীদ লোককে দেখে খুশী হতে চায়, তবে সে যেন ত্বালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ্র প্রতি দৃষ্টি দেয়।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১২৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র আস-সাল্ত্ব ইবনু দীনানের সনদে অবগত হয়েছি। কিছু হাদীসবিদ আস-সাল্ত্ব ইবনু দীনার এবং সালিহ ইবনু মূসার সমালোচনা করেছেন এবং উভয়ের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

٣٧٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ : أَلَا أُبَشِّرُكَ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : «طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ».

-حسن : وهو مكرر الحديث (٣٢٠٢).

৩৭৪০। মূসা ইবনু ত্বালহা (রাহঃ) বলেন, আমি মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ)-এর কাছে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে কি সুখবর দিব না? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যারা নিজেদের ওয়া'দা সম্পূর্ণ করেছে ত্বালহা তাদের অন্তর্ভুক্ত।

হাসান ঃ এটা ৩২০২ নং হাদীসের পুনরুক্তি।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। কেননা এ হাদীস মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ) হতে আমরা শুধুমাত্র উপর্যুক্ত সূত্রেই অবগত হয়েছি।

٣٧٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى، وَعِيسَى ابْنَيْ طَلْحَةَ : عَنْ أَبِيهِمَا طَلْحَةَ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوا لِأَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ : سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ؛ مَنْ هُوَ؟ وَكَانُوا لاَ يَجْتَرِئُونَ هُمْ عَلَى مَسْأَلَتِهِ؛ يُوَقِّرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ، فَسَأَلَهُ الأَعْرَابِيُّ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ إِنِّي اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ؛ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ؛ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ؟»، قَالَ الأَعْرَابِيُّ : أَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَالَ «هٰذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ».

–حسن صحيح : وهو مكرر الحديث (٣٢٠٣).

৩৭৪২। ত্বালহা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ এক মূর্খ বেদুঈনকে বলেন, তুমি আল্লাহ তা'আলার নাবীকে প্রশ্ন কর, তিনি কে যে লোক নিজের ওয়া'দা পূর্ণ করেছেন? সাহাবীগণ তাঁকে কিছু প্রশ্ন করতে দুঃসাহস করতেন না। তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর মর্যাদাবোধে তারা আকৃষ্ট ছিলেন। অতএব তাঁকে বেদুঈন প্রশ্ন করলে তিনি তার হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। সে পুনরায়ও প্রশ্ন করলে এবারও তিনি তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। (ত্বালহা বলেন) তারপর আমি সবুজ পোশাক পরিধান করা অবস্থায় মাসজিদের দরজা দিয়ে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখেই বললেন ঃ "কোন লোক তার ওয়া'দা পূরণ করেছে" এই প্রশ্নকারী কোথায়? বেদুঈন বলল, এই যে আমি, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে ইশারা করে বললেন ঃ যারা নিজেদের ওয়া'দা পূর্ণ করেছে এই লোক তাদের অন্তর্ভুক্ত।

হাসান সহীহ ঃ এটা ৩২০৩ নং হাদীসের পুনরুক্তি।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র আবূ কুরাইব হতে, ইউনুস ইবনু বুকাইরের সনদেই অবগত হয়েছি।

একাধিক শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশেষজ্ঞ এ হাদীস আবূ কুরাইবের সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীস আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারীকে আবূ কুরাইবের সনদে রিওয়ায়াত করতে শুনেছি এবং তিনি তার কিতাবুল ফাওয়াইদ শীর্ষক গ্রন্থে এ হাদীসটি স্থান দিয়েছেন।

٢٣- بَابُ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ আয্-যুবাইর ইবনুল ‘আওওয়াম (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٤٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَقَالَ : «بِأَبِي وَأُمِّي».

-صحيح : ق.

৩৭৪৩। আয-যুবাইর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ কুরাইযার যুদ্ধের দিন আমার লক্ষ্যে একত্রে তাঁর বাবা-মার উল্লেখ করে বলেন ঃ আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٤- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ (আমার সাহায্যকারী আয্-যুবাইর ইবনুল ‘আওওয়াম)

٣٧٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ».

-حسن صحيح : «ابن ماجه» (١٢٢).

৩৭৪৪। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীরই হাওয়ারী (নিষ্ঠাবান সাহায্যকারী) ছিলেন। আর আমার হাওয়ারী হল আয-যুবাইর ইবনুল আওওয়াম।

হাসান সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১২২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'হাওয়ারী' শব্দের অর্থ সাহায্যকারী।

٢٥- بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ অনুরূপ প্রসঙ্গ

٣٧٤٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، وَأَبُوْ نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ». وَزَادَ أَبُوْ نُعَيْمٍ فِيْهِ : يَوْمَ الْأَحْزَابِ، قَالَ : «مَنْ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ»، قَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا، قَالَهَا ثَلاَثًا، قَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا.

-صحيح : انظر ما قبله.

৩৭৪৫। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক নাবীরই হাওয়ারী (একনিষ্ঠ সাহায্যকারী) ছিল। আর আমার হাওয়ারী হল আয-যুবাইর ইবনুল আওওয়াম। আবূ নু'আইমের রিওয়ায়াতে আরো আছে ঃ (এ কথা তিনি) আহ্যাবের দিন (খন্দকের যুদ্ধের) দিন বলেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে কুরাইশদের (কাফিরদের) সংবাদ কে সংগ্রহ করে দিতে পারে? আয্-যুবাইর (রাযিঃ) বললেন, আমি। উক্ত কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন এবং আয-যুবাইর (রাযিঃ)-ও (তিনবারই) বললেন, আমি।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ : أَوْصَى الزُّبَيْرُ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللّٰهِ صَبِيحَةَ الْجَمَلِ، فَقَالَ : مَا مِنِّي عُضْوٌ؛ إِلاَّ وَقَدْ جُرِحَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، حَتَّى انْتَهَى ذَاكَ إِلَى فَرْجِهِ.

-صحيح الإسناد.

৩৭৪৬। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আয-যুবাইর (রাযিঃ) উষ্ট্রীয় যুদ্ধের দিন সকালে নিজ পুত্র 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, বৎস! আমার শরীরে এমন কোন অঙ্গ নেই, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (জিহাদে) ক্ষত-বিক্ষত হয়নি, এমনকি আমার লজ্জাস্থানও (ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে)।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং হাম্মাদ ইবনু যাইদের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব।

٢٦- بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ আয-যুহ্রী (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

عَوْفٍ فِيْ الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِيْ الْجَنَّةِ، وَسَعِيْدٌ فِيْ الْجَنَّةِ، وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِيْ الْجَنَّةِ».

-صحيح : «المشكاة» (٦١١)، «تخريج الطحاوية» (٧٢٨).

৩৭৪৭। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আবূ বাক্‌র জান্নাতী, 'উমার জান্নাতী, 'উসমান জান্নাতী, 'আলী জান্নাতী, ত্বালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, 'আবদুর রহমান ইবনু আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস জান্নাতী, সা'ঈদ জান্নাতী এবং আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ জান্নাতী।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬১১), তাখরীজ ত্বাহাভীয়াহ্ (৭২৮)।

আবূ মুস'আব-'আবদুল 'আযীয ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি 'আবদুর রহমান ইবনু হুমাইদ হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে, এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। এই সনদে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিঃ)-এর উল্লেখ নেই। এ হাদীস 'আবদুর রহমান ইবনু হুমাইদ-তার পিতা হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু যাইদ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণিত হয়েছে। এ সনদে বর্ণিত হাদীসটি প্রথমোক্ত হাদীসের চাইতে অনেক বেশি সহীহ।

٣٧٤٨- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ الْمَرْوَزِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوْبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِيْ نَفَرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، والزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ»، قَالَ : فَعَدَّ هَؤُلَاءِ التِّسْعَةَ، وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ، فَقَالَ الْقَوْمُ :

نَنْشُدُكَ اللّٰهَ يَا أَبَا الأَعْوَرِ! مَنِ الْعَاشِرُ؟ قَالَ : نَشَدْتُمُوْنِي بِاللّٰهِ؟ «أَبُو الْأَعْوَرِ فِي الْجَنَّةِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٣٣).

৩৭৪৮। সা'ঈদ ইবনু যাইদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদল লোকদের মাঝে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দশজন লোক জান্নাতী। (তারা হলেন) আবূ বাক্‌র জান্নাতী, 'উমার জান্নাতী এবং 'আলী, 'উসমান, যুবাইর, ত্বালহা, 'আবদুর রহমান, আবূ 'উবাইদাহ্ ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি উক্ত নয়জনকে গণনা করেন এবং দশম লোক প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। সে সময় লোকেরা বলল, হে আবুল আ'ওয়ার! আপনাকে আমরা আল্লাহ্‌র নামে ক্বসম দিয়ে বলছি, দশম লোক কে? তিনি বলেন, তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র নামে ক্বসম দিয়ে প্রশ্ন করেছ। আবুল আ'ওয়ার জান্নাতী।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ্ (১৩৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, আবুল আ'ওয়ার হলেন সা'ঈদ ইবনু যাইদ ইবনু 'আম্‌র ইবনু নুফাইল (রাযিঃ)। মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী)-কে আমি বলতে শুনেছি, এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসের চাইতে বেশি বিশুদ্ধ।

٣٧٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : «إِنَّ أَمْرَكُنَّ مِمَّا يُهِمُّنِي بَعْدِي، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلاَّ الصَّابِرُوْنَ»، قَالَ : ثُمَّ تَقُوْلُ عَائِشَةُ : فَسَقَى اللّٰهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيْلِ الْجَنَّةِ!- تُرِيْدُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ عَوْفٍ، وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَالٍ؛ يُقَالُ : بِيْعَتْ بِأَرْبَعِيْنَ أَلْفًا.

-حسن : «المشكاة» (٦١٢١، ٦١٢٢).

৩৭৪৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর স্ত্রীদের) বলতেন ঃ আমার (মৃত্যুর) পরে তোমাদের পরিস্থিতি (ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা) যে কি হবে তা সম্পর্কে আমি চিন্তিত (কারণ তোমাদের জন্য কোন উত্তরাধিকার স্বত্ব রেখে যাইনি)। ধৈর্য ধারণকারী ও সহিষ্ণুতা অনুরাগী ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের অধিকারের প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করবে না। আবূ সালামাহ্ (রাহঃ) বলেন, পরবর্তী সময়ে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমার বাবাকে অর্থাৎ 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিঃ)-কে জান্নাতের সালসাবীল নামক ঝর্ণার পানি পান করান। কেননা তিনি নাবী ﷺ-এর স্ত্রীদের জন্য যে সম্পদ নিয়োগের মাধ্যমে তার সম্পত্তি তাদের সেবায় নিয়োজিত করেন পরবর্তীকালে তা চল্লিশ হাজার (দিনার মূল্যে) বিক্রয় করা হয়।

হাসান ঃ মিশকাত (৬১২১, ৬১২২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٧٥٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ أَوْصَى بِحَدِيقَةٍ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، بِيعَتْ بِأَرْبَعِ مِائَةِ أَلْفٍ.

-حسن : الإسناد صحيح بما قبله.

৩৭৫০। আবূ সালামাহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিঃ) তার একটি বাগিচা উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের জন্য উৎসর্গ করেন তা চার লক্ষ দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

সনদ হাসান ঃ পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٧- بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٥١- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُذْرِيُّ - بَصْرِيٌّ - : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ».

-صحيح : «المشكاة» (٦١١٦).

৩৭৫১। সা'দ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনার নিকট সা'দ দু'আ করলে তা গ্রহণ করুন"।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬১১৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীস ইসমাঈল-এর বরাতে কাইস (রাহঃ)-এর সনদেও বর্ণিত আছে। তাতে আছে যে, নাবী ﷺ বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনার নিকট সা'দ দু'আ করলে তা গ্রহণ করুন"। এ রিওয়ায়াতটি অনেক বেশি সহীহ।

٣٧٥٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : أَقْبَلَ سَعْدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هٰذَا خَالِيْ؛ فَلْيُرِنِيْ امْرُؤٌ خَالَهُ».

-صحيح : «المشكاة» (٦١١٨).

৩৭৫২। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সা'দ (রাযিঃ) এসে হাযির হলে নাবী ﷺ বললেন ঃ ইনি আমার মামা। কেউ আমাকে দেখাক তো তার মামাকে (যে আমার মামার সমপর্যায়ের হতে পারে)!

সহীহ ঃ মিশকাত (৬১১৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র মুজালিদের হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এটা অবগত হয়েছি। সা'দ (রাযিঃ) ছিলেন বনূ যুহ্‌রার লোক এবং নাবী ﷺ-এর আম্মাও ছিলেন বনূ যুহ্‌রার সদস্যা। এজন্যই নাবী ﷺ বলেন, ইনি আমার মামা।

٣٧٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

-صحيح : ق، تقدم برقم (٢٨٣٠).

৩৭৫৪। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উহূদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার লক্ষ্যে তাঁর বাবা-মাকে একত্রে কুরবান করেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম, (২৮৩০) নং হাদীস পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ ইবনুল হাদ হতে আলী (রাযিঃ)-এর বরাতেও এ হাদীস নাবী ﷺ হতে বর্ণিত আছে।

٣٧٥٥- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفَدِّي أَحَدًا بِأَبَوَيْهِ إِلاَّ لِسَعْدٍ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ : «ارْمِ سَعْدُ! فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي!».

-صحيح : ق، تقدم برقم (٢٨٢٨).

৩৭৫৫। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) ছাড়া আর কারো লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বাবা-মাকে একসাথে কুরবান করতে শুনিনি।

উহুদের যুদ্ধের দিন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ হে সা'দ! তীর নিক্ষেপ কর। তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম, (২৮২৮) নং হাদীস পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٣٧٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَهِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً، قَالَ : «لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ!»، قَالَتْ : فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ؛ إِذْ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ السِّلاَحِ، فَقَالَ : «مَنْ هَذَا؟»، فَقَالَ : سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا جَاءَ بِكَ؟»، فَقَالَ سَعْدٌ : وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ خَوْفٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ نَامَ.

-صحيح : «صحيح الأدب المفرد» (٦٢٢) : ق.

৩৭৫৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় আগমন করার পর কেন যেন রাতে নিদ্রা যাপন করতে পারলেন না। তিনি (মনে মনে) বললেন ঃ আহা! যদি কোন সৎকর্মপরায়ণ লোক আজকের রাতটুকু আমাকে পাহারা দিত। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমরা এই চিন্তায় ছিলাম, তখনই অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কে? উত্তর এল, আমি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি কি কারণে এসেছ? সা'দ (রাযিঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আমার মনে শংকা জাগ্রত হওয়ায় আমি তাঁকে পাহারা দিতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দু'আ করেন, তারপর ঘুমিয়ে যান।

সহীহ ঃ সহীহুল আদাবুল মুফরাদ (৬২২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٨- بَابُ مَنَاقِبِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، وَأَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ সা'ঈদ ইবনু যাইদ ইবনু 'আম্র ইবনু নুফাইল ও আবূ 'উবাইদাহ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ؛ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ؛ لَمْ آثَمْ، قِيْلَ : وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحِرَاءَ، فَقَالَ : «اثْبُتْ حِرَاءُ! فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيْقٌ، أَوْ شَهِيْدٌ»، قِيْلَ : وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَأَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، قِيْلَ : فَمَنِ الْعَاشِرُ؟ قَالَ : أَنَا.

-صحيح : وتقدم قريبًا (٣٧٤٨).

৩৭৫৭। সা'ঈদ ইবনু যাইদ ইবনু 'আম্র ইবনু নুফাইল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নয়জন লোক প্রসঙ্গে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতী। যদি আমি দশম ব্যক্তি প্রসঙ্গেও সাক্ষ্য দেই তবে তাতেও আমি পাপী হব না। প্রশ্ন করা হল, তা কিভাবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরা হেরা পর্বতের উপর অবস্থানরত ছিলাম। (হেরা কেঁপে উঠলে) তিনি বললেন ঃ হেরা! শান্ত হও। অবশ্যই তোমার উপরে একজন নাবী কিংবা একজন সিদ্দীক্ব (পরম সত্যবাদী) অথবা একজন শহীদ আছেন। বলা হল, তারা কারা? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্র, 'উমার, 'উসমান, 'আলী, ত্বালহা, যুবাইর, সা'দ ও 'আবদুর রহমান ইবনু

'আওফ (রাযিঃ)। তাকে প্রশ্ন করা হল, দশম লোকটি কে? তিনি বললেন, আমি।

সহীহ ঃ (৩৭৪৮) নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি সা'ঈদ ইবনু যাইদ (রাযিঃ)-এর বরাতে, নাবী ﷺ হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ ইবনু মানী'-হাজ্জাজ ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি আল-হুর ইবনুস সাব্বাহ হতে, তিনি 'আবদুর রহমান ইবনুল আখনাস হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু যাইদ (রাযিঃ) হতে উক্ত মর্মে নাবী ﷺ হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন। এ শেষের সনদের হাদীসটি হাসান।

٣٧٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ الدَّوْرَقِيُّ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَيُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ؟ قَالَتْ : أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ : ثُمَّ عُمَرُ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ : ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ فَسَكَتَتْ.

-صحيح : «ابن ماجه» (١٠٢).

৩৭৫৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, নাবী ﷺ-এর সাহাবীদের মাঝে কে তাঁর সবচাইতে বেশি প্রিয় ছিলেন? তিনি বললেন, আবূ বাক্র (রাযিঃ)। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, তারপর কে? তিনি বললেন, 'উমার (রাযিঃ)। আমি আবারও প্রশ্ন করলাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ্ (রাযিঃ)। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, তারপর কে? এবার তিনি নিশ্চুপ রইলেন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১০২)।

٣٧٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

«نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُوْ بَكْرٍ! نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ! نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ».

-صحيح : «الصحيحة» (٥٣٤/٢ - طبعة المعارف)، «المشكاة» (٦٢٢٤)، ويأتي بأتم (٣٧٩٥).

৩৭৫৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আবূ বাক্‌র অতি ভালো লোক, 'উমার অতি উত্তম লোক এবং 'উবাইদাহ্ ইবনুল জার্‌রাহ্ও অতি চমৎকার লোক।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২/৫৩৪), মিশকাত (হাঃ ৬২২৪), ৩৭৯৫ নং হাদীসে আরো পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা আসবে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা শুধুমাত্র সুহাইলের হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবগত হয়েছি।

٢٩- بَابُ مَنَاقِبِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ আল-'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنِي أَبِيْ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ فِي الْعَبَّاسِ : «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ»، وَكَانَ عُمَرُ كَلَّمَهُ فِيْ صَدَقَتِهِ.

-صحيح بما قبله، «الإرواء» (٣٤٨/٣-٣٥٠).

৩৭৬০। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ আল-'আব্বাস (রাযিঃ) প্রসঙ্গে 'উমার (রাযিঃ)-কে বলেন ঃ কোন লোকের চাচা তার পিতৃ সমতুল্য। আল-'আব্বাস (রাযিঃ)-এর যাকাত প্রদান প্রসঙ্গে 'উমার (রাযিঃ) কিছু বলেছিলেন।

সহীহ ঃ ইরওয়া (৩/৩৪৮-৩৫০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ، وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ - أَوْ مِنْ صِنْوِ أَبِيهِ -».

-صحيح : «الصحيحة» (٨٠٦)، «صحيح أبي داود» (١٤٣٥)، «الإرواء» (٣/٣٤٨-٣٥٠).

৩৭৬১। আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল-'আব্বাস হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা। আর চাচা হল পিতৃ সমতুল্য।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৮০৬),সহীহ আবূ দাউদ (১৪৩৫), ইরওয়া (৩/৩৪৮-৩৫০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীস আমরা শুধু আবুয্ যিনাদের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্তভাবে অবগত হয়েছি।

٣٧٦٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَطَاءٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ : «إِذَا كَانَ غَدَاةَ الْإِثْنَيْنِ؛ فَأْتِنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ، حَتَّى أَدْعُوَ لَكَ بِدَعْوَةٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا وَوَلَدَكَ»، فَغَدَا وَغَدَوْنَا مَعَهُ، وَأَلْبَسَنَا كِسَاءً، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ؛ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، لاَ تُغَادِرُ ذَنْبًا اللَّهُمَّ! احْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ».

-حسن : «المشكاة» (٦١٤٩).

৩৭৬২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-'আব্বাস (রাযিঃ)-কে বললেন ঃ আগামী সোমবার

প্রভাতে আপনি আমার কাছে আসবেন এবং আপনার সন্তানদেরকেও সাথে নিয়ে আসবেন। আপনার জন্য এবং আপনার সন্তানদের জন্য আমি একটি দু'আ করব, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকেও উপকৃত করবেন এবং আপনার সন্তানদেরও। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, প্রভাতে তিনি গেলেন এবং তার সঙ্গে আমরাও গেলাম। তিনি আমাদের শরীরে একখানা চাদর জড়িয়ে দিলেন, তারপর বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আল-'আব্বাস ও তার সন্তানদের বাহির ও ভিতর উভয় দিক এমনভাবে ক্ষমা করে দিন যার পর তাদের আর কোন অপরাধ বাকি না থাকে। হে আল্লাহ! তাকে তার সন্তানদের ব্যাপারে হিফাযাত করুন"।

হাসান ঃ মিশকাত (৬১৪৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র উপর্যুক্ত সনদে অবগত হয়েছি।

٣٠- بَابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ জা'ফার ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٦٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيْرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٢٢٦)، «المشكاة» (٦١٥٣).

৩৭৬৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি (স্বপ্নে) জা'ফারকে জান্নাতের মধ্যে ফেরেশতাদের সঙ্গে উড়ে বেড়াতে দেখেছি।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১২২৬), মিশকাত (৬১৫৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফারের সনদে

জানতে পেরেছি। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন প্রমুখ তাকে যঈফ বলেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার হলেন 'আলী ইবনুল মাদীনীর বাবা। এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : مَا احْتَذَى النِّعَالَ، وَلاَ انْتَعَلَ، وَلاَ رَكِبَ الْمَطَايَا، وَلاَ رَكِبَ الْكُوْرَ - بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -؛ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرٍ.

-صحيح الإسناد موقونا.

৩৭৬৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর জা'ফার (রাযিঃ)-এর চেয়ে উত্তম কোন লোক জুতা পরিধান করেনি, জন্তুযানে আরোহণ করেনি, উটের হাওদায় উঠেনি।

সনদ সহীহ, মাওকূফ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

আল-কাওর অর্থ- হাওদা।

٣٧٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي».

وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ.

-صحيح : ق.

৩৭৬৫। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ জা'ফার ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ)-কে বলেন ঃ তুমি দৈহিক গঠনে ও স্বভাব-চরিত্রে আমার মতো। এ হাদীসে একটি ঘটনা আছে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সুফ্ইয়ান ইবনু ওয়াকী' উবাই হতে, তিনি ইসরাঈল হতে ..... অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١- بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ আল-হাসান ইবনু 'আলী এবং আল-হুসাইন ইবনু 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٦٨- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ نُعْمٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ؛ سَيِّدَاشَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

-صحيح : «الصحيحة» (٧٩٦).

৩৭৬৮। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল-হাসান ও আল-হুসাইন (রাযিঃ) প্রত্যেকেই জান্নাতী যুবকদের সরদার।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৭৯৬)

সুফ্ইয়ান ইবনু ওয়াকী'-জারীর ও মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইল হতে, তিনি ইয়াযীদ (রাহঃ) হতে এই সনদে একই রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু আবী নু'ম হলেন 'আবদুর রহমান ইবনু আবী নু'ম আল-বাজালী, কূফার অধিবাসী। তার উপনাম আবুল হাকাম।

٣٧٦٩- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ : أَخْبَرَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ أَبِيْ سَهْلٍ النَّبَّالُ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : طَرَقْتُ

النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ، لاَ أَدْرِي مَا هُوَ؟ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِيْ؛ قُلْتُ : مَا هَذَا الَّذِيْ أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ قَالَ : فَكَشَفَهُ؛ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ، فَقَالَ : «هَذَانِ ابْنَايَ، وَابْنَا ابْنَتِيَ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُمَا؛ فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا».

-حسن : «المشكاة» (٦١٥٦ - التحقيق الثاني).

৩৭৬৯। উসামাহ্ ইবনু যাইদ (রাযিঃ) বলেন, এক রাতে আমার কোন দরকারে নাবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। অতএব নাবী ﷺ এমন অবস্থায় বাইরে এলেন যে, একটা কিছু তাঁর পিঠে জড়ানো ছিল যা আমি অবগত ছিলাম না। আমি আমার দরকার সেরে অবসর হয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনার দেহের সঙ্গে জড়ানো এটা কি? তিনি পরিধেয় বস্ত্র উন্মুক্ত করলে দেখা গেল তাঁর দুই কোলে হাসান ও হুসাইন (রাযিঃ)। তিনি বললেন ঃ এরা দু'জন আমার পুত্র এবং আমার কন্যার পুত্র। **হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে মুহাব্বাত করি। সুতরাং তুমি তাদেরকে মুহাব্বাত কর এবং যে ব্যক্তি এদেরকে মুহাব্বাত করবে, তুমি তাদেরকেও মুহাব্বাত কর।**

হাসান ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৬১৫৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٧٧٠- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ نُعْمٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ؛ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : انْظُرُوْا إِلَى هَذَا؛ يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ؛ وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ! وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِنَّ الْحَسَنَ

وَالْحُسَيْنَ: هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا».

-صحيح : «المشكاة» (٦١٥٥)، «الصحيحة» (٥٦٤) : خ مختصراً.

৩৭৭০। 'আবদুর রহমান ইবনু আবী নু'ম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ইরাকবাসী মাছির রক্ত কাপড়ে লাগলে তার বিধান প্রসঙ্গে ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর কাছে জানতে চায়। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) বললেন, তোমরা তার প্রতি লক্ষ্য কর, সে মাছির রক্ত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করছে। অথচ তারাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্রকে (নাতি হুসাইন) হত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ আল-হাসান ও আল-হুসাইন দু'জন এই পৃথিবীতে আমার দু'টি সুগন্ধময় ফুল।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬১৫৫), সহীহাহ্ (৫৬৪), বুখারী সংক্ষিপ্তভাবে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। শু'বাহ্ (রাহঃ) এ হাদীস মাহ্দী ইবনু মাইমূন হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়া'কূবের সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতেও নাবী ﷺ হতে একই রকম হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ -، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ : صَعِدَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ : «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، يُصْلِحُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ».

-صحيح : «الروض النضير» (٩٢٣)، «الإرواء» (١٥٩٧) خ.

৩৭৭৩। আবূ বাক্রাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মাসজিদে নাববীর) মিম্বারে উঠে বললেন ঃ আমার এ পুত্র (হাসান) নেতা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে (মুসলমানদের) দু'টি বিবদমান দলের মাঝে সমঝোতা স্থাপন করাবেন।

সহীহ ঃ রাওযুন্ নাযীর (৯২৩), ইরওয়া (১৫৯৭), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। "এই পুত্র" দিয়ে আল-হাসান ইবনু 'আলী (রাযিঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

٣٧٧٤- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُنَا؛ إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ أَحْمَرَانِ، يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَحَمَلَهُمَا، وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : «صَدَقَ اللّٰهُ ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾! فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ، يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَلَمْ أَصْبِرْ، حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيْثِيْ وَرَفَعْتُهُمَا».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٦٠٠).

৩৭৭৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার পিতা বুরাইদাহ্ (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ হাসান ও হুসাইন (রাযিঃ) লাল বর্ণের জামা পরিহিত অবস্থায় (শিশু হওয়ার কারণে) আছাড় খেতে খেতে হেঁটে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার হতে নেমে তাদের দু'জনকে তুলে এনে নিজের সম্মুখে বসান, তারপর বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন, "তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ"– (সূরা তাগাবুন ১৫)। আমি তাকিয়ে দেখলাম এই শিশু দু'টি আছাড় খেতে খেতে হেঁটে আসছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, এমনকি আমার বক্তৃতা বন্ধ করে তাদেরকে তুলে নিতে বাধ্য হলাম।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৩৬০০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র আল-হুসাইন ইবনু ওয়াকিদ-এর বর্ণনার প্রেক্ষিতেই এটি অবগত হয়েছি।

٣٧٧٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «حُسَيْنٌ مِنِّي، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ».

-حسن : «ابن ماجه» (١٤٤).

৩৭৭৫। ইয়া'লা ইবনু মুর্‌রাহ্‌ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হুসাইন আমার হতে এবং আমি হুসাইন হতে। যে লোক হুসাইনকে মুহাব্বাত করে, আল্লাহ তাকে মুহাব্বাত করেন। নাতিগণের মাঝে একজন হল হুসাইন।

হাসান ঃ ইবনু মাজাহ (১৪৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উসমান ইবনু খুসাইমের সূত্রেই জেনেছি। একাধিক বর্ণনাকারী এটি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উসমান ইবনু খুসাইম হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٧٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ؛ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ.

-صحيح : خ.

৩৭৭৬। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লোকদের মাঝে দৈহিক কাঠামোয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আল-হাসান ইবনু 'আলীর তুলনায় বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিল না।

সহীহ ঃ বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ.

-صحيح : ق، وقد مضى (٢٦٧٦).

৩৭৭৭। আবূ জুহাইফাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি দেখেছি। আল-হাসান ইবনু 'আলী ছিলেন (দৈহিক কাঠামোয়) তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। পূর্বে (২৬৭৬) নং হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক্ব, ইবনু 'আব্বাস ও ইবনুয যুবাইর (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٧٧٨- حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ، فَجِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ، فَجَعَلَ يَقُولُ بِقَضِيبٍ لَهُ فِي أَنْفِهِ، وَيَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا، قَالَ : قُلْتُ : أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

-صحيح : «المشكاة» (٦١٧٠ - التحقيق الثاني) خ.

৩৭৭৮। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) বলেন, আমি ইবনু যিয়াদের নিকট হাযির ছিলাম। সে সময় আল-হুসাইন (রাযিঃ)-এর শির (কারবালা হতে) এনে হাযির করা হল। সে তার নাকে ছড়ি মারতে মারতে (ব্যঙ্গোক্তি করে) বলতে লাগল, এর ন্যায় সুশ্রী আমি কাউকে তো দেখিনি! বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় আমি বললাম, সতর্ক হও! লোকদের মাঝে (দৈহিক কাঠামোয়) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আল-হুসাইন ইবনু 'আলীর তুলনায় বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিল না।

সহীহ ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৬১৭০), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٧٨٠- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ : لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ؛ نُضِّدَتْ فِي الْمَسْجِدِ فِي الرَّحَبَةِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ؛ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ : قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ؛ فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلُ الرُّؤُوْسَ؛ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مَنْخَرَي عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ، فَمَكَثَتْ هُنَيْهَةً، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَذَهَبَتْ حَتَّى تَغَيَّبَتْ، ثُمَّ قَالُوا : قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ، فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا.

-صحيح الإسناد.

৩৭৮০। 'উমারাহ্ ইবনু 'উমাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ ও তার সাথীদের ছিন্ন মস্তক এনে কূফার আর-রাহ্বা নামক জায়গায় মাসজিদে স্তূপিকৃত করা হলে আমি সেখানে গেলাম। সে সময় লোকেরা এসে গেছে, এসে গেছে বলে চেচামেচি করতে লাগল। দেখা গেল একটি সাপ এসে ঐসব মাথাসমূহের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছিল। এমনকি সাপটি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করল, তারপর বের হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকেরা আবারও চীৎকার করে বলতে লাগলো, এসে গেছে এসে গেছে। এরূপে সাপটি দু'বার অথবা তিনবার এসে তার নাকের ছিদ্রে ঢুকে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর বের হয়ে যায়।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالَا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ، عَنِ

الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : سَأَلَتْنِي أُمِّي : مَتَى عَهْدُكَ - تَعْنِي - بِالنَّبِيِّ ﷺ؟ فَقُلْتُ : مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَنَالَتْ مِنِّي، فَقُلْتُ لَهَا : دَعِينِي آتِي النَّبِيَّ ﷺ؛ فَأُصَلِّي مَعَهُ الْمَغْرِبَ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، فَصَلَّى، حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَتَبِعْتُهُ، فَسَمِعَ صَوْتِي، فَقَالَ : «مَنْ هَذَا؛ حُذَيْفَةُ؟»، قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : «مَا حَاجَتُكَ؛ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ؟!»، قَالَ : «إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ - قَطُّ - قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ؛ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ، وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

صحيح : «التعليق الرغيب» (٢٠٥، ٢٠٦)، «المشكاة» (٦١٦٢)، «الصحيحة» (٢٧٨٥).

৩৭৮১। হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার মা আমাকে প্রশ্ন করেন, নাবী ﷺ-এর নিকট তুমি কখন যাবে? আমি বললাম, আমি এতদিন হতে তাঁর নিকট উপস্থিত পরিত্যাগ করেছি। এতে তিনি আমার উপর নারাজ হন। আমি তাকে বললাম, নাবী ﷺ-এর সঙ্গে আমাকে মাগরিবের নামায আদায় করতে ছেড়ে দিন। তাহলে আমি তাঁর কাছে আমার ও আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করব। অতএব নাবী ﷺ-এর নিকট আমি হাযির হয়ে তাঁর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। তারপর তিনি নফল নামায আদায় করতে থাকলেন, অবশেষে তিনি এশার নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন এবং আমি তাঁর পিছু পিছু গেলাম। তিনি আমার আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, হুযাইফাহ্? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার কি দরকার, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এবং তোমার

মাকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেন ঃ একজন ফেরেশতা যিনি আজকের এ রাতের আগে কখনও পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সালাম করার জন্য এবং আমার জন্য এ সুখবর বয়ে আনার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুমতি চেয়েছেন ঃ ফাতিমাহ্ জান্নাতের নারীদের নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (২০৫, ২০৬), মিশকাত (২১৬২), সহীহাহ্ (২৭৮৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র ইসরাঈলের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতেই জানতে পেরেছি।

٣٧٨٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ فُضَيْلِ ابْنِ مَرْزُوْقٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَقَالَ : «اللّٰهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُمَا؛ فَأَحِبَّهُمَا».

-صحيح : «الصحيحة» (٢٧٨٩).

৩৭৮২। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ হাসান ও হুসাইনকে দেখে বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি এ দু'জনকে মুহাব্বাত করি, সুতরাং তুমিও তাদেরকে মুহাব্বাত কর।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৭৮৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاضِعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ؛ وَهُوَ يَقُوْلُ : «اللّٰهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُ؛ فَأَحِبَّهُ».

-صحيح : «الصحيحة» (٢٧٨٩) ق.

৩৭৮৩। 'আদী ইবনু সাবিত (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি : নাবী ﷺ-কে 'আলীর পুত্র হাসানকে তাঁর কাঁধে তুলে নিয়ে আমি বলতে শুনেছি : "হে আল্লাহ! একে আমি মুহাব্বাত করি, অতএব তাকে তুমিও মুহাব্বাত কর।

সহীহ : সহীহাহ্ (২৭৮৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এটা ফুযাইল ইবনু মারযূক (রাহঃ) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা বেশি সহীহ।

٣٢- بَابُ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ : ৩২ ॥ আহ্‌লে বাইত-এর মর্যাদা

٣٧٨٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ - هُوَ الْأَنْمَاطِيُّ -، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا : كِتَابَ اللّٰهِ، وَعِتْرَتِي؛ أَهْلَ بَيْتِيْ».

-صحيح : «المشكاة» (٦١٤٣ - التحقيق الثاني).

৩৭৮৬। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি তাঁর বিদায় হাজ্জে আরাফার দিন তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীতে আরোহিত অবস্থায় বক্তৃতা দিতে দেখেছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছি : হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমি এমন জিনিস রেখে গেলাম, তোমরা তা ধারণ বা অনুসরণ করলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না : আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) এবং আমার ইতরাত অর্থাৎ আমার আহ্‌লে বাইত।

সহীহ : মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৬১৪৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবূ যার, আবূ সা'ঈদ, যাইদ ইবনু আরক্বাম ও হুযাইফাহ্ ইবনু উসাইদ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব। যাইদ ইবনুল হাসান হতে সা'ঈদ ইবনু সুলাইমান ও একাধিক বিশেষজ্ঞ 'আলিম হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رَبِيبِ النَّبِيِّ ﷺ -، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ! هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي؛ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا»، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَالَ : «أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ، وَأَنْتِ إِلَى خَيْرٍ».

-صحيح : مضى برقم (٣٢٠٥).

৩৭৮৭। নাবী ﷺ-এর পোষ্য 'উমার ইবনু আবী সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ)-এর ঘরে এ আয়াত নাবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "হে নাবীর পরিবার! আল্লাহ তা'আলা তো চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র করতে"– (সূরা আহ্যাব ৩৩)। সে সময় নাবী ﷺ ফাতিমাহ্, হাসান ও হুসাইন (রাযিঃ)-কে ডাকেন এবং তাদেরকে একখানা চাদরে আবৃত করেন। তাঁর পেছনে 'আলী (রাযিঃ) ছিলেন। তিনি তাঁকেও চাদরে ঢেকে নেন, তারপর বললেন ঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত। অতএব তুমি তাদের হতে অপবিত্রতা অপসারণ করে দাও এবং তাদেরকে উত্তমভাবে পবিত্র কর"। সে সময় উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ)

বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত কি? তিনি বললেন ঃ তুমি স্বস্থানে আছ এবং তুমি কল্যাণের মাঝেই আছ।

সহীহ ঃ ৩২০৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামাহ্, মা'কিল ইবনু ইয়াসার, আবুল হামরা ও আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি উপর্যুক্ত সনদে হাসান গারীব।

٣٧٨٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ كُوْفِيٌّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ. وَالْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -، قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِيْ؛ أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ : كِتَابُ اللّٰهِ؛ حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ؛ فَانْظُرُوْا كَيْفَ تَخْلُفُوْنِيْ فِيْهِمَا؟».

-صحيح : «المشكاة» (٦١٤٤)، (الروض النضير» (٩٧٧، ٩٧٨)، «الصحيحة» (٤/٣٥٦/٣٥٧).

৩৭৮৮। যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমি এমন জিনিস রেখে গেলাম যা তোমরা শক্তরূপে ধারণ (অনুসরণ) করলে আমার পরে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তার একটি অন্যটির তুলনায় বেশি মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঃ আল্লাহ তা'আলার কিতাব যা আকাশ হতে মাটি পর্যন্ত দীর্ঘ এক রশি এবং আমার পরিবার অর্থাৎ আমার আহ্লে বাইত। এ দু'টি কখনও আলাদা হবে না কাওসার নামক ঝর্ণায় আমার সঙ্গে একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত। অতএব তোমরা লক্ষ্য কর আমার পরে দু'জনের সঙ্গে তোমরা কিভাবে আচরণ কর।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬১৪৪), রাওযুন্ নাযীর (৯৭৭, ৯৭৮), সহীহাহ্ (৪/৩৫৬-৩৫৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٣- بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ মু'আয ইবনু জাবাল, যাইদ ইবনু সাবিত, উবাই ইবনু কা'ব ও আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ্ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٩٠- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ دَاوُدَ الْعَطَّارِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي : أَبُوْ بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِيْ أَمْرِ اللّٰهِ : عُمَرُ، وأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً : عُثْمَانُ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ : زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ : أُبَيٌّ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ : أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٥٤).

৩৭৯০। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মাঝে আবূ বাক্‌র আমার উম্মাতের প্রতি সবচাইতে বেশী দয়ালু। আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রয়োগে 'উমার তাদের মাঝে সবচাইতে বেশী কঠোর। তাদের মাঝে 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান সবচাইতে বেশী লাজুক। তাদের মাঝে হালাল ও হারাম প্রসঙ্গে মু'আয ইবনু জাবাল সবচাইতে বেশী ওয়াকিফহাল। তাদের মাঝে ফারায়িয (উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান) সম্বন্ধে যাইদ ইবনু সাবিত সবচাইতে বেশী অভিজ্ঞ। তাদের মধ্যে অধিক উত্তমরূপে কুরআন মাজীদ পাঠকারী উবাই

ইবনু কা'ব। আর প্রত্যেক উম্মাতের একজন সবচাইতে বেশী বিশ্বস্ত লোক থাকে। এ উম্মাতের সর্বাধিক বিশ্বস্ত লোক আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনুল জার্রাহ।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৫৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র উপর্যুক্ত সনদেই ক্বাতাদাহ্র বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে জেনেছি। এ হাদীস আবূ ক্বিলাবাহ্ আনাস (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে একই রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ ক্বিলাবার হাদীসই বেশী প্রসিদ্ধ।

٣٧٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي : أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ : عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً : عُثْمَانُ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ : أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَفْرَضُهُمْ : زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ : مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ : أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٥٤).

৩৭৯১। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মাঝে আবূ বাক্র (রাযিঃ) হলেন আমার উম্মাতের প্রতি সর্বাধিক দয়ালু, তাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান প্রয়োগে সর্বাধিক কঠোর হলেন 'উমার, তাদের মাঝে সর্বাধিক লজ্জাশীল হলেন 'উসমান, তাদের মাঝে সর্বাধিক উত্তম কুরআন পাঠকারী হলেন উবাই ইবনু কা'ব, তাদের মাঝে ফারাইয সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত হলেন যাইদ ইবনু সাবিত এবং তাদের মাঝে হালাল-হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত হলেন মু'আয ইবনু জাবাল, সাবধান প্রত্যেক উম্মাতের মাঝেই একজন সর্বাধিক

বিশ্বস্ত লোক আছে। আমার উম্মাতের মাঝে সর্বাধিক বিশ্বস্ত লোক হলেন আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনুল জার্রাহ্।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ১৫৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : «إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا﴾، قَالَ : وَسَمَّانِي؟! قَالَ : «نَعَمْ»، فَبَكَى.

-صحيح : «الصحيحة» (٢٩٠٨) :ق.

৩৭৯২। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ)-কে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে হুকুম দিয়েছেন আমি তোমাকে যেন "লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ" সূরাটি পাঠ করে শুনাই। উবাই (রাযিঃ) প্রশ্ন করলেন, তিনি কি আমার নামোল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। এতে উবাই (রাযিঃ) কেঁদে ফেলেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৯০৮), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ ..... অতঃপর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٧٩٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ : «إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ»، فَقَرَأَ عَلَيْهِ : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾، فَقَرَأَ فِيهَا : «إِنَّ

ذَاتَ الدِّيْنِ عِنْدَ اللّٰهِ : الْحَنِيْفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ؛ لاَ الْيَهُوْدِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَانِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا؛ فَلَنْ يُكْفَرَهُ»، وَقَرَأَ عَلَيْهِ : «وَلَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ؛ لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا؛ لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

-صحيح : ق.

৩৭৯৩। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট কুরআন পাঠ করতে আদেশ করেছেন, অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, "আহলে কিতাবদের মাঝে কাফির নয়" আর তাতে পাঠ করলেন, "আল্লাহর নিকট দ্বীনদার লোক হলেন একনিষ্ঠ মুসলিম ব্যক্তি। ইয়াহূদীরাও নয় নাস্‌রানীরাও নয়। যে ব্যক্তি ভাল 'আমাল করবেন তিনি তা অস্বীকার করবেন না। তিনি আরও পাঠ করলেন, ইবনু আদামের নিকট যদি এক উপত্যকা সম্পদ থাকে তাহলে সে দ্বিতীয় উপত্যকা কামনা করবে, আর যদি দ্বিতীয় উপত্যকা থাকে, তাহলে সে তৃতীয় উপত্যকা কামনা করে। মাটি ব্যতীত আর কিছুতেই ইবনু আদামের পেট ভরবে না। যে তাওবাহ্ করবে আল্লাহ তার তাওবাহ্ ক্বূল করবেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান। এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

এটি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু আব্‌যা তার পিতা হতে, তিনি উবাই ইবনু কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, নাবী ﷺ উবাই ইবনু কা'বকে বললেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন যেন আপনার নিকট কুরআন পাঠ করি। ক্বাতাদাহ্ আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ উবাই (রাযিঃ)-কে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট কুরআন পাঠ করতে আদেশ করেছেন।

٣٧٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ؛ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ : أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. قُلْتُ لِأَنَسٍ : مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ : أَحَدُ عُمُومَتِي.

–صحيح : ق.

৩৭৯৪। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় চারজন ব্যক্তি কুরআন সংকলন করেন, তাঁরা সকলেই আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ঃ উবাই ইবনু কা'ব, মু'আয ইবনু জাবাল, যাইদ ইবনু সাবিত ও আবূ যাইদ (রাযিঃ)। আমি (ক্বাতাদাহ্) আনাস (রাযিঃ)-কে বললাম, আবূ যাইদ কে? তিনি বললেন, আমার একজন চাচা।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧٩٥– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ –، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ! نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ! نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ! نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ! نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ! نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ! نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ!».

–صحيح : وقد تقدم أوله برقم (٣٥١٢).

৩৭৯৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আবূ বাক্‌র কতই না ভাল, 'উমার কতই না ভাল, আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ্ কতই না ভাল, উসাইদ ইবনু হুযাইর কতই না ভাল, সাবিত ইবনু ক্বাইস ইবনু শাম্মাস কতই না ভাল, মু'আয ইবনু জাবাল কতই না ভাল এবং মু'আয ইবনু 'আম্‌র ইবনুল জামূহ কতই না ভাল।

সহীহ ঃ হাদীসের প্রথমাংশ (৩৫১২) নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা শুধুমাত্র সুহাইলের হাদীস হিসেবে এটি অবগত হয়েছি।

٣٧٩٦- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ : جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالاَ : ابْعَثْ مَعَنَا أَمِينًا. فَقَالَ : «فَإِنِّي سَأَبْعَثُ مَعَكُمْ أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ»، فَأَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. قَالَ : وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ صِلَةَ؛ قَالَ : سَمِعْتُهُ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً.

صحيح : «المشكاة» (٦١٢٣ - التحقيق الثاني) : ق، وانظر «الصحيحة» (١٩٦٤).

৩৭৯৬। হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাজরানবাসীদের নেতা ও তার নায়েব নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলে, আমাদের সঙ্গে আপনার বিশ্বস্ত লোককে প্রেরণ করেন। তিনি বললেন ঃ আমি শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত লোককেই প্রেরণ করব যিনি প্রকৃতই বিশ্বস্ত। লোকেরা এই সেবা আঞ্জাম দেয়ার আশা করতে থাকে। তিনি আবূ 'উবাইদাহ্ (রাযিঃ)-কে প্রেরণ করেন। অধঃস্তন বর্ণনাকারী আবূ ইসহাক্ব যখনই সিলাহ্ হতে উক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করতেন সে সময় বলতেন, আমি এ হাদীস 'সিলাহ্' হতে প্রায় ষাট বছর আগে শুনেছি।

সহীহ ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৬১২৩), বুখারী ও মুসলিম, দেখুন সহীহাহ্ (১৯৬৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস ইবনু 'উমার ও আনাস (রাযিঃ) হতে, তারা নাবী ﷺ হতে এই সনদেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ "প্রত্যেক উম্মাতেরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। এ উম্মাতের বিশ্বস্ত লোক হল আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ।"

মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার সাল্ম ইবনু কুতাইবাইহ্ ও আবূ দাউদ হতে, তারা শু'বাহ্ হতে, তিনি আবূ ইসহাক্ব হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেছেন, সিলাহ্ ইবনু যুফারের হৃদয় স্বর্ণের মত।

সনদ সহীহ, মাওকূফ।

٣٥- بَابُ مَنَاقِبِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٧٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : جَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : «ائْذَنُوا لَهُ، مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٤٦).

৩৭৯৮। 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাযিঃ) এসে নাবী ﷺ-এর সঙ্গে দেখার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাকে আসার অনুমতি দাও। স্বাগতম পবিত্র সত্তা ও পবিত্র স্বভাবের ব্যক্তিকে।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৪৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٧٩٩- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ - كُوفِيٌّ -، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؛ إِلاَّ اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٤٨).

৩৭৯৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখনই আম্মারকে দু'টি বিষয়ের মাঝে একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে সে সময় সে প্রত্যেকটির মাঝে সর্বোত্তমটিকে (অপেক্ষাকৃত মজবুতটিকে) এখতিয়ার করেছে।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৪৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। কেননা 'আবদুল 'আযীয ইবনু সিয়াহ্-এর রিওয়ায়াত ছাড়া আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে অবহিত নই। তিনি হলেন কূফার শাইখ। লোকেরা তার নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছে। তার এক পুত্র ছিল, যিনি ইয়াযীদ ইবনু 'আবদুল 'আযীয নামে পরিচিত এবং যিনি সিক্বাহ বর্ণনাকারী ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদাম তার সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমরা বসা ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমার জানা নেই, আর কত দিন আমি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকব। সুতরাং তোমরা আমার পরের দু'জন লোকের অনুসরণ কর এবং তিনি আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিঃ)-এর দিকে ইশারা করেন। আর তোমরা 'আম্মারের অনুসৃত পন্থা অনুসরণ কর এবং যে হাদীস ইবনু মাস'উদ তোমাদের কাছে রিওয়ায়াত করে তা বিশ্বাস কর।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৯৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীস ইবরাহীম ইবনু সা'দ সুফ্ইয়ান সাওরী হতে, তিনি 'আবদুল মালিক ইবনু 'উমাইর হতে, তিনি রিব'ঈর মুক্তদাস হিলাল হতে, তিনি রিব'ঈ হতে, তিনি হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন। সালিম আল-মুরাদী আল-কূফী এ হাদীস 'আম্‌র ইবনু হারিম হতে, তিনি রিব'ঈ ইবনু হিরাশ হতে, তিনি হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٠٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَبْشِرْ عَمَّارُ! تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ».

-صحيح : «الصحيحة» (٧١٠).

৩৮০০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হে ‘আম্মার! সুখবর গ্রহণ কর, বিদ্রোহী দলটি তোমাকে হত্যা করবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৭১০)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামাহ্, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র, আবুল ইয়াসার ও হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং আ‘লা ইবনু ‘আবদুর রহমানের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব।

٣٦- بَابُ مَنَاقِبِ أَبِيْ ذَرٍّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ আবূ যার আল-গিফারী (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٠١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ - وَهُوَ أَبُوْ الْيَقْظَانِ -، عَنْ أَبِيْ حَرْبِ بْنِ أَبِيْ الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ، وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ؛ أَصْدَقَ مِنْ أَبِيْ ذَرٍّ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٥٦).

৩৮০১। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ আবূ যার হতে বেশি সত্যবাদী কাউকে আকাশ ছায়া দান করেনি এবং মাটি ও তার বুকে বহন করেনি।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৫৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবুদ্ দারদা ও আবূ যার (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

٣٧- بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرَةَ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْمَوْتُ؛ قِيلَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! أَوْصِنَا، قَالَ : أَجْلِسُونِي، فَقَالَ : إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ مَكَانَهُمَا؛ مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا؛ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ : عِنْدَ عُوَيْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ الَّذِي كَانَ يَهُوْدِيًّا فَأَسْلَمَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ».

-صحيح : «المشكاة» (٦٢٣١).

৩৮০৪। ইয়াযীদ ইবনু 'উমাইরাহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ)-এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তাকে বলা হল, হে 'আবদুর রহমানের বাবা! আমাদেরকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে বসাও। তিনি বললেন, 'ইল্ম ও ঈমান নিজস্ব জায়গায়ই বিদ্যমান আছে, যে তা অন্বেষণ করবে সে তা লাভ করবে। তিনি তিনবার এ কথা বললেন। তোমরা চার লোকের নিকট 'ইল্ম অনুসন্ধান কর ঃ 'উয়াইমির আবুদ্ দারদা (রাযিঃ)-এর নিকট, সালমান ফারসী (রাযিঃ)-এর নিকট, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ)-এর নিকট এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিঃ)-এর নিকট। শেষোক্তজন প্রথমে ইয়াহূদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে

শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম জান্নাতের দশজনের মাঝে দশম লোক।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬২৩১)।

এ অনুচ্ছেদে সা'দ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٨- بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٠٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي : أَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٩٧).

৩৮০৫। ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার পরে তোমরা আমার সাহাবীদের মাঝে আবূ বাক্‌র ও 'উমারের অনুসরণ কর এবং 'আম্মারের অনুসৃত পথ অবলম্বন কর আর ইবনু মাসউদের ওয়াসীয়াত শক্তভাবে ধারণ কর।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৯৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে ইবনু মাস'উদের হাদীস হিসেবে এটি হাসান গারীব। কেননা এ হাদীস আমরা শুধু ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সালামাহ্‌ ইবনু কুহাইলের রিওয়ায়াত হিসেবে জানতে পেরেছি। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সালামাহ্‌ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আবুয্‌ যা'রা নামে দুই লোক রয়েছেন। তাদের একজনের নাম 'আবদুল্লাহ ইবনু হানী এবং অন্যজন যার হতে শু'বাহ্‌ ও সাওরী হাদীস রিওয়ায়াত করেন। ইবনু 'উয়াইনাহ্‌র নাম 'আম্‌র ইবনু

'আম্‌র। তিনি ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ)-এর শীষ্য আবুল আহ্ওয়াসের ভাইয়ের ছেলে।

٣٨٠٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوْسَى يَقُوْلُ : لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِيْ مِنَ الْيَمَنِ، وَمَا نُرَى - حِيْنًا - إِلاَّ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لِمَا نَرَى مِنْ دُخُوْلِهِ وَدُخُوْلِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

-صحيح : ق.

৩৮০৬। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ) বলেন, আমি ও আমার সহোদর ইয়ামান হতে (মাদীনায়) আসা মাত্র আমরা ধারণা করতাম যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) নাবী ﷺ-এর পরিবারের একজন সদস্য। কেননা আমরা তাকে ও তার মাতাকে প্রায়ই নাবী ﷺ-এর কাছে আসা-যাওয়া করতে দেখতাম।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি এই সনদ সূত্রে হাসান সহীহ গারীব। সুফ্ইয়ান সাওরীও হাদীসটি আবূ ইসহাক্বের সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، قَالَ : أَتَيْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ، فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا؛ مَنْ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَدْيًا وَدَلاًّ؛ فَنَأْخُذَ عَنْهُ، وَنَسْمَعَ مِنْهُ؟ قَالَ : كَانَ أَقْرَبُ النَّاسِ هَدْيًا وَدَلاًّ وَسَمْتًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : ابْنَ مَسْعُوْدٍ، حَتّٰى يَتَوَارَى مِنَّا فِيْ بَيْتِهِ، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوْظُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ : هُوَ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللّٰهِ زُلْفَى.

-صحيح : «التعليقات الحسان» (٧٠٢٣) : خ مختصراً، دون قوله : حتّى يتوارى ...

৩৮০৭। 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)-এর কাছে এসে বললাম, আপনি আমাদেরকে এরূপ একজন ব্যক্তির সন্ধান দিন, যিনি আচার-আচরণে অপরদের চাইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেশি কাছের, যাতে আমরা তার নিকট দ্বীন শিখতে পারি এবং হাদীস শুনতে পারি। হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আচার-আচরণে ও চাল-চলনে ব্যক্তিদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক বেশি নিকটবর্তী হলেন ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ)। তিনি আমাদের মাঝ হতে অন্তরাল হয়ে তাঁর ঘরে অবস্থান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ্বস্ত সাহাবীগণ ভালভাবে অবগত আছেন যে, ইবনু উম্মু আব্দ ('আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ) তাদের প্রত্যেকের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার বেশি নৈকট্যলাভকারী।

সহীহ ঃ তা'লীকাত আল-হাস্সান (৭০২৩), বুখারী সংক্ষিপ্তাকারে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٨١٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خُذُوْا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ، وَسَالِمٍ - مَوْلَى أَبِيْ حُذَيْفَةَ -».

-صحيح : «الصحيحة» (١٨٢٧) ق.

৩৮১০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চার লোকের কাছ হতে কুরআন শিক্ষা কর ঃ ইবনু মাস'ঊদ, উবাই ইবনু কা'ব, মু'আয ইবনু জাবাল ও হুযাইফাহ্র মুক্ত দাস সালিম হতে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৮২৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٨١١- حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ أَبِيْ سَبْرَةَ، قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَسَأَلْتُ اللّٰهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا، فَيَسَّرَ لِيْ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّيْ سَأَلْتُ اللّٰهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا، فَوُفِّقْتَ لِيْ، فَقَالَ لِيْ : مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ؛ جِئْتُ أَلْتَمِسُ الْخَيْرَ وَأَطْلُبُهُ، قَالَ : أَلَيْسَ فِيْكُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ - مُجَابُ الدَّعْوَةِ -، وَابْنُ مَسْعُوْدٍ - صَاحِبُ طَهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَعْلَيْهِ -، وَحُذَيْفَةُ - صَاحِبُ سِرِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -، وَعَمَّارٌ الَّذِي أَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، وَسَلْمَانُ - صَاحِبُ الْكِتَابَيْنِ؟!

قَالَ قَتَادَةُ : وَالْكِتَابَانِ : الْإِنْجِيلُ وَالقرآنُ.

-صحيح : خ (٣٧٤٢، ٣٧٤٣) - حذيفة ولم يذكر سلمان.

৩৮১১। খাইসামাহ্ ইবনু আবূ সাবরাহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মাদীনায় এসে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলাম যে, তিনি যেন আমাকে একজন সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গী জুটিয়ে দেন। অতএব তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-কে আমার ভাগ্যে জুটিয়ে দিলেন। তার পাশে বসে আমি তাকে বললাম, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমাকে একজন সৎকসর্মপরায়ণ সঙ্গী মিলিয়ে দেন। অতএব আপনি আমার জন্য সহজলভ্য হয়েছেন। তিনি (আমাকে) প্রশ্ন করেন, তুমি এসেছ কোথা হতে? আমি বললাম, আমি কূফার অধিবাসী। আমি মঙ্গলের সন্ধানে এসেছি এবং তাই খোঁজ করছি। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কি সা'দ ইবনু মালিক (রাযিঃ), যার দু'আ কুবূল হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূর পানি ও জুতা বহনকারী ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ), রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন

তথ্যের খাজাঞ্চী হুযাইফাহ্ (রাযিঃ), 'আম্মার (রাযিঃ) যাকে আল্লাহ তাঁর নাবীর ভাষায় শাইতানের আক্রমণ হতে নিরাপত্তা দান করেছেন এবং দুই কিতাবধারী সালমান (রাযিঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ বিদ্যমান নেই? ক্বাতাদাহ্ (রাহঃ) বলেন, দুই কিতাব হল ইনজীল ও কুরআন।

সহীহ ঃ বুখারী (৩৭৪২, ৩৭৪৩) হুযাইফাহ্ হতে, এ হাদীসদ্বয়ে সালমানের উল্লেখ নেই।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। খাইসামাহ্ হলেন 'আবদুর রহমান ইবনু আবী সাবরার পুত্র। তাকে তার দাদার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

٤٠- بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ যাইদ ইবনু হারিসাহ্ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨١٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : مَا كُنَّا نَدْعُوْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، إِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتّٰى نَزَلَتْ ﴿ادْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ﴾.

-صحيح : ق، وهو مكرر الحديث (٣٢٠٩).

৩৮১৪। সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে তাঁর বাবার সনদে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা যাইদ (রাযিঃ)-কে যাইদ ইবনু হারিসাহ্ না বলে বরং যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ ﷺ বলে সম্বোধন করতাম। অবশেষে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) ঃ "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাকো, এটাই আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে বেশি ন্যায়সঙ্গত"– (সূরা আহ্যাব ৫)।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। এটি ৩২০৯ নং হাদীসের পুনরুক্তি।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٣٨١٥- حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَصْرِيُّ : وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرُّوْمِيِّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ حَارِثَةَ - أَخُوْ زَيْدٍ -، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ابْعَثْ مَعِي أَخِيْ زَيْدًا؟ قَالَ : «هُوَ ذَا»، قَالَ : فَإِنِ انْطَلَقَ مَعَكَ؛ لَمْ أَمْنَعْهُ»، قَالَ زَيْدٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَاللّٰهِ لاَ أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا، قَالَ : فَرَأَيْتُ رَأْيَ أَخِيْ أَفْضَلَ مِنْ رَأْيِيْ.

-حسن : «المشكاة» (٦١٦٥ - التحقيق الثاني).

৩৮১৫। যাইদ ইবনু হারিসাহ্ (রাযিঃ)-এর সহোদর জাবালাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সহোদর যাইদকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন, এই তো সে হাযির। সে যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে চায়, তাকে আমি বাধা দিব না। যাইদ (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র ক্বসম! আমি আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে গ্রহণ করব না। বর্ণনাকারী (জাবালাহ্) বলেন, আমি দেখলাম আমার সিদ্ধান্তের তুলনায় আমার ভাইয়ের সিদ্ধান্তই বেশি উত্তম।

হাসান ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৬১৬৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র ইবনুর রুমী হতে 'আলী ইবনু মুসহির-এর সনদেই অবগত হয়েছি।

٣٨١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنْ تَطْعَنُوْا فِيْ إِمْرَتِهِ؛ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِيْ إِمْرَةِ أَبِيْهِ - مِنْ قَبْلُ -، وَأَيْمُ اللهِ؛ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ».

-صحيح : ق.

৩৮১৬। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন এক যুদ্ধাভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সামরিক বাহিনী পাঠান এবং উসামাহ্ ইবনু যাইদ (রাযিঃ)-কে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কিছু লোক উসামাহ্র নেতৃত্বের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করে। সে সময় নাবী ﷺ বললেন ঃ যদি আজ তোমরা উসামাহ্র নেতৃত্বের ব্যাপারে বিরূপ সমালোচনা করে থাক, তবে ইতোপূর্বে তোমরা তার বাবার নেতৃত্ব প্রসঙ্গেও বিরূপ সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্র ক্বসম! নিশ্চয়ই সে নেতৃত্বের বেশি যোগ্য ছিল এবং সমস্ত লোকের মাঝে আমার সবচাইতে বেশি পছন্দনীয় ছিল। আর তার পরে তার ছেলেও আমার কাছে সবার তুলনায় বেশি প্রিয়।

সহীহ্ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আলী ইবনু হুজর-ইসমাঈল ইবনু জা'ফার হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার হতে, তিনি ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٤١- بَابُ مَنَاقِبِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ উসামাহ্ ইবনু যাইদ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨١٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؛ هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِيْنَةَ،

فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ وَقَدْ أَصْمَتَ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيَّ وَيَرْفَعُهُمَا، فَأَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُوْ لِيْ.

-حسن : «المشكاة» (٦١٦٦).

৩৮১৭। মুহাম্মাদ ইবনু উসামাহ্ ইবনু যাইদ (রাযিঃ) হতে তাঁর বাবার সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি ও আরো কিছু লোক মাদীনায় গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমি প্রবেশ করলাম। তিনি নীরব ছিলেন এবং কোন কথা বলেননি। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দু'খানা আমার শরীরের উপর রাখতেন এবং তা উত্তোলন করতেন। তাতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমার জন্য দু'আ করছেন।

হাসান ঃ মিশকাত (৬১৬৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٨١٨- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ-، قَالَتْ : أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنَحِّيَ مُخَاطَ أُسَامَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ : دَعْنِيْ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا الَّذِي أَفْعَلُ، قَالَ : «يَا عَائِشَةُ! أَحِبِّيْهِ؛ فَإِنِّيْ أُحِبُّهُ».

-صحيح : «المشكاة» (٦١٦٧).

৩৮১৮। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ উসামাহ্র নাকের শ্লেষ্মা মুছে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমাকে অনুমতি দিন আমিই তা মুছে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ্! তুমি তাকে মুহাব্বাত করবে, কেননা আমি তাকে মুহাব্বাত করি।

সহীহ্ ঃ মিশকাত (৬১৬৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٢- بَابُ مَنَاقِبِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : مَا حَجَبَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إِلاَّ ضَحِكَ.

-صحيح : «ابن ماجه» (١٥٩) ق.

৩৮২০। জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কখনো তাঁর নিকট প্রবেশে বাধা প্রদান করেননি এবং আমাকে যখনই দেখেছেন তখনই হেসে দিয়েছেন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৫৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٨٢١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ : مَا حَجَبَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ.

-صحيح : انظر ما قبله وهو بهذا أرجح.

৩৮২১। জারীর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে কখনো বাধা দেননি এবং তিনি যখনই আমাকে দেখেছেন তখনই মুচকি হেসেছেন।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস। অত্র হাদীসে বর্ণিত শব্দাবলী অধিক প্রণিধানযোগ্য।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٤٣- بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكْتِبُ الْمُؤَدِّبُ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ابْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : دَعَا لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُؤْتِيَنِي اللّٰهُ الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ.

-صحيح : «الروض النضير» (٣٩٥).

৩৮২৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'বার দু'আ করেছেন।

সহীহ ঃ রাওযুন্ নাযীর (৩৯৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং 'আতার বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সনদে গারীব। হাদীসটি ইকরিমাহ্ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : ضَمَّنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَقَالَ : «اللّٰهُمَّ! عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ».

-صحيح : المصدر نفسه خ.

৩৮২৪। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর বুকে চেপে ধরে বললেন ঃ হে আল্লাহ! তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দান করুন।

সহীহ ঃ প্রাগুক্ত, বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٤- بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ؛ كَأَنَّمَا فِي يَدِي قِطْعَةُ إِسْتَبْرَقٍ، وَلاَ أُشِيرُ بِهَا إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْجَنَّةِ؛ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : «إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ - أَوْ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ -».

-صحيح : ق.

৩৮২৫। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমার হাতে একখণ্ড রেশমী কাপড়। আমি জান্নাতের যে দিকেই ইশারা করি সেটি আমাকে সেদিকেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। আমি ঘটনাটি হাফসা (রাযিঃ)-এর কাছে বর্ণনা করি। হাফসাহ্ (রাযিঃ) তা নাবী ﷺ-কে জানান। তিনি বলেন ঃ তোমার ভাই নিশ্চয়ই একজন সৎলোক অথবা বলেছেন, নিশ্চয়ই 'আবদুল্লাহ একজন সৎলোক।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٥- بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحًا، فَقَالَ : «يَا عَائِشَةُ! مَا أُرَى أَسْمَاءَ؛ إِلاَّ قَدْ

نُفِسَتْ؛ فَلَا تُسَمُّوهُ حَتَّى أُسَمِّيَهُ»، فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ بِيَدِهِ.

-حسن : خ (٣٩٠٩، ٣٩١٠).

৩৮২৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ যুবাইর (রাযিঃ)-এর ঘরে প্রদীপ জ্বলতে দেখে বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ্! আমার মনে হয় আসমা সন্তান প্রসব করেছে। তোমরা তার নাম রেখ না, আমিই তার নাম রাখব। অতএব তিনি তার নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ এবং একটি খেজুর চর্বন করে তা নিজ হাতে তার মুখে দেন।

হাসান ঃ বুখারী (৩৯০৯, ৩৯১০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٦- بَابُ مَنَاقِبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَسَمِعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ، فَقَالَتْ : بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ! أُنَيْسٌ؟ قَالَ : فَدَعَا لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ؛ قَدْ رَأَيْتُ مِنْهُنَّ اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَرْجُوْ الثَّالِثَةَ فِي الْآخِرَةِ.

-صحيح : ق.

৩৮২৭। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাদের এখান দিয়ে) যাচ্ছিলেন এবং আমার মা উম্মু সুলাইম (রাযিঃ) তাঁর আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, এই যে (আমার পুত্র) উনাইস। আনাস (রাযিঃ) বলেন, তারপর আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি দু'আ করেন। অবশ্য এর মাঝে দু'টি আমি দুনিয়াতেই লাভ করেছি এবং তৃতীয়টি আখিরাতে পাওয়ার আশা করি।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং উপর্যুক্ত সনদে গারীব। অবশ্য এ হাদীস আনাস (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে একাধিক সনদে বর্ণিত আছে।

٣٨٢٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : رُبَّمَا قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ!».

قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ : يَعْنِي : يُمَازِحُهُ.

-صحيح.

৩৮২৮। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ প্রায়ই আমাকে বলতেন ঃ হে দুই কানের অধিকারী। আবূ উসামাহ্ বলেন, অর্থাৎ তার সাথে তিনি (এ কথা বলে) রসিকতা করতেন।

সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ।

٣٨٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ : أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنَسٌ خَادِمُكَ؛ ادْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ».

-صحيح : «الصحيحة» (٢٢٤٦)، «تخريج مشكلة الفقر» (١٢) ق.

৩৮২৯। উম্মু সুলাইম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আনাস ইবনু মালিক আপনার সেবক, আল্লাহ তা'আলার নিকট তার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আনাসের ধন-মাল ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও এবং তুমি তাকে যা কিছু দিয়েছ তাতে বারাকাত দান কর।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২২৪৬), তাখরীজ মুশকিলাতুল ফাক্র (১২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٨٣٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِيْ خَلْدَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ : سَمِعَ أَنَسٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ، كَانَ يَجِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ.

-صحيح : «الصحيحة» (٢٢٤١).

৩৮৩৩। আবূ খাল্দাহ্ (রাহঃ) বলেন, আবুল 'আলিয়াহ্ (রাহঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, আনাস (রাযিঃ) কি নাবী ﷺ হতে হাদীস শুনেছেন? আবুল 'আলিয়াহ্ (অবাক হয়ে) বলেন, তিনি তো একাধারে দশ বছর তাঁর সেবা করেছেন এবং তাঁর জন্য নাবী ﷺ দু'আ করেছেন। তাঁর একটি বাগান ছিল যাতে বছরে দু'বার ফল ধরত। ঐ বাগানে একটি ফুলগাছ ছিল যা হতে কস্তুরির ঘ্রাণ আসত।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২২৪১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবূ খালদার নাম খালিদ ইবনু দীনার এবং তিনি হাদীস বিশারদদের মতে নির্ভরযোগ্য। তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তার নিকট হতে হাদীসও রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧- بَابُ مَنَاقِبِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদে ঃ ৪৭ ॥ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيْعِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَسَطْتُ ثَوْبِي عِنْدَهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ، فَجَمَعَهُ عَلَى قَلْبِيْ، فَمَا نَسِيتُ بَعْدَهُ.

-حسن الإسناد صحيحه.

৩৮৩৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর সম্মুখে আমার কাপড় (চাদরখানা) বিছিয়ে দিলাম। তারপর কাপড়খানা তুলে জড়ো করে তিনি আমার বুকের উপর রাখলেন। এরপর হতে আমি আর কোন কিছুই ভুলিনি।

সনদ হাসান সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপর্যুক্ত সূত্রে গারীব।

٣٨٣٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ، فَلاَ أَحْفَظُهَا؟! قَالَ : «ابْسُطْ رِدَاءَكَ»، فَبَسَطْتُهُ، فَحَدَّثَ حَدِيثًا كَثِيرًا، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ.

-صحيح : ق.

৩৮৩৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কাছ হতে আমি যা কিছু শ্রবণ করি তা মনে রাখতে পারি না। তিনি বললেন ঃ তোমার চাদরখানা বিছাও। অতএব আমি তা বিছালাম। তারপর তিনি বহু হাদীস রিওয়ায়াত করলেন যা আমি কখনো ভুলিনি।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাদীসটি একাধিক সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে।

٣٨٣٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَنْتَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَأَحْفَظَنَا لِحَدِيثِهِ.

-صحيح الإسناد.

৩৮৩৬। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-কে তিনি বললেন, হে আবূ হুরাইরাহ্! আপনি আমাদের চেয়ে বেশি সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছাকাছি কাটিয়েছেন এবং আমাদের তুলনায় তাঁর বেশি হাদীস মুখস্থ করেছেন।

সনদ সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٨٣٨- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ - ابْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَلْدَةَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : «مِمَّنْ أَنْتَ؟»، قَالَ قُلْتُ : مِنْ دَوْسٍ، قَالَ : «مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي دَوْسٍ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ».

-صحيح : «الصحيحة» (٢٩٣٦)، «تسيير الانتفاع» - مهاجر بن مخلد.

৩৮৩৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করেন ঃ তুমি কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, দাওস গোত্রীয়। তিনি বললেন ঃ আমি জ্ঞাত ছিলাম না যে, দাওস গোত্রে কোন উত্তম ব্যক্তি আছে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৯৩৬)। তাইসীরুল ইনতিফা' মুহাজির ইবনু মাখলাদ হতে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আবূ খাল্দাহ্র নাম খালিদ ইবনু দীনার এবং আবূ 'আলিয়্যার নাম রুফাই'।

٣٨٣٩- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِىْ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ لِىْ خُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِىْ مِزْوَدِكَ هٰذَا اَوْ فِىْ هٰذَا

الْمِزْوَادِ كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَادْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَخُذْهُ وَلاَ تَنْثُرْهُ نَثْرًا فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذٰلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لاَ يُفَارِقُ حِقْوِي حَتّٰى كَانَ يَوْمُ قُتِلَ عُثْمَانُ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ.

–حسن الإسناد.

৩৮৩৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি কয়েকটি খেজুরসহ নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ খেজুরগুলোতে বারাকাত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন। তিনি খেজুরগুলো জড়ো করলেন, তারপর আমার জন্য খেজুরগুলোয় বারাকাত হওয়ার দু'আ করলেন, তারপর আমাকে বললেন ঃ এগুলো নাও এবং তোমার এই থলেতে রাখ। আর যখনই তা হতে তুমি কিছু খেজুর নিতে চাও, সে সময় থলের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে নিবে এবং কখনও থলেটি ঝেড়ে ফেল না। এরপর আমি উক্ত থলে হতে এত এত ওয়াসাক খেজুর আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দান করেছি। আর এ হতে আমরা নিজেরাও খেতাম এবং অন্যকেও খাওয়াতাম। থলেটি আমার কোমড় হতে কখনো আলাদা হয়নি। অবশেষে 'উসমান (রাযিঃ) যে দিন শাহাদাত বরণ করেন সেদিন আমার (কোমড়) হতে থলেটি পড়ে যায়।

সনদ হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, উক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব। হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٤٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرَابِطِيُّ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : لِمَ كُنِّيتَ أَبَا هُرَيْرَةَ؟! قَالَ : أَمَا تَفْرَقُ مِنِّي؟! قُلْتُ : بَلَى وَاللّٰهِ؛ إِنِّي لَأَهَابُكَ، قَالَ كُنْتُ أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي، وَكَانَتْ لِي هُرَيْرَةٌ صَغِيرَةٌ، فَكُنْتُ

أَضَعُهَا بِاللَّيْلِ فِيْ شَجَرَةٍ، فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ؛ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِيْ، فَلَعِبْتُ بِهَا، فَكَنَّوْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ.

–حسن الإسناد.

৩৮৪০। 'আবদুল্লাহ ইবনু রাফি' (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, আবূ হুরাইরাহ্ (বিড়ালের বাপ) আপনার ডাকনাম হল কেন? তিনি বললেন, তুমি আমাকে কি ভয় পাও? আমি বললাম, হ্যাঁ আল্লাহ্র শপথ, অবশ্যই আপনাকে আমি ভয় করি। তিনি বললেন, আমি আমার পরিবারের মেষপাল চড়াতাম এবং আমার একটি ছোট বিড়াল ছিল। রাতের বেলা আমি এটিকে একটি গাছে বসিয়ে রাখতাম। আর দিন হলে আমি এটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতাম এবং এর সাথে খেলা করতাম। তাই লোকেরা আমাকে আবূ হুরাইরাহ্ ডাকনাম দেয়।

সনদ হাসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٨٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيْهِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّيْ؛ إِلاَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وَكُنْتُ لاَ أَكْتُبُ.

–صحيح : خ، ومضى رقم (٢٦٦٨).

৩৮৪১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিঃ) ছাড়া আর কেউ আমার চেয়ে অধিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস রিওয়ায়াত করেনি। কেননা তিনি (হাদীস) লিখে রাখতেন কিন্তু আমি লিখতাম না।

সহীহ ঃ বুখারী (২৬৬৮) নং হাদীস পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٨- بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ -، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ-، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : «اللّٰهُمَّ! اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا، وَاهْدِ بِهِ».

-صحيح : «المشكاة» (٦٢٣)، «الصحيحة» (١٩٦٩).

৩৮৪২। 'আবদুর রহমান ইবনু আবী 'উমাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন; নাবী ﷺ মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর জন্য দু'আ করেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি তাকে পথপ্রদর্শক ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানাও এবং তার মাধ্যমে (মানুষকে) সৎপথ দেখাও।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬২৩), সহীহাহ্ (১৯৬৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٨٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ : لَمَّا عَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ حِمْصَ؛ وَلَّى مُعَاوِيَةَ! فَقَالَ النَّاسُ : عَزَلَ عُمَيْرًا، وَوَلَّى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ عُمَيْرٌ : لَا تَذْكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «اللّٰهُمَّ! اهْدِ بِهِ».

-صحيح بما قبله.

৩৮৪৩। আবূ ইদরীস আল-খাওলানী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) যখন 'উমাইর ইবনু সা'দ (রাযিঃ)-কে পদচ্যুত করে সে পদে মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ)-কে হিমসের গভর্নর নিযুক্ত করলেন তখন লোকেরা বলল, তিনি 'উমাইরকে পদচ্যুত করে সেই পদে মু'আবিয়াহ্কে শাসক নিযুক্ত করেছেন। 'উমাইর (রাযিঃ) বলেন, তোমরা মু'আবিয়াহ্কে ভালভাবে স্মরণ কর। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ! তুমি তার মাধ্যমে (লোকদের) পথ দেখাও।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি গারীব। 'আম্র ইবনু ওয়াক্বিদকে দুর্বল মনে করা হয়।

٤٩- بَابُ مَنَاقِبِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٤٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَسْلَمَ النَّاسُ، وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاسِ».

-حسن : «الصحيحة» (١١٥)، «المشكاة» (٦٢٣٦).

৩৮৪৪। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা ইসলাম কবূল করেছে আর 'আম্র ইবনুল 'আস বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

হাসান ঃ সহীহাহ্ (১১৫), মিশকাত (৬২৩৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীস শুধুমাত্র ইবনু লাহী'আহ্র বরাতে মিশরাহ্ হতে জানতে পেরেছি। এর সনদসূত্র খুব একটা মাযবুত নয়।

٥٠- بَابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَزَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلاً، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّوْنَ، فَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟!»، فَأَقُوْلُ : فُلاَنٌ، فَيَقُوْلُ : «نِعْمَ عَبْدُ اللّٰهِ هَذَا!»، وَيَقُوْلُ : «مَنْ هَذَا؟»، فَأَقُوْلُ : فُلاَنٌ، فَيَقُوْلُ : «بِئْسَ عَبْدُ اللّٰهِ هَذَا!»، حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، فَقَالَ : «مَنْ هَذَا؟»، فَقُلْتُ : هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، فَقَالَ : «نِعْمَ عَبْدُ اللّٰهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ! سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ».

-صحيح : «المشكاة» (٦٢٥٣ - التحقيق الثاني)، «الصحيحة» (١٢٣٧، ١٨٢٦)، «أحكام الجنائز» (١٦٦).

৩৮৪৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা এক মানযিলে যাত্রাবিরতি করলাম। আমাদের সম্মুখ দিয়ে লোকেরা চলাফেরা করতে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করতে থাকলেন ঃ হে আবূ হুরাইরাহ্! ইনি কে? আমি বলতাম, অমুক। তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলার এ বান্দা খুব ভাল লোক। আবার এক ব্যক্তি গেলে তিনি প্রশ্ন করতেন ঃ ইনি কে? আমি বলতাম, অমুক। তখন তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ তা'আলার এ বান্দা খুব মন্দ ব্যক্তি। অবশেষে সেখান দিয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ অতিক্রম করলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ এ লোকটি কে? আমি বললাম, ইনি খালিদ ইবনু ওয়ালীদ। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার এ বান্দা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ খুব ভাল ব্যক্তি। ইনি আল্লাহ তা'আলার তরবারিগুলোর মাঝের একখানা তরবারি।

সহীহ ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৬২৫৩), সহীহাহ্ (১২৩৭, ১৮২৬), আহকামুল জানায়িয (১৬৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে যাইদ ইবনু আসলাম হাদীস শুনেছে বলে আমাদের জানা নেই। আমার মতে এটি মুরসাল হাদীস। এ অনুচ্ছেদে আবূ বাক্‌র আস্-সিদ্দীক্ব (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٥١- بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ সা'দ ইবনু মু'আয (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٤٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبُ حَرِيرٍ، فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟! لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا».

-صحيح : ق.

৩৮৪৭। আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একখানা রেশমী কাপড় উপহার দেয়া হয়। সাহাবীগণ তার কোমলতায় বিস্মিত হন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা এটা দেখে অবাক হচ্ছ। অথচ জান্নাতে সা'দ ইবনু মু'আযির রুমাল-এর তুলনায় আরো অনেক উন্নতমানের হবে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আনাস (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٨٤٨- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - : «اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (١٥٨) ق.

৩৮৪৮। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি সা'দ ইবনু মু'আযের লাশ সম্মুখে রেখে বলতে শুনেছি ঃ দয়াময় আল্লাহ্র আরশ তার জন্য নড়ে উঠেছে।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৫৮), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে উসাইদ ইবনু হুযাইর, আবূ সা'ঈদ ও রুমাইসাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٨٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؛ قَالَ الْمُنَافِقُوْنَ : مَا أَخَفَّ جَنَازَتَهُ! وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ : فَقَالَ : «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ».

-صحيح : «المشكاة» (٦٢٢٨).

৩৮৪৯। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন সা'দ ইবনু মু'আযের জানাযা (লাশ) বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সে সময় মুনাফিক্বরা বলে, কতই না হালকা তার মৃতদেহটি। তাদের এমন মন্তব্যের কারণ ছিল বানূ কুরাইযা প্রসঙ্গে তার ফাইসালা। নাবী ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌছলে তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই ফেরেশতারা তার জানাযা (লাশ) বহন করতেছিলেন (তাই হালকা মনে হচ্ছিল)।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬২২৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٥٢- بَابٌ فِي مَنَاقِبِ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ ক্বাইস ইবনু সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنِي أَبِيْ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بْنُ

سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ: بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيْرِ.

قَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَعْنِي: مِمَّا يَلِي مِنْ أُمُوْرِهِ.

-صحيح: خ (٧١٥٥).

৩৮৫০। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ক্বাইস ইবনু সা'দ (রাযিঃ) নাবী ﷺ-এর জন্য শাসকের দেহরক্ষীর মত ছিলেন। (অধঃস্তন বর্ণনাকারী) মুহাম্মাদ ইবনু আবী 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক কাজ সমাধা করতেন।

সহীহ ঃ বুখারী (৭১৫৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আমরা শুধু আনসারীর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে জেনেছি। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া-মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ আল-আনসারীর সনদে একই রকম বর্ণনা করেছেন। তবে এই সনদে আনসারীর বক্তব্য উল্লেখ করেননি।

٥٣- بَابُ مَنَاقِبِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: جَاءَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلاَ بِرْذَوْنٍ.

-صحيح: «مختصر الشمائل» (٢٩١) خ بمعناه.

৩৮৫১। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসেছেন খচ্চরে কিংবা তুর্কী ঘোড়ায় চড়ে নয় (বরং পায়ে হেঁটে)।

সহীহ ঃ মুখতাসার শামায়িল (২৯১), বুখারী অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٥٤- بَابُ مَنَاقِبِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ মুস‘আব ইবনু ‘উমাইর (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٥٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَغِي وَجْهَ اللّٰهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ؛ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، وَإِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ ثَوْبًا، كَانُوْا إِذَا غَطَّوْا بِهِ رَأْسَهُ؛ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّوْا بِهِ رِجْلَيْهِ؛ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «غَطُّوا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوْا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ».

-صحيح : «أحكام الجنائز» (٥٧، ٥٨) ق.

৩৮৫৩। খাব্বাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশেই আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হিজরত করি। সুতরাং এর পুরস্কার আল্লাহ তা‘আলার কাছেই আমাদের প্রাপ্য। আমাদের মাঝে কেউ এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন যে, তিনি তার পুরস্কার কিছুই (পৃথিবীতে) ভোগ করতে পারেননি। আবার আমাদের মাঝে কারো ফল পেকেছে এবং তিনি তা (পৃথিবীতে) ভোগ করছেন। আর মুস‘আব ইবনু ‘উমাইর (রাযিঃ) মাত্র একখানা কাপড় ছাড়া আর কোন সম্পদই রেখে যাননি। (তার মৃত্যুর পর) লোকেরা ঐ কাপড়খানা দিয়ে তার মাথা ঢাকলে তার পা দু’টি বের হয়ে যেত, আবার তা দিয়ে তার পা দু’টি ঢেকে দিলে তার মাথাটি অনাবৃত হয়ে যেত। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কাপড়টি দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং তার পায়ের উপর ইয্খির ঘাস বিছিয়ে দাও।

সহীহ ঃ আহকামুল জানায়িয (৫৭, ৫৮), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হান্নাদ-ইবনু ইদরীস হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ ওয়ায়িল শাক্বীক্ব ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি (রাযিঃ) হতে এই সনদে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٥٥- بَابُ مَنَاقِبِ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ আল-বারাআ ইবনু মালিক (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، ذِي طِمْرَيْنِ، لاَ يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ! مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ».

-صحيح : «المشكاة» (٦٢٣٩)، «تخريج المشكلة» (١٢٥).

৩৮৫৪। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাথায় উস্কুখুস্ক চুল ও দেহে ধূলিমলিন দু'খানা পুরাতন কাপড় পরিহিত এরূপ অনেক ব্যক্তি রয়েছে যার প্রতি লোকেরা দৃষ্টিপাত করে না। অথচ সে আল্লাহ্র নামে শপথ করে ওয়া'দা করলে তিনি তা সত্যে পরিণত করেন। আল-বারাআ ইবনু মালিক তাদের দলভুক্ত।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬২৩৯), তাখরীজুল মুশকিলাহ (১২৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি এ সনদে হাসান সহীহ।

٥٦- بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «يَا أَبَا مُوْسَى! لَقَدْ أُعْطِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ».

-صحيح : خ (٥٠٤٨) م (١٩٣/٢).

৩৮৫৫। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বললেন ঃ হে আবূ মূসা! তোমাকে দাঊদ ('আঃ)-এর পরিবারের সুমধুর কণ্ঠস্বরসমূহের মাঝের একটি সুর দান করা হয়েছে।

সহীহ ঃ বুখারী (৫০৪৮), মুসলিম (২/১৯৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদাহ্ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَهُوَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ، وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ، فَيَمُرُّ بِنَا، فَقَالَ :

«اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ».

-صحيح : ق.

৩৮৫৬। সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে ছিলাম। তিনি পরিখা খনন করছিলেন, আর আমরা মাটি সরাচ্ছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে তিনি চলাচল করতেন আর বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! পরকালের ভোগবিলাসই আসল (স্থায়ী)। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও"।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, উক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আবূ হাযিমের নাম সালামাহ্ ইবনু দীনার আল-আ'রাজ আয্-যাহিদ। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ :

اللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ».

-صحيح : ق.

৩৮৫৭। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ (পরিখা খননকালে ছন্দাকারে) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! পরকালের সুখ শান্তিই হচ্ছে প্রকৃত সুখ-শান্তি। সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে মর্যাদা দান কর"।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীস আনাস (রাযিঃ) হতে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٥٧- بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَصَحِبَهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ যে লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন এবং তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন তার মর্যাদা

٣٨٥٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبِيْدَةَ - هُوَ السَّلْمَانِيُّ -، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِيْ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ؛ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَاتِهِمْ - أَوْ شَهَادَاتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٢٣٦٢) ق.

৩৮৫৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার যুগের ব্যক্তিরাই উত্তম। তারপর

তাদের পরবর্তীগণ, তারপর তার পরবর্তীগণ। তারপর এরূপ ব্যক্তিদের আগমন ঘটবে, যারা সাক্ষী দেবার আগে শপথ করবে অথবা শপথের আগে সাক্ষ্য দিবে।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (২৩৬২), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'উমার, 'ইমরান ইবনু হুসাইন ও বুরাইদাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٥٨- بَابٌ فِيْ فَضْلِ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ যারা গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণ করেছেন তাদের মর্যাদা

٣٨٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ».

-صحيح : «ظلال الجنة» (٨٦٠)، «الصحيحة» (٢١٦٠) م.

৩৮৬০। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যেসব ব্যক্তি (হুদাইবিয়ার প্রান্তরে) গাছের নীচে শপথ গ্রহণ করেছে তাদের কেউ ই জাহান্নামে যাবে না।

সহীহ ঃ যিলালুল জান্নাত (৮৬০), সহীহাহ্ (২১৬০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٥٩- بَابٌ فِيْمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ যে ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর সাহাবীদের গালি দেয়

٣٨٦١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ

الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا؛ مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيْفَهُ».

-صحيح : «الظلال» (٩٨٨) ق.

৩৮৬১। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার সাহাবীদের তোমরা গালি দিও না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান-খাইরাত করে তবে তা তাদের কারো এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ দান-খাইরাতের সমান মর্যাদা সম্পন্ন হবে না।

সহীহ ঃ আয্-যিলাল (৯৮৮), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'নাসীফাহু' শব্দের অর্থ অর্ধ মুদ্দ। আল-হাসান ইবনু 'আলী আল-খাল্লাল- তিনি হাদীস শাস্ত্রে হাফিয ছিলেন- আবূ মু'আবিয়াহ্ হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ بْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ يَشْكُوْ حَاطِبًا، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَذَبْتَ! لاَ يَدْخُلُهَا؛ فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ».

-صحيح : م (١٦٩/٧).

৩৮৬৪। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, হাতিব ইবনু আবী বালতা'আহ্ (রাযিঃ)-এর এক ক্রীতদাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এসে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! নিশ্চয় সে জাহান্নামে

যাবে। তিনি বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ, সে কখনও জাহান্নামে যাবে না। কেননা সে বাদ্‌রের যুদ্ধে এবং হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে।

সহীহ ঃ মুসলিম (৭/১৬৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦١- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ মুহাম্মাদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাহ্ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذَنُوْنِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؛ فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ؛ إِلاَّ أَنْ يُرِيْدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ؛ فَإِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي؛ يَرِيْبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِيْنِي مَا آذَاهَا».

–صحيح : «ابن ماجه» (١٩٩٨) ق.

৩৮৬৭। আল-মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি ঃ হিশাম ইবনুল মুগীরাহ্ গোত্রের লোকেরা 'আলী ইবনু আবী ত্বালিবের নিকট তাদের মেয়ে বিবাহ দেয়ার প্রসঙ্গে আমার নিকটে সম্মতি চেয়েছে। কিন্তু আমি অনুমতি দিব না, অনুমতি দিব না, অনুমতি দিব না। তবে 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব ইচ্ছা করলে আমার কন্যাকে ত্বালাক দিয়ে তাদের মেয়ে বিবাহ করতে পারে। ফাতিমাহ্ হচ্ছে আমার শরীরের অংশ। তার কাছে যা খারাপ লাগে আমার নিকটও তা খারাপ লাগে, যা তার জন্য কষ্টদায়ক, তা আমার জন্যও কষ্টদায়ক।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৯৯৮), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। লাইসের হাদীসের অনুরূপ হাদীস 'আম্‌র ইবনু দীনার, ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٨٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي؛ يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، وَيُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا».

-صحيح : «الإرواء» (٨/٢٩٤).

৩৮৬৯। 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, 'আলী (রাযিঃ) আবূ জাহলের কন্যাকে বিয়ে করার আলোচনা করেন। নাবী ﷺ তা শুনে বললেন ঃ প্রকৃতপক্ষে ফাতিমাহ্ আমার শরীরের একটি অংশ। যা তাকে কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়, যা তাকে ক্লান্ত করে তা আমাকেও ক্লান্ত করে।

সহীহ ঃ ইরওয়া (৮/২৯৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ রকমই বলেছেন আইউব-ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি ইবনুয্ যুবাইর (রাযিঃ) হতে। একাধিক বর্ণনাকারী ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত ইবনু আবী মুলাইকাহ্ তাদের উভয়ের (ইবনুয যুবাইর ও মিসওয়ার) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٧١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَّلَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ! هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي؛ أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا»،

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ».

-صحيح : بما تقدم رقم (٣٢٠٥).

৩৮৭১। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ হাসান, হুসাইন, 'আলী ও ফাতিমাহ্ (রাযিঃ)-কে একখানা চাদরে ঢেকে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবার-পরিজন এবং আমার একান্ত আপনজন। সুতরাং তাদের হতে তুমি অপবিত্রতা দূরে সরিয়ে দাও এবং তাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র কর"। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই তুমি মঙ্গলের কাছে আছ।

সহীহ ঃ পূর্বে বর্ণিত (৩২০৫) নং হাদীসের সহায়তায়।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সব হাদীসের মাঝে এটাই সবচেয়ে ভাল। এ অনুচ্ছেদে 'উমার ইবনু আবী সালামাহ্, আনাস ইবনু মালিক, আবুল হামরা, মা'কিল ইবনু ইয়াসার ও 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ-، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ، فِيْ قِيَامِهَا وَقُعُوْدِهَا؛ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَتْ : وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا؛ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِيْ مَجْلِسِهَا، فَلَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ؛ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ، فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ،

ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ : إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ مِنْ أَعْقَلِ نِسَائِنَا فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ؛ قُلْتُ لَهَا : أَرَأَيْتِ حِينَ أَكْبَبْتِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ، فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَضَحِكْتِ؛ مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكِ؟ قَالَتْ : إِنِّي - إِذًا لَبَذِرَةٌ -، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ: أَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ، فَذَاكَ حِينَ ضَحِكْتُ.

-صحيح : «نقد الكتاني» (٤٤-٤٥) قبقضية بكاء فاطمة وضحكها - عليها السلام-.

৩৮৭২। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উঠা-বসা, আচার-অভ্যাস ও চালচলনের সাথে তাঁর কন্যা ফাতিমাহ্ (রাযিঃ)-এর অপেক্ষা বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) আরও বলেন, ফাতিমাহ্ (রাযিঃ) যখনই নাবী ﷺ-এর নিকট আসতেন তিনি তখনই তার নিকট উঠে যেতেন, তাকে চুমু দিতেন এবং নিজের স্থানে বসাতেন। আর নাবী ﷺ তার ঘরে গেলে তিনিও নিজের জায়গা হতে উঠে তাঁকে (পিতাকে) চুমা দিতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন। নাবী ﷺ (মৃত্যুশয্যায়) অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর নিকট এসে ফাতিমাহ্ (রাযিঃ) নাবী ﷺ-এর মুখের উপর ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁকে চুমু দেন, তারপর মাথা তুলে কাঁদেন। আবার তিনি তাঁর মুখের উপর ঝুঁকে পড়েন, তারপর মাথা তুলে হাসেন। আমি ('আয়িশাহ্) বললাম, আমি অবশ্যই জানি যে, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের নারীদের মাঝে সর্বাধিক বুদ্ধিমতী, কিন্তু (তার হাসি দেখে ভাবলাম) অন্যান্য নারীর মত সে একজন নারীই। তারপর নাবী ﷺ ইন্তিকাল করলে তাকে আমি প্রশ্ন করলাম, কি ব্যাপার! আপনি নাবী ﷺ-এর মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন, তারপর মাথা তুলে কাঁদলেন, আবার ঝুঁকে পড়লেন, তারপর মাথা তুলে হাসলেন। আপনি

কি কারণে এরূপ করলেন? ফাতিমাহ্ (রাযিঃ) বললেন, তাঁর জীবদ্দশায় আমি কথাটি গোপন রেখেছি (কারণ তিনি গোপন কথা প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করতেন না)। আমাকে তিনি জানান যে, এই অসুখেই তিনি ইন্তিকাল করবেন, তাই আমি কেঁদেছি। তারপর তিনি আমাকে জানান যে, তাঁর পরিবারস্থ লোকদের মাঝে সবার পূর্বে আমিই তাঁর সঙ্গে একত্রিত হব। তাই আমি হেসেছি।

সহীহ্ ঃ নাক্বদুল কিত্তানী (৪৪-৪৫), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উক্ত সনদে গারীব। হাদীসটি একাধিক সূত্রে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٧٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنُ عَثْمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْه : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ. قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضَحِكِهَا؟ قَالَتْ : أَخْبَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ يَمُوْتُ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّيْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ، فَضَحِكْتُ.

-صحيح : «المشكاة» (٦١٨٤)، «الصحيحة» (٤٣٩/٢)، وسيأتي برقم (٣٨٩٤).

৩৮৭৩। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমাকে ডেকে তার সাথে চুপিসারে কিছু কথা বলেন। এতে ফাতিমা কেঁদে ফেলেন। তারপর তিনি কিছু কথা বললে ফাতিমা হাসেন। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পরে আমি ফাতিমাকে তার হাসি-কান্নার কারণ প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অবহিত করেন যে, অচিরেই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন, তাই আমি

কেঁদেছি। তারপর তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, মারইয়াম বিনতু ইমরান ব্যতীত আমি জান্নাতের নারীদের নেত্রী হব, তাই আমি হেসেছি।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬১৮৪), সহীহাহ্ (২/৪৩৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপর্যুক্ত সূত্রে গারীব।

٦٢- بَابُ فَضْلِ خَدِيْجَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا -

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ খাদীজাহ্ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٧٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ؛ وَمَا بِي أَنْ أَكُوْنَ أَدْرَكْتُهَا، وَمَا ذَاكَ؛ إِلاَّ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهَا، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةَ، فَيُهْدِيْهَا لَهُنَّ.

-صحيح : «ابن ماجه» (١٩٩٧) ق.

৩৮৭৫। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খাদীজাহ্ (রাযিঃ)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি আমি ততটা ঈর্ষা পোষণ করতাম না। অথচ আমি তার দেখাও পাইনি। তা এজন্য যে, প্রায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথা মনে করতেন। আর তিনি বকরী যবাহ করলে খাদীজাহ্ (রাযিঃ)-এর বান্ধবীদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের জন্য গোশত উপহার পাঠাতেন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৯৯৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٨٧٦- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا حَسَدْتُ أَحَدًا مَا

حَسَدْتُ خَدِيْجَةَ، وَمَا تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ إِلاَّ بَعْدَ مَا مَاتَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ؛ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ.

-صحيح : ق نحوه، انظر ما قبله.

৩৮৭৬। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, খাদীজাহ্ (রাযিঃ)-এর প্রতি আমি যতটা ঈর্ষা পোষণ করতাম অপর কোন নারীর প্রতি আমি ততটা ঈর্ষা পোষণ করিনি। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজার মৃত্যুবরণের পরই আমাকে বিয়ে করেছেন। আর ঈর্ষার কারণ এই ছিল যে, তিনি তার (খাদীজার) জন্য জান্নাতে এমন একটা মনি-মুক্তা খচিত সুরম্য প্রাসাদের সুখবর দিয়েছেন যাতে না আছে কোন হৈ-হুল্লোড় আর না আছে কোন কষ্টক্লেশ।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। মিন কাসাবিন অর্থ- মুক্তার ইট পাথর।

٣٨٧٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ».

-صحيح : ق.

৩৮৭৭। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ খাদীজাহ্ বিনতু খুয়াইলিদ হলেন এই উম্মাতের নারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠা। আর মারইয়াম বিনতু 'ইমরান ছিলেন (তৎকালীন উম্মাতের) নারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠা।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আনাস, ইবনু 'আব্বাস ও 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٨٧٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ زَنْجُوِيْهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ : مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ - امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ- ».

-صحيح : «المشكاة» (٦١٨١).

৩৮৭৮। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেন ঃ সারা বিশ্বের নারীদের মধ্যে মারিয়াম বিনতু 'ইমরান, খাদীজাহ্ বিনতু খুয়াইলিদ, ফাতিমাহ্ বিনতু মুহাম্মাদ এবং ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়াহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬১৮১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٦٣- بَابٌ مِنْ فَضْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا -

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٧٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، قَالَتْ : فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبَاتِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْنَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ! إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَإِنَّا نُرِيْدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيْدُ عَائِشَةُ، فَقُوْلِي لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : يَأْمُرِ النَّاسَ يُهْدُوْنَ إِلَيْهِ أَيْنَمَا كَانَ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا، فَأَعَادَتِ الْكَلَامَ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ صَوَاحِبَاتِي قَدْ ذَكَرْنَ أَنَّ النَّاسَ

يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأْمُرِ النَّاسَ يُهْدُوْنَ أَيْنَمَا كُنْتَ. فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ؛ قَالَتْ ذَلِكَ؛ قَالَ : «يَا أُمَّ سَلَمَةَ! لاَ تُؤْذِيْنِي فِيْ عَائِشَةَ؛ فَإِنَّهُ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ؛ وَأَنَا فِيْ لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ؛ غَيْرَهَا».

-صحيح : ق.

৩৮৭৯। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লোকেরা তাদের উপঢৌকন প্রদানের জন্য 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর পালার দিনের অপেক্ষায় থাকত (যে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট থাকেন)। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমার সতীনেরা উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ)-এর কাছে মিলিত হয়ে বলেন, হে উম্মু সালামাহ্! লোকেরা তাদের উপঢৌকন 'আয়িশাহ্র পালার দিনে পেশ করার অপেক্ষায় থাকে। অথচ আমাদেরও কল্যাণ লাভের আকাংখা আছে, যেমন 'আয়িশাহ্র আছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আপনি বলুন, তিনি যেন লোকদের বলেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন তারা যেন তাদের উপঢৌকন সেখানে পাঠিয়ে দেয়। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বিষয়টি জানালে তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি পুনরায় আগমন করার পর উম্মু সালামাহ্ বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সতীনেরা আলোচনা করেছে যে, লোকেরা তাদের উপঢৌকন 'আয়িশাহ্র জন্য নির্দিষ্ট দিনে আপনার নিকট পাঠিয়ে থাকে। সুতরাং আপনি তাদেরকে হুকুম করুন যে, আপনি যেখানেই থাকুন তারা যেন তাদের উপঢৌকন পাঠাতে থাকে। তিনি প্রসঙ্গটি তৃতীয়বার বললে তিনি বললেন ঃ হে উম্মু সালামাহ্! তুমি 'আয়িশাহ্র বিষয়ে আমাকে ব্যথিত করো না। কেননা 'আয়িশাহ্ ছাড়া তোমাদের মাঝে অপর কারো লেপের নীচে থাকা অবস্থায় আমার নিকট ওয়াহী আসেনি।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস কেউ কেউ হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে, তিনি হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে মুরসালরূপে রিওয়ায়াত করেছেন।

এ হাদীস হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ হতে, তিনি 'আওফ ইবনু হারিস হতে তিনি রুমাইসাহ্ হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সনদে আংশিক বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ হতে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে বিভিন্নরূপ মতপার্থক্য আছে। সুলাইমান ইবনু বিলাল (রাহঃ) হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ হতে তিনি তার পিতা হতে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে, এই সূত্রে হাম্মাদ ইবনু যাইদের হাদীসের একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : «إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

-صحيح : خ (٥١٢٥، ٧٠١١، ٧٠١٢)، م (١٣٤/٧) نحوه دون قوله : «والآخرة».

৩৮৮০। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরীল ('আঃ) একখানা সবুজ রংয়ের রেশমী কাপড়ে তার ('আয়িশাহ্‌র) প্রতিচ্ছবি নাবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বলেন, ইনি দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী ।

সহীহ ঃ বুখারী (৫১২৫, ৭০১১, ৭০১২), মুসলিম (৭/১৩৪), অনুরূপ আখিরাত শব্দ ব্যতীত।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনু 'আলক্বামা'র রিওয়ায়াত ছাড়া অপর কোনভাবে আমরা হাদীসটি প্রসঙ্গে জানি না। 'আবদুর রহমান ইবনু মাহ্‌দী এ হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনু আলক্বামাহ্ হতে উক্ত সনদে মুরসালরূপে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাতে 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর উল্লেখ করেননি। আবূ উসামাহ্-হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে উক্ত হাদীসের আংশিক রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٨١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا -، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا عَائِشَةُ! هٰذَا جِبْرِيْلُ؛ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ»، قَالَتْ : قُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لَا نَرَى.

-صحيح : «الضعيفة» (تحت الحديث ٥٤٣٣) ق.

৩৮৮১। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে 'আয়িশাহ্! এই যে জিবরীল ('আঃ), তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি বললাম, তার প্রতিও সালাম, আল্লাহ তা'আলার রাহমাত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। যা আপনি দেখেন আমরা তা দেখতে পাই না।

সহীহ ঃ যঈফাহ্ (৫৪৩৩) নং হাদীসের অধীনে, বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٨٨٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ جِبْرِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ»، فَقُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ.

-صحيح : وقد مضى (٢٦٩٣).

৩৮৮২। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ জিবরীল ('আঃ) তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি বললাম, তার উপরও শান্তি ও আল্লাহ তা'আলার রহমাত বর্ষিত হোক।

সহীহ ঃ ২৬৯৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٨٨٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا - أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ - حَدِيثٌ - قَطُّ -، فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ؛ إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا.

-صحيح : «المشكاة» (٦١٨٥).

৩৮৮৩। আবূ মূসা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের– নিকট কোন হাদীসের অর্থ বুঝা কষ্টসাধ্য হলে ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-কে প্রশ্ন করে তার নিকট এর সঠিক জ্ঞাত লাভ করেছি।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬১৮৫)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٨٨٤- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ.

-صحيح : «المشكاة» (٦١٨٦).

৩৮৮৪। মূসা ইবনু ত্বালহা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর তুলনায় বেশি বিশুদ্ধভাষী আমি আর কাউকে দেখিনি।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬১৮৬)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٨٨٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ يَعْقُوبَ -، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

الْمُخْتَارِ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «عَائِشَةُ»، قُلْتُ : مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ : «أَبُوهَا».

-صحيح : التعليق على «الإحسان» (٤٥٢٣) : ق.

৩৮৮৫। 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাতুস সালাসিল যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। 'আম্‌র (রাযিঃ) বলেন, আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার নিকট কোন লোক সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, 'আয়িশাহ্। আমি বললাম, পুরুষদের মাঝে কে? তিনি বললেন ঃ তার বাবা।

সহীহ ঃ আত্-তা'লীক্ব 'আলা আল-ইহসান (৪৫২৩), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٨٨٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «عَائِشَةُ»، قَالَ : مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ : «أَبُوهَا».

-صحيح : ق.

৩৮৮৬। 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয় কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন ঃ 'আয়িশাহ্। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, পুরুষদের মাঝে কে? তিনি বললেন ঃ তার পিতা।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং ইসমাঈল-ক্বাইস হতে এই সনদে বর্ণিত হাদীস হিসেবে গারীব।

٣٨٨٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣٢٨١) ق.

৩৮৮৭। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যাবতীয় খাদ্যের উপর যেরূপ সারীদের (শোরবাতে ভেজানো রুটি) মর্যাদা, সকল স্ত্রীলোকের উপর তেমন 'আয়িশাহ্‌র মর্যাদা।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৩২৮১), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্ ও আবূ মূসা (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু মা'মার হলেন আবূ তুওয়ালা আল-আনসারী, মাদীনার অধিবাসী এবং নির্ভরশীল বর্ণনকারী। মালিক ইবনু আনাস তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَقُوْلُ : هِيَ زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - يَعْنِي : عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا -.

-صحيح : ق، نحوه وانظر الحديث (٣٨٨٠).

৩৮৮৯। 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাযিঃ) বলেন, তিনি ('আয়িশাহ্) নাবী ﷺ-এর স্ত্রী দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ, দেখুন হাদীস নং (৩৮৮০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। 'আলী (রাযিঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٨٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «عَائِشَةُ»، قِيلَ : مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ : «أَبُوْهَا».

-صحيح تعليق على «الإحسان».

৩৮৯০। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোকের মাঝে কে আপনার সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, 'আয়িশাহ্। পুনরায় প্রশ্ন করা হল, পুরুষদের মাঝে কে? তিনি বললেন ঃ তার পিতা।

সহীহ ঃ তা'লীক 'আলা আল-ইহসান।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং আনাস (রাযিঃ)-এর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সনদে গারীব।

٦٤- بَابُ فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের মর্যাদা

٣٨٩١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُوْ غَسَّانَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ - وَكَانَ ثِقَةً -، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ : مَاتَتْ فُلَانَةُ - لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ-، فَسَجَدَ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟! فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً؛ فَاسْجُدُوا»؟! فَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ؟!

-حسن : «صحيح أبي داود» (١٠٨١)، «المشكاة» (١٤٩١).

৩৮৯১। 'ইকরিমাহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-কে ফাজ্‌র নামাযের পর বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমুক স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাজদাহ্য় পড়ে গেলেন। তাকে বলা হল, আপনি এ সময় সাজদাহ্ করলেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি ঃ তোমরা যখন কোন নিদর্শন দেখ, সে সময় সাজদাহ্ কর? অতএব নাবী ﷺ-এর স্ত্রীদের দুনিয়া হতে বিদায়ের চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি আছে?

হাসান ঃ সহীহ আবূ দাউদ (১০৮১), মিশকাত (১৪৯১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপর্যুক্ত সনদসূত্রে হাদীসটি অবগত হয়েছি।

٣٨٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ، فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ؛ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضَحِكِهَا؟ قَالَتْ : أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ يَمُوتُ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، فَضَحِكْتُ.

-صحيح : تقدم برقم (٣٨٧٣).

৩৮৯৩। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, মাক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমাহ্‌কে ডেকে তার সাথে গোপনে কিছু কথা বললেন। এতে ফাতিমাহ্ কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনি কিছু কথা বললে ফাতিমাহ্ হাসলেন। উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি ফাতিমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পরে তার হাসি-কান্নার কারণ জানতে চাই। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জানান যে, খুব তাড়াতাড়ি তিনি মৃত্যুবরণ করবেন, তাই আমি কেঁদেছি। তারপর তিনি আমাকে জানান যে, মারইয়াম

বিনতু 'ইমরান ছাড়া জান্নাতের নারীদের নেত্রী হব, তাই আমি হেসেছি।

সহীহ ঃ ৩৮৭৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপর্যুক্ত সনদে গারীব।

٣٨٩٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ : بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَبَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ : «مَا يُبْكِيكِ؟!»، فَقَالَتْ : قَالَتْ لِي حَفْصَةُ : إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ؛ فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟!»، ثُمَّ قَالَ : «اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ!».

-صحيح : «المشكاة» (٦١٨٣).

৩৮৯৪। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, সাফিয়্যাহ্ (রাযিঃ)-এর কানে পৌঁছে যে, হাফসাহ্ (রাযিঃ) তাকে ইয়াহূদীর মেয়ে বলে ঠাট্টা করেছেন। তাই তিনি কাঁদছিলেন। তার ক্রন্দনরত অবস্থায় নাবী ﷺ তার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি বললেন ঃ তোমাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, হাফসাহ্ আমাকে ইয়াহূদীর মেয়ে বলে তিরস্কার করেছেন। নাবী ﷺ বললেন ঃ অবশ্যই তুমি একজন নাবীর কন্যা, তোমার চাচা অবশ্যই একজন নাবী এবং তুমি একজন নাবীর সহধর্মিণী। অতএব কিভাবে হাফসাহ্ তোমার উপরে অহংকার করতে পারে? তারপর তিনি বললেন ঃ হে হাফসাহ্! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর।

সহীহ ঃ মিশকাত (৬১৮৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٣٨٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ

اللّٰـه ﷺ : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِه، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ؛ فَدَعُوْهُ».

-صحيح : «الصحيحة» (٢٨٥).

৩৮৯৫। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে সে-ই ভাল যে তার পরিবারের নিকট ভাল। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চাইতে উত্তম। আর তোমাদের কোন সঙ্গী মৃত্যুবরণ করলে তার সমালোচনা পরিত্যাগ করো।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২৮৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, সাওরীর হাদীস হিসেবে এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। খুব কম সংখ্যক লোকই এটি সাওরী হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্-তার পিতা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে মুরসালরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

٦٥- بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ)-এর মর্যাদা

٣٨٩٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ : «إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ»، فَقَرَأَ عَلَيْهِ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا﴾، وَقَرَأَ فِيْهَا «إِنَّ ذَاتَ الدِّيْنِ عِنْدَ اللّٰهِ : اَلْحَنِيْفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ؛ لَا الْيَهُوْدِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ وَلَا الْمَجُوْسِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا؛ فَلَنْ يُكْفَرَهُ»، وَقَرَأَ عَلَيْهِ «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدم وَادِيًا مِنْ مَالٍ؛ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا؛ وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا تُرَابٌ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

-حسن : «تخريج المشكلة» (١٤)، «الصحيحة» (٢٩٠٨)، وجمله «لو أن لابن آدم.....» صحيحة : ق، ومضت برقم (٣٧٩٣).

৩৮৯৮। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন যে, আমি যেন তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাই। তিনি তাকে "লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ" সূরাটি পাঠ করে শুনান। তাতে তিনি এও পাঠ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণের একনিষ্ঠ ভাবধারাপূর্ণ দীনই গ্রহণযোগ্য, ইয়াহূদীবাদ, খৃষ্টবাদ বা মাজূসীবাদ (অগ্নি উপাসনা) নয়। কেউ সৎকর্ম করলে তা কখনো প্রত্যাখ্যান করা হবে না (প্রতিদান দেয়া হবে)। তারপর তিনি তাকে আরো তিলাওয়াত করে শুনান ঃ কোন আদম সন্তান এক উপত্যকাপূর্ণ সম্পদের অধিকারী হয়ে গেলে সে তাঁর কাছে দ্বিতীয় উপত্যকা ভর্তি সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করবে। তার দ্বিতীয় উপত্যকা ভর্তি সম্পদ হয়ে গেলে সে তাঁর নিকট তৃতীয় উপত্যকা ভর্তি সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করবে। ইবনু আদমের উদর মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে ভর্তি হবে না। কেউ তাওবাহ্ করলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ্ কবূল করেন।

হাসান ঃ তাখরীজুল মুশকিলাহ্ (১৪), সহীহাহ্ (২৯০৮)। লাও আন্না ..... শেষ পর্যন্ত সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। অন্যসূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু আবযা (রাহঃ) তার বাবা হতে, তিনি উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ)-কে বলেছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে হুকুম দিয়েছেন যেন আমি তোমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাই।" কাত্বাদাহ্ (রাহঃ) আনাস (রাযিঃ) হতে রিওয়ায়াত করেন যে, নাবী ﷺ উবাই (রাযিঃ)-কে বললেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি তোমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাই"।

٦٦- بَابٌ فِي فَضْلِ الْأَنْصَارِ، وَقُرَيْشٍ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ আনসারগণের ও কুরাইশদের মর্যাদা

٣٨٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَوْ لاَ الْهِجْرَةُ؛ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ».

-حسن صحيح : «الصحيحة» (١٧٦٨) ق.

৩৮৯৯। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যদি দীন ইসলামে হিজরাত না থাকত তাহলে আমি আনসারদের একজনই হতাম।

হাসান সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৭৬৮), বুখারী ও মুসলিম।

٣٩٠٠- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ؛ أَوْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْأَنْصَارِ : «لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ، إِلاَّ مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ فَأَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَأَبْغَضَهُ اللّٰهُ».

فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ؟ فَقَالَ : إِيَّايَ حَدَّثَ.

-صحيح : «ابن ماجه» (١٦٣) خ.

৩৯০০। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি নাবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন অথবা তিনি বলেছেন, নাবী ﷺ আনসারদের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ মু'মিন মাত্রই তাদেরকে ভালবাসে এবং মুনাফিক্ব মাত্রই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যে লোক তাদেরকে ভালবাসে, আল্লাহ তা'আলাও তাদের ভালবাসেন। আর যে লোক তাদের

প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহও তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। শু'বাহ্ (রাহঃ) বলেন, আমি আদী ইবনু সাবিতকে প্রশ্ন করলাম, আপনি হাদীসটি সরাসরি আল-বারাআ (রাযিঃ) হতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, তিনিই তো আমার কাছে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৬৩), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। তিনি আরো বলেন, একই সনদে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যদি আনসারগণ কোন গিরিসংকটে বা গিরিখাদে প্রবেশ করে তবে অবশ্য আমিও আনসারদের সাথেই থাকব।

হাসান সহীহ ঃ প্রাগুক্ত।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٩٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ : «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟»، قَالُوْا : لَا؛ إِلَّا ابْنَ أُخْتٍ لَنَا، فَقَالَ ﷺ : «إِنَّ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى بُيُوْتِكُمْ؟!»، قَالُوْا : بَلَى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا - أَوْ شِعْبًا -، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا - أَوْ شِعْبًا -؛ لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ، - وَشِعْبَهُمْ - ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٧٧٦)، «الروض النضير» (٩٦١) ق.

৩৯০১। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের কিছু সংখ্যক লোককে একত্রিত করে বললেন ঃ

তোমাদের মাঝে তোমাদের আনসারদের ব্যতীত অপর কেউ আছে কি? তারা বললেন, না, তবে আমাদের এক ভাগ্নে আছে। তিনি বললেন ঃ সম্প্রদায়ের ভাগ্নে তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর তিনি বললেন ঃ সবেমাত্র কুরাইশরা জাহিলিয়াত ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছে এবং তারা বিপদে পতিত। তাই তাদের ভগ্নহৃদয়ে আমি কিছুটা সহানুভূতির ছোয়া লাগাতে চাই এবং তাদের মনজয় করতে চাই (কিছু অতিরিক্ত সম্পদ দিয়ে)। তোমরা কি খুশি নও যে, লোকেরা দুনিয়া (মাল) নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরবে? তারা বললেন, হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যদি লোকেরা কোন গিরিপথ বা গিরিখাদ পার করে এবং আনসাররা যদি অন্য কোন গিরিসংকট বা গিরিখাদে চলে, তবে আমি আনসারদের গিরিসংকট বা গিরিখাদেই একসঙ্গে চলব।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১৭৭৬), রাওযুন্ নাযীর (৯৬১), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ؛ يُعَزِّيهِ فِيمَنْ أُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ وَبَنِي عَمِّهِ يَوْمَ الْحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنِّي أُبَشِّرُكَ بِبُشْرَى مِنَ اللّٰهِ؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ، وَلِذَارَارِيِّ ذَرَارِيهِمْ».

-صحيح : خ (٤٩٠٦)، م المرفوع منه.

৩৯০২। যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল-হাররার দিন আনাস (রাযিঃ)-এর পরিবার ও তার চাচার পরিবার যে নির্যাতনের শিকার হয় তাতে শোক প্রকাশ করে তিনি (যাইদ) আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ)-এর কাছে একখানা শোকবার্তা লিখে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে লিখেন, আপনাকে আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একটি সুখবর দিচ্ছি। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! তুমি

আনসারদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাদের সন্তানদেরও এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদেরকেও"।

সহীহ ঃ বুখারী (৪৯০৬), মুসলিম মারফূ' অংশ বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ক্বাতাদাহ্ (রাহঃ) হাদীসটি নায্র ইবনু আনাস হতে, তিনি যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাযিঃ) হতে এই সনদে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٩٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرَيْشٍ؛ أَهَانَهُ اللَّهُ».

-صحيح : «الصحيحة» (١١٧٨).

৩৯০৫। মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ (রাহঃ) হতে তাঁর বাবার সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে কেউ কুরাইশদেরকে অপদস্ত করার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে অপদগ্রস্ত করবেন।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১১৭৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ সনদ সূত্রে হাদীসটি গারীব। 'আব্দ ইবনু হুমাইদ-ইয়া'কূব ইবনু ইবরাহীম ইবনু সা'দ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সালিহ ইবনু কাইসান হতে, তিনি ইবনু শিহাব (রাহঃ) হতে উক্ত সনদে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٣٩٠٦- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَالْمُؤَمَّلُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لاَ يَبْغَضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٢٣٤) م، أبي هريرة، وأبي سعيد.

৩৯০৬। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এরূপ কোন লোক কখনো আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (হাঃ ১২৩৪), মুসলিম আবূ হুরাইরাহ্ ও আবূ সা‘ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ؛ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ».

-صحيح : خ (٣٨٠١)، م (١٧٤/٧).

৩৯০৭। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আনসারগণ আমার গোপনীয়তার রক্ষক ও আমানতদার। শীঘ্রই জনসংখ্যা বেড়ে যাবে কিন্তু আনসারদের সংখ্যা কমে যাবে। অতএব তোমরা তাদের সদাচার গ্রহণ কর এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিত্যাগ কর।

সহীহ ঃ বুখারী (৩৮০১), মুসলিম (৭/১৭৪)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٠٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اللّٰهُمَّ! أَذَقْتَ أَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالاً، فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالاً».

-حسن صحيح : «الضعيفة» تحت الحديث (٣٩٨).

৩৯০৮। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ “হে আল্লাহ! প্রথমে আপনি কুরাইশদেরকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন; অতএব পরে তাদেরকে দান ও অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করান”।

হাসান সহীহ ঃ যঈফাহ্ (৩৯৮) নং হাদীসের অধীনে।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। ‘আবদুল ওয়াহ্হাব আল-ওয়াররাক-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা‘ঈদ আল-উমাবী হতে, তিনি আ‘মাশ (রাহঃ) হতে এই সনদে একই রকম বর্ণনা করেছেন।

٣٩٠٩- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ جَعْفَرٍالْأَحْمَرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ».

-صحيح : م (٧/١٧٣-١٧٤).

৩৯০৯। আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ “হে আল্লাহ! তুমি আনসারদের মাফ করে দাও, আনসারদের সন্তানদেরকেও, আনসারদের সন্তানদের সন্তানদেরকেও এবং আনসারদের নারীদেরকেও”।

সহীহ ঃ মুসলিম (৭/১৭৩-১৭৪)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٦٧- بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَيِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ আনসারদের কোন ঘর শ্রেষ্ঠ?

٣٩١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْأَنْصَارِ - أَوْ بِخَيْرِ الْأَنْصَارِ -؟!»، قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : «بَنُوْ النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ؛ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ؛ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ؛ بَنُو سَاعِدَةَ»، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ، فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدَيْهِ، قَالَ : «وَفِيْ دُوْرِ الْأَنْصَارِ كُلِّهَا خَيْرٌ».

-صحيح : ق.

৩৯১০। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কি আনসারদের ঘরগুলোর মাঝে শ্রেষ্ঠ ঘর অথবা আনাসরদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রসঙ্গে জানাব না? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আনসারদের মাঝে শ্রেষ্ঠ হল বানূ নাজ্জার, তারপর তাদের নিকটতর যারা অর্থাৎ বানূ 'আবদুল আশহাল, তারপর তাদের নিকটতম যারা অর্থাৎ বানুল হারিস ইবনুল খাযরাজ, তারপর তাদের কাছের যারা অর্থাৎ বানূ সা'ইদাহ্। এরপর তিনি দুই হাতে ইশারা করে তাদের আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করলেন, তারপর হাত দু'খানা এমনভাবে প্রসারিত করলেন যেমন কেউ তার হাত দিয়ে কিছু নিক্ষেপ করল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আনসারদের সব ঘরই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আর এ হাদীস আনাস (রাযিঃ) হতে, আবূ উসাইদ আস-সাঈদী (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে এই সনদেও বর্ণিত আছে।

٣٩١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «خَيْرُ دُوْرِ الْأَنْصَارِ : دُوْرُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُوْرُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ»، فَقَالَ سَعْدٌ : مَا أَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا، فَقِيْلَ : قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيْرٍ!

-صحيح : ق.

৩৯১১। আবূ উসাইদ আস-সা'ঈদী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আনসারদের ঘরগুলোর মাঝে ভাল হল বানূ নাজ্জারের ঘরগুলো, তারপর বানূ 'আবদুল আশহালের ঘরগুলো, তারপর ইবনুল হারিস ইবনুল খাযরাজ, তারপর বনূ সা'ইদাহ্। আনসারদের প্রত্যেক পরিবারের মাঝেই মঙ্গল রয়েছে। সা'দ (রাযিঃ) বলেন, আমি দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের গোত্রের উপর অন্যান্য আনসার পরিবারকে মর্যাদা দিয়েছেন। সে সময় তাকে বলা হল, তিনি তোমাদেরকে তো অনেকের উপরই মর্যাদা দিয়েছেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ উসাইদ আস-সা'ঈদী (রাযিঃ)-এর নাম মালিক ইবনু রাবী'আহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতেও নাবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মা'মার যুহরী হতে তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উত্বাহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে বর্ণনা করেছেন।

٣٩١٢- حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ : «خَيْرُ دِيَارِ الْأَنْصَارِ : بَنُو النَّجَّارِ».

-صحيح بما قبله.

৩৯১২। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আনসারদের ঘরগুলোর মাঝে বানূ নাজ্জারই সবচাইতে ভাল।

সহীহ ঃ পূর্বের হাদীসের সহায়তায়।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি এই সূত্রে গারীব।

٣٩١٣- حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خَيْرُ الْأَنْصَارِ : بَنُوْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ».

-صحيح بما قبله بحديث.

৩৯১৩। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আনসারদের মাঝে বানূ 'আবদুল আশহালই ভাল।

এক হাদীসের পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপর্যুক্ত সনদে গারীব।

٦٨- بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ মাদীনা মুনাওওয়ারার মর্যাদা

٣٩١٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِحَرَّةِ السُّقْيَا الَّتِيْ كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «ائْتُوْنِيْ بِوَضُوْءٍ»، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ

كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيْلَكَ، وَدَعَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ؛ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ؛ مِثْلَيْ مَا بَارَكْتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ؛ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ».

-صحيح : «التعليق الرغيب» (١٤٤/٢).

৩৯১৪। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। অবশেষে যখন আমরা সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)-এর বসতি এলাকা 'হার্‌রাতুস-সুক্‌ইয়া'-তে পৌঁছলাম, সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমার জন্য উযূর পানি নিয়ে এসো। তিনি উযূ করলেন, তারপর ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! ইবরাহীম ('আঃ) তোমার বান্দা ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মাক্কাবাসীদের জন্য তিনি বারাকাতের দু'আ করেছেন। আর আমিও তোমার বান্দা ও রাসূল। আমি মাদীনাবাসীদের জন্য তোমার নিকট দু'আ করছি যে, তুমি মাক্কাবাসীদের জন্য যে পরিমাণ বারাকাত দান করেছ, মাদীনাবাসীদের মুদ্দ ও সা'-এ তার দ্বিগুণ বারাকাত দান কর এবং এক বারাকাতের সঙ্গে দু'টি বারাকাত দান কর।

সহীহ ঃ তা'লীকুর রাগীব (২/১৪৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٩١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا أَبُو نُبَاتَةَ يُونُسُ بْنُ يَحْيَى بْنِ نُبَاتَةَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

-حسن صحيح : ظلال الجنة» (٧٣١)، «الروض النضير» (١١١٥) ق.

৩৯১৫। 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তারা প্রত্যেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মাঝের জায়গা জান্নাতের বাগিচাগুলোর মধ্যকার একটি বাগিচা।

হাসান সহীহ ঃ যিলালুল জান্নাত (৭৩১), রাওযুন্ নাযীর (১১১৫), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে 'আলী (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীস হিসেবে এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٣٩١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ الزَّاهِدُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي؛ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

-حسن صحيح : «ظلال الجنة» (٧٣١)، «الروض النضير» (١١١٥) ق.

৩৯১৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মাঝের জায়গা জান্নাতের বাগিচাগুলোর মধ্যকার একটি বাগিচা।

হাসান সহীহ ঃ যিলালুল জান্নাত (৭৩১), রাওযুন্ নাযীর (১১১৫), বুখারী ও মুসলিম।

একই সনদসূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার এই মাসজিদে এক রাকা'আত নামায মাসজিদুল হারাম ছাড়া আর অন্য কোন মাসজিদে এক হাজার রাক'আত নামায অপেক্ষা ভাল।

হাসান সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (১৪০৪, ১৪০৫), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে এই সনদে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٣٩١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ؛ فَلْيَمُتْ بِهَا؛ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣١١٢).

৩৯১৭। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ মাদীনাতে মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হলে সে যেন সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। কারণ যে ব্যক্তি সেখানে মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য সুপারিশ করব।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৩১১২)।

এ অনুচ্ছেদে সুবাই'আহ্ বিনতুল হারিস আল-আসলামিয়্যাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, উক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং আইয়ূব আস-সাখতিয়ানীর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব।

٣٩١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ أَتَتْهُ، فَقَالَتْ : اشْتَدَّ عَلَيَّ الزَّمَانُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْعِرَاقِ، قَالَ : فَهَلَّا إِلَى الشَّامِ؛ أَرْضِ الْمَنْشَرِ؟! اصْبِرِي لَكَاعِ! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأْوَائِهَا؛ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا-أَوْ شَفِيعًا- يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

-صحيح : «تخريج فقه السيره» (١٨٤) م.

৩৯১৮। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তার এক মুক্ত দাসী এসে তাঁকে বললেন, আমার জন্য দিনাতিপাত কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই

আমি ইরাকের দিকে যেতে চাই। তিনি বললেন, তবে তুমি সিরিয়ার দিকে যাবার মনস্থ করলে না কেন? সেটা তো হাশরের মাঠ। তিনি আরও বললেন, আরে নির্বোধ? ধৈর্যধারণ কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ যে লোক মাদীনার কষ্ট-কাঠিন্য ও দুর্ভিক্ষে ধৈর্যধারণ করে, ক্বিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী হব এবং সুপারিশকারী হব।

সহীহ ঃ তাখরীজু ফিক্‌হিস্ সীরাহ্ (১৮৪), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ, সুফ্‌ইয়ান ইবনু আবী যুহাইর ও সুবাই'আহ্ আল-আসলামিয়্যাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, 'উবাইদুল্লাহ্‌র বর্ণিত হাদীস হিসেবে গারীব।

٣٩٢٠- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَصَابَهُ وَعَكٌ بِالْمَدِيْنَةِ، فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ؛ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَتُنَصِّعُ طَيِّبَهَا».

-صحيح : «الصحيحة» (٢١٧) : ق.

৩৯২০। জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদিন এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ইসলামের উপর বাই'আত হয়। মাদীনার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সেই বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এসে বলে, আমার বাই'আত প্রত্যাহার করুন। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। অতএব সে চলে গেল। বেদুঈন পুনরায় এসে বলল, আমার বাই'আত প্রত্যাহার করুন। এবারও তিনি অস্বীকার করেন। ফলে বেদুঈন চলে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এই মাদীনা হল কামাড়ের হাপড়ের মত, যা তার ময়লা দূর

করে এবং পবিত্রতাকে খাঁটি করে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (২১৭), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٢١- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ؛ مَا ذَعَرْتُهَا؛ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ».

-صحيح : خ (١٨٧٣)، م (٤/١١٦).

৩৯২১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মাদীনায় আমি যদি হরিণকে চরে বেড়াতে দেখি, তবে সেটাকে ভয় দেখাব না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাদীনার দুই কংকরময় এলাকার মধ্যবর্তী জায়গা হারাম।

সহীহ ঃ বুখারী (১৮৭৩), মুসলিম (৪/১১৬)।

এ অনুচ্ছেদে সা'দ, 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ, আনাস, আবূ আইউব, যাইদ ইবনু সাবিত, রাফি' ইবনু খাদীজ, জাবির ও সাহ্ল ইবনু হুনাইফ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ : «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللّٰهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا».

-صحيح : ق.

৩৯২২। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, উহূদ পাহাড় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন ঃ এ পাহাড় আমাদেরকে মুহাব্বাত করে এবং আমরাও তাকে মুহাব্বাত করি। হে আল্লাহ! ইব্রাহীম (‘আঃ) নিশ্চয়ই মাক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, আর আমি দুই কংকরময় এলাকার মধ্যবর্তী জায়গাটিকে হারাম ঘোষণা করলাম।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٢٤- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ؛ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا- أَوْ شَفِيعًا - يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

-صحيح : «تخريج فقه السيرة» (١٨٤) م.

৩৯২৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ মাদীনায় দুর্ভিক্ষ ও কষ্ট-কাঠিন্য সহ্য করলে ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য আমি অবশ্যই সাক্ষী অথবা সুপারিশকারী হব।

সহীহ ঃ তাখরীজু ফিক্‌হিস্ সীরাহ্ (১৮৪), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ সা‘ঈদ, সুফ্ইয়ান ইবনু আবী যুহাইর ও সুবাই‘আহ্ আল-আসলামিয়্যাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃক হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান গারীব। সালিহ ইবনু আবী সালিহ হলেন সুহাইল ইবনু আবী সালিহের ভাই।

٦٩- بَابٌ فِي فَضْلِ مَكَّةَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ মাক্কা মুআজ্জামার মর্যাদা

٣٩٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ، فَقَالَ : «وَاللّٰهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللّٰهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ، وَلَوْ لاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ؛ مَا خَرَجْتُ».

-صحيح : «ابن ماجه» (٣١٠٨).

৩৯২৫। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আদী ইবনু হাম্‌রাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি মাক্কার একটি ক্ষুদ্র টিলার উপর দণ্ডায়মানরত দেখলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র ক্বসম! তুমি নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলার সকল ভূমির মাঝে সর্বোত্তম এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকট তুমিই সবচেয়ে প্রিয়ভূমি। আমাকে যদি তোমার বুক হতে (জোরপূর্বক) বিতাড়িত না করা হত তবে আমি কখনও (তোমায় ছেড়ে) চলে যেতাম না।

সহীহ ঃ ইবনু মাজাহ (৩১০৮)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। এ হাদীস ইউনুস যুহ্‌রী হতে একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ‘আম্‌র (রাহঃ) আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। আমার মতে আবূ সালামার বরাতে ‘আবদুল্লাহ ইবনু আদী ইবনু হামরার সনদে যুহ্‌রী হতে বর্ণিত হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ।

٣٩٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَبُو الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَكَّةَ : «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ! وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُوْنِي مِنْكِ؛ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ».

-صحيح : «المشكاة» (٢٧٢٤).

৩৯২৬। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কা ভূমিকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ কতই না পবিত্র ও উত্তম শহর তুমি এবং আমার নিকট তুমি কতই না প্রিয়। আমার স্বজাতি যদি তোমার হতে আমাকে বিতাড়িত না করত তবে আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কোথাও বসবাস করতাম না।

সহীহ ঃ মিশকাত (হাঃ ২৭২৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٧٠- بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْعَرَبِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ আরবদেশের মর্যাদা

٣٩٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرِيْكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ، حَتَّى يَلْحَقُوْا بِالْجِبَالِ»، قَالَتْ أُمُّ شَرِيْكٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : «هُمْ قَلِيْلٌ».

-صحيح : «الصحية» (٣٠٧٩) م.

৩৯৩০। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রাযিঃ) বলেন যে, তিনি উম্মু শারীক (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে পলায়ন করবে, অবশেষে তারা পাহাড়-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মু শারীক প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে সময় আরবরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন ঃ সে সময় তারা সংখ্যায় অতি নগণ্য হবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৩০৭৯), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٧١- بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْعَجَمِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ আজমীদের (অনারবদের) মর্যাদা

٣٩٣٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنِيْ ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيْلِيُّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ، فَتَلاَهَا، فَلَمَّا بَلَغ ﴿وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ﴾، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِنَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، قَالَ : وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فِيْنَا، قَالَ : فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، فَقَالَ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ بِالثُّرَيَّا؛ لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلاَءِ».

-صحيح : ق، وهو مكرر الحديث (٣٣١٠).

৩৯৩৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমরা উপস্থিত ছিলাম। সে সময় সূরা আল-জুমু'আহ্ অবতীর্ণ হয় এবং তিনি তা পাঠ করেন। তিনি 'ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল্হাকু বিহিমি" (এবং তাদের অন্যেরা যারা এখনও তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়নি) পর্যন্ত পৌঁছলে এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এসব লোক কারা, এখনো যারা আমাদের সঙ্গে একত্রিত হয়নি? তিনি তাকে কিছুই বললেন না। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, সালমান আল-ফারিসী (রাযিঃ) আমাদের মধ্যে হাযির ছিলেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাতখানা সালমান (রাযিঃ)-এর উপর রেখে বললেন ঃ সেই সত্তার ক্বসম যাঁর হাতে আমার জীবন! সুরাইয়্যাহ্ তারকায় ঈমান থাকলেও এদের (অনারবদের) কিছু লোক তা নিয়ে আসবে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। এটা ৩৩১০ নং হাদীসের পুনরুক্তি।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। হাদীসটি একাধিক সূত্রে আবূ

হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর বরাতে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে। আবুল গাইস এর নাম সালিম, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু মুত্বী' এর মুক্তদাস মাদীনার অধিবাসী।

٧٢- بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْيَمَنِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ ইয়ামানের মর্যাদা

٣٩٣٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ، فَقَالَ : «اللّٰهُمَّ! أَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا»

-حسن صحيح : «المشكاة - ٦٢٦٣» (التحقيق الثاني)، «الإرواء» (١٧٦/٤).

৩৯৩৪। যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ামান দেশের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তাদের মন (আমাদের দিকে) ফিরিয়ে দিন এবং আমাদের সা ও মুদ্দ-এ বারাকাত দান করুন"।

হাসান সহীহ ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৬২৬৩), ইরওয়া (৪/১৭৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ)-এর বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব। আমরা শুধুমাত্র 'ইমরান আল-কাত্তানের সনদেই হাদীসটি জানতে পেরেছি।

٣٩٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَضْعَفُ قُلُوْبًا، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً؛ الْإِيْمَانُ يَمَانٍ،

وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ».

-صحيح : «الروض النضير» (١٠٣٤) ق.

৩৯৩৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের নিকট ইয়ামানবাসী এসেছে। তারা খুব নরম মন ও কোমল হৃদয়ের লোক। ঈমান ইয়ামান হতে এসেছে এবং প্রজ্ঞাও ইয়ামান হতে এসেছে।

সহীহ ঃ রাওযুন্ নাযীর (১০৩৪), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٣٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْمُلْكُ فِيْ قُرَيْشٍ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ، وَالْأَذَانُ فِيْ الْحَبَشَةِ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ - يَعْنِيْ : الْيَمَنَ- ».

-صحيح : «الصحيحة» (١٠٨٣).

৩৯৩৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রাজত্ব কুরাইশদের মাঝে, বিচার-বিধান আনসারদের মধ্যে, (সুমধুর সুরে) আযান হাবশীদের মাঝে এবং আমানতদারি আয্দ অর্থাৎ ইয়ামানবাসীদের মাঝে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (১০৮৩)।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার-'আবদুর রহমান ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি মু'আবিয়াহ্ ইবনু সালিহ হতে, তিনি আবূ মারইয়াম আল-আনসারী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে এই সনদে উপর্যুক্ত হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন, তবে মারফূরূপে নয়। এ হাদীস যাইদ ইবনু হুবাবের বর্ণিত হাদীসটির তুলনায় অনেক বেশি সহীহ।

٣٩٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ : حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ جَرِيْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : إِنْ لَمْ نَكُنْ مِنَ الْأَزْدِ؛ فَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ.

-صحيح الإسناد موقوف.

৩৯৩৮। গাইলান ইবনু জারীর (রাহঃ) বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমরা আয্দ গোত্রভুক্ত না হলে উত্তম মানুষই হতাম না।

সনদ সহীহ ঃ মাওকূফ।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব।

٧٣- بَابٌ فِيْ غِفَارٍ، وَأَسْلَمَ، وَجُهَيْنَةَ، وَمُزَيْنَةَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ গিফার, আসলাম, জুহাইনাহ্ ও মুযাইনাহ্ গোত্রসমূহ প্রসঙ্গে

٣٩٤٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْأَنْصَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَغِفَارٌ، وَأَشْجَعُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ : مَوَالِيَّ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُوْنَ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلَاهُمْ».

-صحيح : م (١٧٨/٧).

৩৯৪০। আবূ আইউব আল-আনসারী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আনসারগণ এবং মুযাইনাহ্, জুহাইনাহ্, আশজা', গিফার গোত্রগুলো ও বানূ 'আবদুদ দার-এর লোকেরা আমার সঙ্গী ও সাহায্যকারী। আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী সঙ্গী নেই।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তাদের সাহায্যকারী সঙ্গী বা সাথী।

সহীহ ঃ মুসলিম (৭/১৭৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «أَسْلَمُ؛ سَالَمَهَا اللّٰهُ، وَغِفَارٌ؛ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ؛ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ».

-صحيح : ق.

৩৯৪১। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আসলাম গোত্রকে আল্লাহ হিফাযাতে রাখুন। গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করুন। আর উসাইয়্যাহ্ গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করেছে।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧٤- بَابٌ فِيْ ثَقِيْفٍ، وَبَنِيْ حَنِيْفَةَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ বানূ সাক্বীফ ও বানূ হানীফাহ্ গোত্র দু'টি প্রসঙ্গে

٣٩٤٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «فِيْ ثَقِيْفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ».

-صحيح : م، ومضى (٢١٢٣).

৩৯৪৪। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাক্বীফ গোত্রে এক চরম মিথ্যাবাদী ও এক নরঘাতকের সৃষ্টি হবে।

সহীহ ঃ মুসলিম (২১২৩) নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

'আবদুর রহমান ইবনু ওয়াক্বিদ আবূ মুসলিম শারীক (রাহঃ)-এর সনদে উপরের হাদীসের একই রকম বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু উস্‌ম-এর উপনাম আবূ 'উলওয়ান, তিনি কূফার অধিবাসী।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীস আমরা শুধুমাত্র শারীকের সনদে অবগত হয়েছি। শারীক (রাহঃ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আসিম। ইসরাঈলও এই শাইখ হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'ইস্‌মাহ্। এ অনুচ্ছেদে আসমা বিনতু আবী বাক্‌র (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٩٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَكْرَةً، فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَتَسَخَّطَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً، فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَظَلَّ سَاخِطًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً؛ إِلَّا مِنْ قُرَيْشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ».

-صحيح : «المشكاة» (٣٠٢٢ - التحقيق الثاني)، «الصحيحة» (١٦٨٤).

৩৯৪৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক বেদুঈন একটি জোয়ান উষ্ট্রী উপহার দেয়। তিনি তার বিনিময়ে তাকে ছয়টি জোয়ান উষ্ট্রী দেন। কিন্তু লোকটি তারপরও অখুশি থাকে। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারলে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন ঃ অমুক লোক আমাকে একটি উষ্ট্রী উপঢৌকন দিলে আমি এর বিনিময়ে তাকে ছয়টি উষ্ট্রী প্রদান করি। তারপরও সে অখুশি। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি কুরাইশী অথবা

আনসারী অথবা সাক্বাফী অথবা দাওসীদের ছাড়া আর কারো নিকট হতে উপঢৌকন কবূল করব না।

সহীহ ঃ মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী (৩০২২), সহীহাহ্ (১৬৮৪)।

এ হাদীসে আরো বেশি বক্তব্য আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। ইয়াযীদ ইবনু হারূন (রাহঃ) আইউব-আবুল আলা হতে বর্ণনা করেন। তিনি হলেন আইউব ইবনু মিসকীন। তিনি ইবনু আবী মিসকীন বলেও পরিচিত। সম্ভবতঃ এই হাদীস যা আইউব হতে, সা'ঈদ আল-মাকবুরীর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি হলেন আইউব আবুল আ'লা।

٣٩٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً مِنْ إِبِلِهِ، الَّتِي كَانُوا أَصَابُوا بِالْغَابَةِ، فَعَوَّضَهُ مِنْهَا بَعْضَ الْعِوَضِ، فَتَسَخَّطَهُ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : «إِنَّ رِجَالاً مِنَ الْعَرَبِ يُهْدِي أَحَدُهُمُ الْهَدِيَّةَ، فَأُعَوِّضُهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا عِنْدِي، ثُمَّ يَتَسَخَّطُهُ، فَيَظَلُّ يَتَسَخَّطُ عَلَيَّ، وَايْمُ اللَّهِ؛ لاَ أَقْبَلُ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً؛ إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ».

-صحيح : انظر ما قبله.

৩৯৪৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি গাবা নামক জায়গায় প্রাপ্ত তার উটপাল হতে একটি উষ্ট্রী নাবী ﷺ-কে উপঢৌকন দেয়। তিনি এর বিনিময়ে তাকে কিছু দান করেন। কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ

ﷺ-কে আমি মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি ঃ আরবের কোন এক লোক আমাকে কিছু উপহার দিলে আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে কিছু দান করি। কিন্তু সে তাতে অখুশি প্রকাশ করে। এমনকি এ ব্যাপারে সে আমার উপর অখুশিই হয়ে যায়। আল্লাহ্র ক্বসম! এরপর হতে আমি আর কুরাইশী কিংবা আনসারী কিংবা সাক্বাফী কিংবা দাওসী লোক ছাড়া আরবের আর কোন লোকের উপহার গ্রহণ করব না।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এটা ইয়াযীদ ইবনু হারূনের বর্ণিত হাদীসের চাইতে অনেক বেশি সহীহ।

٣٩٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَسْلَمُ؛ سَالَمَهَا اللّٰهُ، وَغِفَارٌ؛ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا».

صحيح خ (١٠٠٦، ٣٥١٣، ٣٥١٤) م (٧/١٧٧، ١٧٨).

৩৯৪৮। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেন ঃ আসলাম গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা হিফাযাতে রাখুন, গিফার গোত্রকে আল্লাহ মাফ করুন।

সহীহ ঃ বুখারী (হাঃ ১০০৬, ৩৫১৩, ৩৫১৪), মুসলিম (হাঃ ৭/১৭৭, ১৭৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবূ যার, আবূ বারযা আল-আসলামী, বুরাইদা ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٩٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ...... نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ؛ وَزَادَ فِيهِ : «وَعُصَيَّةُ؛ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ».

-صحيح : انظر ما قبله.

৩৯৪৯। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার মুওয়াম্মাল হতে, তিনি সুফ্ইয়ান হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার হতে, শু'বার হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। আর তাতে অতিরিক্ত আছে "উসাইয়্যাহ্ আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হয়েছে"।

সহীহ ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٥٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لَغِفَارٌ، وَأَسْلَمُ، وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ - أَوْ قَالَ : جُهَيْنَةُ -، وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ : خَيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ، وَطَيِّئٍ، وَغَطَفَانَ».

-صحيح : الصحيحة» (٣٢١٢) : ق.

৩৯৫০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সেই সত্তার কৃসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! গিফার, আসলাম ও মুযাইনাহ্ গোত্র এবং যারা জুহাইনাহ্ গোত্রীয় এবং মুযাইনাহ্ গোত্রীয়, তারা ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে অবশ্যই আসাদ, তাঈ ও গাতাফান গোত্রের তুলনায় ভাল বিবেচিত হবে।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৩২১২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ

حُصَيْنٍ، قَالَ : جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : «أَبْشِرُوْا يَا بَنِي تَمِيْمٍ!»، قَالُوْا : بَشَّرْتَنَا؛ فَأَعْطِنَا، قَالَ : فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ : «اقْبَلُوا الْبُشْرَى؛ فَلَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيْمٍ»، قَالُوْا : قَدْ قَبِلْنَا.

-صحيح : «الصحيحة» (٣٢١٢) : ق.

৩৯৫১। ‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাজলিসে হাযির হলে তিনি বলেন ঃ হে বানূ তামীম! সুখবর গ্রহণ কর। তারা বলল, আপনি আমাদের সুখবর দিয়েছেন, তাই আমাদেরকে কিছু দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায়। তারপর ইয়ামান দেশীয় এক প্রতিনিধিদল আগমন করলে তিনি বলেন ঃ তোমরা সুখবর কবূল কর, যা তামীম গোত্র গ্রহণ করেনি। তারা বলল, অবশ্যই আমরা তা গ্রহণ করলাম।

সহীহ ঃ সহীহাহ্ (৩২১২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩٥٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَسْلَمُ، وَغِفَارٌ، وَمُزَيْنَةُ : خَيْرٌ مِنْ تَمِيْمٍ، وَأَسَدٍ، وَغَطَفَانَ، وَبَنِي عَامِرِ ابْنِ صَعْصَعَةَ»، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ : قَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوا! قَالَ : «فَهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ».

-صحيح : خ (٣٥١٦)، م (٧/١٧٩-١٨٠).

৩৯৫২। ‘আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌রাহ্ (রাহঃ) হতে তার বাবার সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আসলাম, গিফার ও মুযাইনাহ্ গোত্রসমূহ তামীম, আসাদ, গাতাফান ও ‘আমির ইবনু সা‘সা‘আহ্

গোত্রসমূহ হতে ভাল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথাটি বললেন। লোকেরা বলেন ঃ ঐ গোত্রের লোকগুলো তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। তিনি বলেন ঃ ঐ গোত্রগুলোর ব্যক্তিগুলো এসব গোত্রের লোকদের চেয়ে অধিক ভাল।

সহীহ ঃ বুখারী (৩৫১৬), মুসলিম (৭/১৭৯-১৮০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧٥- بَابٌ فِيْ فَضْلِ الشَّامِ وَالْيَمَنِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ শাম ও ইয়ামানের মর্যাদা।

٣٩٥٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ - ابْنُ ابْنَةِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ - : حَدَّثَنِيْ جَدِّيْ أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «اللّٰهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا، اللّٰهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا»، قَالُوْا : وَفِيْ نَجْدِنَا؟! قَالَ : «اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا»، قَالُوا : وَفِي نَجْدِنَا؟! قَالَ : «هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا - أَوْ قَالَ : مِنْهَا - يَخْرُجُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».

-صحيح : «تخريج فضائل الشام» (٨) «الصحيحة» (٢٢٤٦).

৩৯৫৩। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের শামদেশে বারাকাত দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামানদেশে বারাকাত দান করুন। লোকেরা বলল, আমাদের নাজদের জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি পুনরায় বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়ায় বারাকাত দান করুন, আমাদের ইয়ামানদেশে বারাকাত দান করুন। এবারও লোকেরা বলল, আমাদের নাজদের জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি বললেন ঃ সেখানে ভূমিকম্প, বিশৃঙ্খলা বা বিপর্যয় রয়েছে অথবা তিনি বলেছেন ঃ সেখান হতেই শাইতানের শিং আবির্ভাব হবে।

সহীহ ঃ তাখরীজু ফাযায়িলিশ শাম (৮), সহীহাহ্ (২২৪৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, উপর্যুক্ত সনদে এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং ইবনু 'আওনের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গারীব। হাদীসটি সালিম ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনু 'উমার-তার বাবা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٩٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوْبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «طُوبَى لِلشَّامِ»، فَقُلْنَا : لِأَيٍّ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمٰنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا».

-صحيح : «الفضائل» أيضاً برقم (١)، «المشكاة» (٦٦٢٤)، «الصحيحة» (٥٠٢).

৩৯৫৪। যাইদ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে চামড়ার উপর হতে কুরআন সংকলন করছিলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সিরিয়ার জন্য মঙ্গল। আমরা বললাম, তা কেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ কেননা দয়াময় রহমানের ফেরেশতাগণ তার উপর নিজেদের ডানা বিস্তার করে রেখেছেন।

সহীহ ঃ ফাযায়িলিশ শাম (১), মিশকাত (৬৬২৪), সহীহাহ্ (৫০২)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইউবের সনদে হাদীসটি অবগত হয়েছি।

٣٩٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِآبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا؛ إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ؛ أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ؛ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ : إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ».

-حسن «التعليق الرغيب» (٤/٢١، ٣٣، ٣٤)، «غاية المرام» (٣١٢).

৩৯৫৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে সমস্ত সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করে, তারা যেন অবশ্যই তা হতে বিরত থাকে। কেননা তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। নতুবা তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে গোবরে পোকার তুলনায় বেশি অপমানিত হবে, যা নিজের নাক দিয়ে গোবরের ঘুঁটা তৈরী করে। তোমাদের হতে আল্লাহ তা'আলা জাহিলী যুগের গর্ব-অহংকার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে আত্মগর্ব প্রকাশ দূরীভূত করেছেন। এখন সে মু'মিন-মুত্তাক্বী অথবা পাপাত্মা-দূরাচার। সমস্ত মানুষ আদম ('আঃ)-এর সন্তান। আর আদম ('আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি হতে।

হাসান ঃ তা'লীকুর রাগীব (৪/২১, ৩৩, ৩৪), গাইয়াতুল মারাম (৩১২)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃকও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٩٥٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ الْمَدَنِيُّ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «قَدْ أَذْهَبَ اللّٰهُ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ : مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ».

-حسن : انظر ما قبله.

৩৯৫৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জাহিলী যুগের গর্ব-অহংকার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে আভিজাত্যের অহংকার তোমাদের হতে অপসারণ করেছেন। এখন কোন লোক হয় খোদাভীরু মু'মিন কিংবা বদ-নাসীব পাপী। মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম ('আঃ) মাটি হতে সৃষ্টি।

হাসান ঃ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমার দৃষ্টিতে এ হাদীসটি প্রথমোক্ত হাদীসের চেয়ে বেশী সহীহ্। সা'ঈদ আল-মাক্বুরী (রাহঃ) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে হাদীস শুনেছেন। তিনি তার পিতার সনদে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বহু হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীস সুফ্ইয়ান সাওরী প্রমুখ হিশাম ইবনু সা'দ হতে, তিনি সা'ঈদ আল-মাক্বুরী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এই সনদে আবূ আমির হতে হিশামের সনদে বর্ণিত হাদীসের একই রকম রিওয়ায়াত করেছেন।

وختاما سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

অবশেষে নাবীগণের প্রতি দরূদ ও সালাম এবং আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা

সহীহ আত-তিরমিযী সমাপ্ত

صحيح سنن الترمذي

للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

المتوفى سنة ٢٧٩هـ رحمه الله

تحقيق :

محمد ناصر الدين الألباني

ترجمه الى اللغة البنغالية

☆ **حسين بن سهراب**

من كلية الحديث الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

☆ **عيسي ميا بن خليل الرحمن**

ممتاز من كلية الشريعة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

طبع ونشر

مؤسسة حسين المدنى بروكاشنى، داكا،

بنغلاديش